হালিসহর পত্রিকা

ভাবার্ণবাচ্চিন্তন মথ্যমানা—
দুগ্ধায় সা স্নিগ্ধা সুধা বিকীর্ণা।
তর্কাতি শুষ্কে মরু ভারতেঽস্মিন্
হৃৎক্ষেত্র সংসিঞ্চতু সজ্জনানাম্॥

২ য় খণ্ড] কার্ত্তিক সন ১২৭৯ সাল [১৩, ১৪ সং

পত্রাঙ্ক বিষয়

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২য় খণ্ড। বৈশাখ সন ১২৭৯ সাল, । ১ম সংখ্যা।

নূতন বৎসর।

হালিসহর পত্রিকা জগদীশ্বরের অনুগ্রহে একবর্ষ কাল অতিক্রম করিল। [illegible] প্রতিবন্ধকতা ও দুর্ঘটনা বশতঃ [illegible] সময়ে শৃঙ্খলা ও নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া পাঠক দিগের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে, বর্ত্তমান বৈশাখ মাস ৭৯ শকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পত্রিকারও দ্বিতীয়বর্ষ আরম্ভ হইল, বিগত বর্ষে মাসিকরূপে প্রচারিত হইত, এবর্ষে পাক্ষিকরূপে প্রচারিত হইতে চলিল।

বিগত বর্ষে, রাজনীতি বিষয়ে কোন রূপ প্রস্তাব লিখিত হয় নাই। এবর্ষে রাজকীয় কার্য্য ও শাসন প্রণালীর সমালোচনা ও আন্দোলন করা যাইবেক। বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রচার করাই আমাদের এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।

নূতন ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত-দেশে বিদ্যার চর্চ্চা হইতে আরব্ধ হইলে প্রথমে, সাহিত্য, তৎপরে, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, কলাশাস্ত্র, শিল্প, রাজনীতি ধনতত্ত্ব, যুদ্ধ বিজ্ঞান প্রভৃতি, ক্রমশঃ আনুপূর্ব্বিক প্রকাশিত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষ যদিও কোন কালে বিদ্যোন্নতির উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশে কোন সময়েই সেই ভারতীয় বিদ্যার পূর্ব্ব জ্যোতির প্রতিবিম্ব পতিত হয় নাই, বঙ্গদেশের এই নবোন্নতি বলিতে হইবেক। বিদ্যোন্নতিবিষয়েএপর্য্যন্ত বঙ্গদেশ সাহিত্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই এতকাল বাঙ্গালাতে অতি লঘুভাবেসাহিত্য সকল প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, প্রগাঢ় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র দৃষ্ট হইতেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ ত্রুটি এই, এপর্য্যন্ত তাহাতে বিশেষ ওজো-গুণ-বিশিষ্ট বাক্যাবলি অধিক লক্ষিত হয় না। এতদভাব পরিহার বিষয়ে আমাদের বিশেষ যত্ন ও আশা কতদূর ফলবতী হয়, বলিতে পারিনা।

সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা, বাঙ্গালার আর একটি উন্নতির প্রধানোপায় স্বীকার করিতে হইবেক। প্রয়োজনানুসারে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ, দর্শনাদির অনুবাদ ও সমালোচনা করা যাইবেক। পাঠক বর্গের উৎসাহ ও হিতৈষিতার উপর আমাদের সমুদয় আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

এস্থলে ইহাও স্বী-কর্ত্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে মহাশয়ের আনুকুল্যে ও উৎসাহে আমাদের এই পত্রিকা এত দিন নিরাপদে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে।

দেশীয় বিচারকগণ ও নূতন দণ্ডবিধি বিচার আইন।

আমাদের গভর্ণমেণ্ট নেটিভদের নিকট স্বজাতীয় গৌরব রক্ষার নিমিত্ত নূতন এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আইনের মর্ম্মানুসারে মফঃস্বলে দেশীয় বিচারকগন ইউরোপীয় লোক দিগের দণ্ডবিধির বিচার করিতে পারিবেনা।

এই আইনের দ্বারা ইংরাজদিগের দ্বিবিধ স্বার্থের পথ পরিষ্কৃত দেখা যাইতেছে।

প্রথম—কোন দুরাচার ইংরাজ পশুবৎ কি রাক্ষস পিশাচ সদৃশ, কোন[illegible]হিত কার্য্য করিলে, স্বজাতীয় লোকের বিচারে অপেক্ষাকৃত আশঙ্কা "অতি অল্প" এরূপ আশা করিতে পারে। মনুষ্য যতই কেন পক্ষপাতহীন হউকনা, দেশীয় কি স্বজাতীয় লোকের দুঃখ সম্ভাবনা স্থলে সংপূর্ণ কঠোর হৃদয় হইতে পারেনা। বিশেষতঃ ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ লাভের উদ্দেশ্যে এত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী দূরে আসিয়া কাল যাপন করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় যে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকের প্রতি তাঁহাদের অধিক স্নেহ মমতা [illegible] পাত জন্মিবে বলা বাহুল্য।

সম্প্রতি রাজপুরুষেরা [illegible] প্রতি নানা বিষয়ে সন্দিহান [illegible] এবং প্রাণ পণে সতর্কতা [illegible] করিতেছেন, [illegible]ধিক বৎসরে পরস্পরে যে যৎকিঞ্চিৎ সমবেদনা জন্মিয়াছি[illegible] তাহা বিশেষ [illegible]শেষ দেবী[illegible] বিলুপ্ত হইয়া [illegible]তেছে

দ্বিতীয়—ইংরাজেরা জেতা [illegible]দেশী য়েরা জিত। জিতলোকেরা জেতৃবর্গে[illegible] দণ্ডবিধির বিচার করিবেন, ইহা জেতা[illegible]গের নিতান্ত অসহ্য। কলতো [illegible] হত বাহুবল সত্ত্বে ইহারা কেন এত দূর মান হানিকর লাঘব স্বীকার করিবেন? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বকৃত আইন দ্বারা স্বকীয় স্বার্থ সাধনের সহিত অনেক রাজনীতি সম্বন্ধীয় সুকৌশল দৃষ্ট হইত, এখন আর তাঁহাদের সে দিন নাই, বিশেষতঃ দেশীয়দের ও সেই রূপ জড় অবস্থা নাই। এখন একটী আইন প্রচারিত হইলেই দেশী

য়েরা তাহার তাৎপর্য্যের অভ্যন্তর দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সমালোচনা করিতে থাকে।

এই আইনটী দ্বারা দেশীয়দের প্রতি সন্দেহ ও আশঙ্কা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায়না। রাজপুরুষেরা প্রজা-বর্গের প্রতি সামান্য সামান্য কারণে অথবা নিষ্কারণে সর্ব্বদা এরূপ সন্দিহান [illegible] থাকিলে প্রজাদিগে যাহা যৎকিঞ্চিৎ রাজ ভক্তি আছে তাহাও বিলুপ্ত [illegible] এবং সকলবিষয়ে সন্দেহ [illegible] ও প্রজাবর্গের [illegible] এরূপ সন্দেহ ও বিদ্বেষ [illegible] অশান্তি ও [illegible] সম্ভাবনা অনুমিত হই[illegible]ছে। রাজপুরুষেরা যে সকলেই একেবারে [illegible] জ্ঞানশূন্য হইয়া [illegible] এরূপ নহে। দুই [illegible] ন্যায়পরতার অনুরোধে [illegible] তপক্ষে পোষকতা করিয়া [illegible] ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। [illegible] সাহেব বলেন "এদেশীয় কভেনেন্টেড সিবিল সারভেন্ট দিগকে এই ক্ষমতা না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, কারণ তাঁহারা, বিদ্যা বুদ্ধি ও বিলাত-বাস জন্য অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সেই ভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এদেশে এই ক্ষণ চারিজন মাত্র নেটিভ সিবিলয়ান আছেন, তাঁহাদিগকে এই ক্ষমতাদিলেবিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ তাহার সংখ্যা অতি অল্প, ভবিষ্যতে হাইকোর্টে আসিয়া যে ক্ষমতা পরিচালন করিতে হইবে, এই ক্ষণ মাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজের পদস্থ হইয়া সেই সকল ক্ষমতার মূল সূত্র হইতে বঞ্চিত থাকা নিতান্ত পক্ষপাতের বিষয়।

ধন্যবাদ-ভাজন ইলিস সাহেব সংখ্যার অল্পতাতে ভীত হন না, অধিক সংখ্যক দেশীয় সিবিলিয়ান দেখিলে ইলিস সাহেবের এরূপ মত হইত কিনা বলা যায় না, যাহা হউক তিনি যে স্বজাতীয় চক্ষুর্লজ্জা ত্যাগ করিয়া এরূপ বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নিকট চিরকালের নিমিত্ত ঋণী থাকা উচিত।

কমাণ্ডার ইন্ চিফ্ সাহেব, লর্ড সাহেব, ও সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব, এ বিষয়ে অনুমোদন করেন।

কমাণ্ডার ইন চিফ বলেন, যে সকল ব্যক্তি ইউরোপ যাইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের হস্তে এই ক্ষমতা অর্পন করা উচিত। কারণ তাহারা অনেক কষ্টে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইংলণ্ড যাইয়া বিলক্ষনরূপে ইংরাজ দিগের সহিত সহবাসে তাহাদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অবগত হইয়াছে।" বাঙ্গালীরা শিশুকাল হইতে ইংরাজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-জাতির ধর্ম্ম আচার ব্যবহার সমুদয় শিক্ষা করিয়া থাকে, দেশীয় বেশ পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ইংরাজি বেশ পরিচ্ছদের প্রতি আদর প্রকাশ করে, নিজ দেশের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেনা, বিলাতের বিষয় ইতিহাস নভেল প্রভৃতির দ্বারা অধিক শিক্ষিত হইয়া থাকে, বিলাত যাওয়ার আর অপেক্ষা করেনা, বাঙ্গালীদের মধ্যে

যাহারা সাহেবী আচার ব্যবহার ও ভাষা অবগত নহে, তাহারা আপনাকে আপনি দুর্ভাগা মনে করে।

সাহেবেরা যদি বাঙ্গলা ভাষা না শিখিয়া এবং বাঙ্গালীদের কোন বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া তাহাদের বিচারকর্তার উপযুক্ত হইতে পারে, তবে বাঙ্গালীরা কি প্রাণ পণে এত সাহেবী অনুকরণ করিয়া ও এত সাহেবী বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের বিচারে সক্ষম হইবেনা? বড় আশ্চর্যের বিষয়!।

আজ কাল এদেশে কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে বিলাতি আচার ব্যবহারের স্রোত এত প্রবাহিত হইতেছে যে, শুদ্ধ রীতি নীতি শিক্ষার নিমিত্ত আর ইংলণ্ড যাওয়ার প্রয়োজন করে না। গভর্ণর সাহেব বলেন "বাঙ্গালীরা যখন রাজধানীতে চমৎকার ও পটুরূপে ইংরাজ দিগের উপর বিচার করিয়া আসিতেছে, তখন সুশিক্ষিত দেশীয় সিভিলিয়ানদিগের হস্তে সেই সেই ক্ষমতা মফঃস্বলে না দেওয়ার কোন বিশেষ কারণ লক্ষিত হইতেছে না"।

মফঃস্বলের অবস্থা আর পূর্ব্বের মত নাই, সুতরাং এবিশয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ মত আছে। আক্ষেপের বিষয় এই ও রূপ ব্যক্তির মত কেবল বাক্যে মাত্র পরিণত হইল।

টেম্পল সাহেব বলেন, "যখন বাঙ্গালীরা উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছে তাহাদের সমান পদস্থ ইউরোপীয় দিগের সহিত ক্ষমতা বিষয়ে প্রভেদরাখা অন্যায়" এই কয়েক ব্যক্তি আমাদের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়াছেন, ফল, যেরূপই হউক, তাঁহাদের সদভিপ্রায়ের জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

মোগলদিগের সময়ে দুই চারি জন হিন্দু উচ্চপদস্থ না হইয়াছিলেন এমন নয়, তাঁহারা সর্ব্বদা সমভাবে ভারতবর্ষীয় ও মোগলদিগের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ইংরাজেরা অনেক বিষয়ে পক্ষপাত সম্বন্ধে মো[illegible] পরাজয় করিতেছেন। [illegible] হিন্দু- [illegible]

এদেশীয়দের উচ্চ শিক্ষারে[illegible] যে কৌশল বিস্তার করা হইতে[illegible] ফলের প্রভাবে এদেশীয়েরা [illegible] ও ইংরাজি ভাষার বিশেষ[illegible] ক্রমে বঞ্চিত হইলে তাহাদিগ[illegible] প্রভৃতি নানাকার্য্যে অনুপযু[illegible] মান করা অতি সহজ হইবে[illegible] অবস্থায় ওরূপ ভাবে ক্ষম[illegible] করিলে স্পষ্টতঃ অবিচার প[illegible] ধূর্ত্ততা দেখাযায়, কৌশ[illegible] সাধন করা কর্ত্তৃপক্ষের উচিত, সরল ভাবে অন্যায় করিতে গেলে অত্যন্ত দৃষ্টি কটু লক্ষিত হয়।

আমরা বিলক্ষণ জানি, সহস্র সহস্র চিৎকার ও ক্রন্দনে কিছুই হইবে না। সমবেত আবেদন পত্র মহারাণীর নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবেনা, সাহেবেরা শত প্রকার অত্যাচার করিয়া সাধুর ন্যায় নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিবে, তথাপি অরণ্যে রোদনের ন্যায় কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

বাঙ্গলার এরূপ স্থল অতি অল্প যেখানে, ইউরোপীয় বনিক, নীলকর কি জমিদার না আছে।

বাঙ্গালী বিচারপতির শাসনাধীন স্থলের সাহেব নীলকর প্রভৃতিরা এই আইনের মর্ম্ম জানিতে পারিয়া একবারে সহস্রগুণে দুর্নিবার হইয়া উঠিবে। তাহাদের কুক্রিয়া ও অত্যাচারের স্রোত ... অধিক পরিমাণে প্রবাহিত ... নানা ... য়া শেষ করা যায় না, এত বিনাশ ... সত্ত্বেও যখন নীলকরদিগের ... নিবারিত হয় নাই, তখন ... ও সুবিধা পাইয়া তাহারা ...ংসন্ন করিবে বলা বাহুল্য।

দশের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন।

...র্ষে ইদানীং যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচ-...য়ায় সমুদয়ই বেদান্ত বা সাংখ্য ...। সংসারাশ্রম-ত্যাগী দণ্ডী ও ব্রহ্মচা... ...শাস্ত্রানুযায়ী মত অবলম্বন করিয়া থাকে, গৃহস্থ সকল সাংখ্য সম্মত মতানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে কতিপয় বর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহা কোন্ মূল প্রাচীন দর্শন অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয় নিশ্চয় নাই। অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র দর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইক্ষণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, বেদান্ত দর্শন দণ্ডী ব্রহ্মচারী দিগের নিকট অক্ষত শরীরে অদ্যাপি বিচরণ করিতেছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারত বর্ষের প্রায় সমুদয় বিভাগেই বেদান্ত দর্শনের প্রচলন আছে, বঙ্গদেশে যাহারা ভগবদ্গীতা, পঞ্চদশী ও অন্যান্য বেদান্তানুযায়ী গ্রন্থ ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে মনে বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সমাজের অনুরোধে অভিলষিত মত প্রকাশ করিতে সাহসী হননা। মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে বেদান্ত প্রচলন করিবার সংকল্প করিয়া অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের সীমা অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মেরা ও অধিকাংশ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন না। এবিষয় পরে বর্ণিত হইতেছে।

সাংখ্য-দর্শন ভারতবর্ষে ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এরূপ সম্প্রদায় নাই যাহাতে সাংখ্য দর্শনের প্রবেশাধিকার না আছে। সংখ্যা হইতে সাংখ্য পদের উৎপত্তি হইয়াছে; জগত কতক গুলি আদি প্রধান উপকরণের প্রক্রিয়া ভিন্ন কিছুই নয়, তৎসংখ্যানুসারে সাংখ্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই মতে —সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, প্রকৃতি পুরুষের ক্রীড়া মাত্র, প্রকৃতি ও পুরুষই জীবের উপাস্য, এই প্রকৃতি-পুরুষের স্রোত যে বঙ্গদেশে কত প্রকারে প্রবাহিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। প্রকৃত সাংখ্য মত পবিত্র, কিন্তু তাহার শাখা প্রশাখা বঙ্গদেশে নানা প্রকার বিস্বাদু ও তিক্ত ফল ভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে।

তন্ত্র-শাস্ত্রই বঙ্গদেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জীবন স্বরূপ। সমুদয় তন্ত্রই সাংখ্য দর্শনের প্রতিবিম্ব মাত্র। সাংখ্যের প্রকৃতি

পুরুষই তন্ত্র সমূহের দুর্গা শিব, কালী মহাকাল, বা ভৈরবী ভৈরব।

কোন কোন তন্ত্রে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই উপাস্য, কোন কোন তন্ত্রে বা. প্রকৃতি মোক্ষরূপে আরাধ্য, পুরুষ গৌণ ভাবে পূজ্য। কোন তন্ত্রে প্রকৃতিই উপাস্য, পুরুষ উপদেষ্টা স্বরূপ।

দেশীয় লোক সমূহের অভিরুচি অনুসারে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে দেশের লোকের স্বভাব নিষ্ঠুর, উদ্ধত ধনলাভ-পরতন্ত্র, যুদ্ধ-প্রিয়, সেই সকল দেশে হবিষ্যান্ন ভোজন, তপোবনে বাস, সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় প্রভৃতি. ধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়া সহজ নহে। বাইবেলের কতকগুলি উপদেশ ইউরোপ সদৃশ চণ্ড প্রকৃতি দেশে কোনকালেই প্রচলিত হইবারনহে।

যে সকল দেশে লোক সমূহের স্বভাব, মৃদু, ভীরু, ও কাম মুগ্ধ, সে সকল দেশে বন-গমন, স্ত্রী-সেবা প্রভৃতি কার্য্যগুলি অল্লায়াসেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে যত প্রকার মত প্রচলিত হইতে দেখা যায়, সমুদয়ই শক্তিসেবা নির্ব্বিবাদ মূলক।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে বীর রসাত্মক মতই সমধিক আদৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রীয়েরা অনেকেই রামোপাসক, বীর রসাত্মক রামলীলা দ্বারাই তাহাদের হৃদয় রঞ্জন হইয়া থাকে। বাঙ্গালীরা রামায়ণকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া স্বীকার করিলেও, তদনুযায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করেনা। বঙ্গদেশ অতি নূতন; এই দেশে প্রাচীন দর্শনাদি প্রচলন থাকার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তন্ত্র ও পুরাণই এযাবৎ গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

তন্ত্র ও পুরাণে, সূর্য্য, গণপতি প্রভৃতি কতক গুলি দেবতার উপাসনার বিষয় যে উল্লেখ আছে, তাহা বাঙ্গালীদিগের কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই। বঙ্গদেশে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এক দিগে শিবদুর্গা, আর দিগে রাধা কৃষ্ণ মাত্র-দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আকবরসাহের সময় হইতেই, হিন্দুদিগকে মুসলমানেরা কোরাণে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা পাই[illegible] ছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য [illegible] পারে নাই। আওরঙ্গজেব অত্য[illegible] শাসনের দ্বারাও মুসলমান ধর্ম্ম [illegible] করিতে সক্ষম হন নাই। দুই এক জ[illegible] লোক বিশেষকে কোন গুঢ় কারণ বশতঃ কোন সময়ে কোরাণের মত গ্রহণ করি[illegible]তে দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী[illegible] কোন কালেই ধর্ম্ম বিষয়ে প্র[illegible] [illegible]বার নহে। মহম্মদীয় ধর্ম্মে[illegible] প্রকৃতি, তাহাতে কোন মতেই বাঙ্গালীদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেনা।

শাক্তমত অতি প্রাচীন কালে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিল, কালে তাহা অসুর প্রকৃতি নরাধমলোক দিগের দ্বারা গৃহীত হওয়াতে অনেক প্রকার কুৎসিতও জঘন্য আচরণ ধর্ম্মের সহিত যোজিত হইয়াছে, তন্ত্র মতে মদ্যপান ও মাৎসভোজনের বাহুল্য প্রচার দেখাযায়।

মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ বাঙ্গালীদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ নহে, বোধ হয় কোন ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় দ্বারা প্রথম

প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবেক। শাক্ত ধর্ম্ম বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণই বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদি মূল গ্রন্থ। সেই পুস্তকের মতে শাক্তওবৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়েরই মত বিষয়ক সামঞ্জস্য ও ঐক্য আছে। পরে বৈষ্ণব মতের নানা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ উৎপাদিত হয়। গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমুজ্জ্বলরূপে প্রচলিত করেন। চৈতন্যের পূর্ব্বকালে সেই ধর্ম্ম কেবল পু[illegible] হইয়া ছিল, বিশেষ বিবেচনা [illegible] দখিলে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃতি কিছুই বিভিন্ন নহে, সাংখ্য দর্শনের ছায়া মাত্র। চৈতন্য শাক্ত-মতজাত অনেক গুলি দোষ সংশোধনে যত্নবান হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, পরে দেশীয় প্রকৃতি [illegible] সারে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আরও বিকৃত-[illegible] বিভৎস ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। চৈতন্য যে প্রেম, প্রাণ পণে প্রচার করিয়া উদ্ধারের কারণ মনে করেন, কালে সেই প্রেমই সর্ব্বনাশের নিদান হইল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যত প্রকার ব্যভিচার, সমুদয়ই বিকৃত প্রেম হইতে উৎপন্ন। কর্ত্তাভজাদিগের স্বাধীনভাবে নির্লজ্জ কুক্রিয়াই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এমন কি মদ্য ও মাংস ব্যতীত, শাক্ত দিগের সমুদয় কুক্রিয়াই বৈষ্ণব মতে প্রবিষ্ট হইল। শাক্ত সম্প্রদায়ের "ভৈরবী চক্র," চৈতন্য সম্প্রদায়ের 'কিশোরী, ভোজনের" সহিত নাম মাত্র বিভিন্ন, উভয় মতেই গুরুদেব কর্ত্তৃক ব্যভিচার প্রসিদ্ধ আছে। শাক্তেরা যেরূপ চক্রভোজনে জাতি ভেদ স্বীকার করেনা বৈষ্ণবেরাও সেরূপ পংক্তি-ভোজনে জাতি-বিভিন্নতা দোষ মনে করেনা। শাক্ত মতে যেমন সমুদয় পুরুষই শিব ও সমুদয় স্ত্রীই শক্তি, বৈষ্ণব মতে সেরূপ সমুদয় পুরুষই কৃষ্ণ সমুদয় স্ত্রীই রাধা। শিব শক্তি ও রাধাকৃষ্ণে মিলন, অত্যন্ত আনন্দ-দায়ক। এই মত অত্যন্ত পাপ স্রোত-প্রবাহক।

৫০ বৎসরের অধিক হয় নাই, বঙ্গদেশ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইল। এক দিকে শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা আনন্দ সহকারে পাপস্রোতে ভাসমান হইতেছে, আরদিকে কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেছে, অন্যদিকে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারকেরা এতদ্দেশীয় যুবকদিগকে প্ররোচন বাক্যে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগের জনক-জননীর ক্রোড় শূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপ অন্ধকারের সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় বেদান্ত রূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে মানস করিলেন। তিনি দেখিলেন, সাংখ্য দর্শনের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক বেদান্ত প্রচলিত না হইলে বঙ্গদেশের আর মঙ্গল নাই।

রামমোহন রায়ের হস্তে বেদান্ত রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র অবলোকন করিয়া শৃগাল রূপ শাক্ত সকল, কুক্কুর রূপ মিশানরি গণ ও ছাগ মেষ রূপ বৈষ্ণব সকল কিঞ্চিৎ ভীত হইল। দেশ, কাল, পাত্রের প্রতিকূলতা নিবন্ধন মহাত্মা আশানুরূপ কৃত

কার্য্য হইয়া যাইতে পারেননাই। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর, নবানীত মত সমগ্র হিন্দু সমাজে অনাদৃত হইয়া কেবল জনৈক ধনীলোকের আশ্রয়ে জীবিত থাকিল। তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম ধারণ করিয়া এইক্ষণ বঙ্গদেশের অনেকেরই বিদিত ও শিক্ষিত যুবসমাজে গৃহীত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক কতিপয় সুবিজ্ঞ লোকের যত্নে বিদেশীয় অনেক প্রকার ভাব ও মতে পরিপুষ্ট হইয়া রামমোহন রায়ের মতের সহিত অনেক বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রামমোহন রায়ের মত শুদ্ধ বেদান্ত মূলক,—পরমাত্মাই উপাস্য, জীবাত্মা পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপ পুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতেও স্বকীয় মত প্রতিপোষকতার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। "সৃজনলয় কারণে ভজনা! রবেনা জনন মরণ ভাবনা।" তিনি জাতিভেদ স্বীকার, লোকতঃ উপবীত ধারণ, শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি বৈদান্তিক মত বিশ্বাস করিতেন। মিস্ কার্পেন্টর ব্যক্ত করিয়াছেন রামমোহন রায়ের মৃতদেহ প্রোথিত হইবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র লম্বমান ছিল।

আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম আর একরূপ ধারণ করিয়াছে। সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে, ব্যাস ও পার্কারের* মতই একত্রিত হইয়া অধুনা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে চলিয়াছে, "ঈশ্বর এক অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, অনশ্বর, পরিশুদ্ধ, সকলের উপাস্য, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা, তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে," এই বৈদান্তিক মতাংশের সহিত বাইবেলের কিয়দংশ যোজিত হইয়াছে, যথা—অনন্ত নরক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনন্ত অনুতাপ, নাম ধারণ করিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা, ত্রাণকর্ত্তা এই ত্রিনাতি* ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রীতিরূপে নিবেশিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ,—বিশ্বাসই শুচি ও পবিত্র, প্রীতিভিন্ন ত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মে খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রতিভূ স্বরূপ, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মতে প্রার্থনাই তাহার স্থানীয় কোন ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকৃত হয়না। সম্প্রতি কতকগুলি ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম একত্রিভূত হইয়া, প্রসিদ্ধ বক্তা ও সংস্কর্ত্তা শ্রীকেশব চন্দ্র সেনকে খ্রীষ্টের স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহাদের সেই অন্যায় অসম্ভব বৃথা যত্ন ও আশা লোকের ঘৃণা উৎপাদন করিয়া স্রোতের তৃণের ন্যায় এক দিগে ভাসিয়াগেল। তাঁহাদের অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রায় সমুদয়ই বাইবেল অনুযায়িনী। জাতি, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টী প্রভৃতি ক্রিয়া প্রার্থনা দ্বারাই পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। মৃতদেহ সম্বরণ ক্রিয়ার এপর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই, দগ্ধ কি প্রোথিত হয় বলা যায় না।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা বেদান্তের দিগেই থাকিতে চান, ভারতবর্ষীয়

* Theodre Parker

* Trinity

সমাজের মহাত্মারা বাইবেলের দিগে অধিকাংশ ধাবিত হন। কারণানুসন্ধান দ্বারা এই মাত্র অনুমিত হয় যে, আদি-সমাজের অধিকাংশ লোকেই সংস্কৃতের পক্ষপাতী, তদ্ভিন্ন সমাজের লোকের ইংরাজির গোঁড়া। যাঁহারা শিশুকাল হইতে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, নানা পুস্তকে ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা যে বাইবেলের ভক্ত হইবেন বলা বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষার কলে প্রস্তুত যুবকগণ প্রায়ই এই শ্রেণীভুক্ত। যাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিণত বয়স্ক সংস্কৃতের মর্ম্মজ্ঞ অথবা সংস্কৃতের ব্যাখ্যা পরম্পরা লোকের নিকট শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম হইলে বৈদান্তিক ব্রাহ্ম হইয়া থাকেন। কতকগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে মিলিত হইয়া কতিপয় বৈষ্ণবীয় রত্ন আহরণ করিয়াছেন যথা-ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্ম-পংক্তি-ভোজন, নিরামিষ আহার প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সম্পত্তি ব্যতীত নহে।

অবস্থা, সংসর্গ, ও শিক্ষানুসারেই লোকের অভিরুচি জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে কয়েক প্রকার বিভিন্ন রূপ অভিরুচি দেখা যাইতেছে। যাঁহারা সংস্কৃত পক্ষপাতী পুরাতন ব্রাহ্ম, প্রত্যহ বেদোপভূক্ত স্তোত্রপাঠ, শ্রাদ্ধ তর্পণ ও পরিবার বর্গের অবগুণ্ঠন বজায় রাখাই তাঁহাদের অভিরুচি। যাঁহারা ইংরাজি ভাষাজ্ঞ, নিতান্ত নির্ধন, তাঁহারা উদাসীনতার সহিত বাইবেলের মত গ্রহণ করেণ, কখনই আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুকের উৎকর্ষেরদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যে সকল ইংরাজি ভাষাজ্ঞের, পদ ও বিপুল অর্থ লাভের প্রশস্ত উপায় লাভ করিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের নিয়ত সংসর্গে বা সংসর্গ-ব্যাখ্যা শ্রবণে মোহিত হইয়াছেন, ইংলণ্ড যাত্রা তাঁহাদের নিকট মক্কা, কাশী বা বৃন্দাবন গমন সদৃশ, সেই সমস্ত ব্রাহ্মদিগের অভিরুচি আর এক রূপ।

আরাধনা, কৃতজ্ঞতা, যোগ, মনন, অনুষ্ঠান, প্রভৃতি শব্দগুলি যেন তাঁহাদের কর্ণে বিষ বর্ষণ করে।

তাঁহারা, পারচ্ছদ ও স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া টেবিলে আহার, স্ত্রীলোকের অশ্বারোহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহী ও তাহাতে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। অর্থ-হীন ব্রাহ্মদিগের ক্ষুদ্র মনে আবার এ সকল ভাবের ধারণা হয়না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিরুচি ও ভিন্ন ভিন্ন মত। একটী ধর্ম্মেতে যে নানাপ্রকার মতভেদ ও অভিরুচি ভিন্নতা জন্মিবে বলা বাহুল্য।

এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে সাংখ্য-দর্শন প্রবেশ করিতে অবকাশ পায় নাই, কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গদেশের জল বায়ুর দোষে, তাহার পথ পরিষ্কৃত হইতে চলিয়াছে।

আদিসমাজের ব্রহ্মদিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সমাজের ব্রাহ্মেরা কিঞ্চিৎ সাহসী, অগ্রসর ও ত্যাগ-স্বীকারে অপরাঙ্মুখ। এই কারণ বশতঃ ইঁহারা আদি সমাজের ব্রাহ্ম দিগের নিকট গৌরব

প্রকাশ করেন আর যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি বাহ্যিক পৌত্তলিকতার দোষারোপ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি আর এক নূতন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, অগ্রসরতা গুণে ভারতবর্ষীয় সমাজের মহাত্মাদিগকে পরাস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। নূতন সম্প্রদায়ীদের জাজ্বল্যমান স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি বঙ্গদেশের সমুদয় লোকেই সবিস্ময় দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় সমাজের ব্রাহ্মেরা মুখে মাত্র স্ত্রীস্বাধীনতার অনন্ত উন্নতি স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, এবং বক্তৃতা দ্বারা তদ্বিষয়ে অতিশয় আস্ফালন করেন, কিন্তু অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যথেষ্ট ত্রুটি বশতঃ অভিনব সম্প্রদায়ীদিগের সঙ্গে মিলিত হইতে গেলে আর সম্ভ্রম রক্ষা পাইবেনা। যাঁহারা যে বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়া লোকের নিকট সর্ব্বাগ্রগণ্য যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই বিষয়ে অপ্রধান রূপে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করা নিতান্ত অসহ্য, ও দুঃখের বিষয়। এই রূপ ঘটনাতে অনেকে নিজের মতগুলি সাধ্যানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া লন, বস্তুতঃ অধিকাংশ দার্শনিকগণ মতগুলি নিজ সুবিধানুযায়ী ও প্রচলনানুকূল করিতে ত্রুটি করেন না।

যাহা হউক এইক্ষণ ব্রাহ্ম সমাজ তিন শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল, বেদ প্রধান, বক্তৃতা মূলক, স্ত্রীসর্ব্বস্ব।

বেদপ্রধান সম্প্রদায় বক্তৃতা মূলকদিগের নিকট নানা বিষয়ে পরাজিত।

বক্তৃতা মূলকগণ আবার স্ত্রীসর্ব্বস্বদিগের নিকট দুয়েক বিষয়ে পরাস্ত।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেষোক্ত সমাজ যে সমুদয় অসুবিধা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্ম সামাজিক উন্নতির অতি উচ্চমত সোপান পর্য্যন্ত আরোহণ করিবেক বলা বাহুল্য। অনুমান হয়, অল্পকাল মধ্যেই সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রী সর্ব্বস্ব মতের সম্পূর্ণ অনুমোদনকরিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে থাকিবেক।

সাংখ্য মতে যেরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী প্রধানা, ব্রাহ্মমতেও সেইরূপ স্ত্রীর বিশেষ প্রাধান্য হইতে চলিল। সাংখ্যমত পৌত্তলিক নহে, কেবল ভক্তদিগের বিশেষ পরিতৃপ্তির জন্য প্রকৃতি পুরুষের নানা প্রকার রূপযুগল কল্পনা করিয়াছে, ব্রাহ্মেরাও প্রভুর "শ্রীচরণ" "দরশন দেও," প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতার অবতরণ এবং প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় সমুদয় মনোবৃত্তি গুলিকে বিবিধ আকারে সজ্জীভূত করিতেছেন। আমরা প্রথমে সাংখ্য মতে শুনিতে পাইলাম, পুরুষ পঙ্গু নিশ্চল, প্রকৃতি যোগে সর্জ্জনশীল, তাহার অনেক কাল পরে, ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম প্রচারক শঙ্করাচার্য্য, তৎমতের পোষকতা করিয়া লোকের মনে সেই সংস্কার দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিলেন। তদ্রচিত আনন্দ-লহরীর প্রথম শ্লোকই স্পষ্টপ্রমাণ প্রদান করিতেছে (শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো ইত্যাদি) তাহার পর চৈতন্য রাধাকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, মুক্তির সোপান, পাপের কৃপাণ, মনে করিয়া মত প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি নব ব্রাহ্মেরা জ্ঞান অপেক্ষা

প্রীতিকে অধিক মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। জ্ঞানের পুরুষাকৃতি, প্রীতির বামাকৃতি অনেক কাল হইতে কল্পিত হইয়াছে।

স্ব স্ব ভার্য্যাকে সেই প্রীতির অংশ স্বরূপ বলিলে সাংখ্যের সহিত আর অধিক বিভিন্নতা থাকে না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কম্‌টি যে ভাবাত্মক মত প্রচার করেন, স্ত্রী-পুজাই তাহার প্রধান অঙ্গ।

কম্‌টির মত ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশ ব্যতীত কোথাও লব্ধ প্রবেশ হইতে পারে নাই। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে ভাবাত্মক মতের ভার্য্যোপাসনাকে, আজকাল তন্ত্রের শক্তি পূজা, বৈষ্ণবীয় পুরাণের রাধা সেবার ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের এমনই কপাল যে দেশীয় ধর্ম্মেরত কথায়ই নাই, বিদেশাগত মত গুলিও সাংখ্য সদৃশ হইয়া পড়ে। প্রথমে যিনি সাংখ্য মত প্রচার করেন তিনি পরমাণু ও ইচ্ছাবতী প্রকৃতির ক্রীড়া দর্শন করিয়াই সূত্রপাত করেন। পরমাণুকে শিব, ও ইচ্ছাবতী প্রকৃতিকে শক্তি রূপে কল্পনা করেন। পরে অবলম্বীদিগের অভিরুচির তারতম্যানুসারে তাহা হইতে নানাপ্রকার শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয় এক জন দর্শনবিদ পণ্ডিতও এরূপ "মেটার পাওয়ার এবং মাইণ্ড"† মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কল্পনা প্রধান বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মের ন্যায় তাহা তত বিকৃত হয় নাই।

প্রধানা গোপী ও সামান্য গোপীদিগের মহিমা বর্ণন ছলে অনেক গৌরাঙ্গ শিষ্য গোস্বামী, স্ত্রী লোকেরও গুণ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অল্পকাল হইল "নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব" নামে একখানি বিস্তৃত পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উল্লিখিত বিষয়ে তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সমুদয়কেই পরাস্ত করা হইয়াছে।

শ্রুত হওয়া গিয়াছে পূর্ব্ব বাঙ্গলাস্থ ব্রাহ্মগণই নাকি, সাংখ্য মতানুযায়ী ব্রাহ্মধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়া।

বঙ্গদেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, ইহাতে স্থানীয় ভাষা এক প্রকার হইলেও স্থানে স্থানে উচ্চারণ গত এত বিভিন্ন যে সময়ে সময়ে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গদেশের সমুদয় বিভাগে উল্লিখিত ধর্ম্মগুলি সমানরূপে প্রচারিত হয় নাই।

আগমওতন্ত্রানুযায়ী মত—ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ত্রিপুরা নওয়াখালী, বরিশাল, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, মালদহ ওবগুড়ার অধিকাংশস্থলে, প্রচলিত চব্বিশপরগনা ও হুগলিতে কিয়ৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছে।

চৈতন্যের মত নদিয়া বর্দ্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর, মানভূম ও বীরভূম, এই কয় প্রদেশেবহুল পরিমাণেআদৃত;তান্ত্রিকমতের নাম গন্ধ ও নাই। কমিল্লার নিকটবর্ত্তী স্থলে প্রধান তান্ত্রিক, কালীর প্রিয় পুত্র বলিয়া বিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দের জন্ম হয়। সিদ্ধি বিদ্যা ও সর্ব্ববিদ্যার বংশ অদ্যাপি তদঞ্চলে বর্ত্তমান আছে, এই সকল কারণ বশতঃ বোধ হয় সেই সকল

প্রদেশে ভাক্ত্রিক মত অধিক পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছিল, অদ্যাপি বিশেষ পরিবর্ত্তনের কোন সুযোগ হয় নাই, বলিয়া প্রায় একাবস্থ রহিয়াছে। ত্রিপুরার মানিক্য লাঞ্ছনধারী রাজবংশ যে কি নিমিত্ত বৈষ্ণব মতালম্বী বলা যায় না, এদিগে নদিয়ায় চৈতন্যের অবতরণ হয়, এবং কয়েক জন তৎশিষ্য গোস্বামী জন্ম-গ্রহণ করেন।

নদিয়ার অন্তবর্ত্তী কেঁদুলী গ্রামে প্রসিদ্ধ কবিবর জয়দেব অবতীর্ণ হন।

এই সকল কারণ বশতঃ বোধ হয় সেই সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বৈষ্ণব মত অধিক গৃহীত হইয়া থাকিবেক।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কলিকাতাতে উদিত হইয়া এপর্য্যন্ত কলিকাতাতেই পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলে, পূর্ণ লক্ষণাক্রান্তরূপে পরিগৃহীত হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার ব্রাহ্মদিগের দোষালোচনা করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা যে, দেশ কাল ও পাত্রের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া লক্ষ্য বিস্মৃত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়াই আমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দ্বারা যে বাঙ্গলার সমাজ শোধন প্রভৃতি অশেষ হিত সাধিত হইতেছে, তাহা সকলেরই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার্য্য কিন্তু মত অবস্থা ও সামাজিক প্রকৃতির সহিত পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে না পারিলে আশানুরূপ ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারেনা।

কতকগুলি ব্রাহ্ম সর্ব্বদা প্রাণপণে অধ্যয়ন করিতেছেন, দেশের দোষ লক্ষ্য করিয়া স্থানে স্থানে বাগজাল বিস্তার করিতেছেন। গৃহে পরিবার অবগুণ্ঠন ও অলঙ্কার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বর্ণ পরিচয় বর্জ্জিত, হিংসা ও দ্বেষের আকর ইহা গুপ্ত শৌচাগার বলিয়া বর্ণিত হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আর কতকগুলি ব্রাহ্ম আবার অজ্ঞ কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য, লেখা পড়ার সহিত বড় একটা সম্বন্ধ নাই।

স্ত্রীকে গাউন পরার সহিত বেশ জ্যেঠামি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দুটী চারটী ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করান হইয়াছে, অন্য পুরুষ দেখিয়া নম্র, সঙ্কুচিত, লজ্জিত না হওয়ার অভ্যাস করাণ হইয়াছে। স্ত্রীদ্বারাই যশস্বী ও বিখ্যাত হওয়ার আশা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের স্ত্রী ভিন্ন আর যশোলিপ্সা কণ্ডূয়ণের উপায়ান্তর নাই।

আমাদের মতে উল্লিখিত উভয় প্রকারের ব্রাহ্মই উচিত সীমার অতীত স্থানবর্ত্তী।

আত্মপক্ষপাতী-ব্রাহ্মদিগের প্রতি এই নিবেদন তাঁহারা যেন হত ভাগিনী ভগ্নিদিগের দিগে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখেন।

স্ত্রৈণ মহাত্মাদিগের প্রতি এই বলীয়ান অনুরোধ—তাঁহারা যদি দেশের হিত কামনা করেন তবে কেবল স্ত্রীর দ্বারা চলিবেক না। নিজের শিক্ষা ও ভদ্রতার প্রতিও যেন অল্প অল্প মনোযোগ থাকে।

উপসংহার কালে আমাদের এই সবিনয় নিবেদন।—

ব্রাহ্ম সমাজ সকলের নিকটই ফলানুমেয় ভারতবর্ষের উন্নতির কেন্দ্র স্বরূপ, ইহাতে লোক বিশেষের সুবিধা অসুবিধার জন্য অসত্য প্রচার বড় শোচনীয় ও অসহ্য।

বহুপরিবর্ত্তনের পর এই ধর্ম্ম যে অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাতে পরিমিত স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হইবেক।

কালে সময়ের স্রোত প্রভাবেই অল্পকাল মধ্যেই স্ত্রীদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদান করিবেক।

সাবধান! যেন আশঙ্কিত সাংখ্য মত প্রবেশ করিয়া বিকার প্রাপ্তি পূর্ব্বক বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের পরিনামের ন্যায় পরিনতি না ঘটায়।

অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ

ব্রহ্মপুরাণ।

ব্রহ্মপুরাণ সর্ব্ববাদি-সম্মত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে রচিত হয়। শুদ্ধ পদ্ম-পুরাণ প্রণেতাই এই প্রাধান্য স্বীকার করেননা। পাতাল খণ্ড বর্নন কালে গর্ব্বিতভাবে এরূপ বলেন যে, পদ্ম পুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-পুরাণ দ্বিতীয় পদবীর যোগ্য। পৌরাণিকদিগের মতে ব্রহ্ম-পুরাণই সর্ব্ব প্রধান। বলরাম ভট্টাচার্য্য কৃত মিতাক্ষরার টীকায় এই পুরাণের "আদি" নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কয়েক অধ্যায় সূর্য্য পুজার বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকায় ইহার "সৌর পুরাণ" অপর একটী নাম। অনেকেই ইহার শ্লোক সংখ্যা দশ সহস্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণের মতে ইহার শ্লোক সংখ্যা পঞ্চবিংশ সহস্র কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ৭,৫০০ শ্লোকে পরিসমাপ্ত। উত্তরাখণ্ড নামে এই পুরাণের অপর একটী অংশ আছে। তাহার শ্লোক সংখ্যা তিন সহস্র কিন্তু মূলের সহিত এই ভাগের বিশেষ সম্পর্ক না থাকায় ইহা ব্রহ্ম-পুরাণের অংশ কি না, এবিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।

প্রথম শ্লোকে গ্রন্থকার বিষ্ণুর অবতার হরি ও পুরুষোত্তমের স্তব করিয়া প্রস্তাবনার অবতারণা করিয়াছেন। এতদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই পুরাণ বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। কিন্তু পদ্ম-পুরাণে এই পুরাণ শাক্তদিগের গ্রন্থ বলিয়া কথিত আছে।

শাক্তেরা শক্তি—স্ত্রীরূপী সৃজন কর্ত্রীর উপাসক। রজঃগুণই শক্তি-দেবীর প্রধান শক্তি।

ব্যাস শিষ্য লোমহর্ষণ (সূত) নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট এই পুরাণ পাঠ করেন। মুনি বর্গ জগতের সৃষ্টি, অবস্থান, ও জগৎ-বাসীদিগের প্রাক্তনের বিষয় জিজ্ঞাসু হইলে সূত তাঁহাদের নিকট এই পুরাণের ব্যাখ্যা করেন। দক্ষ ও অপরাপর প্রজাপতিদিগের অভ্যর্থনায় ব্রহ্মা এই পুরাণ কীর্ত্তন করেন, এই জন্য ইহার ব্রহ্ম-পুরাণ নাম।

মৎস্য-পুরাণ মতে ব্রহ্মা মরীচি নামা অপর এক প্রজাপতিকে এই পুরাণ পরিজ্ঞাত করেন কিন্তু তাহার সহিত ইহার অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মা ও ঈশ্বরের প্রতিরূপ বিষ্ণু বা

নারায়ণের কর্ত্তৃক জগৎ-সৃষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে। সাঙ্খ্য-দর্শনের মতানুসারে নারায়ণ এক অবিনশ্বর কারণ, পরমাণু ও জীবাত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন। সমস্ত পদার্থের মূল, "প্রধান" হইতে মহতের "উৎপত্তি হয়"। মহৎ হইতে "অহঙ্কার" (আত্মজ্ঞান) এবং অহঙ্কার হইতে সমস্ত ভূতের অণুমাত্র উৎপাদিত হয়। তৎপরে দৃশ্যমান ভূত সকলের সৃষ্টি হয়। অপই তৎ সমুদয়ের ও সৃষ্টির প্রধান অংশ।

ব্রহ্মার প্রলয়-পয়োধী জলে বট পত্রে ভাসমান হওয়া ও জগৎ সৃষ্টি বিষয়ক প্রকৃত আবির্ভাব—সমুদয়ই মনুসংহিতার ন্যায়। এমন কি মনুসংহিতার বাক্য গুলি পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এ পুরাণের ভাষার সহিত অপরাপর পুরাণের ভাষার অনেক সাদৃশ্য থাকায় ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এসমস্ত পুরাণ অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে লিখিত হইয়াছে। সায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার স্ত্রীর বিষয়, তাঁহাদের বংশাবতংশ মরীস ও প্রচেতা হইতে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম বৃত্তান্ত। দক্ষ প্রজাপতির কন্যাগণ হইতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কশ্যপের সহিত দক্ষ প্রজাপতির কন্যাগণের বিবাহ ও সেই বিবাহ হইতে সকল দেবতা, উপদেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, পশু, গুল্ম লতা, ও অপরাপর সমস্ত স্রষ্ট বস্তুর উৎপত্তি বিষয় বর্ণিত।

—

তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথুর উপাখ্যান।

চতুর্থ অধ্যায়ে মনুদিগের রাজত্ব অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের বিষয় কথিত হইয়াছে।

তৎপরে বৈবস্বত মনু ও তাঁহার বংশাবলীর বিবরণ। কোন কোন হস্তলিপিতে সূর্য্য বংশীয় রাজা বজ্রনাভ, ও অপর স্থানে বৃহদ্বল রাজার ইতিহাস বর্ণন করিয়া মনুবংশাবলী কীর্ত্তন শেষ করা হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ ও তৎকর্ত্তৃক এক অমূল্যরত্ন অপহরণ অবধি চন্দ্রবংশীয় নরপতি বর্গের ইতিহাস বর্ণিত আছে। এই সমস্ত বিবরণ পঞ্চদশ অধ্যায়ে পর্য্যবশিত হইয়াছে। কিন্তু এসমুদয় অন্যান্য পুরাণের অনুরূপমাত্র, শুদ্ধ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

পর অধ্যায়ে পৃথিবীর সমস্ত বিভাগ, সপ্তদ্বীপ, পাতাল ভিন্ন ভিন্ন নরক, সপ্ত স্বর্গ, নক্ষত্র, ও তারাগণের আকৃতি, আয়তন পরস্পরের দূরতা এবং চন্দ্র ও সূর্যের রশ্মীপাতে বৃষ্টি ও উর্ব্বরতার বিবরণ লিখিত আছে।

বিংশতি অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণ। এই পুরাণ প্রকৃত প্রস্তাবে এক বিংশতি অধ্যায় হইতেই আরব্ধ হইয়াছে কারণ উৎকলের অধিষ্ঠাতা দেব পুরুষোত্তমের বিষয় বর্ণন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২২-২৮ অধ্যায়ে উৎকলে মূর্ত্তি ভেদে সূর্য্য দেবের পূজা, কশ্যপ ভার্য্যা অদিতীর পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের বিষয় ও সূর্য্যের ঔরসে ও সজ্ঞার গর্ব্ভে বৈবস্বতের জন্ম বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

কতকগুলি অশংশ্লিষ্ট, অসম্ভব ও তদ্দেশ প্রচলিত ঘটনা দ্বারা উৎকল প্রদেশের পবিত্রতা সংস্থাপন করা হইয়াছে। তৎপরে "একাম্র-কাননের" বিবরণ।

দেবাদিদেব মাহাদেব চরণ স্পর্শ দ্বারা পবিত্র হওয়াতে একাননটী মহান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সূত্রে দক্ষ রাজার যজ্ঞ, দক্ষ রাজার শিবনিন্দা, পতি নিন্দা শ্রবণে সতির প্রাণত্যাগ, দক্ষ প্রজাপতির প্রাণনাশ, তাঁহার বংশ ধ্বংস, হিমালয় তনয়া উমার জন্ম, উমার কঠোর তপস্যা, মদন কর্ত্তৃক শিবের যোগ ভঙ্গ, হর কোপানলে মদনভস্ম, পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, প্রভৃতি ঘটনা গুলি অতি বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শিব এই সমস্ত কার্য্য করিয়া বিশ্রাম জন্য একাম্রকাননে প্রয়ান করেন। এই জন্য এস্থানের এত মাহাত্ম। একটী চিরজীবী আম্রবৃক্ষ হইতে "একাম্র" নাম হইয়াছে। এই "একাম্রকাননের" চতুর্দ্দিগে-সুরম্য উদ্যান, বিস্তীর্ণ তড়াগ অসংখ্য শিব মন্দির, বিরজা, কোপিল ও অপরাপর পবিত্র তীর্থ সকল বিরাজমান ছিল। এই কাননের অনতি দুরে বিষ্ণু প্রিয়-পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

তৎপরে অবন্তি দেশাধিপ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বিবরণ। ইনিই এস্থানে প্রথমে বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। গ্রন্থকার হঠাৎ জগৎ-ধ্বংস কালে বিষ্ণুর সহিত মার্কণ্ডেয় মুনির কথোপকথনের অবতারণা করিয়াছেন, বিষ্ণু বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন এবং শিব তাঁহা হইতে অভিন্ন। বিষ্ণুর আদেশে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্ত্তৃক পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা মার্কণ্ডেয় হ্রদ ও তৎসন্নিহিত শিবলিঙ্গ স্থাপন ও সেই সকলের পবিত্রতা প্রতিপন্ন করা পূর্ব্বোক্ত কথোপোকথনের প্রধান সংকল্প। এই হ্রদে স্নান কর পুণ্যের কার্য্য। তৎপরে অন্যান্য সরোবর বৃক্ষ, দেব দেবীর মন্দির ও তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ক প্রবাদ, ও বিবিধ তীর্থে স্নান, প্রার্থনা ও দেবদেবীর পূজা সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান। জগন্নাথ, বলরাম, এবং সুভদ্রার পূজা বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

জগন্নাথের মূর্ত্তি বিষয়ক আর একটী প্রবাদ আছে। দেবপতি ইন্দ্রের জন্য এই মূর্ত্তি সংগঠিত হয়। লঙ্কাধিপ রাবণ ইন্দ্রের অমরাবতী হইতে ইহা অপহরণ করে। দাশরথী রাম কর্ত্তৃক লঙ্কা জয়ের পর, রাবণ বিভীষণের নিকট এই মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া যায়। বিভীষণ সমুদ্রকে ইহা সমর্পণ করেন। সমুদ্র পরিশেষে উড়িষ্যার উপকূলে সেই মূর্ত্তি সংস্থান করে।

তৎপরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস ও মরণে কি কি ফললাভ করা যায়, তদ্বিষয় অধিক বাহুল্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার অনুরোধে অনেকানেক ঋষিও সাধু ব্যক্তি তথায় বাস করেন, কণ্ডু তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। কণ্ডু এক জন জিতক্রোধ, অমিততেজা-কঠোরতপস্বীছিলেন।

ইন্দ্র তাঁহার যোগ ভঙ্গ মানসে "প্রেমলোচা" নাম্নী স্বর্গ বিদ্যাধরীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ঋষিবর প্রেম-

লোচার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া বহুকাল উৎকল প্রদেশে বাস করেন।*

বসুদেব ও কৃষ্ণের গুণানুবাদ ছলে, বিষ্ণুর কয়েক অবতার, তাঁহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, মধু, কৈটভ, দৈত্যাদিগের জন্ম বৃত্তান্ত ও তাহাদের অধঃপতনের বিষয় কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত কৃষ্ণের জন্ম ও লীলার বিষয়, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের ইতিহাস, কৃষ্ণের মৃত্যু ও দ্বারকা ধ্বংসের বিবরণ পূর্ব্ব পীঠিকা মাত্র। বিষ্ণু পুরাণের পঞ্চ অধ্যায়ের ঘটনা ও ভাষার সহিত ব্রহ্ম পুরাণের এভাগের অনুমাত্র প্রভেদ নাই।

ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ, সমস্ত জাতির কর্ত্তব্যানুষ্ঠান, একাদশী দিবসে বিষ্ণু পূজা বিষয়ক কতকগুলি নীরস প্রবাদ আছে। তৎপরে কাল নির্ণয়, যুগ চতুষ্টয়ের স্থায়িত্ব ও মাহাত্ম, কলিযুগে মানবগণের ধর্ম্ম ভ্রংশতা ও প্রলয়ের বিবরণ।

লোমহর্ষণ ব্যাসের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা অবিকল বর্ণন করিয়া পরিশেষে ব্যাসের বাক্য গুলি বলিতে লাগিলেন। ব্যাস নশ্বর জীবন নাশ, মুক্তি, যোগ, যোগ সাধন দ্বারা মুক্তি লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। মুনি বর্গ ভিন্ন ভিন্ন যোগের বিষয় জিজ্ঞাসু হইলে মুনিবর ব্যাস সাংখ্য দর্শনের বিবরণ ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে বাশিষ্ঠ মুনি জনকরাজাকে সাংখ্য দর্শনের মতের বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন। ন্যাস, কুম্ভক প্রভৃতি কঠোর তপস্যা দ্বারা যোগ সাধন, নিষ্ঠার দ্বারা সাত্বিক অর্থাৎ পবিত্রাত্মা মানবের উচ্চ পদবী লাভ করিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে লীন হওয়, ব্রহ্ম পুরাণের গুণ কীর্ত্তনও এই পুরাণ পাঠ ও শ্রবণের ফলাফলের বিষয় বিস্তারিত বর্ণন করিয়া এই পুরাণ সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অপর এক হস্ত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্যাস মুনিদিগকে বৈবস্বত হইতে রাম পর্য্যন্ত সূর্য্য-বংশীয় নরপতিগণের ইতিহাস ও চন্দ্রের জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করতঃ তন্মধ্যে যোগ সাধনের বিষয় বর্ণন করেন। বাস্তবিক এই ভাগটী ব্রহ্ম পুরাণের অংশ কিনা তাহা সন্দেহ স্থল।

ব্রহ্ম পুরাণের এই সংক্ষেপ বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ নহে, সুতরাং প্রকৃত পুরাণ পদ বাচ্য কিনা তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রথম কয়েক অধ্যায় কোন প্রাচীন লেখক দ্বারা রচিত হওয়া সম্ভব। পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায় বর্ণিত বিষয় গুলির সহিত সাধারণ পুরাণোল্লিখিত ঘটনার সহিত অনেক সামঞ্জস্য আছে। ব্রহ্ম পুরাণের সমস্ত অংশই প্রায় স্থান বিশেষের ব্যক্তি বিশেষের ও দেব মন্দির বিশেষের বর্ণনা ও সেই স্থান ব্যক্তি ও মন্দির সম্বন্ধীয় স্থানীয় প্রবাদে

*ফরাসিস দেশের সুবিখ্যাত Mr. Langles সাহেব এই উপাখ্যানটী ফরাসিস ভাষায় অনুবাদ করতঃ পারিস নগরীয় এসিয়াটিক সোসাইটির (Asiatic Society) "Journal Asiatique" নামক পত্রিকায় সন্নিবেশিত করেন।

পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম পুরাণ বস্তুতঃ উৎকল প্রদেশের মাহাত্ম প্রচারক গ্রন্থ মাত্র।

বৈতরিণী ও রসকইলা নদী মধ্য স্থিত শৈল শ্রেণী পরিবেষ্টিত পুরী নগরী জগন্নাথ দেবের মন্দির জন্যই উৎকল প্রদেশ বিখ্যাত ও পবিত্র স্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই সহস্র সহস্র নরনারী এই পবিত্র ধাম দর্শনে গমন করে। ব্রহ্ম পুরাণে এই দেশে সূর্য্য ও মহাদেবের মূর্ত্তির পূজারবিষয়ে অনেক বিবরণআছে।

এই পুরাণোল্লিখিত শিব পূজার স্থল "একাম্রকানন" অধুনা "ভুবনেশ্বর" নাম ধারণ করিয়াছে। সেই কাননের পূর্ব্ব শোভা-নাই। কতকগুলি ভগ্ন মন্দির, জনশূন্য দুর্গ ও প্রাসাদ এবং মহাদেবের ভগ্নাবশেষ মন্দির একাম্রকাননের পূর্ব্ব গরিমা প্রকাশ করিতেছে। ৬৭৮ খৃঃ অব্দে-উড়িষ্যাধিপ "ললিত ইন্দ্রকেশরী" মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কি কারণে ও কোন সময়ে উড়িষ্যা বাসীরা শিব পূজা হইতে বিরত হইয়া এই মন্দির পরিত্যাগ করে, ও লোকের অযত্নে তাহা ভগ্নাবশেষ হয় তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। কিন্তু এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ১১।১২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে জগন্নাথদেবের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, শিব-পূজা ও শিব মন্দির সকল আর উড়িষ্যা বাসীদিগের মন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

সূর্য্যদেব প্রায় ১২ খৃঃ অব্দের মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত রূপে উৎকলে সমাদৃতছিলেন। কারণ ১২৪১ খৃ অব্দে রাজা "লাঙ্গোরা নরসিংহ দেব" "কনার্কা" গ্রামে সূর্য্যদেবের এক মন্দির সংস্থাপন করেন*।

১১৯৮ খৃঃ অব্দে জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হয়।

"কনার্কার" সূর্য্য মন্দির বহুদিবস জগন্নাথের মন্দিরের উপরে আপন প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান ছিল। পরি-শেষে জগন্নাথ স্বীয় ক্ষমতায় তাঁহার প্রতি দ্বন্দী শিব ও সূর্য্যকে পরাস্থ করিয়া উৎকল বাসীদিগের মনোরাজ্যে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু যৎ-কালে ব্রহ্মপুরাণ লিখিত হয়, সে সময় সূর্য্য, শিব ও জগন্নাথ এই ত্রিদেব পর-স্পরের সমকক্ষ ছিলেন। মানব হৃদয়ও এই তিন দিগে প্রধাবিত হইত। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই পুরাণ ১৩।১৪ খঃ অব্দে অর্থাৎ উৎকলে সূর্য্য ও শিব পূজা হতাদৃত হইলে এবং জগন্নাথের পূজা সৃষ্টি হও-নের পর রচিত হয়।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, "উত্তরা-খণ্ড" অর্থাৎ ব্রহ্ম পুরাণের অন্তভাগ এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এবং পুরাণবর্ণিত ঘটনার সহিত ইহার ঘটনার কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য নাই। এতদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, এতদুভয় পৃথক গ্রন্থ। যদি ব্রহ্ম পুরাণের কোন পূর্ব্বখণ্ড বিদ্যমান থাকে ও এই উত্তরাখণ্ড তাহার ক্রমা-

---

* নাবিকদিগের নিকট এই মন্দির (Black Pagoda) কৃষ্ণ মন্দির বলিয়া বিখ্যাত আছে।

ন্বয়ী অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ইহাকে কথনই ব্রহ্ম পুরাণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

উত্তরাখণ্ড সপ্তাধিক ত্রিংশত অধ্যায় ও তিন সহস্র শ্লোকে সমাপ্ত। আদিতে অগস্ত্য মুনি সুপ্রতিক মুনির নিকট ইহার যে রূপ ব্যাখ্যা করেন, সনক ঋষি সন্তানিকের নিকট ইহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্ম ইহার নায়ক বলিয়া ইহার ব্রহ্ম পুরাণ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্মা সরস্বতীর উপরে কামান্ধ হইয়া তাঁহার কৌমার্য্য সতীব্রত নষ্ট করেন। সেই বিদুষিত সহযোগে সরস্বতী অন্তর্বত্নী হইয়া পরিশেষে সামুদ্রিক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। আপনাকে অনভিজাত জ্ঞানে সামুদ্রিক পিতামাতাকে সবিশেষ শাস্তি দানে কৃত সংকল্প হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা অসুরকুল সৃজন করেন। প্রথমে দেবগণ পরিশেষে ব্রহ্মা তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরিশেষে স্তবস্তোত্র দ্বারা শিবকে পরিতুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সম্পত্তি লাভ করেন। কিন্তু স্বর্গে বাস না করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে "বলজা" নদী তীরে "দৃশ্যপুর" নামক এক মুমি মনোহর নগর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। বিশ্বকর্ম্মা অল্পকাল মধ্যে সেই নগর নির্ম্মান করিলেন "বলজা" নদীর যশঘোষণা ও তাহার পবিত্রতা প্রতিপন্ন করাই এই খণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্রহ্ম পুরাণের উত্তরাখণ্ড যে "বলজা" নদী মাহাত্ম বিজ্ঞাপক গ্রন্থমাত্র তাহা বলা বাহুল্য।

বলজা নদীও দৃশ্যপুর কোথায়? তাহা বলা দুসাধ্য, ব্রহ্মা ইহাতে স্নান করেন বলিয়া ইহার "ব্রহ্ম হ্রদ" নাম। দেবতারা অসুরদিগের সরজালে ক্ষত বিক্ষত হইয়া এই নদীতে স্নান করিবামাত্র সুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার "বাননাশা" অপর একটী নাম। অন্যথা ইহাকে নন্দিনী ও সাকুম্ভরী দেবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সাকুম্ভরী রাজপুত্র দেশমধ্যস্থিত সম্ভার ও অপরাপর প্রদেশস্থলোকদিগের উপাস্য দেবী*। "পুষ্করতীর্থ"—"ব্রহ্মারহ্রদ" সমস্ত ভারতবর্ষমধ্যে পুষ্করতীর্থেই শুদ্ধব্রহ্মারএকমাত্র মন্দির স্থাপিত আছে। কিন্তু "বলজা" সর্ব্বথা নদী বা মহানদীরূপে কথিত হইয়াছে। "পুষ্কর হ্রদ" যে পুরাণোল্লিখিত "বলজা" নদী তাহা যুক্তি সিদ্ধ নহে। "বাননাশা" "বনাশ" নদীর প্রতি রূপ। এই নদী মাড়ওয়ার প্রদেশে উত্থিত হইয়া চম্বল নদীর প্রবাহে মিশ্রিত হইয়াছে। যাহা হউক ব্রহ্মপুরাণের এই খণ্ড, মধ্য ভারতবর্ষের কোন তীর্থের ইতি বৃত্ত মাত্র তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারা যায়। কালক্রমে সেই তীর্থ ও তৎসম্বন্ধীয় উপাখ্যান লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সম্ভরদেশেতাহার কিঞ্চিন্মাত্র সূত্র পাওয়া যায় না।

উত্তরাখণ্ড শুদ্ধ দেবাসুরের যুদ্ধ বিবরণ ও বলজা নদীর মহিমা কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহাকে পুরাণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা যায়না।

---

* মহাত্মা টড সাহেব কৃত রাজস্থানের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

স্কন্দ পুরাণের "ব্রহ্মোত্তরখণ্ড" নামে এক খণ্ড আছে তাহার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

অনেকে অনুমান করেন জগন্নাথ বৌদ্ধ দিগের উপাস্যদেব। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, "ত্রিবুদ্ধ" মূর্ত্তিমাত্র। অশোক রাজার সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। তাহার পর বিক্রমাদিত্য আবার পৌত্তলিকধর্ম্ম প্রচলন পূর্ব্বক বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবমন্দির সকল বল পূর্ব্বক অধিকার করেন। কামাখ্যা পৌত্তলিক দিগের উপাস্য দেবী নহে। ইহার নাম 'প্রযোনা দেবী" ছিল। বৌদ্ধেরা নিজ লক্ষ্মীর সহিত পৌত্তলিক দিগের হস্তে সমর্পন করিলে তদবধি পৌত্তলিক হিন্দুরা ইহাকে যোনী পীট বলিয়া ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, বৌদ্ধ মত নির্য্যাতক হিন্দুরা জগন্নাথের উপর বিশেষ রূপ স্বকীয় স্বত্ত্ব স্থাপনার্থ এই পুরাণ প্রণয়ন করে।

প্রণয় জলধি।

দেখিতেছি সম্মুখেতে ইকি ভয়ঙ্কর।
এ ও নাকি কারু কাছে মনোহর অতি?
ভব, ভিন্ন ভাব ময়,
কখন সমান নয়,
সকলের মানসের গতি,
ভিন্ন রুচি লোক বলি ব্যক্ত চরাচর।
আমি ভাবি নিদাঘের রবি খরতর।
মৃদুলানলিনী তারে ভাবে মনোরম,
পূর্ণফল নিশা পতি,
হেরি কুমুদ্বতী সতী
মনে অনুভাব উপশম,
কমলিনী কেন তারে করে না আদর?
স্নেহজলে ভরা কিন্তু তীব্র মোর কাছে,
সন্দেহ তরঙ্গ উঠিতেছে বার বার,
বলিয়া কলহ স্রোত
ডুবায় মিলন পোত,
অনুক্ষণ, গর্জ্জন অপার।
অসীম অতল স্পর্শ, ব্যাপি রহিয়াছে,
হিংসা দ্বেষ আদি কত বিকট কুম্ভীর,
ডুবি রহিয়াছে গর্ব্ভে, কভু উঠে ভাসি,
সদা মনে মন বাঁধা,
যেন মগ্ন গিরি আধা,
বাড়বাগ্নি বিরহাগ্নি রাশি,
হতে পড়ি কার প্রাণ না হয় অধীর?
কেন লোকে সাধ করি দেয় গো সাঁতার?
কোন রত্ন পেয়েছি কি কেহ কোন কালে?
ডুব দিয়া সুধা লাগি,
হলেম বিষের ভাগী,
ঘটিয়াছে যাছিল কপালে,
প্রণয় জলধি পদে, কোটি নমস্কার,

কুমার-সম্ভব।

উত্তর ভাগ।

(ভূমিকা)

কবিকুল-রত্ন সরস্বতীতনয়-কালিদাস ও তৎপ্রণীত কুমার-সম্ভব কাব্যের বিষয় বোধ করি ভারত বর্ষীয় শিক্ষিত

ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রতি ইউরোপে ও অনেকে এতদ্বিষয়ক পরিচয় লাভ করিয়াছেন। কালিদাস স্বকৃত কুমার-সম্ভব সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বর্ণিত কাব্যের সাত সর্গ মাত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন, কুমারের অপরার্দ্ধ কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বা এরূপ বলেন যে হর ও পার্ব্বতী ভারতবর্ষীয় জনগণের পিতা ও মাতা স্বরূপ, মাতা পিতা ও ইষ্ট দেবতাকে অবলম্বন করিয়া হাস্য ও আদিরসবর্ণন শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

কুমার সম্ভবের প্রস্তাব কল্পনা দ্বারা তদষ্টমাদিসর্গ অশ্লীল দোষ প্রধান বলিয়াই অনুমিত হয়, দীর্ঘকাল আদর ও চর্চ্চা অভাবে ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি বা তদ্বন্ধু কুম্ভকারের — অদ্ভূত-কিম্বদন্তী বর্ণন দ্বারা কালিদাসের বিদ্যমানাবস্থাতেই কুমারের অপরার্দ্ধের লোপ নির্ণয় করেন।

বস্তুতঃ কুমারের উত্তরভাগ কুত্রাপি বর্ত্তমান নাই ইহাই অনুমিত হইতেছে। এপর্যন্ত দুই প্রকার উত্তর ভাগ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অল্পদিন হইল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারা নাথ তর্কবাচস্পতি কর্তৃক একবিধ উত্তর ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাহা কোন ক্রমেই কালিদাসের নয় এ বিষয়ে, এই পত্রিকার ১খণ্ডের ১২শ সংখ্যাতে বিস্তারিত রূপে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বাচস্পতি মহাশয়ের ভ্রম অথবা পক্ষ পাণ্ডিত্ব সম্পূর্ণ নিরস্ত করা হইয়াছে। প্রচারিত উত্তরভাগ খানি যদি কিঞ্চিদংশেও উপাদেয় হইত, তাহা হইলে অমরা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতাম, সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি সংস্কৃত কাব্যের বহুল চর্চ্চা হওয়াতে অনেকেই কুমার সম্ভবের অঙ্গহীনতা অনুভব করিয়া থাকেন।

আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি—অষ্টম সর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাংশ পূরণ পূর্ব্বক, এই পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আমাদিগের সংস্কৃত রচনা যে কালিদাসের অলৌকিক রচনা অপেক্ষা সহস্র গুণে নিকৃষ্ট হইবে বলা বাহুল্য।

যাহাতে অশ্লীল দোষ বর্জ্জিত, এবং বর্ত্তমান উত্তর ভাগ গুলি অপেক্ষা কিঞ্চিদংশেও উৎকৃষ্ট হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া যাইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে বর্ণিত কাব্যের সাতসর্গের অনুবাদ বিগত বৎসরের মধ্যে এই পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

উত্তর ভাগেরও অনুবাদ মূলের সহিত প্রচারিত হইবে কতদুর কৃতকার্য্য হওয়া যায় বলিতে পারা যায় না।

কুমার-সম্ভবম্।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

তপোনিহন্তু র্মদনস্য হন্তা
কালে পুনর্জীবিত কামমুগ্ধঃ

বিস্মৃত্য যোগং পরমার্থ মূলং
দাম্পত্যযোগী বিষয়ার্থ মৈস্ছৎ
দিনানি নীত্বা কতি চিদ্ধিমাদ্রে
গৃহে গৃহস্থাশ্রম ভাক্ তপস্বী
তপঃ পদং তাপস বাঞ্ছনীয়ং
শান্তং গভীরং নিভৃতং মনোজ্ঞম্।
স্নিগ্ধং পয়োদৈঃ শিখরং স্পৃশদ্ভিঃ
শ্যামায়মানং মৃদু সঞ্চরদ্ভিঃ
ঘোষোন্মুখা নর্ত্তিত পুংময়ূরৈ
মিতস্ততো ধাবিত কৃষ্ণ সারম্।
বিহঙ্গ মালোৎ পতনৈশ্চ বাতৈ
র্নৃতৎ স্বনৎ পাদপ পর্ণ পুঞ্জং
তুষারপাত ধ্বনিনা প্রবুদ্ধো
ত্তাপস্বপৎ শাবকবৎ কুরঙ্গম্।
বিলাস সংভোগ পরিক্লমেন
নিজাশ্রমং ক্লান্ত জনশ্রমঘ্নন্
সস্মার কৈলাস গিরে হৃদিস্থং
চলাহিলোকোত্তর চিত্তবৃত্তিঃ
আগত্য নন্দী স্মৃতি মাত্র মেব
কৃতাঞ্জলিঃ স্কন্ধ নিষণ্ণশূলঃ
তস্থৌ স্থিরো দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী
প্রভোর্নিদেশ প্রতিপালনেস্ছুঃ।

তপোঘ্ন-কন্দর্প-হন্তা শিব, সময়ে পুনর্জীবন প্রাপ্ত কামকর্ত্তৃক বিমুগ্ধ হইয়া, পরমার্থ মূল যোগ বিস্মৃতি পূর্ব্বক দাম্পত্য মিলন সহকারে বিষয় সুখাভি লাষী হইলেন।

সেই তপস্বী, হিমাদ্রিভবনে গৃহস্থা শ্রম সুখে কতিপয় দিবস যাপন করিলে, ভোগ বিলাসে পরিক্লান্ত হইয়া শান্ত, গভীর, মনোজ্ঞ, নিভৃত, তাপসকুলের বাঞ্ছনীয়, তপস্যারপ্রশস্ত স্থল, সেই কৈলাসপর্ব্বতের হৃদয়-স্থিত স্বকীয় আশ্রম স্মরণ করিলেন, যে স্থান মৃদুসঞ্চরমান শিখর-স্পর্শী-জলদ দলের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্যামায়মান হইয়া রহিয়াছে, যেস্থলে মেঘ গর্জ্জনে উন্মুখ হইয়া পুংময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণসারগণ ইতস্ততঃ দ্রুত বিচরণ করিতেছে, বিহঙ্গকুলের উৎপতনে এবং বায়ু প্রবহনে পাদপোপরি পর্ণ সকল সশব্দে নৃত্য করিতেছে, তুষার-পাত শব্দে, আতপে সশাবক সুপ্ত মৃগকুল জাগরিত হইতেছে. সেই ক্লান্তি-হর স্থলের দিগে বিভুর অন্তঃকরণ অগ্রসর হইল। মহাপুরুষ দিগের চিত্ত সর্ব্বদাই নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করে।

স্মরণ মাত্র নন্দী আগমন করিয়া স্কন্ধে মহা শূল স্থাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিরভাবেদণ্ডায়মান হইল, এবং প্রভুর আদেশ প্রতিপালনেস্ছু হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যাহাদিগের শরীরের বর্ণ গাঢ় নীল, তালী বর্ণের আভা সদৃশ এবং চক্ষু হরিতাল সন্নিভ; সেই বেতাল ও তাল, স্বহস্তে প্রদত্ত তালসহকারে নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের সম্মুখভাবে আকাশ মণ্ডল হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিল।

সুনীল তালীবর্ণ সন্নিভাঙ্গৌ
স্বহস্ত তালানুগ নৃত্য বন্তৌ
বেতাল তালৌ হরিতাল কাক্ষৌ
ব্যোম্নঃ ক্রমাৎ পেততুরগ্রতোস্য।
পৃষ্ঠে মরুদ্দোলিত কেশপাশঃ,
শোণাক্ষক সোম লতা রসেন
বীর স্ত্রিশূলীকিলবীরভদ্র

উপস্থিতঃ কীর্ত্তিত এব নাম্নি।

ঘোষৈস্তিরস্কৃত্য গজেন্দ্র ঘোষং,
কৃত্তিং গজেন্দ্রস্য সমাদধানঃ
ভয়ঙ্করোভৈরব নাম ধেয়ো।
ভিত্ত্বা বলেরাবির ভূৎপয়োদম্।

ব্যোম্নোবরুহ্য ক্রমশোমহাক্ষঃ
স্থূলোন্নতাঙ্গঃ সুবৃহৎককুদ্বান্
মুহুঃ শ্বসন্ঘূর্ণিতলোহিতাক্ষ
স্তির্য্যগ্বিষাণঃ পুরুতো ননাদ।

উপেত্য কশ্চিৎ প্রমথো গৃহীত্বা
ভস্মাদিকং ভূষণ মেব কশ্চিৎ
ধৃত্বা প্রপূর্ণং চষকং নিয়ন্তু
র্দণ্ডায় মানো মদিরারসেন।

শিবাভিলাষং মানসা বিদিত্বা
নিক্ষিপ্য রত্নাভরণানি দূরে
জগ্রাহ ভূষাং প্রমথ প্রদত্তাং
বস্তুং মনো হৈমবতী প্রিয়স্য।

পৃষ্ঠ দেশে কেশ পাশ পবনে বিদোলিত হইতেছে, সোম-লতা রসপানে লোচনদ্বয় রক্ত বর্ণ হইয়াছে, ত্রিশূল ধারণ পূর্ব্বক মহাবীর বীর ভদ্র, নামা মাত্র উপস্থিত হইল।

নিনাদে মহাগজ নাদ তিরস্কর্ত্তা গজেন্দ্র কৃত্তি পরিধায়ী, ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ভৈরব নামধেয় বীরবর, বলে মেঘ রাজি ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইল।

স্থূলোন্নতদেহ ককুদ্বান-বৃষভবর ঘুর্ণিত লোহিত-লোচনে ঘনঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আকাশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিষাণ আনত করিয়া সম্মুখ ভাগে নিনাদ করিতে লাগিল

আগত অনুচর দিগের কেহ কেহ, ভস্মাদি ভূষণ, কেহবা, মদিরাপূর্ণ চষক ধারণ পূর্ব্বক, নিয়ন্তা প্রভুর সমীপে দণ্ডায়মান হইল।

আকার ইঙ্গিতে শিবের মনোগত অভিলাষ অবগত হইয়া হৈমবতী স্বীয় গাত্রের রত্নাভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন, এবং অনুচর প্রমথ দিগের প্রদত্ত ভূষণ গ্রহণ করিয়া প্রিয় বল্লভ-শিবের মানস রমণ করিতে লাগিলেন।

সুকেশ পাশ দ্বারা জটা বিধান পূর্ব্বক বিভূতি পুঞ্জদ্বারা গৌরাঙ্গ আবৃত করিয়া স্বকীয় রূপলাবণ্যে অত্যন্ত অভিমানিনী হইলেন। যাহা প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় তাহাই প্রকৃত রূপ লাবণ্য।

গৌরী পিতৃ সমীপে আগন করিয়া, অবনত বদনে বাম-পদাঙ্গুষ্ঠ-নখে ভূমি বিলিখন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ আমি এই স্থান হইতে শীঘ্রই পতি গৃহে গমন করিতে ইচ্ছাকরি।

সুকেশ পাশেন জটা বিধায়,
বিভূতি পুঞ্জাবৃত গৌর দেহা
অভূৎ স্বরূপাদভি মন্য মানা
প্রিয় প্রিয়ং যদ্ধি তদেব রূপম্।

অবাঙ্মুখী পিতৃ সমীপমেত্য
মুহুঃ পদাঙ্গুষ্ঠ নখেন ভূমৌ
বামেন বামা গিরিজা লিখন্তী
স্বীয়ং যযাচে গমনং সনাথম্।

গৌরী গুরুস্ত দ্বচনং নিশম্য
স্থিত্বা ক্ষণং কিম্বচনীয় মূঢ়ঃ
রুদন্ মৃদু প্রসবণাশ্রু কণ্ঠঃ
প্রিয়াত্মজাং প্রত্য বদন্নবোঢ়াম্।

ত্বয়া যদুক্তং পতি ভক্তি মত্যা
জানে নকিং তৎপ্রতিবাক্যমস্তি
তিষ্ঠৈতাম্বজ্ঞাভিমতা কুতস্তে
গচ্ছেতি বক্তুং কথমেব শক্তঃ।

অহংসহিষ্ণুর্জগতি প্রসিদ্ধ,
স্তিষ্ঠামি বজ্রাদিবভিন্নবক্ষাঃ
আত্মাতি ধৈর্য্যেরপনীয় মূর্চ্ছাং
প্রবো ধয়িষ্যামি মনঃ কঠোরম্।

ক্কতে বচো মদ্বিধ পর্ব্বতস্য
হৃন্নর্মভে দক্ষচকোমলাস্তাঃ
কুলাঙ্গনাস্তু দ্দাত জীবনাশাঃ
কথং সহিষ্যান্তি সুতীক্ষ্ণ বজ্রম্।

গৌরী গুরু হিমবান্ সেই বাক্য শ্রবণ মাত্র কিম্বক্তব্য বিমূঢ় হইয়া ক্ষণ কাল অবস্থানান্তর অশ্রু পূর্ণ লোচনে রোদন করিতে করিতে নবোঢ়াপ্রিয় নন্দিনীকে বলিতে লাগিলেন।

বৎসে! পতিভক্তি সহকারে যাহা বলিলে, জানিনা তাহার কি প্রতি উত্তর দিতে হইবে। গৃহে অবস্থিতি কর এরূপ তোমার অনভিমত আদেশ কখনই প্রতিপালিত হইবার নহে, যাও! এরূপ বাক্য কি প্রকার প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইব। আমার সহিষ্ণুতা জগতে প্রসিদ্ধ, তোমার এরূপ বাক্য শ্রবণে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ বক্ষাঃ হইয়াই যেন অবস্থিতি করিতেছি, এবং অতি ধৈর্য্য সহ কারে মূর্চ্ছা অপনয়ন করিয়া কঠোর হৃদয়কে প্রবোধ দিতেছি।

গৌরি! মাদৃশ পর্ব্বত হৃদয় ভেদী তোমার বাক্যইবা কোথায়? সেই সকল কোমল হৃদয়াত্বদ্দাত প্রাণা কুলাঙ্গনাইবা কোথায়? উহারা কিপ্রকারে তোমার বিদায় প্রার্থনা রূপ বজ্র সহ্য করিবেক?

যিনি তোমার তিলার্দ্ধ বিরহের নাম শ্রবণে অবসন্না হন, তোমা ভিন্ন আর যাঁহার দ্বিতীয় অপত্য নাই, সেই বিমুগ্ধা তোমার জননীকে তোমার অভাবে কোন বাক্যের দ্বারা কি প্রকারে প্রবোধ দান করিব?

গিরীশ্বর বিপন্নের ন্যায় এই প্রকার কাতরোক্তি করিলে বয়সে বালিকা, জ্ঞানে বৃদ্ধা গৌরী উপদেশ মূলক বাক্য বলিতে লাগিলেন।

তদেক পুত্রীং জননীং বিমুগ্ধাং
তিলার্দ্ধ বিশ্লেষ ভয়াবসন্নাম্
ত্বয়াবিনা কেবল মেব বাক্যৈঃ
প্রবোধয়িষ্যামি কথং বিপন্নাম্।

সদুঃখমিত্যুক্তবতি প্রপন্নে
দশাং বিপন্নস্য গিরীশ্বরে সা
জ্ঞান প্রবৃদ্ধা বয়সাতি বালা
প্রোবাচ বাণীমুপদেশা মূলাম্।

ত্বয়া তপো নে বিদং তপোজ্ঞ
পুনঃপুন র্ভগ্ন মনোরথায়াঃ
ফল প্রদং সাম্প্রতমেব কালে
ধৈর্য্যেন সম্পৎ স্বয়মাগতাহি।

তপঃ ফলে নৈব ভুজঙ্গ মানাং
চিতাসমুদ্দাত বিভূতি লেপং
কথং জটা ভার মিভেশ কৃত্তিং
ভবামি সৌভাগ্য গুণৈর্দ্দধানা।

তপঃ ফলং মে মধুরং কিমেব,
বিদন্তি সামান্য জনাঃকষায়ং
জটাধরঃ পুংগববাহনোয়ং
যোগীন সাধারণ ভাবলভ্যঃ।

প্রেমার্থিনী প্রেমবতোহরস্য,
লব্ধুং তদাষঙ্গ সুখং চিরায়
জগৎ প্রভুত্বং স্বজনমাঞ্চ প্রাণান্
শক্নোমি হাতুং কি মতঃ পরংস্যাৎ।

হে তপোজ্ঞ! পুনঃ পুনঃ অসিদ্ধ কাম হইয়াও যে তপস্যা সাধন করিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। সময়ে সম্প্রতি সেই তপস্যা শুভ ফল প্রসব করিয়াছে।

ধৈর্য্য গুণে সম্পৎ স্বয়ংই হস্তে উপস্থিত হয়। তপস্যার ফলে, ভুজঙ্গ মালা, চিতা ভব বিভূতিলেপ, শ্লথ জটা ভার, গজেন্দ্র কীর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজের সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছি।

আহা! তপস্যার ফল কি মধুর, সামান্য লোকেরা কটুকষায় বলিয়া অনুভব করে, সেই পুংগব বাহন জটাধর মহা যোগী শিব, সাধারণ জন গণের হৃদয় গ্রাহী প্রীতি ভাজন নহেন।

প্রেম বান সেই হরের প্রেমার্থিনী হইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাহার আষঙ্গ সুখ লাভার্থ, জগতের রাজত্ব, আত্মীয় স্বজন বর্গ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি?

ক্রমশঃ।

স্বর্গ ভ্রংশ কাব্য।

ভূমিকা।

মহাকবি মিল্টন পৃথিবীতে অপরিচিত নন, বাল্মীকি, হোমার, বার্জ্জিল, দান্তে, কালিদাস, সেক্সপিয়ার, ভারবি, ভব ভূতি সাদি বায়রন, প্রভৃতি কবিদিগের মধ্যে বর্ণিত মহাত্মা একজন প্রধান স্থলে গণনীয়, এমন কি কোন বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইনি অনেক স্থলে হোমার বার্জ্জিল সমুদিত ভাব সকল স্বপ্রণীত কার্য্যে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজ অসামান্য কল্পনা ও বর্ণনা শক্তি প্রভাবে সমুদয় কবিগণকে পরাস্ত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ইহাঁর লেখনী হইতেযে অজস্র কীদৃশ তেজস্বী, গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক, পদাবলি নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

বস্তুতঃ তৎ প্রণীত কার্য্যের যে অংশ পাঠকরা যায় সেই অংশেই বোধ হয়, যেন, অন্তঃকরণ বীর রৌদ্র ও ভয়ানক রসে আপ্লুত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। নরক বর্ণনা পাঠে, কেনা ভীত ও চমকিত হয়। পাপের ব্যাখ্যা শ্রবণে কেনা ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করে? দনুজপতির বক্তৃতাতে কার না সমরোৎসাহ প্রদীপ্ত হয়?

কতকগুলি অক্ষর যোজনা দ্বারা যে এই প্রকার পোত বিঘাতক সাগর তরঙ্গ সদৃশ, পর্ব্বত বিদারক বজ্র সদৃশ, মহাতরু সমুৎপাটক ঝঞ্ঝা সদৃশ, বল, ও বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কি অল্প বিস্ময়ের বিষয়?

পৃথিবীতে মিশর দেশীয় পীরামিত, চীন দেশীয় প্রাচীর প্রভৃতি সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থ বিদিত আছে, কিন্তু বিশেষ

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্বর্গ ভ্রংশ কাব্য সেই সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য জনক, সন্দেহ নাই।

এরূপ মহাত্মার অবতরণ ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজ জাতির সৌভাগ্য ও গৌরব বলিতে হইবেক

ইংরাজি ভাষা হইতে মিলটন ও সেক্সপিয়রের কৃতি বিযুক্ত করিলে তাহাতে আর কিছুই সারবর্ত্তা থাকে না।

ইংরাজি ভাষা এককালে বিলুপ্ত হইলেও মিল্টন কৃত কাব্য কখনই বিলয় প্রাপ্ত হইবেক না।

ইউরোপের সমুদয় প্রদেশেই তৎকৃতি নানা ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সজীব ভাবে বিচরণ করিতেছে।

কোন মহাত্মা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, টনীয় এক একটা ভাব আবিষ্কার ক এক জন নিউটনের প্রযো ”

মিল্টন প্রণীত গ্রন্থ যে কেবল নিরবচ্ছিন্ন কাব্য তাহা নহে, ইহাকে, ধর্ম্মপুস্তক' নীতি সার গ্রন্থ তত্ত্ব মনো বিজ্ঞান বলিলে ও বলা যাইতে পারে।

আক্ষেপের বিষয় এই ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীরা এই অদ্ভুত অমৃত রসের স্বাদগ্রহণে বঞ্চিত কতিপয় বৎ পূর্ব্বে ইহার এক স্বর্গ কোন মিশনারি কর্ত্তৃক বঙ্গভাষাতে "ভৌম স্বর্গাপহরণ" নামে অনুবাদিত হয়। উহা দ্বারা ভাষার উপকার সাধন করা দূরে থাকুক। মিল্টনের জগদ্বিখ্যাত নামে কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে। এবং সেই মহা কাব্যের প্রতি ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের মনে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা বর্ণিত মহাত্মার মস্তিষ্ক সাগরোত্থিত মহারত্ন আমাদের মাতৃভাষার গলদেশে ভূষণ স্বরূপ অর্পণ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি ("Paradise Lost") স্বর্গ ভ্রংশ" নামে অনুবাদিত করিয়া এই পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত করিব।

এক অবঘাত ও ওজস্বিতা ই মিল্টন কৃত রচনার প্রধান সৌন্দর্য্য, (run on) তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা একবারে অবঘাত বর্জ্জিত ওজোগুণ ও তাদৃশ ব্যক্ত হয় না।

অন্ত্য অনুপ্রাস বাঙ্গালা কবিতার ভূষণ, প্রধান অন্ত্য অনুপ্রাস সম্যকরূপে ত্যাগ না করিলে পদ্যের গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতা রক্ষা পায় না।

বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ আবৃত্তি প্রণালী তাহাতে অবঘাত নূতন সমাবেশিত করা সম্ভাবিত নহে, কেবল সংযুক্তবর্ণস্থলে গৌণ ভাবে অবঘাত প্রদান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে মিত্রাক্ষর প্রণালী প্রচলিত করিয়াছেন তাহাই এতদ্গ্রন্থ অনুবাদ পক্ষে উপযোগী বোধ করিয়া সঙ্কল্পিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

যদি মূল গ্রন্থের শতাংশের একাংশ ও ওজো ব্যঞ্জক ও ভাববিকাশক হয়। ভ্রম সকল বোধ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

স্বর্গভ্রংশ কাব্য।

প্রথম সর্গ।

মানব, যে রূপে লঙ্ঘি বিভুর আদেশ
অবজ্ঞায় ভক্ষণ করি, জ্ঞান তরু ভব
পাপফল, নিষিদ্ধ গ্রহণে যাহা জীবে
যাহার গরল রস ক্ষরি অবিরত
এজগতে, উপজীল ভীষণ গহ্বর
যেন, রোমহর্ষকর মৃত্যু তার নাম।
যার স্বাদ গ্রহে সদা মনু জন তনু
অগণন দুঃখে জর জর ! আহা ! যাহ,
সস্ত্রীক সয়ম্ভূজনে বহিষ্কৃত করে,
মানস-নন্দন সেই নন্দন হইতে।
পরে বা কি রূপে নরে কোন মহোদয়,
করি পুনর্ব্বার দান স্বর্গে অধিকার,
দিলেন সে রাজ্যভার করিলেন ত্রাণ,
বিষম কল্মষ হতে। দেবি সরস্বতি,
সে সব বর্ণন করমাতঃ পদ্মাসনে,
বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিকুল হৃদ-
আকাশে উদিত হয়ে, প্রভাময় জ্ঞানা
লোকে, আলোকিত কর, তোমার
প্রভাবে তাঁরা অব্যাহত আঁখি। বর্ণে
সেই রূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নাগ লোক,
সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সে রূপে অর্চ্চন আমি মম সহস্রারে,
শ্বেত বিকশিত মহা পদ্মাসনে যেন,
শোভাময়-বসি তাহে বাজওগো বাণি,
আমার রসনা বীনা,-যেমতি কচ্ছপী-
সুমধুর রবা। তুমি বৈকুণ্ঠ বাসিনী,
আমি নীচ লোক বাসী সেই উচ্চ ধাম
হতে, কৃপা নেত্রপাত করি অভিলাষ
উচ্চমম, পূরাও পূরণ করি গীতি।
আমি ক্ষুদ্র জীব, অতি প্রচণ্ড গভীর !
তানে, আরম্ভিনু মহাগীত গীতেশ্বরি
ছন্দে কিবা গদ্য বন্ধে কেহ না রচিল
যাহা, কোন কালে বর্ণন করিতে তাহা
প্রবৃত্ত হইনু, হায় ! দুরাশা প্রভাবে।
হে বিশ্বোজগৎপতে নিরূপম জ্যোতিঃ
তব বসতির কিবা পবিত্র মন্দির
মানস মোহন নর-পবিত্র মানস।
সৃষ্টির আদিতে নাথ কিছু নাহি ছিল
তোমা বিনা, হায় ! এই অসীম
আকাশে।
প্রভাময় পক্ষযুগ, শ্যেন পক্ষী প্রায়
বিস্তারিয়া, ঘোর তমোরাশিময়
গভীর জলধি পরে-যাহা জীবলেষ
শূন্য জীব উৎপাদিলে, জীবের জীবন
রূপ। কৃপাকরি মম তিমির আবৃত
মানসে, উদিত হয়ে স্বীয় স্বর্ণ জ্যোতি
জাল, প্রশারিত কর, আভায় যা[illegible]
যার, চন্দ্র, সূর্য্য, চণ্ড, অনল-বিদ্যুত
কর পরিবেশ শোভাময়। হীন বল
ক্ষীণ প্রভ অল্পবুদ্ধি জনে, উদ্ধার হে
দুস্তর তামসার্ণবে। প্রভো কৃপাময় !
তব কৃপা, গুনে যেন বিকশিতে পারি
লোকে, বিদ্যমান ভাব তব, আর, গূঢ়
অভিপ্রায় বুদ্ধির অতীত যাহা ভবে।
মুনিজন বিমোহনী চিত্ত প্রহ্লাদিনী
স্বর্গের সুখ সম্পৎ, যাহা অবিরত
দুর্ল্লভ অশেষ ভোগ শান্তি সুধাময়
দান করে সদা, প্রাবিষেণ্য মেঘ যথা
অজস্র অগল হীন রূপে অবিরত
বরষয়ে বারি ধারা। অথবা ভীষণ
বিশাল নরকাগার, নিকট কঠোর

করিছে চিৎকার যথা, পিশাচ পিশাচী
ভ্রূকুটি কুটিল কটু উৎকট বদনে।
লক্ষ লক্ষ জীব যথা যন্ত্রনা পীড়িত
তৃষাতুর মরু সম স্থলে, অবিরত
আঘাত করিছে পাপিবৃন্দে দূত বৃন্দ,
শেল শূল, গদা, খড়্গ, ভীষণ মুষল,
ভিন্দি পালে। ধক্ ধক্ প্রোজ্জ্বলিত
যথা
দাবাগ্নি সমান নীল-প্রভ হুতাসন
চিরোজ্জ্বল উথলিছে তরঙ্গ সতত।
দেবী ! তব নয়নের সম্মুখে ভাসিছে
সেস্থা রৌরব গত সমুদয়। কিছু
অবিদিত নাই জগদীশ কৃপাবলে
বাগ্বাদিনি ! বাক্যে প্রকাশিয়ে বল,
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, মনুজ দম্পতী
আদিম, নিষ্পাপ, শুদ্ধ, পবিত্র হৃদয়,
কেন সেই সুখময় সুরপুর হতে
পতিত হইল কোন পাপে ? কিবা
দোষের ?
অধোদেশে মর্ত্ত্য লোক যার নাম। কহ
আমাদের সেই আদি জনক জননী,
কার কুমন্ত্রনা দোষে ? বিভু নিবারিত,
মহাপাপে রত হয়ে, রাজ্য হারাইল
কোন কালে? মহাপাপ সেই জীবাধম
গর্ব্বিত হইয়া, নির্ব্বাসিত হল নিজ
দলবল সহ। পুন কাহার উৎসাহে,
মানি নিজে গরীয়ান সুরেশ সদৃশ
হইবারে চাহে ? দেব-রাজ সিংহাসন
অধিকার করিবারে, সহসা জ্বালিল
সমর অনল ঘোরকার মন্ত্রনায় ?
মহাবল দেবপতি, দনুজ পতির
পদদ্বয়ধরি, প্রোজ্জ্বলিত ঘোরতর
হুতাশনে মীনবৎ দেহ দগ্ধ করি
প্রভাময় সমুজ্জ্বল আকাশ হইতে
ভ্রূক্ষেপে নিঃক্ষেপ করিলেন, মহা
বলে,
প্রোজ্জ্বলিত অনল শিখার
সহ, জ্বলিতে জ্বলিতে পতিত হইল,
অগাধ ভীষণ মহানরক গহ্বরে ;
সহস্রচপলা যেন একত্রে পড়িয়া
ডুবিল সাগর গর্ব্বে-বিষাল গভীর।
সেই ভয়ঙ্কর স্থলে, বজ্রের নিগড়ে
রুদ্ধ থাকি, কত ঘোর যাতনা সহিল,
বিভুবিদ্রোহির দশা ঘটে এই রূপ।
নবদিবা রাত্র সেই দুষ্ট দুরাচার
পরাজিত হয়ে নিজ দল বল সহ।
তাপে জর্জ্জরিত হয়ে পড়িল চেতনা
বিহীন, স্তিমিত দেহ, কিন্তু মরণ
নহিল,
অমর জীবন অগ্নিময় মহাহ্রদে,
ভাসিতে লাগিল, দুর দৃষ্টের লিখনে।
হৃদয় মাঝারে আসিয়া উদিত হইল
চিন্তা পূর্ব্ব সুসম্পাদ নাশিনী, অনন্ত
যাতনা দায়িনী, আহা করিতে লাগিল
ছিন্ন ভিন্ন সে হৃদয়-সিংহী যথা জালে
রুদ্ধহয়ে করে জাল ছিন্ন ভিন্ন ক্রোধে,
অথবা পাবক শিখা শমী তরুবর-
কোটরে, নিবদ্ধ হয়ে করে ছার খার
বৃক্ষরাজে। নিঃক্ষেপিল দৃষ্টি ভয়ঙ্করী
চারি দিক, চপলা যেমতি চমকিত।
দেখিল-দুর্জ্জয়া, ঘোর যাতনা অচলা
ঘৃণা, প্রলোপিত হিংসা চরি-
দিগ্‌ভাগে।
দিব দূত বিলোকন পাত সম দূর
পরিধি ব্যাপিয়া স্বীয় শোচনীয় দশা
ক্লেশ করী ঘৃনাবতী, আর মরুভূমি-

ভয়ঙ্করী জন শুন্যা, ভাসিতে লাগিল
নয়নের পুরোভাগে বিভীষিকাময়ী।
চারিদিগ, কারাগার, মণ্ডল আকার,
বিশাল শ্মশান প্রজ্বলিত যেন, ঘোর
রূপে; কিন্তু নাহি আলো লেশ,
উদ্গারিছে
ধূমপুঞ্জরূপে অন্ধকার রাশি রাশি,
নাহি চলে দৃষ্টি, মাত্র ঘোর তমো-
জাল, প্রতিভাসমান, নয়নের পথে।
ইকি ভয়ানক দেশ, দুর্দ্দশা গ্রাসিত,
নাহিক বিশ্রাম শান্তি, যথা কোন
কালে,
বিচরেনা আশা যথা কভু আশ্বাসিনী-
সুধাময়ী, পীড়ন করিছে, পাড়া সদা,
অকুন্তদা। গন্ধকে দীপিত অগ্নি
স্রোতঃ
প্রবাহিছে, বিস্তারিয়া অগ্নি গন্ধ নামা
ঘাতী
তীব্রতর, নিরপেক্ষ, বিচারিক বিধি
বিভু দ্রোহী লাগি, এই কারা নিরো-
পিয়া
রেখেছেন ,পুরাকালে ভাবিকাল
বিদ্।
অসংখ্য যোজন দূরে রক্ষিত সে স্থল,
ঘোর তমঃ পুঞ্জাবৃত, স্নিগ্ধ মনোহর
আভাময় স্বর্গধাম হতে, কোথা বা সে
স্বর্গপুর, সুরাবাস ভূমি, কোথা বা এ
স্থল, ঘৃণা, শঙ্কা ভয়াবহ শোকাবর্ত্ত
যেমতি অস মচারি দুঃখের সাগরে,
ভ্রমিতেছে অনিবার। অসুর কুলেশ
সহসা দেখিল, স্বপতন সঙ্গি-গণে,
ভাসমান, পাবকীয় উন্মদল স্রোতে
যথায় অনলাবর্ত্ত সলিল আকারে,
ভ্রাম্যমান, মুহুর্মুহুঃ। পার্শ্বদেশে এক
সঙ্গী সেনা পতি সুর দ্বেষী-মহাবীর
আগ্নেয় তরঙ্গোপরি ভাসিছে কাতরে,
দেখিতে পাইল ; পাপে ক্ষমতা
সাহসে বীর্য্যে,
শৌর্য্য তাহার দ্বিতীয়, সুবিদিত
নামটী বলজাসুর। তারে দনুজেশ
প্রলয়ের মেঘ সম গভীর গর্জ্জনে,
সাহস প্রদীপ্ত বাক্য কহিতে লাগিল

(ক্রমশঃ)

হক্-কথা।

চতুর্থ কোপ।

সুসভ্য কহিবেন।

হক কথা বলে পৃথিবীর লো[illegible]
সহিত বিবাদ বাঁধিয়েছি, "হক
বাপকেও বলতে হয়" এরূপ [illegible]
করে বড় ঠকেছি, যাকে হক্ বলি সে[illegible]
চটে উঠে, ভাবলেম, যখন প্রতি[illegible]
করেছি তখন পালন কর্ত্তেই [illegible]
এরূপ মনে করে, "নমো গণেশায়"
বলে এক দিগে চক্ষ্রেম আর একটা স্থির
করলেম,—মারিতো হাতী লুটিতো
ভাণ্ডার এবার বড়লোককেই কিছু বলবো
কলি কাতার বড় লোককেই • •
না, সর্ব্বনাশ ! শেষে বড় বিপদ হবে,
আবার ভাবলেম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে
সিয়ালদহ রেলওয়েতে যে অত্যাচার হয়ে
ছিল তাই বলি, অমনি দৈববাণী বল্লে
এবিষয়ে পেট্রিয়ট ও এডুকেশন গেজে
টের সহিত পরামর্শ করে কয়ো, অমনি
চুপকরলেম, আবার ভাবলেম নীলকর
সাহেবদিগকে কিছু বলি, অমনি একটী

পাদরি সাহেব এসে আমায় যেন ঘুমের ঘোরে বল্লে আর দ্বিতীয় "নীল দর্পণের" কায নাই।

বিদ্যাবিলোপক, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, নীচাশয় প্রজা পীড়ক দুষ্টপালক, বানরাকৃতি দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী কোন কর্ত্তাকে কিছু হক বলব মনে করে, শেষে আবার ভাবলেম বিপদ ঘটবে, সেধে মরণ গলায় বাঁধবার কায কি?

যাকে হক বলব, সেই চটবে, তবে হককথা বন্ধ কর্ত্তে হবে না কি? আচ্ছা তবে গঙ্গা দেবীকেই বলি, বো, হয়, তিনি আর কিছু বলবেননা, তাঁর পক্ষীয় হয়ে কেউ ঝকড়াও করবেনা,— গঙ্গে লোকে তোমায় পূজা করে কেন? তোমার ন্যায় অপবিত্রস্থল আর নাই। তোমার মধ্যে, যে কত বিষ্ঠা কত শব ... উদ্ভিদ ভাস্‌ছে তা আর কিবলব, ... হক, তোমার সঙ্গদোষে লোকের ...ড় মন্দ হয়।

তোমার তীরের দুধারে যে সকল লোক বসতি করে তাহাদের কিছু হক বলা যাক্ এরূপ ভাব প্রকাশ মাত্র, টের পেয়ে, গঙ্গাতীরস্থ লোক সব একবারে জ্বলে বেগুনে ক্ষেপে উঠলো, অমনি চুপ। মনেমনে ভাবতে লাগলেম, দেবতার অনুগ্রহ নাহলে হককথা বলা যেতে পারেনা, বল্লেও কেউ গ্রাহ্য করেনা, গ্রাহ্য কল্লেও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে, বিক্রমাদিত্যের সভাতে কালিদাস বৈ আর কার ঘাড়ে দুটো মাথা ছিল যে হককথা বলে?

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে গোপাল ভাঁড়, হক বলতেন, অন্যে বল্লে যে সকল কথায় কাঁদতে হয়, গোপালের সে সকল কথায় রাণী শুদ্ধ হেসে বকুল ফুল কুটাতেন, একি সরস্বতীর অনুগ্রহ ভিন্ন হতে পারে?

হঠাৎ সরস্বতী মাকে কোথা পাই? কোথাই বা স্বরস্বতী মার কুণ্ড আছে? এক গণ্ডুষ মাত্র জল খেয়ে কালিদাসের মত কবি হয়ে হককথা বলতে পারি।

এসব ভেবে ভেবে এক রাত্রি আমার নিদ্রা হলোনা। প্রাতঃকালে বেরিয়ে পথ দিয়ে চল্লেম আর সরস্বতী কুণ্ডখুঁজতে লাগলেম। কলিকাতার অনেক স্থানে ঘুরে ঘুরে শেষে চুণো গলিতে দেখি— একটী দোতলা ঘরের উপর দুটী কাক বসে আছে, এক জন ফিরিঙ্গী ভায়া হঠাৎ গুলি করে দুটির একটীকে মেরে ফেল্লে, অন্যটী উড়েগেল। আর আমার মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ এক কবিতা বেরুলো,

দুটীরে মারিলে গুলি একটীপড়িল,
হঠাতে তোমার কিছু প্রশংসানছিল।

মুখ হতে শ্লোক বাহির হওয়া মাত্র অমনি দৈববাণী হলো—"ঋষে প্রবুদ্ধো, কথতাং বাক্যং যথার্থং" হক কথা বলবার আদেশ হওয়া মাত্র আমি আহ্লাদেনেচে উঠলেম।

দেব লীলা কে বুঝতে পারে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, "বিপদ বিপদের, সম্পদ সম্পদের অনুসরণ করে" তা ঠিক! ফিরে চেয়ে দেখি গলির মোড়ে এক সরস্বতীকুণ্ড, তাহাতে অমনি একগ্রাশ পান করে সিদ্ধ কাম হলেম

জলের কি গুণ, পান করবা মাত্র চোক রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো, মাথা ঘানিগাছের ষাঁড়ের মত ঘুরতে লাগলো।

পাঠক! অদৃষ্ট গুণে এখন হক্‌কথা বলবার বেশ যোগাড় হয়ে উঠেছে। নাম না ধরে বর্ণন কচ্ছি, যে পাঠকের বুদ্ধি আছে সেই বুঝতে পারবে, বুদ্ধি না থাকলে কেবল কতক গুলি প্রলাপ শুনতে পাবে।

প্রথম—কবিওয়ালা দের কথা বলেনী, তাদের আজ কাল বড় প্রাদুর্ভাব।

আমরা জান্‌তেম, পূর্ব্বে কেবল হরু-ঠাকুর ভোলাময়রা প্রভিতির একটী দুটী কবির দল ছিল, আজ কাল আবার নূতন রকমের কবির দল হয়েছে, এদের চীৎকারে অন্য লোকের কথা দূরে থাক্ গবর্ণর সাহেব পর্য্যন্ত শীমলে পাহাড়েও ঘুমুতে পারেননা।

প্রথমে কাঁশারীপাড়ার দলের বিষয় বর্ণন করা যাচ্ছে, পাঠক মহাশয়! মনোযোগী হয়ে তাদের একটা কবির গান শুনুন "ভারতবর্ষে জমিদারি কি পরম পদার্থ! জমিদারদিগের প্রতি ৩৩কোটি দেবতার অনুগ্রহ, তাঁহাদের কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজ করেন, তাঁহারা নিজ দেশের হিতের জন্যে, প্রাণত সামান্য কথা—স্ত্রী পর্য্যন্তপণ করে থাকেন। কোন পল্লীগ্রামের এক মহাত্মা, পর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত হয়ে ছিল বলে দুটী চোখ খসিয়ে পাপের ভার হতে মুক্ত হয়ে, ব্রহ্মচারী হয়ে পড়েছেন, চোখ খেয়েছেন, তবু তাঁকে পদ্মলোচন না বল্লে নিস্তার নাই, আমার মত নরাধম কবিওয়ালার, জমিদারের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে জমিদারদের নাম স্মরণ ও জমিদারদের চরণামৃত পান করি (নুন খাই যার, গুণগাই তার)।"

দ্বিতীয়তঃ। পটল ডাঙ্গার একটী দলের বিষয় বর্ণন করা যাচ্ছে, কাঁশারী পাড়ার দলের যেরূপ জমিদার ভক্তি উহাদের সেরূপ রাজ-ভক্তি। কএকমাস মাত্র হইল, শক্তিশেলে লক্ষণের মৃত্যু উপলক্ষে তাহারা যে করুণস্বরে গান করে কত কেঁদেছিল, তা কিবল্‌ব। তাদের চোখের জলে গঙ্গার বাণ ডেকে তার তরঙ্গ খাঁমাপুকুরের চূড়াতে পর্য্যন্ত ঠেকেছিল। তাহাদের একটী বিজয়া গান শুনুন।

"সপ্তমী দিবসেই সোণার প্রতি[illegible] সাগরে নিমগ্ন হলো, হায়! হায়! [illegible] দুরাচার মুসলমান, কোন পাষাণ [illegible] সেই সোণার শরীরে নোয়ার ছুরি বসিয়ে দিলে গো! দশরথ রাজাযেমন কেকয়ীকে দুটীবরদিবেন বলে প্রতিজ্ঞাকরে ছিলেন, তিনি ও আমার নিকট দুটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন, হায়! হায়! হায়! এমন সোণার শরীরে নোয়ার ছুরি কেন বসিয়ে দিলে? । হায়! হায়! হায়!" বাঙ্গালীরাই যে কবির দলে মিলে গান করে এরূপ নয়, সাহেবেরা কবিওয়ালা হয়ে থাকে। পাঠকবর্গশুনেথাকবেন আণ্টনি সাহেব নামক এক ব্যক্তি কবি গান কর্ত্তো, তার বেশ ভক্তিভাব ছিল যথাঃ—"এবার দয়া কর মা মাতঙ্গী,

সাধন ভজন জানিনা মা জেতে অধম ফিরিঙ্গি।”

শ্রীরামপুরে সেরূপ একটী সাহেবী কবিওয়ালার দল আছে, তাহারা রাম-বনবাস বৈ গান করে না। সেই রাম-বন বাসের একটী গান শুনুন।—“হে গবর্ণমেণ্টরূপ দশরথ রাজন্! বাঙ্গালী রূপ রামচন্দ্রকেবনেপাঠাও, আর অযোধ্যায় রাখা উচিতনয়,তোমাররাজ্য যাবে। দুধ দিয়ে কালসাপ ঘরে পুষেছ, রাম, ধনুর্ব্বেদ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে মিথিলা গিয়ে ধনুক ভেঙ্গে বিয়ে করে এসেছে, তোমার রাজ্য কেড়েনেবে পোড়ার মুখ রামকে বনে দেও। তুমি বুড়ো হয়েছ। একে শরীরে সেরূপ বল বিক্রম নাই, তাতে আবার পরিবার নিয়েই ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত, কি করে ...ক শাসন করবে বল? এই বেলা ... বনে দেও রাম আগে মুখটা ... কথাটী বল্লতোনা এখন মুখে মুখে জবাব করতে শিখেছে মহারাজ! রাম দেশে থাকলে ইংরাজ বংশ রূপ ভরতের উপায় নাই, রামকে বনে দেও। আমি ভারতবর্ষের বন্ধু, ভরতের হিতৈষী, পায়ে ধরে বলি, রামকে বনে পাঠাও হে কেকয়ী নাথ!”

বউ বাজারে একটী নেড়ীর দল আছে, তাদের আজকাল বড় গুমোর বেড়েছে, ... দিন হলো পাড়াগাঁয় থেকে এসে ... শিখেছে, হাত ... পর্য্যন্ত ভাল রূপ ... গানবড় অদ্ভুত, ... ডিয়ে চুল এলো করে,—হয়ে, এক হাতে ছাইফেলা ভাঙ্গা কুলো, এক হাতে মুড়ো ঝেঁটা নিয়ে একবার শীমলা পাহাড়ের দিকে, একবার চৌরঙ্গির দিকে, তাকিয়ে চিৎকারকরে গান কর্ত্তে থাকে, কখন বা কুলোতে সিন্দুর চন্দন, দিয়ে পুতল চিত্র করে পথের লোক ডেকে দেখাতে থাকে। এদেরগান বড় চমৎকার, প্রায় লঙ্কাকাণ্ডই গেয়ে থাকে, এদের গালাগালির চোটে কৈলাসে পার্ব্বতীর সিংহাসন পর্য্যন্ত কেঁপেওঠে। রাজার মনে যে ভয় হবে আশ্চর্য্য কি? তাদের একটী গান শোনাচ্ছি।

মহড়া।

“ এলো লোমশতনু, কেশ্বনহনূ,
বাঙ্গলা-লঙ্কাতে।
ক্রোধে চক্ষু চকমক, জ্বলছে আগুণ
ধকধক্, লেজেতে।

চিতেন।)

সোণার লঙ্কা কৈল ছার খার, হায় গো।
দিবে অসহ্য দুখ, হরে নিল সব সুখ,
পোড়ার মুখ যমের অবতার।
একবার ধর্ত্তে পেলে দিতাম ফেলে
গলায় বেঁধে সাগরে।
ভাই আগুণ লেগেছে বাঙ্গলা-লঙ্কানগরে,

(ধুয়া।)

হনুমান নাচ্চে আর দিচ্ছে কর তালি।
পোড়ার মুখোর এক গালে চূণ এক
গালেতে কালি॥
আগে খেলে অমৃতফল মুড়ো ঝেঁটা
তার পরে।
(ভাইআগুণ লেগেছে বাঙ্গলা লঙ্কা
নগরে)

ভাই দুখের কথা বলব আর কত।
পুড়ে মৈল হাতী ঘোঁড়া মানুষ গরুকত।
কথা শুনে লোকে হাঁসে, লক্ষ যোজন
লঙ্কা নাশে।
(খাদ,)
একা একটা বানরে।—
ভাই আগুণ লেগেছে বাঙ্গলা লঙ্কা
নগরে।
হনুর কি রূপের মাধুরি আহা মরি মরি,
চক্ষু দুটী মিট্ মিট্ শব্দ করেখিট্ খিট্,
গুণের অন্ত, বিকট দন্ত,
চাঁদ মুখেতে চাঁপদাড়,
মুখের ভঙ্গি দেখে, বনে থেকে,
বাঘ ভাল্লুক মরেডর।—
(অন্তরা।)
ভাই আগুণলেগেছে বাঙ্গলা লঙ্কান[illegible]র"

এদের গীত যেন ঠিক অমৃত, কিন্তু রাজপুরুষদের নিকট বিষ। দুগ্ধ কলসে গোচনা বিন্দুর ন্যায় ওদের একটু দোষ না বলেও ক্ষান্ত থাকতে পারেমেনা, ওদের মুখে "চন্দ্র বিন্দু" ও "ড়" উচ্চারিত হয় না।

অতি অল্প দিন হল, আর একটী অদ্ভুত কবিওয়ালার দল হয়েছে, তাদের জাঁক জমক, গুমর আড়ম্বর, লম্ফ ঝম্ফ আস্ফালন মুখ ভ্রকুটি হাতনাড়া মুখঝাড়া দেখে, মাথা ঘুরে যায়।

পাতাল হতে মহীরাবন, কিষ্কিন্দা হতে বালিরাজা, গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় নিয়ে হনুমান, লঙ্কাহতে কুম্ভকর্ণ, পঞ্চবটী হতে সূর্পণখা, এসে একত্রে জুটে একটী কবির দল করেছে, এদের গানশোনবারজন্যে মক্কা বৃন্দাবন, কাশী হরিদ্বার, জেরুজিলম, প্রভৃতি স্থান হতে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসছে।

এদের সম্প্রদায়ে রাধানাম্নী একটী নর্ত্তকী আছে, ছয়মাস পূর্ব্বেই তার নাচবার নিমিত্ত ১৩ মন তেল, গড়ের মাঠে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। রাধা এদেশী নয় বিলাতী মেম বাঙ্গালী লোকদিগের অভিরুচি অনুসারে, গাউন ছেড়ে বাণারশী সাড়ী পরেছে, শোনা গেল রাধা নাকি মৃত সারওয়ালটর স্কটের উপপত্নী, ইহার প্রকৃত নাম বাঁকা ত্রিভঙ্গ সুন্দরী।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

আমরা "মধ্যস্থ" নামধা[illegible] সাপ্তাহিক পত্রের কয়েক [illegible] হইয়াছি। কুসংস্কার কুরী[illegible] হৃদয় বিশিষ্ট অথচ স্বধর্ম্ম [illegible] কুল, (অর্থাৎ যাহাদের ভা[illegible] "সে কেলে লোক" বলে, ও [illegible] সভা, সমাজ সংস্করণে, দৃঢ়ব্র[illegible] যুবক বৃন্দের মধ্যে প্রণয় স্থাপ[illegible] স্থের" প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দে[illegible] নয় সঙ্কোচিত বটে। ভ[illegible] "মধ্যস্থ" মধ্যস্থ হইয়া নিজ [illegible] সার্থকতা করুন।

অদ্য শুভদিনে নূতন ব[illegible] দেখিয়া আমরা যেরূপ আহ্লাদিত হ[illegible]লাম আমাদের সদা প্রসূত [illegible] ভ্রাতা "বঙ্গ দর্শনের" নবীন মুখ [illegible]র্শনে তদপেক্ষা শত [illegible] হইলাম। এক্ষণে জগদীশ্বরে[illegible] প্রার্থনা আমাদের কনিষ্ট ভ্র[illegible] দর্শন "বঙ্গ দর্শন[illegible] পাঠক বর্গের মনে[illegible]

ক্রমশ[illegible]

হালিসহর পত্রিকা।
Registered No.
রেজিসটারি করা নং ৫৩।

মেডিকেল কলেজের ইংরাজী শ্রেণীর ছাত্র বাবু এ
মুখোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত।

আশ্চর্য্য ঔষধ।

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২ য় খণ্ড] বৈশাখ সন ১২৭৯ সাল, [২য় সংখ্যা।

হালিসহরের।

পূর্ব্বাপর অবস্থা।

ভাবতই স্বদেশ প্রিয়। তির বশবর্ত্তী হইয়া এই হরের অবস্থার বিষয় পবন্ধ করিলাম। বিদেশীয় গ্রাহক পাঠক মহাশয়েরা আমাদের এ সার্থপরতা মার্জ্জনা করিবেন।

হালিসহর যে একটী পুরাতন গ্রাম ও এ গ্রামে যে বহুল ভদ্রলোক বাস করেন তাহা বোধ হয় সকলেরই বিদিত আছে। র্ম্ম সম্বন্ধে এ গ্রামের অবস্থা অতীব মৎকার, সামান্য ব্যক্ত পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম প্রিয়। বঙ্গদেশে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে হালিসহরে তৎসমুদয়েরই প্রচলন দেখা যায়। বৈদ্য পাড়া ও বলিদা ঘাটা পল্লি-দ্বয়ের মধ্যস্থিত গঙ্গাতীরে এক ভূমি খণ্ডে ক্রমান্বয়ে কর্ত্তা ভজাদের স্থান, শিবের মন্দির, মুসলমানদিগের মসজিদ, ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ, কালীর গৃহ স্থাপিত আছে। বৈষ্ণব, শাক্ত, তান্ত্রিক, কর্ত্তা ভজা, ব্রাহ্ম হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে আছেন।

হালিসহরে অনেক তান্ত্রিক আছেন এরূপ জন শ্রুতি আছে ইদানীন্তনের কোন কোন পরিবারের আদি পুরুষ "সিদ্ধ" ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা তান্ত্রিক মতের উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া যান, সেই সকল মহাত্মাদের —শিষ্যেরা তাঁহাদের প্রতি অনেক অলৌকিক কার্য্য ও মহিমা আরোপ করেন। কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন এই গ্রাম বাসী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কালিভক্ত তান্ত্রিকছিলেন। তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ

বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই তাঁহার নাম ও তদরচিত গীতাবলী সাদরে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অদ্যাপিও এ গ্রামের "শিবের গলি" পল্লিতে একটী স্থান" রাম প্রসাদের পড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

রাম দুলাল পাল যখন কর্ত্তাভজার মত প্রচার করেন হালিসহরেই প্রথমে সেই মতের প্রাদুর্ভাব হয়। অনেক কৃত বিদ্য ও সুযোগ্য লোক দ্বারা সেই মত গৃহীত হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা অমায়িকতা নম্রতা ও সাধুতাগুণে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অল্পকাল পরেই হালিসহরে তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। কতিপয় শিক্ষিত যুবক (যাঁহারা এক্ষণে গ্রামের ভূষা স্বরূপ হইয়াছেন) একটী সামান্য গৃহে প্রতি রবি বাসরে গোপনে ঈশ্বরারাধনা করিতেন। ক্রমে এই সূত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি হালিসহরের সমস্ত পল্লিতেই বিকীর্ণ হয়। অপ্রস্তুতা ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম নহে, যুবক বৃন্দ সুতরাং দীর্ঘ কাল গোপনে সমাজের অধিবেশন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ত্বরায় দল-বদ্ধ হইয়া একটী প্রশস্থ সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করেন। শাক্ত কর্ত্তাভজা ও তন্ত্র মত প্রধান গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করা সামান্য অধ্যবসায় ও সাহসের কার্য্য নহে। ব্রাহ্মেরা নানা বিভীষিকা দর্শনে ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বে নির্ভিক চিত্তে ঈশ্বরের নাম প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তনের অবস্থা দর্শনে সকলের মনে এই প্রতীতি হইয়াছিল যে কালে হালিসহরের অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, ব্রাহ্মেরা কেবল পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন [illegible] কতক গুলি অসময়োচিত [illegible] আরম্ভ করিলেন দেশ, কাল [illegible] প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একেবারে দেশাচারের মস্তকে পাদাঘাত করিতে এমন কি জাতি ভেদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সুতরাং সকলের বিরাগ ভাজন হইলেন।

ক্রমে ক্রমে সকলেই [illegible] করিলেন। যাঁহারা [illegible] না পারিয়া দেশাচারের ভয়ে [illegible] করিলেন তাঁহারা সকলের ঘৃণা [illegible] হইলেন। শুদ্ধ তিন [illegible] প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্ম ন[illegible] লেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই [illegible] ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রধান প্রচারক হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছেন।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ গত হইল এ গ্রামের ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে বিদ্যালয়টী এক কালে গ্রামের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল কিন্তু কালে সেই বিদ্যালয়ের এক্ষণে অতীব শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে এমন কি গ্রামবাসীরা বিশেষ মনোযোগ না করিলে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। গ্রামের অপরাপর বিদ্যালয় গুলির ও এপ্রকার অবস্থা হইয়াছে। যাহা

হউক গ্রামস্থ ভদ্র মহোদয় গণের প্রতি অস্মদাদির এই নিবেদন যে তাঁহারা যেন আর উদাসীন না থাকিয়া যাহাতে [illegible]দালয়টী চিরস্থায়ী হয় এরূপ যত্ন করুন। এটী দেশের গৌরব, আমাদের [illegible] বস্তু এটী উঠিয়াগেলে আমা- [illegible] রাখিবার স্থান থাকিবেনা [illegible]রি স্বদেশ প্রিয় ব্যক্তি সকল [illegible] হইয়া কার্য্য ভূমে পদার্পণ করুন [illegible] নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না।

বিগত মারীভয় উপলক্ষে এই গ্রামে [illegible]টী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় [illegible] গ্রামের অনেক উপকার হই- [illegible] প্রায় সহস্র সহস্র উপায় হীন [illegible] দরিদ্র ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা [illegible]। ডিসপেন্সরীর ডাকতার [illegible] বাবু মহিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গ্রামের [illegible] উপকার করিয়াছেন। চিকিৎসা [illegible] হয়, সেই আমাদের ঐ [illegible] মউনিসিপ্যাল কর হইতে [illegible] তদ্বারা ডিসপেন [illegible]রির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত [illegible] প্রিয়, রাস্তা ঘাট লইয়াই [illegible] যদি সেইখানেই সকলে প্রাণ [illegible] করিল তখন পথের প্রয়োজন [illegible]? গণনা করিয়া দেখিলে বোধহয় [illegible] শতাধিক পরিবার বিগত [illegible] বৎসরের মারীভয়ে সবংশে [illegible]গ্রাসে পতিত হইয়াছে। এরূপ [illegible] চারি বৎসর উপর্য্যুপরি মারী ভয় [illegible] স্থিত হইলে গ্রাম জনশূন্য হইয়া [illegible]ড়িবে আশ্চর্য্য কি? আমরা কায় ক্লেশে কর প্রদান করিতেছি, সেই কর হইতে পথ প্রস্তুত হইতেছে, গ্রামস্থ সকলে গত প্রাণ হইলে শুদ্ধ পশ্বাদির গমনাগমনের জন্য পথ প্রস্তুত হইবে। আমরা এইজন্য চিকিৎসালয়টী চির- স্থায়ী করিতে বলি—কাহাকে বলি? গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন। দেশহিতৈষিণী সভা এবিষয়ে ৪ বৎসরপর্য্যন্ত ক্রমাগত আবেদন করি- তেছেন তাহাতে কি হইল? আমাদের রাজপুরুষেরা এরূপ কার্য্যান্ধ বলিয়াইত আমাদের দেশের এরূপ দুর্দ্দশা, এই জন্যইত দেশীয় লোকেরা ব্রিটিশ গবর্ণ মেণ্টের কর্ম্মচারিদের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইতেছে।

ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের রক্ত শোষিত করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে তাহা আমা- দের অনভিমতে ও কতিপয় স্বেচ্ছাচারী রাজ পুরুষদিগের মতে ব্যয়িত হয়। তাহার উপর কি আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই? এর অপেক্ষা পক্ষ- পাতের কার্য্য আর কি হইতে পারে? দৌরাত্ম; উৎপীড়ন, অত্যাচার, আর কাহাকে বলে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা এসমস্ত দেখিয়াও ত নিদ্রিত আছি কিছুতেই কি আমাদের উত্তেজিত করিতে পারিবেনা। অনৈক্যতাই আমা- দের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। আমরা যদি সকলে একমত হইয়া কার্য্য- করি তাহা হইলে কথনই এরূপ হইতে পারেনা। পরস্পরে ঐক্যতা নিবন্ধন না করিলে আমাদের আর শ্রেয়ঃ নাই।

কমিসনার সাহেব আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারেন লেফ্ টেনেণ্টগ-ভর্ণর সাহেব ও কি আমাদের আন্দোলনে বধির হইবেন? তাহাতে কিছু না হইলে গভর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে, পরিশেষে মহারাণীর নিকট পর্য্যন্ত আবেদন পত্র প্রেরণ করা উচিত। দেশ হিতৈষিণী সভার সভ্যদিগের উপরেই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা নিহিত রহিয়াছে তাঁহাদিগের কখনই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

পরিশেষে দেশহিতৈষিণী সভার (Good will Fraternity) বিষয় উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা গেল না! কয়েক বৎসর হইল এ সভা টী স্থাপিত হইয়াছে। দেশস্থ প্রায় সমস্ত পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ইহার সভ্য। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় শিক্ষিত যুবক দল মধ্যে কেহই এসভার সভ্য নন। এক্ষণকার সভ্য মহোদয়েরা কেহই অমর নহেন তাঁহাদের লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে কেহই কি তাঁহাদের স্থানীভূত হইবে না। সভার কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই ইহার অধিবেশনে সুদীর্ঘ-বক্তৃতা পাট হয় না বটে, কিন্তু এই সভার দ্বারা দেশের বিশেষ হিতসাধিত হইতেছে, দেশের হিতকর কার্য্য এমন কিছুই নাই যাহাতে হিতৈষিণী সভা, হস্তক্ষেপ না করেন। এ সভাটী আমাদের গর্ব্বের স্থল। এটী একপ্রকার ক্ষুদ্র পার্লিমেণ্ট (Parliament) বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভরসা করি কালে এই সভা সমস্ত সদনুষ্ঠানের মূল চন্দ্র স্বরূপ হইবে। সভার নিকটে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। যদি কোন কালে কোন প্রকৃত ইষ্টসাধনের সম্ভাবনা থাকে তাহা ও সভার দ্বারাই সম্পাদিত হইবে নিশ্চ[illegible] বলিতে পারা যায়।

কস[illegible]চিত হা[illegible] [illegible]

—০০০—

লর্ড নর্থ ব্রুক।

ঔপনিবেশিক রাজা অপেক্ষা [illegible] প্রতিনিধির উপর বিদেশীয় প্রজাবর্গে[illegible] মঙ্গলামঙ্গল অধিক নির্ভর করে। ভার[illegible] বর্ষ একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্য, [illegible] যে কত প্রকার জাতি, কত প্রকা[illegible] [illegible] কত প্রকার ধর্ম্ম, কত প্রকার সামাজি[illegible] রীতি, পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা[illegible] অনেকের অভিজ্ঞতা সীমার অতী[illegible] কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত [illegible] পৃথিবীর অনুকৃতিস্বরূপ [illegible] দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুশত [illegible] দেশ, বিজাতীয় ও বিদেশীয় রাজশাস-নাধীন হইয়া রহিয়াছে। আকবর হইতে আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত মোগল সম্রাট-দিগের কয়েক পুরুষ বিদেশীয় হইলেও স্বদেশীয় হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিয়া-ছিলেন তাহাতে প্রজা ও রাজার পর-স্পর স্নেহ ও সমবেদনা কিঞ্চিৎ পরি-মাণে জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল। পরে ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে, রাজা প্রজার সম্বন্ধ এত গৌণ ও দূর-গত হইয়া পড়িল যে, ভারতবর্ষীয়েরা একদল বণিককেই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা মনে করিতে লাগিল, বস্তুতঃ বহুকাল

এতবড় বিস্তৃত রাজ্যের ভার একদল [illegible]কের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজপক্ষ উদাসীন ছিলেন, তাহার পর, [illegible] অভাব অনুভূত হইলে শাসন ভার স্বয়ং রাজাকর্ত্তৃক গৃহীত হইল, [illegible] কো পানির সময়ে যেরূপ প্রতিনি- [illegible]র মঙ্গলামঙ্গল সমুদয় নির্ভর [illegible] স্বয়ং রাজার শাসনকালে ও [illegible]পই প্রতিনিধির সর্ব্বাধিকার সম্পূ- [illegible]প প্রতিহত রহিল।

ইদানীং "পার্লিমেণ্ট" প্রতিনিধির [illegible]ত হইতে শাসন ক্ষমতা, যত কেন, স্বয়ং গ্রহণ না করুন, কিছুতেই প্রজা- [illegible] ও রাজপ্রতিনিধির সম্বন্ধ বর্দ্ধন পরি [illegible]ন্ন বা শিথিলীকৃত [illegible] পারিবেক [illegible] রাজনীতি ও [illegible] লইয়াই ব্যস্ত, দুঃখি- [illegible]র ক্রন্দন সহসা কর্ণকুহরে [illegible], সুতরাং গবর্ণরজে- [illegible]র একমাত্র আশা ভর- [illegible] অবলম্বন, বস্তুতঃ এদেশে যাহাকিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে সমুদয়ই গবর্ণর দিগের চেষ্টা ও যত্নের ফল মাত্র, ক্লাইব হইতে এপর্য্যন্ত প্রধান শাসন কর্ত্তাদি- গের কোন্ ব্যক্তিরদ্বারা যে কি কি মঙ্গ- লানুষ্ঠান সংসাধিত হইয়াছে তাহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে।

লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের প্রধান শা- সন কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি এতদ্দেশীয় রাজধানী কলিকাতাতে উপ- স্থিত হইয়াছেন, পুরোভাগে কর্ত্তব্য মহাসাগর অক্ষুণ্ণ ও অস্পৃষ্ট রহিয়াছে, মন্থিত অমৃত, কি বিষ উদ্ভূত হয় তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, যে বিপুল রাজ্যে—নানা প্রকার ভাষা বিভেদ, অসংখ্য রূপ জাতিভেদ, অসংখ্য অসং- খ্য আচার রীতি নীতি ব্যবহার পদ্ধতি প্রভেদ, শতসহস্রপ্রকার সর্ব্বদা ধর্ম্ম বি- রোধ, ভৌতিক প্রকৃতি ভিন্নতা স্মরণ করিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়—হি- মালয় প্রদেশস্থ কোন কোন স্থল, ঠিক লাপলাণ্ডের সদৃশ প্রকৃত সম্পন্ন, দাক্ষি- ণাত্যের কোন কোন স্থল আবার ঠিক আফ্রিকার মরুতুল্য, সেরূপ মহারাজ্য একজন শাসন কর্ত্তাদ্বারা সুশাসিত হওয়া কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়? বিশেষতঃ যিনি শাসন কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন, তিনি আবার ভারতবর্ষের রীতি নীতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও সামাজিক পদ্ধতি প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বিষয়েই এত অনভিজ্ঞ যে ভারত বর্ষের সম্বন্ধে কোন কালে স্বপ্নও দেখেন নাই, পদ প্রাপ্ত হইলে দুই চারি পাত ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্র পাঠ হইয়া থাকে; বস্তুতঃ এত দূরদেশীয় একজন লোক, কিরূপে এরূপ একটী বহুপ্রকৃতি দেশের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইতে পারে? যাহাহউক, একজন কৃতীপুরুষের দ্বারা যত দূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহার অধিক আমরা শাসন কর্ত্তার নিকট বাঞ্ছা করি না, মহাত্মা লর্ড নর্থ ব্রুক যে কীদৃশ গুরুতর ভার- গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং এবং সুবিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞগণই অনুমান করিতে পারিতেছেন।

যদিকেহ জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কি পদ ও ধনলোভে এত দূর আসিয়াছেন?

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তাহা কখনই নহে! নর্ত্তব্রুকের ন্যায় লোকের পক্ষে ঈদৃশ অর্থ ও পদ অতি সামান্য, ইঁহার ন্যায় ধনীলোক পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে, ইঁহার ন্যায় লোকে যে ইংরাজ জাতির স্বার্থের অনুরোধে ভারতীয় প্রজাবর্গের অনিষ্টসাধনরূপ কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিবেন, কখনই সম্ভবপর নহে।

উক্ত মহাত্মার সম্মুখভাগে ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিদ্যমান আছে, সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রধান চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, প্রথম-শিক্ষা সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় বিচার-সম্বন্ধীয়, তৃতীয়—পথ গৃহাদি সংস্করণ সম্বন্ধীয়, চতুর্থ-শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহাদিসম্বন্ধীয় বহুকালের যত্নে, ও বহুসংখ্যক লোকের প্রয়াস ও সুকৌশলে এতদ্দেশীয় শিক্ষা-বিভাগ, এতদূর উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে, এই শিক্ষা বিভাগ সুন্দর এক মন্দিরের সহিত সাদৃশ্য করা যাইতে পারে; গুরু মহাশয়দের পাঠশালার শিক্ষা তাহার প্রোথিত ভিত্তিস্বরূপ, বি, এ এবং বি, এল উপাধির অধ্যাপনা, গম্বুজসদৃশ, এম, এ, উপাধির অধ্যাপন, চূড়া সদৃশ। এই মন্দিরটী প্রস্তুত হইতে যে কতশত লোকের বিশেষতঃ খ্রীষ্টান মিশনারি ও ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের কত মস্তিষ্ক ও রক্ত ব্যয়িত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, ইহা যে প্রসিদ্ধ তাজ মহল অপেক্ষাও সহস্রগুণে মহীয়ান ও প্রকাণ্ড, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কেম্বল সাহেব সেই মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার মানসে নিজহস্তে লৌহ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, এবং কয়েক জন ইংরাজ, বাক্য ও কার্য্যদ্বারা উৎসাহ দিতেছেন, কেম্বল সাহেবের ইচ্ছা যে যদিও সম্যকরূপে মন্দির ভগ্ন না করা যাউ[illegible] অগত্যা উপরার্দ্ধ ভগ্ন করিয়া অধঃ[illegible] পতিত করিতে হইবেই হইবে; [illegible] পরিবর্ত্তে যদি ভারতবর্ষীয় ১০ লক্ষ[illegible] কের শিরচ্ছেদ হয়, তাহাও অপেক্ষা[illegible] শ্রেয়ঃ, ইনি যে কোন্ প্রা[illegible] এরূ[illegible] কঠোর নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে[illegible] এবং কতকগুলি ইংরাজই বা [illegible] যে এই জঘন্য কাণ্ডের পো[illegible] তেছেন, বলিতে পারি না।

এই কাণ্ডটাই প্রথম নবা[illegible] প্রধান শাসনকর্ত্তার পরীক্ষার স্থল, ইনি [illegible] ম্বল সাহেবেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক[illegible] দিকে থাকিবেন,না এদে[illegible] রক্ষা করিবার চেষ্টা করি[illegible]

এতদ্দেশীয় শিক্ষা বিবরণ সং[illegible] বর্ণিত হইতেছে, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা[illegible] গুরু মহাশয়দিগের পাঠশালার শিক্ষা হইতে আরব্ধ হইয়া ছাত্রীর বৃত্তি বা মাইনর বৃত্তির পরীক্ষোপযোগী পাঠ্য অধীত হইয়া থাকে, উহা দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে, পাটীগণিত, জ্যামিতি, ব্যবহারিক ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, [illegible] বিশেষরূপে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষিত হই[illegible] য়া থাকে, তৎপর "এণ্ট্রান্স্" পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলে, ইংরাজিভাষা[illegible] একরূপ অধিকার লাভ, বীজগণিত, সরল সমীকরণ, জ্যামিতি চতুর্থ পুস্তক পর্য্যন্ত

[illegible] শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার পর কলেজে প্রথম আর্টের পরীক্ষার পাঠ্যগুলি অধ্যয়ন করিলে একরূপ জ্ঞান লাভ হইতে [illegible] ত্রিকোণ মিতি, বীজগণিত, [illegible] বিশেষ ইতিহাস, কোন রূপ [illegible] ইংরাজি সাহিত্য সঙ্গে [illegible] কাব্যের কিয়দংশ, ইহার পর— [illegible] বিজ্ঞান, কোনরূপ ফিলজফি, [illegible] গণিতের উচ্চতম শাখা- [illegible] অধ্যয়ন করিয়া বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে সুশিক্ষিত বলা [illegible] পারে ইহার পর এম এ, পরীক্ষায় [illegible] হইলে এক এক বিষয়ে [illegible] পরিগণিত হইতে পারে।

এদিকে [illegible] সায়িক শিক্ষাদ্বারা সুন্দর, [illegible] দক্ষতা, বিশেষ রূপ বিজ্ঞান [illegible] শারীর [illegible] তত্ত্ব, [illegible] চক্ষুস্ত [illegible] জ্ঞান অধীত হইয়া থাকে, [illegible] শিক্ষা যে ছাত্রদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন করে তাহা বলা বাহুল্য।

আর একদিকে, নানা দেশীয় উত্তরাধিকারিত্ব, দণ্ডবিধি, প্রজা ও রাজার স্বত্ব-স্বত্বন্ধবিধি, স্বত্বসংস্থাপন বিধি, নিদর্শন তত্ত্ব প্রভৃতি শাখাশালী ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাজনীতির গূঢ় তাৎপর্য্যজ্ঞ হইতে পারা যায়।

আমাদের দেশে শিক্ষার এরূপ অবস্থা হইয়া রহিয়াছে, এখনপর্য্যন্ত শিল্প ও যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদানে গবর্ণমেন্ট অগ্রসর হন নাই, সেইরূপ শিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে, এদেশে যে পরিমাণে শিক্ষা উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে তাহা অপ্রতিহত রাখিয়া কোথায় আরো বিশেষ শিক্ষার উপায় সকল প্রযোজিত হইতে থাকিবে, না সঞ্চিত শিক্ষারপর্য্যন্ত মূলোচ্ছেদ হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? উচ্চ শিক্ষাদ্বারা যে এদেশের কতদূর অসাধারণ হিত সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, বোধ করি কাহারই অবিদিত নাই।

এইক্ষণ লর্ড নর্থ ব্রুক মহোদয়ের নিকট নিবেদন, যদি ও পার্লেমেণ্টের উপর এ দেশীয় শিক্ষা প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের উন্নতি অবনতি বিশেষরূপ নির্ভর করে, তথাপি, গবর্ণার জেনারাল বিশেষরূপ যত্ন, ও চেষ্টা দ্বারা নানা অংশ পরিবর্ত্তন, প্রচল প্রতিরোধকত্রী নিবারণ করিতে পারেন, এইক্ষণ দেখা যাইবে, আমাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা কি করেন। কতক গুলি স্বার্থপর পরশ্রী কাতর ইংরাজের অনুরোধে যদি উচ্চ শিক্ষা উচ্ছেদনের পক্ষীয় হন তাহা হইলে তাঁহার কতক গুলি সজাতীয় লোক পরিতুষ্ট হইবে বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই এদেশ হইতে তাঁহার চির কলঙ্ক অপনীত হইবেনা, যদি প্রকৃত সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সজাতীয় কতিপয় লোককে অসন্তুষ্ট করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার নিজ উচ্চতম বংশোচিত কার্য্য-

করা হয়, এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষে অক্ষয়রূপে চিরকাল স্থাপিত থাকে।

যে ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ স্বার্থের অনুরোধে ভারতবর্ষ সদৃশ একটী প্রধান দেশের চির অনিষ্ট সাধনে অভিলাষী, তাহারা কখনই একবার ধর্ম্ম ও পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে এই ভারতবর্ষ কখনই অনন্তকাল ইংরাজ জাতির অধীন থাকিবে না, "এক জাতীয় লোক অন্য জাতীয় লোকের উপর আধিপত্য করিবেক, ইহা কখনই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে অর্থাৎ অস্বাভাবিক তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে এক দিন না একদিন আর্য্য ও মোগলদিগের ন্যায় ইংরাজদিগকে, অবশ্যই এদেশের অধিকার ও প্রভুশক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, পরিবর্ত্তী লোকেরা জেতা দিগের ফলাফল দর্শন করিয়া লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবেক, যদি স্বার্থপরতা, পরাজিত সুলভ অত্যাচার, ও ঘৃণা, লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইংরাজদিগের নাম গ্রহণ করিয়া পদাঘাত করিবেক।

ধন ও আধিপত্য অতি অস্থায়ী, ধর্ম্ম ও যশ ব্যতীত কিছুই স্থায়ী ধন নহে, অজ্ঞ জড় বুদ্ধি লোকেরাই আশু ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর অস্থায়ি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, জ্ঞানী সাধু লোকেরা স্থায়ী ধনার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখে। কেবল শিক্ষা বিভাগের বিষয়ই বর্ণিত হইল, বিচার প্রণালী ও শান্তি রক্ষা প্রভৃতির বিষয় স্থানাভাব বশতঃ এবার লিখিতে পারিলাম না।

—০০০—

কুমার সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর।)

হে ভূধররাজ! তোমার সমুদয় য[illegible] বিফল, ক্রম নিম্ন প্রবাহা সিন্ধু[illegible] গঙ্গাকে এবং শিবানুগমনে উল্লা[illegible] আমাকে কোন রূপেই নিবারণ ক[illegible] সমর্থ হইবেনা।

তুমি আমার গুরু, তাহাতে আব[illegible] শাস্ত্রজ্ঞ কুল প্রধান, তোমার নি[illegible] অনেক নিলর্জ্জতা প্রকাশ হইতেছে [illegible] পতি মোহিত জনের প্রগলভতা ক্ষমা কর, প্রেমের সম্বন্ধে ব্যবহার দর্শ[illegible] কোথায়?

নানা বাক্যের দ্বারা [illegible] দান করিয়া [illegible] করিল, [illegible] বেশ ভূ[illegible] গৌরীর শিবানুগমনেচ্ছ[illegible] লেন, বাক্যের দ্বারা [illegible] প্রার্থনা [illegible] পুনরুক্তি প্রকাশ মাত্র হইল।

ভূষা ও বচনের দ্বারা তনয়ার মনোগত ভাব অবগত হইয়া মেনা ক্ষণ কাল চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতা হইল, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে গন্তুকামা গৌরীকে গলদশ্রু লোচনে বলিতে লাগিল।

বৎসে একি! আমি জীবিত থাকিতেই শ্মশান বাস যোগ্য বেশ বিধান করিয়া পিতৃ-ভবন হইতে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছ, তাহা মাতা কিরূপ সহ্য করিবেক?

তোমার শরীর ধ্রুব ভূষা, জন দূর

বৃথা প্রযত্নস্তব ভূধরেন্দ্র
সিন্ধুন্মুখা মানমিত প্রবাহাম্
শিবানুরাগোল্লাসিতাং তনূজাং
গঙ্গাঞ্চ মাং বারয়িতুং ন শক্তঃ।

[illegible] গুরুঃ শাস্ত্র বিদাংবরো সি,
নির্লজ্জিতায়াঃ পতি মোহিতায়াঃ
প্রেগল্ভ তামায়া ক্ষমক্ষমস্ব
প্রেম্নঃ কুতোহি ব্যবহার দৃষ্টিঃ

নানা বচোভিঃ পিতরং প্রবোধ্য
মেতৎ মেনাং কৃত বেশ ভাবৈঃ
বিজ্ঞাপিতা সাপ্যনুগম্ভ কামা
শ্যামা বভাষে পুনরুক্তয়েব।

ত্বমা বচোভ্যমবগম্য চেতঃ
স্থিত্বা ক্ষণং চিত্রগতেব মূর্ত্তিঃ
প্রযাতু কামাং বত নিঃশ্বসন্তী
সুতাং সবাষ্পং সমুবাচ রাজ্ঞী।

বৎসে কিমেতন্মম জীবিতায়াং
[illegible] পিতৃ সম্প্রযোগাৎ
[illegible] মভীষ্ণসিত্বং
[illegible] সাদ্য কথমেব মাতা

ভস্মাজিনং হন্ত যদঙ্গ নদ্ধং
বিশ্বাতি দূরাদপি লোচনে মে
কৃষ্ণোরগশ্চন্দন যষ্টি রূপাং
ত্বমা শ্রুতো মাং দশতীতি মনো

ত্বাং প্রাপ্য বৎসে তনয়ামনন্যাং
বা বাংপরং তেচ বয়ঃ সমীক্ষ্য
অভ্রাময়ং স্নেহতৃষাভিভূতাং
মৃগীমিবাশা মৃগতৃষ্ণিকামাং

গজেন্দ্র মারুহ্য গজেন্দ্র মুক্তা
হারং গৃহীত্বা গললম্বমানম্
প্রিয়েন রত্নাদি বিভূষিতেন.
সলীল খেলং সহ সঞ্চরন্তী

হইতে আমার লোচনদ্বয়কে পীড়া দিতেছে, কৃষ্ণসর্প, চন্দন যষ্টি রূপা তোমায় আশ্রয় করিয়া আমাকেই যেন দংশন করিতেছে।

বৎসে! অনন্য তনয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কালে তোমার যৌবন কাল অবলোকন করিয়া আমার মনে নানা রূপ কল্পনার সঞ্চার হইয়াছিল।

মৃগতৃষ্ণিকা যেরূপ মৃগীকে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকে, আশাও সেরূপ স্নেহ তৃষাকুলা এ অভাগিনীকে পরিভ্রমণ করাইতেছিল।

গজেন্দ্র আরোহণ পূর্ব্বক গজেন্দ্র মুক্তাহার গলে ধারণ করিয়া নানা রত্ন বিভূষিত বল্লভের সহিত হাব ভাব সহকারে রাজপথে ধীরে ধীরে বিচরণ করিবে।

পৌরগণ পথি মধ্যে পুষ্প এবং লাজ বিকারণ পূর্ব্বক তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবে, জনিত মঙ্গল বাদ্য শ্রবণ করিতে করিতে পথ শ্রান্তি দূর করিতে থাকিবে।

জনক কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া আত্ম সদৃশ জামাতৃগৃহে গমন করিবে।

আমার এই চিত্তরোপিত আশালতা বিষম বাতে ছিন্ন মূলা হইয়াছে।

আমাদের বাঞ্ছিত মনোহর রাজ রাজ যুবা বরই বা কোথায়? কদাকার বৃদ্ধ জটাধারী ভিক্ষুকইবা কোথায়? এতৎ প্রত্যক্ষ কারিণী আমায় ধিক্।

কোথায় বা সে ধীরগতি গজেন্দ্র, কোথায় বা সেই মদ বিকল ককুদ্মান বৃষভ, কোথায় সেই হরিচন্দনার্দ্র রত্নমালা

সপুষ্প লাজং পরিতঃ কিরন্তি
রাশীর্পতা বর্ত্মনিপৌর বৃন্দৈঃ
বিজৃম্ভিতান্ মঙ্গল তূর্য্য নাদান্
শ্রুত্বাধ্ব খেদানব বাহয়ন্তী

জামাতৃগেহং সদৃশং স্বকীয়ং
গমিষ্যামিহং জনকাভিনন্দ্যা
মমেতি চেতঃ পরিযো পতাশা
লতেব বাতেন বিভিন্ন মূলা

ক রাজ রাজোবর ঈপ্সিতোনেঃ
যুবাভি দৃশ্যঃ ক্ক চ ভিক্ষুরেষ
বিরূপ নেত্রঃ প্রবয়া জঠা ভ
র্ধিগ্মাং হতাশা মবলোকয়ন্তীম্

ক দন্তুরো ধীর গতির্গজেন্দ্রঃ
কাসৌ ককুদ্বান্ মদ বিহ্বলোক্ষঃ
ক রত্নমালা হরি চন্দনার্দ্রা
কচাক্ষসূত্রঞ্চ বিভূতি লিপ্তম্

নীলাভরত্নীকৃত কাল কূটে,
কণ্ঠে ভুজঙ্গৈঃ পরিবেষ্টিতে হ্যস্য
ভুজার্পণং তে সুভুজে স্মরন্তীং
মাংদগ্ধভাগাং স্মৃতবান্ন মৃত্যুঃ

বরাপবাদ ধ্বনিভিঃ প্রপূর্ণে
প্রজা বিষাদোথ বিষাবদিগ্ধে
পুরাঙ্গনানন্দ বিবর্জ্জিতেহস্মিন্
পুরেস্থিতাং মামপি ধিগ্ গিরিঞ্চ

অসৎপ্রতীতা বিধবেব লোকে
সদ্ভির্জনৈর্গদ্যত এব কন্যা
তস্যা ন যাবস্মর ২ প্রকুর্য্যাৎ
স্থিত্বা পিতুর্বেশ্মনি দৈবং চর্য্যং

অলং বিলাপেন বিধের্মনঃস্থং
যদেব তজ্জাত মহো বিপন্নে
নিবারয়ন্তী গমনাভিলাষং
পিতুশ্চ মাতুর্বিরমানুরোধাৎ

কাথায় এই বিভূতি লিপ্ত অক্ষসূত্র, হে সুভুজে যে কণ্ঠে বিষরাশি নীল মণির আস্পদীভূত হইয়াছে, এবং ভুজঙ্গগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে তোমার ভুজার্পণ স্মরণ করিয়া আর জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে না।

যে পুর বরের অপবাদ ধ্বনি দ্বারা পরিপূর্ণ, প্রজা পুঞ্জের বিষাদ জাত [illegible] রাশিতে পরিদগ্ধ, এবং পুরাঙ্গনাগণে[illegible] আনন্দে পরিবর্জ্জিত, সেই পুরে অবস্থিত আমায় এবং অদ্রিরাজকে ধিক্ !

কন্যা অসৎপাত্রস্থা হইলে [illegible] তাহাকে বিধবা বলিয়া বর্ণন করি[illegible] থাকেন পিতৃ গৃহে অবস্থিতি [illegible] আজীবন দৈবচর্য্যা অবলম্বন করি[illegible] এরূপ বিলাপ বৃথা, বিধা[illegible] ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। [illegible] অনুরোধে গমনাভিলাষ নিবারণ [illegible] বিরত হও।

পৃথিবীতে পর্ব্বত সমূহের একাধিপত্য, মনোহর হর্ম্ম্য সকল, নানা মনিরত্নপূর্ণ রাজকোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমিই এসকলের এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী বল কি নিমিত্তে এসকল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?

ক্রমশঃ।

অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ

পদ্ম-পুরাণ।

পৌরাণিক সংখ্যানুসারে এই পুরাণ দ্বিতীয় পদবীর যোগ্য। ইহা এক খানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ, কারণ সর্ব্বসাধারণতঃ ইহার শ্লোক সংখ্যা ৫৫ সহস্র, কিন্তু এই পুরাণের যে সকল হস্তলিপি পাওয়া যায় তাহাতে শুদ্ধ পঞ্চদশ সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয়।

পদ্ম-পুরাণ পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত ঃ—

১ম। পুষ্কর বা সৃষ্টি খণ্ড। ইহাতে বৃহৎ ত বা ব্রহ্মার আবির্ভাব ও সৃষ্টির [illegible] য় কথিত আছে।

২য়। ভূমি বা তীর্থ খণ্ড। ইহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি ও ভিন্ন ২ বিভাগ, নদ-নদী, পর্ব্বত [illegible]তির বিষয় বর্ণিত আছে।

[illegible] খণ্ড। ইহাতে পৃথিবীর স্থিত প্রদেশ সর্গ ও সর্গীয় অধিপতিগণের বিবরণ বর্ণিত আছে।

৪র্থ। পাতাল-খণ্ড। ইহাতে পৃথিবীস্থ নরপতিগণের বংশাবলি কীর্ত্তিত হইয়াছে; পাতালের বিষয় বর্ণন করিয়া ইহা আরব্ধ করাতেই এখণ্ডের পাতাল-খণ্ড নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী-খণ্ড বলা যাইতে পারে।

৫ম। উত্তর-খণ্ড, এই খণ্ডে ব্রহ্ম গীতা ও কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায় তদ্বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিত আছে।

এই পঞ্চ-খণ্ড ব্যতিরেকে ক্রিয়া যোগসার নামে অপর এক খণ্ড বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহার সহিত পঞ্চম-খণ্ডের কোন বিশেষ বিভিন্নতা নাথাকায় এটী যে একটী সতন্ত্র খণ্ড তাহা স্বীকার করা যায়না।

সৃষ্টি-খণ্ড।

এই খণ্ডে ৪৬ অধ্যায় ও ৮৫০০ শ্লোক আছে। ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ, তদীয় তনয় সৌতিকে নৈমিষারণ্যে একত্রিত ঋষিমণ্ডলীর নিকট এই পুরাণ পাঠ-করিতে প্রেরণ করেন।

ব্রহ্মা যে পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন সেই কমলের বিবরণ এই পুরাণে কথিত আছে বলিয়া ইহার পদ্ম-পুরাণ নাম। বিষ্ণু এই কল্পে মৎস্য অবতারে ব্রহ্মাকে এই পুরাণ পরিজ্ঞাত করেন। ব্রহ্মা প্রথমে দেবগণের নিকট এই পুরাণের ব্যখ্যা করেন। তৎপরে ব্রহ্মার অংশ বেদব্যাস লোমহর্ষণ ঋষির নিকট ইহা পাঠ করেন। এস্থলে ইহা কথিত আছে যে, প্রথমে অস্টাদশ পুরাণে শতাধিক কোটী শ্লোক ছিল। তন্মধ্যে ৪ লক্ষ শ্লোক মানবগণের উপযোগী বলিয়া জগতে প্রকাশিত হয়, অতিরেক শ্লোক গুলি দেবগণের জন্য সংরক্ষিত হয়। সৌতি বলেন যে ব্রহ্মা পৌলস্ত ঋষিকে এই পুরাণ প্রদান করেন। পৌলস্ত জাহ্ণবী তীরস্থ গঙ্গাদ্বার তীর্থে পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই পুরাণ পাঠ করেন, ইহা

দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে পৌলস্ত্য ঋষিই এই পুরাণ প্রণেতা ও প্রকাশক। ভীষ্ম জগৎ সৃষ্টির বিষয় জিজ্ঞাসু হইলে ঋষি বিস্তীর্ণ রূপে তদ্বিবরণ কীর্ত্তন করেন। তৎসমুদয়ই সাংখ্য দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। অমশ্বর প্রধান হইতে ক্রমান্বয়ে মহৎ, অহংকার (আত্মজ্ঞান) দশমেন্দ্রিয়, আদি পরমাণু স্থূল পরমাণুসকল, এবং অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ডের উৎপত্তির বিষয়টী মনু-সংহিতার রচনার ন্যায়। সৃষ্টি অনাদি ব্রহ্মের ইচ্ছা ও ক্রিয়া ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। পরম ব্রহ্ম পুরুষ-রূপে প্রকৃতিতে সৃষ্টির শক্তি প্রদান করেন। ব্রহ্ম কার্য্যানুরোধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেন। সমস্ত পুরাণেই বিষ্ণু ও শিব আদিপুরুষের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত আছেন কিন্তু পদ্ম-পুরাণের এই অংশে ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম এক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা সৃষ্টির নিদান, ব্রহ্ম সৃষ্টি কর্ত্তা, আদি উৎকৃষ্ট, মঙ্গলালয় ও সর্ব্ব-নিয়ন্তা। পরম ব্রহ্ম ব্রহ্মা রূপে জগৎ সৃজন করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষন্তা, ও রক্ষিত হন, সর্ব্বভূক অথচ সর্ব্ব-ভোক্ষ, অপর মাণুক আদি কারণ, ও জগতের মরমাণুক কারণ ও সারবস্তু। যদিও ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছেন তথাপি অনেক স্থলে বিষ্ণুর প্রাধান্য বিষয়ে বহুল প্রমাণ থাকায় এই পুরাণকে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মুহূর্ত্ত হইতে ব্রহ্মার আজীবন কাল নির্ণয় করা হইয়াছে। এই অধ্যায়টী অপরাপর পুরাণের প্রতি-বিম্ব। তদীয় এক রাত্র্যবসানে ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপে বরাহ অবতার হইয়া দশনে পৃথিবী ধারণ করেন। তৎপরে সমস্ত জীব সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি বিষয়ক আর একটী অদ্ভুত বিবরণ আছে—স্রষ্ট জীব মাত্রেই ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎ-পন্ন হয়। তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি না হওয়াতে ব্রহ্মা মানসে, প্রজাপতিগণ, রুদ্র ও স্বয়ম্ভূব মনুর সৃজন করেন। স্বয়ম্ভূব মনুকন্যা অকুতি ও প্রসুতি দক্ষ ও রুচিকে বিবাহ করে। তাহাদের গর্ভে যে সকল কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, ঋষিবর্গ তৎসমুদয়ের পাণিগ্রহণ করেন। ইহারাই আদিবংশ। এই সমস্ত বিবরণগুলি বোধ হয় কতকগুলি ধর্ম্মাত্মাদিগের রীতি নীতি[illegible] রূপকালঙ্কার বর্ণনামাত্র। [illegible] এসমুদয়ের অনুরূপ বর্ণনা [illegible]

দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র-মন্থন কালে লক্ষ্মীর উৎপত্তি বিষয়ক উপাখ্যানটী বিষ্ণু পুরাণের বর্ণনানুযায়ীক। তৎপরে দক্ষ রাজার যজ্ঞ, দ্বিতীয় দক্ষের বংশা-বলী, ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তর, বীনা পৃথু ও বৈ-বস্বতের উৎপত্তি ও সূর্য্য বংশের বিবরণ তৎপরে শ্রাদ্ধ তর্পণ ও তীর্থমাহাত্ম্যা-ধ্যায়। গয়াতীর্থের বিষয়ই অতি বিস্তীর্ণ রূপে কথিত হইয়াছে। এই অংশে হরি-বংশ বর্ণিত ব্রহ্মদত্তোপাখ্যানের অব-তারণা করা হইয়াছে। তৎপরে কৃষ্ণের বংশাবলী পর্য্যন্ত চন্দ্র বংশীয় বিবরণ কীর্ত্তিত আছে।

পর অধ্যায়ে দেবাসুরের যুদ্ধ বিবরণ। অসুরেরা পূর্ব্বে স্বর্গে বাস করিত, ক্রমে পরাক্রমে দেবগণের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বর্গের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠে। অসুরপতি শুক্র স্বর্গ রাজ্যলাভাষয়ে কঠোর তপশ্চায় নিযুক্ত থাকে; ইন্দ্র প্রেরিত কোন স্বর্গীয় অপ্সরী কর্ত্তৃক শুক্রের যোগ ভঙ্গ হয়, শুক্র তদনুসরণে গমন করিলে দেবগুরু বশিষ্ঠ, বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বিপথগামী করেন। বশিষ্ঠ যে জৈন ধর্ম্মের প্রচার করেন তাহা বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে কারণ, এস্থলে কোন এক অসুর কর্ত্তৃক জৈন ধর্ম্ম অবলম্বনের বিষয় বর্ণিত আছে। বাইবেলে বর্ণিত আদি মনুষ্যের পতন [illegible] উপাখ্যানের সহিত এই বিবরণের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। শয়[illegible] স্বর্গচ্যুত স্বর্গীয় দূত [illegible] করিয়া আদি মনুজ পাপকার্য্যে রত করে। বাইবেল কি পুরাণ এই আখ্যায়িকার মূল গ্রন্থ তাহা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর।

তৎপরে ভীষ্মের অভ্যর্থনায় পৌলস্থ মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রসিদ্ধ বীরদ্বয় অর্জ্জুণ ও কর্ণের মধ্যে চির বৈরভাবের কারণ বর্ণন করেন। একদা শিব ও ব্রহ্মার ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মার স্বেদবারি হইতে এক বীরপুরুষ উদ্ভূত হয় তদ্দর্শনে শিব পলায়ন করেন। শিব ভিক্ষার্থি হইয়া বিষ্ণুর নিকটে আগমন করেন। বিষ্ণু শিবের কপালপাত্রে ভিক্ষার্পণ কালে শিব-ত্রিশূলে তাঁহার হস্ত বিদ্ধ হইলে তৎক্ষতজ রক্তবিন্দু পাতে নরনামা এক ভয়ঙ্কর অসুর জন্ম গ্রহণ করে। এই বীর-দ্বয় পর জন্মে অর্জ্জুন ও কর্ণ রূপে পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই কারণেই তাহারা চির শত্রু ছিল। তৎপরে শিবকর্ত্তৃক ব্রহ্মার পঞ্চমমস্তক ছেদন; ব্রাহ্মণের অবমাননা জনিত পাপবিমোচনার্থে শিব বিষ্ণুর আদেশে নানা তীর্থে গমন করেন। আজমির দেশস্থ পুষ্কর তীর্থই তীর্থ প্রধান ছিল। ব্রহ্মার হস্ত নিক্ষিপ্ত এক পুষ্কর (পদ্ম) এই স্থানে পতিত হয় বলিয়া ইহা মহান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। তথায় ব্রহ্মার যজ্ঞ, গায়ত্রির সহিত বিবাহ, তৎপূর্ব্ব-পত্নী সাবিত্রী কর্ত্তৃক সমস্ত ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে শাপ প্রদান, প্রভঞ্জন নরপতির শার্দ্দুল দেহ প্রাপ্ত, প্রভঞ্জনের শাপ বিমোচন, নন্দা গাভীর কৃতজ্ঞতা, তাহার স্বর্গলাভ, দধিচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত ইন্দ্র বজ্র পাতে বেত্রাসুর বধ, অগস্ত্য কর্ত্তৃক বিন্ধ্যগিরির গর্ব্ব খর্ব্ব, সমুদ্র শোষণ এবং অসুর কুলনাশের বিষয় গুলি বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসমুদয়ই অসম্ভব ও বাল-ক্রীড়া সদৃশ।

ক্রমশঃ।

স্বর্গ-ভ্রংশ কাব্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সেই কি হে তুমি এই অধঃপ্রপতিত!
সে আলোকময় সুখপূর্ণ সমুজ্জ্বল
স্থলে, ছিলে কোটিসূর্য্যজিনিয়া দীপতি

মহাদীপ্তিজালে,এবেকোথাসেইজ্যোতি?
মহা তরুবরগর্ভে পশিলে অনল
শিখা, কালে, যথাতরু অঙ্গার রাশিতে
হয় পরিণত, দীর্ঘকাল অলক্ষিত
ভাবে জ্বলি, সেই রূপ পরিবর্ত্ত তব।
এক পরামর্শ চিন্তা আশার বন্ধনে
নিবদ্ধ থাকিয়া মম সহ সম সুখ
দুঃখভাগী, শৌর্য্য বীর্য্য গুণ ধর!
সাহসিক কার্য্যে হায় আমার সহিত
ছিলে, আলিঙ্গিতে মহা বিপদ সাগর
তরঙ্গ,হায় রে! ভাসি সেই মহা স্রোতে
মিলিত হয়েছ আসি সম ভাগ্য দোষে
পুনঃ। প্রবাহ চালনে যথা কাষ্ঠ তৃণ
চয়, চারিদিক পরিক্ষিপ্ত হয়ে, কালে
একত্র আবার মিলে। হায় মহাবীর!
রহিয়াছ, কোন মহা গহবরে পতিত,
ঘোরতর তমসেতে নাচলে নয়ন
গতি। কিসে বলবান বল সুরপতি
মোসবার হতে, কোন গুণে শ্রেষ্ঠতর।
কেবল কুলিশ ধরি, বিক্রমে প্রধান
সে বিক্রম শালী, পরাক্রমে গণিয়াছি
তারে তৃণ সম, অবিদিতছিল. এত
কাল, সেই মহাঅস্ত্র গিরি বিদারক
সিন্ধু বিলোড়ক, দৈত্য কুলকালানল,
পুর্ব্বে কে জানিত তার গুণাগুণ? তবু
কভু নাহি শঙ্কাতারে তিল মাত্র মম
কিম্বা সেই শক্তিমান জেতা মোর রণে
পরাজিত আমা ধরি ক্রোধে জর্জ্জরিত
হয়ে, দিবে নিদারুণ শাস্তি—লৌহময়ী
ভীমগদা আঘাতেতে মস্তক চূর্ণিবে
বিন্ধিবে, সহসা, কিম্বা আঁখিদ্বয় মম
বজ্রোপম তপ্ত শালাকায়, কিম্বা, পুনঃ
গিরি শৃঙ্গ সমান মুষল সমাঘাতে
বক্ষঃ মম ছিন্ন ভিন্ন করিবে, গলায়
প্রকাণ্ড পর্ব্বত বান্ধি ডুবাবে সাগরে,
বজ্রের সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া খসাবে
শরীরের চর্ম্মচয়, বলেতে, উত্তপ্ত
তৈল পূর্ণ কটাহেতে ফেলিয়া ভাজিবে
সজীব, দংশাবে কিম্বা, সহস্র সহস্র
বৃশ্চিকভুজঙ্গদিয়া।কিম্বা কোটি কোটি
সিংহ, ব্যাঘ্র, সারমেয়, বিকট দর্শন
ইঙ্গিত মাত্রেতে তারাআসি, ঘোরতর
রবে, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে,টানিয়া খসাবে,
ছিন্ন ভিন্ন করিবেক, নাসা, ওষ্ঠ জিহ্বা
শরীরের মাংসপেশীযত সমুদয়;
কিছু মাত্র শঙ্কা নাহি করি এ সকল
ঘোরতর জ্বালাতন বিভীষিকা প্রতি।
শোচনা নাহিক মনে, বিন্দু, লেশ, কণা
অনুমাত্র, অনুতাপ নাজন্মায়
কিছু পরিবর্ত্ত নহে, [illegible]
দৃঢ়তম মত সদা এক দি[illegible]
রেখা মাত্র নহে বিচলিত, অনিবার
বিষম পীড়নে, হায়, যদিও আমার
হইয়াছে পরিবর্ত্ত বাহ্য আকৃতির
অচল অটল সেই মন দৃঢ়তর,
ঘোর দাবানলে যথা ভস্ম রাশি হয়ে
উড়ি যায় পুড়ি, গুল্ম, লতা, বনস্পতি
ওষধি প্রভৃতি আরো নানা উদ্ভিদ্
কিন্তু গিরিবর কভু লয় প্রাপ্ত নহে
দগ্ধ আর রণে থাকি স্থান পরিচয়
করে। দেব কৃত ঘোরতর অপমানে
হইলে চৈতন্যোদয়, আসি মুর্ত্তিমতী
ঘৃণা—পুরিষ লেপিত অঙ্গ, ক্লেদ পুঞ্জ,
মুখে, উগারিয়া উগারিয়া গিলে বারবার

মাঝেমাঝেতোলেহাই,তীব্র, পূতি গন্ধে,
ব্যাপ্ত চারি দিক—দেব কুলেশ্বর সহ
যুদ্ধে মোরে উত্তেজিত উদ্দীপ্ত করিল,
সেই ভয়াবহ যুদ্ধে অসংখ্য অসুর
ধাইল আয়ুধধারী আমার সদৃশ
সুরদ্বেষী। মোরে রাজা বলি মান্য করি
প্রবাহি সমর ঝঞ্ঝা বহু কাল ব্যাপি
করে ছিল বিকম্পিত দেব কুলেশের
সিংহাসন, দেব সহ যুদ্ধে পরাজয়
লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনো সকল
যাই নাহিকা আছে সে দুর্জ্জয় ক্রোধ,
বাড়বাগ্নি সম চিরোজ্জ্বল, বেগবতী
শ্মশাননী সমা ঘোর, সমর বাসনা
সাগর হিল্লোল তুল্য উৎসাহ তরনি,
বিদো...ত অনিবার, পর্ব্বত সমান
অটল সাহস, অবিকৃত চিরকাল,
মার্ত্তণ্ড মণ্ডলোপম, মানসিক্ ভীম
তেজোরাশি, বিতাপিত করে সদাহৃদ.
...গিরিজা যথা বহে স্রোতস্বতী
...., প্রতিহিংসা মম সেইরূপ।
আর আর কত কিছু, তা বর্ণিব কত,
অক্ষুণ্ণ রয়েছে সব সমৃদ্ধি আমার।
বজ্রধর, বলে কিম্বা, অশেষ কৌশলে
পারিবে কি কেড়ে নিতে, রাজকীয়মান
অক্ষত সম্ভ্রম মম? যিনি এই মহা
ভুজদণ্ড ভয়ে, নিজ স্বর্গ রাজ্য প্রতি
ছিল সন্দিহান, থর থর কম্পমান।
তাহার নিকট নতশিরাঃ, কৃতাঞ্জলি,
গললগ্নীকৃতবাসা, ভূনিহিত জানু,
হইয়া স্বদোষ স্বীকরণ সহ ক্ষমা—
প্রার্থনা, প্রসাদ লাভ বাসনা তাহার,
শক্তি প্রপূজন, গুণে ভক্তি বিকাশন,
সাজে কি আমার, এসকল ঘৃণাকর,
কাপুরুষোচিত, অপমানাবহ, এই
অধঃপাত,হতে লক্ষগুণে লজ্জাকর।
ধিক মোরে শতশত, যদি নতক্রোধ,
হত তেজঃ শান্তিগত, সন্ধিভাবেরত
হই। ধিক এজীবনে, যদি ভয় পাই
শমনেরে। সে পামর, অজ্ঞ অন্ধ যেবা,
মানের তুলনা করে জীবনের সহ।
মেঘের গর্জ্জন শুনি অধিত্যকা স্থায়ী
কেশরী, কেশর স্ফীত করি মুহুর্মুহুঃ
প্রতিপর্ব্বে, উল্লম্ফি সাহসে ভীমাকৃতি
যদিও সম্মুখে দেখে বারিদস্খলিত
বিভা তব লিতজ্যোতি বিদ্যুত পতিতা;
ক্ষণমাত্র, লম্ফদিয়া আলিঙ্গণ করে,
তারে বেগে। কভু কি ভাবি মৃত্যুভয়
পলায় পর্ব্বতগুহা গভীর গহ্বরে,
আমার এ দেহ কভু ধ্বংসশীল নহে,
সেইরূপ দেব বলবীর্য্য চিরস্থায়ী,
আমাদের শক্তি পরাক্রম অনশ্বর
সেইরূপ, চিরস্থির দেব পরম্পর,
অচলা প্রচলা হিংসা স্থায়ী বৈরভাব।
দে সুর যুদ্ধানল কভু না নিভিবে।
ভালরূপে জানিয়াছি দেবতাকুলের
বীর্য্য, শৌর্য্য, বল, পরাক্রম সাহসিতা,
যুদ্ধে বার বার। কিসে হয় শ্রেষ্ঠতর,
দৈত্যকুল হতে, দেব বংশ সুধাচোর।
সগর্ব্ব বচনে মুক্তকণ্ঠে, বলিবারে
পারি, অসুরের বাহুবলে সুরগণ
সদা, বিকম্পিত, আশঙ্কিত পলায়িত।
কিসে তবে অপকৃষ্ট মোরা দ্বিতিসুত
বংশ। অভিজ্ঞতাগুণে সমরকৌশলে
অস্ত্র প্রচালনে, আস্ফালনে আক্রমনে
ব্যূহবিনির্ম্মাণে, বটি শ্রেষ্ঠতর সবে।
বৃথা গর্ব্বে এবে উড়াইয়া জয়কেতু

লক্ষ লক্ষ, বাজাইয়া গভীরে দুন্দুভি
জয় বিঘোষক, যিনি হয়ে নিষ্কণ্টকে,
স্বর্গরাজ্য ভোগকরি, অহঙ্কারে মাতি
অবিচারানলে দগ্ধ করিয়াছে সতত
সে অপূর্ব্ব দিব্যধাম, তবে কেন মোরা
আছি নিরুদ্যম ভাবে? এইভুজদণ্ডমম
গিরিশৃঙ্গোপম উঠি চল চলি তথা,
প্রবল সকল মহা সাহস সহিত।
আগ্নেয় ভূধর যথা জ্বলি ভয়ঙ্কর,
উগারিয়া অগ্নিরাশি, বর্ষে মহাবেগে
চারিদিগ, সেইরূপ যুদ্ধানল জ্বালি
চিরকাল তরে পারি আক্রমিতে সেই
অসুর বিরোধি রিপুদলে। চল তবে।

ক্রমশঃ।

সময়ে কি না হয়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

৬ অধ্যায়।

'১৬ বৎসর' কথাটি বলিতে কতই সহজ! কয়েকটি বর্ণ যোজনামাত্র বই নহে। কিন্তু এই কয়েকটি বর্ণের মহিমা কত, কে বলিতে পারে! একজনের চক্ষে ইহা দেখিতে দেখিতে গত হয় বটে, কিন্তু ইহা যেমন গত হইতে থাকে তেমনি তাহার চিহ্ন স্বরূপ পশ্চাদ্ভাগে কি রাখিয়া যায় তাহা কে বলিতে পারিবে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম নিচয় এবং অলৌকিক কার্য্য কলাপ কতই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চরাচরে প্রচারিত হইয়াছে কে তাহার নিরূপণ করিতে পারে? নৈসর্গিক নিয়ম সকল কতই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া জগতের শুভ সাধন ও শোভা বিস্তার করিতেছে। হায়! এই সময়ের মধ্যে কত কত রাজ্য হয়ত দীন দশা হইতে শিরোন্নত করিয়া জগতবাসীদের প্রতিষ্ঠাভাজন হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। আবার কত কত রাজ্য উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্বতা সহকারে রক্ত প্রবাহে প্লাবিত হইয়া স্বীয় গরিমা সহ মগ্ন হইয়াছে। সৌভাগ্যরবি নিস্তেজ রশ্মিজাল প্রদানেও অক্ষম হইয়া অস্তাচল প্রবেশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কত কত জাতি হয়ত স্বীয় অসভ্যাবস্থা বিজ্ঞাত হইয়া তমসাবৃত-সমাজ সংস্কারের দ্বারা সভ্যতা পথের পথিক হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া [illegible] যোগে তাহার পরিচয় প্রদানে পারগ হইয়াছে আবার কত জাতি মাতৃক্রোড় ছিন্ন শিশুর সজল নয়নে মাতৃমুখ দর্শনের ন্যায় পূর্ব্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে পতনশীল তারকার ন্যায় হীনাবস্থায় অধঃপতিত হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে মানব সমাজের কত উন্নতি কত অবনতি হইয়াছে কে তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়! যখন জগত সাধারণে এই রূপ হইতে পারে তখন কে পারিবারিক পরিবর্ত্তনের সংখ্যা করিতে পারে? হয়ত কত কত পরিবার সৌভাগ্যরূপ পর্ব্বত চূড়া হইতে পতিত হইয়া নিরন্তর দুঃখারণ্যে ভগ্নাঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেছে, আবার হয়ত কত কত পরিবার হীনাবস্থা ও ক্লেশরাশি অতিক্রম করিয়া এক্ষণে নন্দনসম সুখময় সংসারধামে বিচরণ

করিয়া বেড়াইতেছে। পূর্ব্বে যাহার বদন সতত সুখের হাসিতে পরিপূর্ণ থাকি এখন হয়ত তাহা দারুণ দুঃখরেখায় অঙ্কিত, নয়ন নিরন্তর অনুতাপ-বিগলিত সলিলে পরিপ্লুত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়া লোকে তদীয় ভাগ্যানুরূপ কায়মনোবাক্যে স্বাভিষ্ট দেবের নিকট প্রার্থনীয় বলিয়া যাচ্ঞা করিত, এখন হয়ত তাহাকে দেখিয়া কম্বল মাত্র সম্বল পথের ভিখারিও হিংসা করিতে ইচ্ছুক নহে। এই ১৬ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মনোহর অট্টালিকা বিরাজ করিত এখন হয়ত তথায় নিরানন্দময় বন গহ্বর শৃগাল কুকুরাদির বাস ভুমি হইয়াছে: আবার যেখানে জনমানববিহীন শ্বাপদকুল আশ্রয় বনভূমি ছিল এখন তথায় আনন্দউৎসপ্রবাহিনী রম্য হর্ম্ম্য শোভা পাইতেছে।

পাঠক! এক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যথায় পদ্মাসতে নীল রত্ন আভ বিভাসিত জলরাশির বিশাল তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া উভয়তট কম্পান্বিত করত, জলচর বিহঙ্গমগণকে নাচাইতে নাচাইতে রবিকির।সহ কৌতুকামোদে কেলি করিতেছে; তথায় এই আখ্যায়িকার অংশ বিস্তার হইতেছে।

পাবনা জেলায় অন্তর্বর্ত্তী পদ্মাতটে হুসেনপুর নামে গ্রাম। সেই গ্রামের প্রান্তভাগে নীলের ক্ষেত্রসকল স্বভাবের হরিতশোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার মধ্যভাগে একটি নীলের কুঠি। উহা সমস্তই পাকা, কাছারি গৃহ এক তালা দেখিতে সুন্দর। পার্শ্বে নীলের হৌজ, তাহার নিম্ন দিয়া একটি খাল মৃদু মধুর স্বরে কল কল করত পদ্মানীরে শির নিহিত করিতেছে। কাছারির সম্মুখে ফুলের বাগান, বাগানের শেষ দুই প্রান্তে রক্ষক দিগের নিমিত্ত দুইটি গৃহ আছে। কাছারিঘরের পশ্চাদ্ভাগে আম্র, কাঁঠাল, হরিতকী, আমলকী প্রভৃতি তরুনিকরের একত্র সমাবেশে নিকুঞ্জের ন্যায় শোভা হইয়াছে; এবং শাখায় শাখায় জড়িত হইয়া লতাবন্ধনে আচ্ছাদনভাগ এমনি দৃঢ় ও অভেদ্য হইয়াছে, যে প্রবল বাত্যাযোগেও রৌদ্র তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পায় না, সন্ধ্যার অন্ধকারেও তাহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু সমুদয় নয়ন গোচর হয় না।

এই কুঠি পূর্ব্বে একজন সাহেবের ছিল, কিন্তু অল্পদিন হইল দক্ষিনাঞ্চলের শ্রীপুর নিবাসী রমানাথ রায় বলিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ উহা ক্রয় করিয়াছেন, তদবধি মৃত পিতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতষ্পুত্র মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানকার নায়েবি পদে অভিষিক্ত আছেন। মহেশচন্দ্র সুপারিশের যোগে এই কার্য্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু বর্ত্তমান জমিদারের সঙ্গে তাঁহার চাক্ষুষ নাই বস্তুতঃ জমিদারও এ অঞ্চলে কখন আসেন নাই, এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে মহেশচন্দ্রের অবস্থা মন্দ না হইলে তিনি কখনই বিষয় বিভাগাদির তত্ত্বাবধারণ ছাড়িয়া একার্য্য স্বীকার করেন নাই।

এক্ষণে গ্রীষ্ম শেষ হইয়া বর্ষার প্রারম্ভকাল উপস্থিত। রাত্র প্রায় দ্বিপ্রহর টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; চতু

র্দ্দিকে দারুণ অন্ধকার, মানবীয় কলরব-বিহীন; বাত্যাসহ বিদ্যুম্মালা দিগাঙ্গ-নাগনাকে আলিঙ্গন করিতেছে। এই সময়ে কুঠিতে রক্ষকের অপরিস্ফুট পদ-ধ্বনি ব্যতিত জনমানবের সঞ্চার নাই; সকলেই নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

এমন সময় কাছারিঘরের এক প্রান্ত ভাগে একটি দ্বার ধিরে ধিরে উদঘাটিত হইল এবং আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া একটি অনতিদীর্ঘাকৃতির লোক নির্গত হইয়া নিঃশব্দে পুনর্ব্বার দ্বাররুদ্ধ করিয়া রক্ষকের নয়নপথ অতিক্রমের নিমিত্ত অতিসঙ্কিতভাবে পদক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহবহির্ভূত হইয়া দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রান্তরের মধ্যভাগে একটি বটবৃক্ষ আছে। এই লোকটি সেই পর্য্যন্ত যাই যাই স্থির হইলেন এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে যেন কাহারও অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন। ক্ষণেক পরেই আর একজন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে অন্ধকার তায় বটের ছায়া, তাঁহার মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইল না। এখানে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোকও পরাস্ত হইল।

আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র ধিরে ধিরে 'হরি' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

উত্তরেও "হরি" এই শব্দ উচ্চারিত হইল।

আগন্তুক তখন অজ্ঞাতপুরুষের নিকট বর্ত্তী হইয়া কহিলেন "হরনাথ, যেমন যেমন বলিছিলাম সব হয়েছে?"।

আর অজ্ঞাতপুরুষ বলিবার আবশ্যক নাই। হরনাথ "আজ্ঞে হাঁ।" এই বলিয়া যেন আগন্তুকের হস্তে কি প্রদান করিলেন। আগন্তুক তাহা আত্ম বস্ত্রাভ্যন্তরে সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "পাহারা-ওলারা কি কে আসে যায় কিছু খোজ খবর নিয়ে থাক, না যা হবার তাই হয়"।

হরনাথ উত্তর করিলেন "না তারা খুব সাবধান, তবে বিশেষ আসা যাওয়া বারন করার যো নেই, তা পারেই বা কেমন করে।"

আগন্তুক আবার প্রশ্ন করিলেন "তা চেনে কেমন করে!

হরনাথ উত্তর করিলেন" সঙ্কেতে, দুই দিকে হুঁতে মিলে গেলেই হলো।"

আগন্তুক। "তবে ভালই হয়েছে তোমাকে কেউ দেখেনি ত।"

হরনাথ। "না।"

আগন্তুক। "তবে কাল রাত্রেও একবার এর চেয়ে কিছু সকালে এখানে এসো, যেমন যেমন হয় পরে বল্‌বো। আরদেরিতে কাজকি, কালকেইএবিষয়ের শেষ করা যাক্। আমি সন্ধান পেইছি কালকে আবার সেই কাণ্ডকারখানা হবে।"

হরনাথ। আপনার যেমন ইচ্ছে।"

আগন্তুক। না, কালকেই, কিন্তু বড় তামাসার কাণ্ড হবে। আচ্ছা এখন তুমি যাও।" এই বলিয়া আগন্তুক অদৃশ্য হইলেন।

হরনাথ পূর্ব্বমতভাবে শশঙ্কচিত্তে উল্লিখিত দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আবার চতুর্দ্দিক জনপ্রাণীসঞ্চার বিহীন হইল।

৭।—নায়েব মহাশয়।

পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনার পরদিবস, কাছারির ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। নীলের ধুম পড়িয়াছে, দাদনের হাঙ্গামায় কর্ম্মচারিদের প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ কাছারিও প্রজামণ্ডলীতে পরিপূর্ণ।

এক্ষণে অপরাহ্ণ। পুরাকাছারি হইয়াছে। আমলা মুহুরি পেস্কার প্রভৃতি আপন আপন দপ্তর সম্মুখে করিয়া বসিয়াছেন। নায়েব মহাশয়ের এখনও বৈকালিক নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই সুতরাং তিনি কাছারিতে উপস্থিত নাই। বড়র আরাম টুকু সকল সময়েই বাঁধা আছে। নায়েব মহাশয়ের উপর প্রজাগণ তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া তাঁহার আগমন প্রতিক্ষা করিতেছে। তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত সজ্জন বলিয়া জানে ও তাহাদের একজন পরমহিতৈষি বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। তিনিও যখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদের উপর কখন অত্যাচার করিতে বাধ্য হন তখন দুঃখে চক্ষের জল পর্য্যন্ত ফেলিয়া থাকেন।

যাহাহউক নায়েব মহাশয়ের নিদ্রা মহানিদ্রা নহে সুতরাং সময়ে ভঙ্গ হইল এবং কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রণাম ও সেলামের ধুমে গগণ প্রতিধ্বণিত হইতে লাগিল। মহেশচন্দ্র গদির উপর বসিলেন। আগত প্রজাদিগের কুশলসংবাদ এবং তাহাদের পুত্র কন্যা প্রভৃতি কে কেমন আছে এ পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই উদারতায় এবং সৌজন্যে প্রজাবর্গ সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল এবং কৃতজ্ঞতা রসে পরিপ্লুত হইতে লাগিল. ঈশ্বর তাঁহাকে চিরজীবি করুন বলিয়া সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

ক্ষণেকপরে নায়েব করিমসেখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "করিম! এবার তোমার ৪ বিঘে জমি নীল কর্ত্তে হবে জানত।"

করিম উত্তর করিল "এজ্ঞে কর্ত্তা তাত জানি, তবে মেহেরবাণি করে এট্টা ট্যাকা টার কথা সোর করবেন।"

নায়েব কহিলেন। "তার জন্যে ভাবনা কেনরে, দাদনের ৭ টাকা পেই ছিস্ আর ১২ টাকা পাবি এই ১৯ টাকা হলো।"

করিম অবাক হইয়া কহিল "এজ্ঞে কত্তা ওকি কন, মোগার গরিবদের গলায় পা দিতি বসেচেন নাকি? ৪ বিগে নিলি ১৯ ট্যাকা! এর চেয়ে নীল হ্যাদোর কাছেতেও মোগার যাস্তি মিলত। না কর্ত্তা ও হবেনা, মোর কাজ লয়।"

কর্ত্তা ক্ষণেককাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন।" সে কিরে করিম! পার্ব্বিনে কেন ১৯ টাকায় ৪ বিঘে নীল এত কম নয়,আমার এদেশে জমি জারাত থাক্‌লে আমি এ দরে নীল দিতাম। তা যা আর

গোল করিস্‌নে ।" হরনাথের প্রতি তাকাইয়া "দেওহে হরনাথ করিমকে ৬টা টাকা দেওত, আর ৬ টাকা নীল গুদম জাত হলে দেব ।"

করিম সমস্ত শুনিয়া কহিল । "ট্যাকা কি কত্তা, মুই পার্ব্বোনা" মুখ ফিরাইয়া বসিয়া "এ খোদা, কত্তা আপনি সাধু মানুষটি হয়ে মোর বাল বাচ্চা খুন কত্তি বসেছেন। আচ্ছা হিসেব করে দ্যাকেন দিনি যে তুকোন ল্যাঙ্গল এই নিলি লে গেচে । ধান বুন্‌লি কত ১৯ ট্যাকা আস্‌ত।"

নায়েব মহাশয় শুনিয়া কিছু দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন "বাপু যা বলছ তা সবই সত্তি কিন্তু কি কর্ব্বো, আমরা পরের চাকর, মনিবে যেমন বলে তেমনি কর্ত্তে হয় তবে যাও আর গোল করোনা আর একটাকা পাবে।"

করিম শুনিয়া কহিল "এজ্ঞে না কত্তা আপনি মোদের মা বাপ আপনি রক্ষে না করলে গরিব মারা যায় "ইহা বলিয়া নায়েব মহাশয়ের পা চাপিয়া ধরিল।

নায়েব মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, কোঁচার কাপড়ে মুছিয়া কহিলেন," করিমরে আমার আর তোদের দুঃখ সহ্য হয় না তোদের আমি আপন ছেলের মত দেখি কিন্তু জমিদার যে খারাপ তার জন্যে তোদের কিছুই কর্ত্তে পারিলাম না,তা যা বাপু জমিদারের কুড়ি টাকা বই মঞ্জুর নহে, আমি আর দুটাকা নিজে হতে দেব।"

রায়েতগণ সকলেই শুনিয়া আপনা-পন অবস্থা বিস্মৃত হইয়া এক বাক্যে কহিয়া উঠিল "হজুর সাকেত ধর্ম্ম, আমরা জানে পরানে মারা গেলেও হজুরকে ভুলতি পার্ব্বোনা, হজুর কর্ব্বেন কি, জমিদার খারাপ, ও মোগার কপালে করে।"

তোয়াজ বলিয়া একজন কহিল।" যখন সেই নীলহ্যামদো শালা গেল বাঙ্গালি জমিদার হলো মোরা ভাবলাম যে বাঁচলাম মোগার সুকির দিন আবার ফিরে আলো বুজি। হা আল্লা ! এনা তার বাবা ! খোদা যে মোগার কপালে কি দুক্কুটই ল্যাকচে। হাগা এনার আর যাত্তি কদ্দিন আচে।"

অন্য একজন কহিয়া উঠিল।" য... আর দেবি নাই, জুলুম শুরু করেছে ... রায়েতজন যে হুডা ভাঙ্গে ম... কচ্ছে এতে আর কদ্দিন থাকবে ... কিন খোদাকরে আমাদের লায়েবম... যেন বরাবরডে এখানে থাকে যায়। ...

যাহাহউক রাইয়ৎজনের সহিত রূপে গলায় পা দেওয়ার যুক্তি ... হরনাথকে টাকা দিবার নিমিত্ত ত... করিলেন। এখানে বলা উচিত হরনাথ এই কাছারির খাজাঞ্চি, জাতিতে কায়স্থ, উপাধি ঘোষ, বয়ক্রম২৩ কি ২৪ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে। দেখিতে নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, এক হারা, মুখে বসন্তের দাগ আছে।

হরনাথ টাকা আনিয়া উপস্থিত করিলে নায়েব মহাশয় যেমন একে একে টাকা দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ভৃত্য রামহরি আসিয়া কহিল যে আপনাকে একটি লোক

অত্যন্ত দরকারের জন্য ডাকছে। নায়েব মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আসি বলিয়া হরনাথের উপর টাকা বিলিব ভার দিয়া চলিয়া গেলেন।

• * • • • •

• •

নায়েব মহাশয় আপন শয়ন মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রামহরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হলা এয়েছে, না, কিছু খবর আছে" ?

রামহরি উত্তর করিল "জিজ্ঞাসা করিনি, ডেকে আনি," রামহরি প্রস্থান ক[illegible]।

[illegible]য়েব মহাশয় দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াই[illegible] ভাবিতে লাগিলেন" দেখি হলা [illegible] করে এলো, খুব কাজের লোক [illegible]ছু টাকা বেশি চায়, তা হলেই [illegible]দিকে যেমন দেব এদিকে তেমনি [illegible]রয়েতবেটাদের একটু চকের জ[illegible] দকালিই হয়ে গেল হা হা! কি তা[illegible] বাবুর চিঠি বাবুর হুকুম কাকে না [illegible]খয়ে ভালই হয়েচে, কেউ জানবের যো নেই যে আমি কি ঢুকে চুরি খেলি, এই দেখ এই আজকের দাদনে সতকরা ৪০ টাকা পেলাম, মুহুরি বেটারা খাতায় লিখচে হয় কিছু ভাগ দেব নয় লিকুক, এক রাত্রে সব ঠিক কর্‌বো, হরনাথ খুব বশে আছে, যা বলি তাতেই রাজি, বিশেষ ওকে কিছু নাজানালেও চলেনা, জমিদারের ত বদনাম হয়েছে আরও বেশি করে হলেই বেশি সুবিদা। যাহোক এখন হলা বেটা সু খবর দিলে হয়।"

ইত্যবসরে হলধরকে লইয়া রামহরি উপস্থিত হইল।

হলধর হুসেনপুরের চৌকিদার, আধা বয়িসি, মানুষটি দেখ্‌তে গাঁটা গোটা জোয়ান।

নায়েব মহাশয়কে দেখিয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক "প্রাতপ্রণাম কর্ত্তা মহাশয়" বলিয়া প্রণাম করিল।

নায়েব মহাশয়। "জয়স্তু" রাম হরি একটু তামাক নিয়ে আয়ত" রাম হরি কথার অর্থ বুঝিয়া প্রস্থান করিল।

নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "হলধর কি মনে করে, কিছু কত্তে পাল্লে।"

হলধর। "আজ্ঞে না, কত লোক দিইচি কত কি করিচি তা ও কিছুতেই কিছু হবার নয়, এখন জোর খাটাতে না পাল্লে আর হয় না।"

চমকিত ভাবে উত্তর করিলেন" অ্যাঁ। হলধর, জোর বলকি! তা কেমন করে হবে, এক আদজন নয় যে ঠেলে ফেলে যাব, মিন্সে অমন জোয়ান, ছেলেটা তারে বাড়া, আবার মাগি যেন বাগিনিটে, তা দেখ তারাত গরিব, টাকায় হয় না? যত টাকা চায় তাই দেব।"

"আজ্ঞে তা হবার নয়, জোর ভিন্ন হয় না, তা আপনি হচ্ছেন নায়েব জোর কল্লেপরে কে কি কত্তি পারে এক কাম কল্লেনিবা।"

নায়েব মহাশয় একটু মুখ টিপিয়া উত্তর করিলেন "দূর বাপু! তার জন্যে ডরাইনে; কিছু করে, তার পর দিনিই ঘর কেটে উঠিয়ে দেব, কিন্তু ছেলেটা,

আর মিন্‌সেটা, যেন তুটো যম। শেষে যদি রাগের মাতায় পড়ে কিছু করে ফেলে।”

“আমার কথা শোনেন ত তার জন্যি ভাবতি হবে না, এক কাম করেন যেয়ে, মন্সেডাকে এট্টা কাম আছে বল্যে এক যায়গায় লিয়ে যাব, আর ঐ ছোঁড়াডা ত কাচারিতে শিক্কেলবিসি করে তা আপনি গিয়ে পাকে পরক্কারে তাকে সে রাত্তিরডে একানে রাখবেন, তা হলেই কাম হাঁসিল হয়ে গেলো। তারা নিজে নিজে নজ্জায় কিছু পরকাশ কর বেনা।”

“পরামশ্‌্ট মন্দ নয় বটে তবে যদুপতিকে এখানে রাখা, আচ্ছা তার ফিকির কর্ব্বো।” ইহা বলিয়া মহেশচন্দ্র মুখ অবনত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

হলধরের মুখে হাঁসি আসিল, দন্তগুলি বাহির হইয়া পড়িল। কহিল“ এই দেকেন দিনি আপনাদের বুদ্ধিমান মানষির কিসে আটক খায়, পরণাম তবে একন আমি চল্লাম।”

নায়েব মহাশয় ব্যাগ্রতা সহকারে কহিলেন “হলধর ডাঁড়া ডাঁড়াত, আর একটা কথা আছে।”

“কি কথা আজ্ঞে করেন।”

“আজকের কিছু নতুন গোচের আর কোন ঠিকেনা হয়েছে।”

“আজ্ঞে না।”

“তবে কি হবে।” এই বলিয়া নায়েব মহাশয় কিছু ম্রিয়মান হইলেন।

হলধর কহিল। “সাবেক খেলা খেলেন।”

উত্তর হইল।“ আচ্ছা তাই হবে, আমি রাত এক পরের সময় তৈয়ার হয়ে পিছনের বাগানে ডাঁড়াব, তার পর তুই এলে যাব।”

হলধর প্রস্থান করিল।

৮.—বেশভূষা।

দিনমনি অস্তশিখরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাসতীর আগমনে বসুন্ধরা তিমিরাবরণে আবৃতা হইলেন,হিরকখণ্ড বিনিন্দিত নক্ষত্রমালায় আকাশতল সুশোভিত হইতে লাগিল। দিবাচর জীবগণ স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শান্তির অন্বেষণ করিতে লাগিল।

স্বায়ং সন্ধ্যার সময় উপস্থিত। নায়েব মহাশয় আপন গৃহমাঝে আশনোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাস্তোত্র নিমগ্ন আছেন। চত্তর্দ্দিক নিরব কেবল কোশাকুশির শব্দ শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে। শেষে সন্ধ্যাসমাপণ করিয়া পরিস্ফুট স্বরে দেবীস্তব আরম্ভ করিলেন। বাহিরের লোকজন নায়েরের ধর্ম্মপরায়নতা দেখিয়া চমৎকার হইতে লাগিল। শেষে দণ্ড দুই তিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে জলযোগ করিয়া দুর্গানাম স্মরণ পূর্ব্বক বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময় একজন প্রায় ষত্তরাতীত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলে,পরস্পরে পরিচিত ভাবে নমস্কার পরিবর্ত্ত করিলে, নায়েব মহাশয় বৃদ্ধটিকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বৃদ্ধ উপবেশন করিলে নায়েব মহাশয়

জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের যাওয়া হইছিল কোথায়।"

"এই যে এখানে এক বেটা প্রজা খাজনা দেয় না তাই ভাবলাম একবার টুক টুক করে দেকে আসি, বেড়ানও হয় কাজও হয়। আবার এদিকে এলে আপনার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারিনে ; আপনি হচ্ছেন মহাশয় ব্যক্তি।"

নায়েব নিতান্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন "আপনাদের অনুগ্রহ, নরত কোন ছার পদার্থ।"

[illegible] উত্তর করিল।" আহা আপ- [illegible] সামান্য ব্যক্তি, আমি কত মানুষ দেখিচি কিন্তু আপনাদের উপর যেমন আমার শ্রদ্ধা এমনটি আর কারও ওপর হয়নি। সেই ঘটনার পর আমারও মতি [illegible] সুপথে দাঁড়ালো। আপনাদের [illegible] কও যেন সোনার চখে দেখ- লাম। ভাল সুরেশের আর কোন সং- বাদ পান নাই ; বড় অভিমানি, নরত, একটু রাগেতেই আপনার তুল্য ভাই ছেড়েকি কেউ বিবাগি হয়।"

নায়েব ম্লানভাবে কহিলেন।" আজ্ঞে না, কোন সংবাদই পাই নাই ছেলে মানুষ তুচ্ছ কথায় তিলকে তাল করে যে কোথায় গেল, বাড়ুয্যে মহাশয়! বলব্ কি, যাই নেহাত শক্ত তাই ডুক্‌রে কাঁদিনে, নয়ত সে যাওয়াতে আমার ডানহাতটা পড়ে গিয়েছে।" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধ। "আহা! বলেন কি, সহোদর বিচ্ছেদ, একি সাধারণ কষ্ট। তারপর সেই ভগ্নিটির ঐ দশা, কোন খোজই পেলেন না? আমার বোধহয় তার জলে ডুবে মরাই সত্য।"

নায়েব। তা বই কি, বেঁচে থাকলে এদ্দিন অবশ্যই উদ্দেশ মিল্‌ত, চেষ্টাবৃত কম করা যায় নাই"

বৃদ্ধ। "আহা এ সকল কি সাধারণ দুঃখের বিষয়, তবে কিনা সকলই তাঁর ইচ্ছে।"

নায়েব। "তা বইকি তাঁর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় না। ভাল! আপনি যে সেই উপনিষেদ পড়চিলেন, তা হয়েছে, আপনার খুব জেদ কিন্তু, এই বৃদ্ধাবস্থায় ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়ে যে শাস্ত্র টাস্ত্র দেখা এ সাধারণ ক্ষমতার কাজ নয়।"

বৃদ্ধ। "তিনি যখন মতি লওয়ান তখন কিছুতেই আটক খায় না—সেই দুর্ঘটনার পর হতেই আমার মতি ফিরে গেল লোকের উপহাসাস্পদ হওয়ার ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসে বাস কর্‌লাম, তার পর ইচ্ছে থাক্‌লেই উপায় আছে শেষে এই পর্য্যন্ত হয়েছে, বৃদ্ধ- বয়েসে ব্যাকরণ শাস্ত্রাদি পড়ে এরূপ করা কিছু কঠিন বটে, তা প্রভুর ইচ্ছে হলে কঠিন ও কঠিন বোধ হয় না, পঙ্গুতে ও পর্ব্বত লঙ্ঘন কর্‌তে পারে। এখন নিস্তার পেলেই বাঁচি, এই বয়েসে কত পাপইযে করেছি, কত জনকেই যে চখের জলে ভাসিয়েছি, এখন মনে হলে অনু- তাপে শরীর দগ্ধ হতে থাকে। আমার কি আর মুক্তি আছে। এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুদিয়া দুই একবিন্দু অশ্রুও পতিত হইল।

নায়েব। "মহাশয়ের এখন কয় সংসার বর্ত্তমান আছে।"

বৃদ্ধ। "বর্ত্তমানের মধ্যে যিনি সঙ্গে আছেন, আর কেউ নাই, তবে শ্যামনগরের দরুণ এক ছেলে আর হরিহরপুরের দরুণ দুই মেয়ে যারা এখানে আছেন, তা বই আর আমার কেহই নাই।"

নায়েব। "মহাশয় যেমন সৎপথ অবলম্বন করেছেন এখন বৃদ্ধ বয়েস সুখে যাওয়াই প্রার্থনীয়। তা আপনি যেমন ধার্ম্মিক, মা তাতে বঞ্চিত কর্‌বেন না।

বৃদ্ধ। "সংসারিক সুখ ধল্লে তাতে একরকম এখন সুখী বিবেচনা করি। পুত্রটি অতি বাধ্য আমাকে পরম ভক্তি করে থাকে, মেয়ে দুইটিও তেমনি সুশীলা হয়েছে। আর গৃহিণী, যদিও বয়েস অল্প, তথাপি তাঁর আমাতে করে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা, অতি সতী সাধ্বী, তাঁর সেবা শুশ্রূসায় আমার কোন কষ্টই নাই; তবে পরমার্থিক সুখ দুঃখ দাতা ঈশ্বর, তাঁর যা ইচ্ছে তাই হবে।"

এই সময়ে নায়েব মহাশয়ের অধরোষ্ঠে ঈশৎ হাসির উদয় হইতে হইতে আবার বিলীন হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন এ কন্যা দুটির বিবাহের স্থির হয়েছে?" কুলিন পাত্রে দেওয়াই কি শ্রেয়।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন একবার ভাবি কুলিনে দিয়ে মেয়ে দুটিকে জলে ভাষার না আবার মনে কেমন বিকার উপস্থিত হয়, মন সরে না। তবে ছেলেটির ইচ্ছে যে কুলিনই হউক আর বংশজই হউক পাত্র ভাল না হইলে বিবাহ দেওয়া হবে না।"

নায়েব। তা ঠিক কথা—তবে আপনি মহাশয় ব্যক্তি যা সংবিবেচনা করেন তাই হবে।"

বৃদ্ধ। "আমাকে মহাশয় ব্যক্তি বল্‌বেন না আমি পরম নরাধম। রাত্র অধিক হচ্ছে, এখন আমি আসি। আবার সেই একটা বিভীষিকার ভয় আছে।"

নায়েব। "হ্যাঁ ভাল কথা; সেটা সকলেই বলে, বিষয়টা কি?"

বৃদ্ধ। "দৌরাত্ম্য বিশেষ [illegible] মধ্যে মধ্যে শ্মশানে এমন বি[illegible] ডাক পাড়ে যে শুনে নিতান্ত সাহস[illegible] কাঁপতে থাকে। কিন্তু ডাক তিনটি বারের অধিক নয়। কেউ প্রত্যক্ষ কিছু দেখেছে কিনা তা পরমেশ্বর জানেন তবে অনেকে অনেক কথা ব[illegible] বলে শ্মশানের বিকট মূর্ত্তি একটা [illegible]ছে কেউ বলে সেটা সেখান থেকে গাঁয়ের ভিতর চলে আস্‌তে থাকে, কেউ বলে রাস্তায় কুকুর সেয়ালের মত হ[illegible] [illegible] দেয়, এইরূপ নানাজনে নানা কথা বলে; ফলকথা কিছু না কিছু আছে [illegible] এমত গুজব কেহ হবে। কিন্তু গ্রামের লোক এমনি তটস্থ হয়েছে যে ঐ ডাক সুন্‌লেই আর কেহই দুয়ার খোলেনা। এখন তবে আজ্ঞে করেন ত যাই।"

নায়েব। "যে আজ্ঞে, নমস্কার।"

বৃদ্ধ প্রতিনমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন

নায়েব মহাশয় এক্ষণে রামহরি চাকরকে ডাকিলেন। রামহরি আসিয়া উপ-

স্থিত হইল। নায়েব আজ্ঞা করিলেন" কাপড় চোপর গুলো নিয়ে আয়ত, আর চুল গুলোতে ভাল করে কলপ দিয়ে দে"

রামহরি উপযোগি বস্ত্র সমুদয় আনিয়া উপস্থিত করিল। বাবু বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া যাত্রার নকিব সাজিয়া দাঁড়াইলেন। রামহরি চুলে কলপ দিয়া দিতেছে। উভয়ে নিরব, অনেকক্ষণ পরে রামহরি কহিল, " বাবু আপনার চুল যেমন অসময়ে পেকেচে এমন আর ...র দেকি নি।"

...র প্রকৃতির গতি এমনিই চমৎ-... যে, কোন ব্যক্তি যত দৃঢ়মনাই ...কেন আত্মপোষক কোন অনর্থক কথা শুনিলেও তাহা সত্য বলিয়া মনে ধারণা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, অথবা তাহার অসত্যতা মনে মনে জানিলেও ...ার ভ্রম ভাঙ্গিতে ইচ্ছুক হয় না। ...প আরও আত্মপোষকবাক্য প্রয়োজনার্থে ভঙ্গিক্রমে উৎসাহ দিয়া ...কে এবং বক্তা যে কাপট্যাবলম্বন ... তাহাকে বাঁদর নাচাইয়া আত্ম কার্য্য সাধনের পথপরিষ্কার করিবার নিমিত্ত এরূপ তদীয় আত্মপোষক বাক্য গুলি কহিতেছে তাহা ভ্রান্তি যোগে কখনই বিশ্বাস করেন না।

রামহরি ভৃত্যটি গাছের বাছ, যেখানে যেমন সেখানে তেমনি। প্রভু যাহাতে কষ্ট হয়েন এমন কার্য্য গুলি যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করে এবং প্রভু যাহাতে তুষ্ট হয়েন তাহা প্রাণপণে সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ব সময়েই আত্ম কার্য্য মনোমধ্যে জাগরুক থাকে, সময় পাইলে প্রভুর মন্দেই হউক আর ভালতেই হউক স্বকার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হয় না। প্রভুরা ইহার উপর সততই পরম সন্তুষ্ট থাকেন। আবার রামহরিও আত্ম-গরিমা-প্রয়াসি-প্রভুদিগকে কৌশলে বাঁদর নাচাইতে ত্রুটি করেনা।

যাহাহউক মহেশচন্দ্র ভৃত্যের এবম্বিধ ব্যাথার্থ বাক্য শুনিয়া এবং তাহার স্বীয় যৌবনত্বপোষক ভ্রান্তি দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত পুলোকিত হইলেন এবং ভাবিলেন বুঝি জগতময়ই তাঁহার সম্বন্ধে এই ভ্রান্তি ব্যাপ্ত। আত্মোৎকর্ষ, গৌরব, এবং গরিমা সম্বন্ধে সাধারণ অপেক্ষা নায়েব মহাশয়ের চিত্ত দৌর্ব্বল্য এমনিই প্রবল, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার ভৃত্যের উপর এমনিই দৃঢ় প্রত্যয়, যে যদি তাঁহার কোন বিষয়ে মত প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হইল তবেই তিনি সুখসাগরে ভাসমান হইলেন, এবং জগতের কাহারও এমন সাধ্য নাই যে তাহাতে বাধা দিতে সক্ষম হয়। রামহরি তুষ্ট হইলেই জগত তুষ্ট। রামহরির পছন্দ তাঁহার সকল বিষয়েই আবশ্যক। রামহরির যাহা অপছন্দ হইবে তাহা বস্তুই নহে। পাঠক মহাশয় পূর্ব্ব হইতে একরূপ পরিচয় পাইয়াছেন যে নায়েব মহাশয় কি চাতুর লোক! অবশ্যই তাঁহাকে তাঁহারা নেহাত হাবা বলিয়া কখনই, বলিবেন না বরং চতুর বলিতে সকলেই সম্মত হইবেন। কিন্তু ভৃত্য সান্নিধ্যে তাঁহার বিপরিত ভাব অবলোকন করুন। চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ তাঁহার আত্মোৎকর্ষ সম্বন্ধে অযথা উৎসাহ

দানেই অপার অনুগ্রহ ভাজন রামহরি কার্য্যত তাঁহার উপর এক্ষণে এরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে! যাহা হউক এখন প্রভু ভৃত্যের বাক্যালাপ শ্রবণ করা যাউক।

ক্রমশঃ

পাণ্ডব চরিত কাব্যঃ

অথ মাদ্রী ও কুন্তীর বিলাপ।

মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ ৪। ৬। ৭ যতি।

কান্তা সঙ্গে রমণ সময়ে
শাপ বাক্য প্রভাবে,
কালগ্রাসে কবলিত বনে
হৈল সে পাণ্ডু রাজা।
সাধ্বী মাদ্রী পতির মরণে
বেদনা পায় মর্ম্মে,
দৈবাঘাতে হইল বিকলা
ব্যাকুলাত্মা বিষাদে ॥ ৩১ ॥
চিন্তা লজ্জা যুগ বিষধরী
দংশিছে মর্ম্মদেশে,
কায়াকান্তি জ্বরিল সহসা
দুর্জ্জরা কালকূটে।
শোকজ্বালা জ্বলিল হৃদয়ে
দহিতে দেহ যষ্টী,
তাপে দেহ স্থিত রস ঝরে
উষ্ণ সে অশ্রুধারা ॥ ৩২ ॥
শোকোত্তাপে হত বল হয়ে
নাহি উত্থানশক্তি,
চেষ্টা শূন্যা রহিল শয়নে
ভূতলে রাজরাণী।

অন্তর্দ্দাহে অনল জিনিয়া
হৈল উত্তপ্ত কায়া,
নেত্রে ধারা নিরবধি গলে
প্লাবিয়া কর্ণরন্ধ্র ॥ ৩৩ ॥
উষ্ণশ্বাসে পবন বহিছে
সঞ্চরে ধূম তাহে,
দৃষ্টি ধ্বংসী উপজিল যথা
কুজঝটী সেই ধূমে।
জ্বালে ধূমে গরল অথবা
তাপ আকৃষ্ট রক্তে,
অশ্রু স্রাবী যুগল নয়নে
ওড্র পুষ্পের আভা ॥
দাবোত্তাপে সভয় কুররী
পক্ষিণী যেন কান্দে,
তদ্বৎ মাদ্রী বিকৃত হৃদয়ে
কান্দিছে মুক্ত কণ্ঠে।
ভক্তোদ্দেশেইতি অবসরে
উত্তরে তার দেহে,
মূর্চ্ছা নাম্নী অতি বলবতী
রাক্ষসী ধ্বান্তরূপা ॥
ত্বরা মূর্চ্ছা নিজ ভুজ বলে
কণ্ঠরোধে অবাধে,
স্পন্দধ্বংসে বসি বপু গৃহে
স্বাদু মস্তিস্ক ভুঞ্জে।
লোভাক্রান্তা সরস রসনে
নাশিতে ক্ষুৎপিপাসা,
শোষে রক্ত দ্যুত বলহরে
তার অজ্ঞাতসারে ॥ ৩৬ ॥
ক্ষুব্ধা সংজ্ঞা পরমরিপুকে
পাইয়া স্বীয় বাসে।
বহ্বারম্ভে বহুরণ করে
রক্ষিতে বাসগেহ।
সংজ্ঞা মুগ্ধা কখন কভুবা
রাক্ষসী পায় শঙ্কা।

শেষে মূর্চ্ছা হইল নিহতা
পায় আবাস সংজ্ঞা ॥ ৩৭ ॥
শীর্ণা মাত্রী নিজ সহচরী
পাইয়া চেতনাকে।
ধীরে ধীরে বিকৃত নয়নে
চায় নিশ্বাস ছাড়ি।
পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া
স্বামিকে দেখি বক্ষে।
রাণী শোকে বিলপিল
পুনঃ কান্দিয়া উচ্চনাদে ॥ ৩৮

—০০০—

হক্-কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

... মন্দিরে, হীরার ঝাড়ে, মুক্তার ... জ্বেলে, দুধের শর ফুলে তা ... সাজিয়ে, সেই ত্রিভঙ্গ ... দিন নাচ হয়েছে কলি ... বাহবার চিৎকারে টেকে থাকা ...

যে দেখেছে শুনেছে, তারত কথাই নাই, যে দেখে নাই, একবার শোনে নাই তারও ভাব লেগে মূর্চ্ছা হয়েছে।

আর একদল সুন্দরবুনে কবিও—য়ালা আছে। মূলগেনে প্রথম গোটা কত বড় বড় গাইয়ে রেখে দলটা ভারি চায়েন করে, এখন মূলগেনে বুড়ো হয়ে পড়েছে, আর চোতা ধরতে পারেনা গান বাঁদতেও পারেনা এখন কাঁসারি পাড়ার দলের গান গেয়ে দল বজায় রেখেছে।

হুগলীতে আর এক দল কবিওয়ালা আছে। এরা রাজসরকারের চাকর "রাজার জয়" গেয়ে আসর জমকে দেয়। মূলগেনে এক জন প্রসিদ্ধ গাইয়ে, কিন্তু তার দলের প্রতি বড় একটা মন নেই কাজেই জঙ্গলা গান নিয়ে দলটা বজায় আছে।

এক বৎসর হইল হালিসহরে এক দল কবিওয়ালা হয়েছে। এরা ভাঙ্গা ঢোল পুরাণ কাঁশী নিয়ে এদ্দিন গেয়ে বেড়াচ্ছিল, শুনিলাম আজ কাল নাকি নূতন যন্ত্র গড়িয়ে ভাল ভাল গাইয়ে রেখে আদা জল খেয়ে লেগে গেছে। দলটা চায়েন করে এদের বড় সাধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের মধ্যে কেউ নাম জাদা গাইয়ে নেই বলে, লোকে এদের বায়না দেয়না।

এদের চাপান ও পালটা উত্তরের লড়াই বড় চমৎকার।

কাঁশারীপাড়া ও পটল ভাঙ্গার দলে মাঝে মাঝে প্রায়ই লড়াই বেঁদে থাকে, তারি এক দিনের বিবাদ বর্ণন করা যাচ্ছে।

প্রথম পটল ডাঙ্গার দলে এক দিন এক চাপান গেয়ে ছিল—"জমিদার গুলো বড় হত ভাগা, ইহাদের কুক্রিয়াতে বঙ্গদেশ গোল্লায় গেল, বিশেষত বাই, খেমটা নাচ দ্বারাই রসাতল যাচ্ছে, নাচের সভাতে আমাকে পর্যন্ত ডেকেছে, এ যে কাশীর বিশ্বেশ্বর দিয়ে চুলকানো।"

সোনার গৌরাঙ্গ এই চাপান গাবা-মাত্র লোওয়ার কানাই অমনি তার উত্তর দিলে—"সংসারে নাচ একটী পরম পদার্থ, নাচ আছে বোলেই দেশে রসিক-

তা আছে, ইন্দ্র নন্দনকাননে বোসে নাচ দেখেন, শিব স্বয়ং সিঙ্গেফুঁকে”কুচনীদের সঙ্গে নাচেন। ব্রহ্মা স্বর্গে থেকেদোর বন্দ কোরে সাবিত্রীর নাচ দেখেন, বিক্রমাদিতের সভায় পরম প্রেয়সী ভানুমতী নাচত।

নাচসমুদ্র মন্থন কোরে শ্রীকৃষ্ণ যে কত অমৃত তুলে পান কোরেছেন, আর লোকদিগকে পান করিয়ে প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছেন, তা কত বর্ণন করব! যে জন দিনের মধ্যে একবার খেমটানাচ দেখেনা তার চক্ষু বিফল।

জমিদারদের যে এত গৌরব, কেবল শুদ্ধ নাচের প্রভাবে। যে বাড়ীতে খেমটা নাচ হয় সে বাড়ীতে অগ্নি ও চোরের ভয় নাই।”

এই উত্তর গানে বিলেত প ন্ত বাহবা পড়ে গেল। নাগারীপাড়ার গোতাধরা গান বাঁদতে বড় পটু, এমন উপস্থিত বক্তা আর নেই।

এদের লড়াই বর্ণন কত্তে গেলে অনেক লিখতে হয়

ভরসা করি হকহথাতে সুসভ্য কবিওয়ালারা আমাদের প্রতি রাগ করবেন না, আজ বিদায় হই।

—০০০—

মান রাখা।

তুচ্ছ বিষয়ের লাগি মান যদি যায়।
পড়ুক পড়ুক ছাই মানের গোড়ায় ॥

আজকাল মানের জন্য পৃথিবীর লোক বড় ব্যস্ত, সাহেবেরা যে সর্ব্বদা বড় বড় ঘোঁড়া বড় বড় গাড়ী, চেপে বেড়ায়, বড় বড়, বাড়ীতে বাগান সাজিয়ে বাস করে প্রত্যহ মালা চন্দন দিয়ে মেম সরস্বতী পূজাকরে, এদেশীয় লোক দেখলে ঘাড় টেড়া কোরে কথা কয় কেন? শুদ্ধ মান বজায় রাখবার নিমিত্ত। বাঙ্গালী হিন্দুরা আবার নিজজাতির মানের অনুরোধে ইংরাজদিগকে ম্লেচ্ছ ও মুসলমান দিগকে যবন বলে গালা গালি দিয়ে মুখ ঠাণ্ডা করে। কেবল যে একালেই মানের এত গৌরব, এরূপ নয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগেই, মানের সমান আদর ও মর্য্যাদা, মুসলমানদৈত্য বংশের অত্যন্ত দুর্ভাব দেখে ভগবান, দেবতা... মান রাখবার নিমিত্ত বড় বা... পড়লেন, অনেক ভেবে চিন্তে, বরাহ অবতার হলেন।

হাতি ঘোড়া উট নয় যে চেপে বেড়াবে, ছাগল, ভেড়া, গরু নয় যে জবাই করবে। বস্তুতঃ এরূপ না থাকলে কখনই মান থাকে...

প্রভু, স্থলে যেমন শূকর হয়ে মান রাখতে লাগলেন, জলে আবার সেরূপ কচ্ছপ রূপ ধারন করে নেড়েঅসুরদিগকে কলা দেখালেন, তবে নাকি যাঁরা তাঁর বড় ভক্ত সর্ব্বদা নাম শ্রবণ মাত্র ঝুরে মরে সেই ডোম, হাড়ী, বাগদী মহাত্মাদিগের প্রতি নিজগুণে দয়া প্রকাশ কোরে তাদের মনোবাঞ্ছা কখন কখন পূর্ণ কোরে থাকেন।

সত্য যুগেয় সমুদয় বস্তুই কলি যুগের শত গুণ সহস্র গুণ বড়, সত্য কালের তুলসিপত্র, এখনকার মানপাতের সমান মানুষ গুলি এখনকার মানুষের একশত

গুণ, ভগবান কৃষ্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপ ধারণ কোরে, আর কারু বিস্ময় জন্মাতে পারলেন না, বড় আকৃতিতে মান রাখার উপায় না দেখে শেষ বামন অবতার হলেন, দুষ্ট মানুষেরা সব বামন হয়ে জন্মাতে লাগলো, প্রভু দেখলেন যে বামন অবতারেও কোন রূপে মান রেখে টিকে থাকা ভার, অমনি ভেবে চিন্তে অমন একটা আকৃতি ধারণ কল্লেন যে জীবের মধ্যে বলেতে যার পর নাই, বুদ্ধিতেও যার পর নাই, অর্থাৎ আধ মানুষ, আধ খানি সিংহ। সকলে [illegible] ঘরে জন্ম গ্রহণ কোরে সুখে [illegible] হয়ে রাজ্য করে, প্রভু আমার [illegible] ঘরে জন্মগ্রহণ কোরে যদি রাজ্য কত্তেন তা হলে ক তার মান থাকত, তিনি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন।

সকল রাজার ছেলেরা মানের অনু-[illegible] আপন স্ত্রী কে সিন্দুকে পুরে রাখে, প্রভু [illegible] র স্ত্রীকে অবরুদ্ধ রাখতেন, তা হলেকি মান থাকত, তিনি একবার সঙ্গে নিয়ে চোরের হাতে সমর্পন কল্লেন, আবার একবারে জন্মেরমত বনে পাঠালেন।

সব রাজার ছেলেরা সমকক্ষ রাজার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুতা কোরে থাকে কিন্তু আমাদের প্রভু রাজা রাজড়াদের সঙ্গে বন্ধুতা কত্তে গেলে মান হানি মনে কোরে বানরের সঙ্গে বন্ধুতা কল্লেন।

পৃথিবীস্থ লোকেরা গোসেবা স্ত্রীপালন্ বহুস্ত্রীসংসর্গত্যাগ, চৌর্য্য বৃত্তি বর্জ্জন, প্রভৃতি কার্য্য কোরে কোরে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত কোরে ফেল্লে, সেই ভার মোচনের নিমিত্ত প্রভু, গোয়ালের ঘরে এসে গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বহুস্ত্রীসংসর্গ, মাতুল বধ, মাখন চুরি প্রভৃতি সৎকার্য্য কোরে, পৃথিবীকে পবিত্র কল্লেন। এরূপ না কল্লে কোন রূপেই মান থাকত না। সকল লোকে স্ত্রীলোকদিগকে কাপড় জুগিয়ে লজ্জা নিবারণ কোরে থাকে, তা কল্লে আর বড় লোকের মান থাকে না, মানের অনুরোধে প্রভু গোয়ালিনী দিগের কাপড় চুরি কোরে কদম গাছে গিয়ে উঠলেন, পোড়া কপালিরা নেংটা হয়ে দুহাতে যতদূর পারা যায় লজ্জা বারণ কোরে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে রইল।

দেশে লেখাপড়ার অধিক চর্চ্চা হওয়াতে, শাস্ত্রের আদর এক কালে লোপ হয়ে পড়্‌ল্‌ তাতেই প্রভু বলাই অবতার হয়ে পুথি, পত্র, কাগজ, কলম, ছেড়ে্ লাঙ্গলধারণ কোরে ভূমি চাসকত্তে লাগলেন।

প্রভু দেখলেন পৃথিবীতে সোনা রূপ, পেতল কাঁসা কিছুই কাঠের মত আদরনীয় নয় কাঠ না পোড়ালে লোকের খাওয়াবন্দ হয়, কাঠ বিনা টেবল কাদিরা, চেয়ার, চৌকি, হয়না, কাঠ না থাকলে্ ঘরে কবাট দেওয়া হয় না, কাঠের দ্বারা নৌকা প্রস্তুত হয়, নৌকার যে কত গুণ তা কাহারই অবিদিত নাই, বিশেষত প্রবাসী বিরহীরা নৌকার মহিমা সুন্দররূপ জানে, কাঠের এত গুণ মহিমা জেনে, প্রভু সাধ কোরে কাঠ অবতার হলেন, মরি মরি সেরূপের কি মাধুরী, অক্ষি নয় যেন গবাক্ষ, ইনি যখন

সকল স্থলেই বিদ্যমান আছেন, তখন পায়ের আবশ্যক কি? ইনি যখন, সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ লেখা পড়ার আর দরকার নাই, কেবল একান্নবার খাওয়া মাত্র কায, তখন হাত অর্দ্ধেক থাক্‌লেই চলে।

প্রভু চাকুরে বাকুরে লোক, ঘরকন্নার খবর কিছুই রাখেন না, মাসে বাড়ীতে কয়সের তেল, কয়সের নুন লাগে তা তিনি কিছুই জানেন না, বিদেশে থেকে চিকন কাপড় পরেন, ফুলের মত বিছানাতে শয়ন করেন, আর গোঁপে আতর মাখেন দশটার মধ্যে খেয়ে বেরোন, বাড়ীর ঝঞ্ঝাটের বড় ধার ধারেন না, কেবল প্রতি শনিবার দিন বেগটী নিয়ে বাড়ী থেকে মাগটী দেখে এসেন, এদিকে বলাই দাদা লেখাপড়া জানেন না বটে কিন্তু ঘরকন্নার হাট বাজার ও কুটনা কুটার মেনেজ্‌মেণ্ট বেশ বুঝেন, দাদা নিজ হাতে লাঙ্গলধোরে কৃষিকর্ম্ম করেন, একটী চাল বাড়ু একটুকু তেলনূনের ইদিক উদিক হলে মেয়েদের আর রক্ষা থাকে না, ঠাকুর দাদার বকনির জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মত্তে ইচ্ছা হয়।

এজন্যই বোধ হয় দাদার এত আদর, দাদা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আর একটী কথা না বোলে পারি না, প্রভুর মনটা বড় সন্দিগ্ধ, সুভদ্রা ভগিনীর প্রতি তেমন বিশ্বাস নাই, ওর প্রতি অবিশ্বাস ও বড় অন্যায় নয়, বস্তুতঃ এমন মেয়ে মানুষ কোথাও দেখি নাই ছেলে বেলা কোন দুষ্টা স্ত্রীর কথা শুনেছি, গায় হলুদ মেখে রাত্রিতে নদী সাঁতরে পার হত, ইনি সমুদ্র সাঁতরে পার হন, এর মত আর দুটী নাই। এজন্যই দুই ভাই দুদিগে রাত দিন চৌকি দিচ্ছে, তাতেও ভাইদের চোখে মাঝে মাঝে ধুলো দিত এজন্য হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে।

বঙ্গদেশে এক জাতি লোক আর এক জাতি লোকের হাতের ছোঁওয়া জল পর্য্যন্ত খাচ্ছেনা এমন কি ছায়াও মাড়ায় না, তা দেখে সেই পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত শ্রীশচী[illegible] হরি, নদের চাঁদ হোয়ে কৌপিন [illegible] ধারণ কোরে দেশ বিদেশ [illegible] লাগলেন আর ছত্রিশ জেতের [illegible] এটো খেতে লাগলেন্ তা[illegible] সম্ভ্রম বজায় রইল। তা [illegible] গোল্লায় যেতেন।

গৌরাঙ্গ অবতার হোয়ে প্রভু এত কল্লেন গলায় দড়ি দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন, তবু দেশের জাতিভেদ সুর গেল না, অনেক রইল প্র[illegible] ভেবে চিন্তে অতি পবিত্র [illegible]র ঘরে কল্কিরূপে জন্ম গ্রহণ কল্লেন। সকল দেবতারা ঘোড়া দ্বারা রথ চালান, প্রভু ধোঁয়ার কলে রথ চালাতে লাগলেন, এ অবতারে প্রভু বঙ্গদেশে এত আদর পেতে লাগলেন যে ছোট বড় সকলের কাছেই সমান ভাবেতে পূজিত হতে লাগলেন, কোন অবতারে তিনি এত পূজা পাননি। বঙ্গদেশে প্রভুর রথকে হুকো বলে থাকে, প্রভু প্রথম মাছ অবতার হয়ে জলে সাঁতার দিয়ে বেড়ালেন, শেষ কল্কিরূপে ধোয়া উড়ায়ে বঙ্গদেশ অন্ধকার কল্লেন।

মাছ হতে কল্কি পর্য্যন্ত মান রক্ষার

জন্য যে প্রভু কত ক্লেশ কত কষ্ট, কত জ্বালা পেলেন্ তা প্রভুই জানেন।

প্রভুই যখন মান রক্ষার জন্য দশ অবতারে এত কষ্ট পেলেন তখন মানুষের বিষয় আর অধিক কি বলব, দিন দিন মান রক্ষার গৌরব ও আদর বৃদ্ধি পাচ্চে, মানের নিমিত্ত লোকেরা গলায় দড়ি দিচ্চে, এমন কি ঘরে উপোষ কোরে শুকিয়ে মরছে। এক দিন পথ দিয়ে, [illegible]রিজন লোকে ঘাড়ে কোরে [illegible] কি কুফ নে যাচ্চে, সিন্দুর মধ্যে [illegible]মানুষ হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আ[illegible] একবার মনে কল্লুম, বুঝি, [illegible] নে যাচ্চে, মনে হলো তা [illegible]ল হরিনাম নেওয়া হত, আর ওটাই [illegible] ভু, একটুক নড়ে চড়ে কেন? শেষ [illegible] কল্লেম বুঝি কোন ঘোরতর রোগীকে ডাক্তর খানায় নে যায়, বেশ বিবে[illegible] জানতে পেলেম, রোগী ও নয় [illegible], এ বড় মানুষ, সকল লোক [illegible] হেটে যায় এরাও যদি পায়হেটে চলে, তাহলে আর মান থাকে না, বিধাতা যদি চারি পা দিতেন, তা হলে বরঞ্চ কর্ত্তাদের চলা হত।

[illegible] এদেশের মহা মহা বড় লোক, তাঁদের মান রাখার কথা শুনলে ভাই একবারে কেঁপে উঠবে, তাঁরা মানের অনুরোধে সব কাজ পরের হাতে করেন কাপড় পরতে গিয়ে নিজহাতে কাছা কোঁচা দিতে পারেন না, চাকরে দিয়ে দেয়, সোনার বাটীতে মুখের কাছে দুধ ধরা হয়, চাকরে চুমকুড়ি দেয়, পানের খিলি শুঁগে দেন চাকরে চিবায়, চোখ একরূপ আছে বটে, কিন্তু চাকরের চোখে দেখা হয়, নিজের কাণ কোন কাযে আসে না খানসামার কাণে সব, শুনা হয়।

ছেলে পুলের জন্ম ও লালন পালন সমুদয় কার্য্যের ভারই চাকর, খান্সামা, বেহারাদের উপর নির্ভর করে কেবল বাবা ডাকটী শুনা মাত্র নিজের হাতে, সামান্য ইতর ছোট লোকেরা যে সকল কাজ নিজে করে, তা যদি বড় লোকেরা নিজেকরে, তা হলে আর মান থাকে না, মান বজায় রাখবার নিমিত্ত বড় লোক মহাশয়েরা এত কচ্চেন কিছুতেই মনের মত মান থাক্‌ছে না।

এ দেশে ইংরাজদের অধিকার হওয়াতে তাঁরা যাদের মান রাখেন, তাঁরাই মানী তাঁরা যাঁকে তুচ্ছ করেন সে মানুষের মধ্যে নয়, বস্তুতঃ আজকাল ইংরাজি কেতা সাহেবী ধরণ চলন,হওয়াতে, সেকেলে ধরণের বড় লোকদের আর বড় মান সম্ভ্রম সেই, পুর্ব্বে, শ্রাদ্ধে হাতীদান, রূপরঘড়াদান, সহস্র সহস্র রেও ভোজন, পণ্ডিত বিদায়, প্রভৃতি কার্য্যে খুব নাম যশ হত, কুলীনের ছেলে কাণা হোক, খোঁড়া হোক, নিতান্ত আজ্ গজ্ অজাগর মুর্খ হোক্ আর আশী বছরের বুড় হোক্ তার হাতে কন্যা সমর্পণ কত্তে পাল্লেসুখের আর পরিসীমা থাকতনা আজও পাড়াগেঁয়ে জমিদারেরা পেট উচুকোরে দপ্তর খানায় বসে থাকে চাকরেরা মাথার বায়ু দমনার্থ বিষ্ণুতেল দেয়, তামাক সেজে মুখের নিকট হুকো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,

প্রজাগণ চারিদিক্ বেষ্টন কোরে বল্‌তে থাকে কর্ত্তা! অমুকের বিড়ালে আমাদের দুধ্ মাছ খেয়েছ, অমুকের গরুতে ধান গাছ খেয়ে সর্ব্বনাশ করেছে, দু, একটী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এসে নিকট বসে হুকো ভর ভর কর্ত্তে থাকেন আর দু একটি মধুমাখা কথা এরূপ বল্‌তে থাকেন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আপনার ন্যায় সদাশয় ভগ্যবান ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মশালী বিদ্বান্, বিদ্যাবান্ লোক দ্বিতীয় নাই, আপনার পুণ্যে দেশ সমুজ্জ্বল। এ সকল সুখ্যাতি, এপ্রকারের প্রশংসাতে এখন আর নূতন ধরণের বড় লোকদের মন উঠে না, যাদের পেটে একটুকু ইংরাজি ঢুকেছে তাদের ত কথাই নাই। তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবর্ত্তে সাহেব ভোজন ও সাহেব পূজার প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ কোরে থাকে, পণ্ডিত, ভাট কি বেণ্ড বামনদিগের দ্বার যশ ঘোষণার প্রতি তত আর আগ্রহ প্রকাশ করে না, খবরের কাগজে কি লেখা হয়, তার প্রতিই দৃষ্টিপাত ও মনোযোগ।

আজকাল জমিদারদের একরূপ নাম লেখানের নূতন প্রথা হয়েছে, নাম লেখানের কথা বল্লেই, দুষ্টা মেয়ে মানুষের কাজ মনে হয়, কিন্তু জমিদারদের নাম লেখানের বিষয় আগে কেউ জান্‌তনা। মান রাখার অনুরোধে তারা এখন তাই করে, কিছু টাকা খরচ কর্ত্তে পাল্লেই নাম লেখান হতে পারে, নাম লেখান ভাগ্যবতীদিগের যেমন চৌদ্দ আইন অনুসারে এগ্‌জামিন্ করা হয়, এদের ও সেরূপ একটী সভা হয়ে এগ্‌জামিন হয়ে থাকে, এদের সেই সভার কি জানি একটা সুন্দর নাম আছে 'ব্রিটীশ—" এদের মধ্যে ও হিরা, বুল বুল 'স্বর্ণ' আছে, সেই সভার মধ্যে নাম প্রবেশ করিলে পরে রায় বাহাদুর উপাধি লাভের নিমিত্ত অন্তঃকরণ ব্যগ্র হয়। রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাতে মন পরিতৃপ্ত থাকে না, রাজাবাহাদুর হওয়ার জন্য মন নেচে উঠে, রাজা উপাধি পেলে, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া হওয়ার জন্য মন লা[illegible] হয়, জমিদারদের একটী শু[illegible] আছে, তাহাতেই, তাহাদের [illegible] সেই কাশী প্রাপ্তি অতি অল্প [illegible] হয়ে থাকে, সেই কাশীটী কলিকাতা[illegible] গভর্ণমেণ্টপেলেসের চৌরঙ্গিরূপ ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, সেই [illegible]মন্দিরের [illegible] কামরাতে লার্ড সাহেবের [illegible] কমট থাকে, সেই কাম[illegible] কমটরূপ বিশ্বেশ্বর দর্শন [illegible] পারেন, তাহারই জন্ম সফল, সেই স্থলে গুহ্য দ্বার দিয়া অর্থাৎ মেথরের পথে যাহারা প্রবেশ কর্ত্তে অধিকার পান, তাদের আর পুনর্জ্জন্ম নাই, জমিদারের ঘরে জন্ম হয়ে যাহার সেই শ্রীধাম দর্শন হয়েছে তাহার আর মান সম্ভ্রম মর্য্যাদার সীমা পরিসীমা নাই। আজ কাল সেই কাশীপ্রাপ্তির নিমিত্তই জমিদারদের যাগ, যজ্ঞ, তপ, জপ, যোগ পুরাতন কাশীর নামটীও মুখে আনা নাই, বৃন্দাবন্ মথুরা কামরূপ, হরিদ্বার প্রভৃতির তত্ত্ব ও নাই, খুব জোরের বেলা দু এক বার গয়ার নাম স্মরণ হলে হতেপারে। (ক্রমশঃ)

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২ য় খণ্ড জ্যৈষ্ঠ সন ১২৭৯ সাল, | ৩য় সংখ্যা

বঙ্গভাষার উচ্চারণ।

এই পৃথিবীমণ্ডলে অসংখ্য প্রকার ভাষা বিদ্যমান আছে, কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ স্থির করিয়াছেন এক মূল [illegible] সমুদয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ কেহ বর্ণন করেন,* নোয়ার পুত্র ত্রয়ের অবস্থানানুসারেই ভাষার প্রকৃতিগত বিসদৃশতা ঘটিয়াছে, যখন এক দম্পতী হইতে "পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন" ইহা সকলেই নিঃসন্দেহমনে স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন এক ভাষা হইতে সমুদয় ভাষার উৎপত্তি অধিক সম্ভবনীয় ও নিরাপর্ত্তি মুলক।

স্থানভেদে উচ্চারণ ভিন্নতাদ্বারাই ভাষার বিশেষ বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। এক সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ বঙ্গদেশে একরূপ, মধ্যভারতবর্ষে আর একরূপ, দাক্ষিণাত্যে অন্যপ্রকার, পঞ্জাবপ্রভৃতি স্থলে ভিন্নরূপ, জর্ম্মানিদেশীয় উচ্চারণ দ্বারা বাঙ্গালীরা সহসা সংস্কৃত বলিয়া বোধ করিতে পারে না। বস্তুতঃ যে ভাষা বহুদেশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে লিপিগত অভিন্ন থাকিলেও উচ্চারণগত অত্যন্ত বিসদৃশ লক্ষিত হয়, ইংরাজিভাষা ইংলণ্ডে যেরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে, স্কটলণ্ডে ঠিক সেরূপ নহে, ভারতবর্ষে অনেক বিভিন্ন, আমেরিকায় উচ্চারণ দ্বারা সহসা আর এক ভাষা বলিয়া অনুভূত হয়। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃপরিমিতি প্রভৃতি ভাষার অন্যান্য অঙ্গ, বিদেশীয়েরা অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ বহু

* Noah

আয়াস ও যত্নের ফল, এমন কি মাতৃ ভাষা না হইলে কোনক্রমেই সম্পন্ন ও যথারীতিকরূপে বিশুদ্ধ উচ্চারিত হইবার নহে। পৃথিবীস্থ ভাষাসমূহের উচ্চারণ প্রধানতঃ কণ্ঠ্যপ্রধান, ললিতময় আবঘাতিক, অনবঘাত, সর্ব্বাবয়বিক, সাধারণরূপে এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

আরব্য হিব্রু প্রভৃতি কতকগুলি ভাষাতে অধিকপরিমাণে কণ্ঠ্যবর্ণের ব্যবহার লক্ষিত হয়, এই নিমিত্ত উহাদিগকে কণ্ঠ্যপ্রধান বলিয়া অভিহিত করা গেল। চীন, তাতার ও তিব্বতদেশীয় ভাষাগুলিকে কণ্ঠ্যপ্রধান না বলিয়া কণ্ঠ্যাভাষিক বলাযাইতে পারে। এসকল ভাষাতে আরবি ও হিব্রু অপেক্ষা অল্প পরিমাণে কণ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে। কণ্ঠ্যপ্রধান ভাষাতে যেরূপ প্লুত ব্যবহার হইয়া থাকে, সেরূপ আর কোন ভাষাতেই নহে, বোধ হয় সেই নিমিত্তেই বর্ণিতভাষা ইষ্টস্তোত্রাদির বিশেষ উপযোগিনী।

আলঙ্কারিকেরা যে সকল বর্ণগুলিকে মাধুর্য্যগুণের উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল বর্ণাবলি, পারশ্য জেন্দপ্রভৃতি ভাষাতে অত্যধিক পরিমাণে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পারশ্য ভাষাতে প্রায় মাধুর্য্যবিরোধি বর্ণ দৃষ্ট হয় না, বস্তুতঃ পারশীর ন্যায় মধুর উচ্চারণবতী ভাষা পৃথিবীতে আর নাই। এই ভাষাতে "সেকন্দর নামায়" কতিপয় স্থল ব্যতীত ওজোগুণ প্রায় দৃষ্ট হয় না, এই নিমিত্তই এই শ্রেণীর ভাষাগুলির উচ্চারণকে ললিতময় কথিত হইল।

যে ভাষাতে অধিক পরিমাণে অব[illegible] (accent) প্রদত্ত হইয়া থাকে, [illegible] ভাষার উচ্চারণ আবঘাতিক বলিয়া উল্লিখিত হইল। ইউরোপীয় অধিকাংশ ভাষার উচ্চারণই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বিশেষতঃ জার্ম্মান ও ইংরাজি ভাষার উচ্চারণ আদ্যোপান্ত অবঘাত দ্বারা পরিপূর্ণ, অজন্তবর্ণ অতি অল্পই উচ্চারিত হইয়া থাকে। যুদ্ধসজ্জা, সমরোৎসাহসূচকবাক্য, ভর্ৎসন, তর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে উক্ত ভাষাদ্বয় বিশেষোপযোগী। বোধ হয় অবঘাতের গুণেই মিল্টন কৃত বর্ণনা ঈদৃশ চিত্তবিস্তারিণী ও চমৎকারিণী হইয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃত ও গ্রীক্ সর্ব্বাবয়বিক। এই ভাষাদ্বয়ে যেরূপ মাধুর্য্যগুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেরূপ ওজোগুণ বিকাশিত হইতে পারে। মাধুর্য্যগুণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটি লক্ষিত না হইলে লাটিন ভাষাকেও সর্ব্বাবয়বিক [illegible] এস্থলে সংস্কৃত ভাষার বিষয় [illegible] বিশেষরূপে উল্লিখিত হইতেছে। বিজ্ঞান-দর্শী পণ্ডিতগণ প্রমুক্ত [illegible] স্বীকার করিয়াছেন, পৃথিবীতে এ[illegible]ন্ত যত ভাষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সংস্কৃতই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট সংস্কৃতবর্ণমালার যোজনাকৌশল, বৈজ্ঞানিক চাতুর্য্য ও সমগ্র উচ্চারণোপযোগিতা দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইয়া থাকেন, সংস্কৃতের বৈদিক গ্রন্থ সমুদয় সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন,

তাহার উচ্চারণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, সরাগ প্লুত প্রভৃতি নানা কৌশল ও চাতুর্য্য পরিপূর্ণ। বৈদিকভাষা কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত হইয়া মহাভারতাদির ভাষা প্রচারিত হয়। মহাভারতের উচ্চারণ অধিকাংশস্থলেই ওজঃস্বভাবযুক্ত মৃদু বা লোলিতগুণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। রামায়ণের রচনা অধিকাংশস্থলে কোমলোচ্চারণবতী, ভবভূতি ব্যতীত সমুদয় সংস্কৃত কবিগণই ললিতপদাবলি সংযোজনার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিয়া গিয়াছেন, ঋগ্বেদ হইতে গীতগোবিন্দের উচ্চারণ প্রকৃতি সমালোচন করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে সংস্কৃত ক্রমে ওজোহীন হইয়া আসিয়াছে। ভাষি-কুলের ক্রমশঃ শৌর্য্য বীর্য্য হ্রাসই তাহার প্রধান কারণ অনুমিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে যত ভাষা প্রচলিত আছে তৎসমুদয়ই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। হিন্দী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা বৈদিকসংস্কৃত অপভ্রষ্ট হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। সেই নিমিত্তেই বোধ হয় সেই সমুদয় ভাষাতে উচ্চারণগত তেজস্বিতার উত্তরাধিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঔৎকলিক, (উড়ে) প্রাগ্‌জ্যোতিষীয়, (আসামি) বঙ্গীয়, এই তিনটী ভাষার উচ্চারণ অত্যন্ত মৃদু ও ওজোবর্জ্জিত, অধিকাংশ অবয়ব নূতন সংস্কৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিয়াই এরূপ অনবঘাত ভাবাপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই, বঙ্গভাষার উচ্চারণ সমালোচনাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা ভাষার যে কিছু সংস্করণ ও শোধন হইয়াছে সমুদয় ই লিপিগত। উচ্চারণ প্রায় একরূপই চলিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালাভাষাতে পূর্ব্বসময়ে সকার, নকার হ্রস্বইকার দীর্ঘঈকার প্রভৃতির বিভিন্নতা ছিলনা, কালে সংশোধিত হইয়া এইক্ষণ ঠিক সংস্কৃতের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতের উচ্চারণ যেরূপ হ্রস্ব দীর্ঘানুযায়ী, পূর্ব্বকাল হইতে অব্যবহারদোষে বাঙ্গালার উচ্চারণ সেরূপ প্রণালীতে প্রয়োজিত করিলে নিতান্ত শ্রুতিকটু শুনা যায়।

কৃত্তিবাস, ও কাশীরাম দাসই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংস্করণ করেন। তাঁহারা উচ্চারণগত অবঘাতাদির প্রতি কিছুই দৃষ্টিপাত করেন নাই। পরে ভারত চন্দ্র রায় এতৎ সম্বন্ধীয় অভাব দর্শনে তোটক ও ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দঃ দ্বারা বাঙ্গালাভাষায় অবঘাত প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসাময়িক লোকের অভিরুচি দোষে তাহা কাহারও নিকট আদরণীয় হইল না। ইদানীং অনেক কবিতালেখক জয়দেবীয় প্রণালীই অবলম্বন করিয়া থাকেন কিন্তু সেই কবিতাগুলি কৃচ্ছ্র-সাধ্য বলিয়া সহৃদয় মাত্রেই তাদৃশ মনোহর মনে করেন না। বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ অনবঘাত বলিয়া বর্ণিত হইল। ইহা প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—পূর্ব্বাঞ্চলীয়, উত্তরাঞ্চলীয়, দক্ষিণাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয়। পূর্ব্বাঞ্চলীয়—পূর্ব্বাঞ্চলীয় উচ্চারণ পরস্পর এত

বিসদৃশ যে এক স্থলের লোকেরা অন্য-স্থলের শব্দার্থ ও ভাষারীতি প্রায় বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। স্বরাভাস ও অবঘাত রীতির সাধারণ সাদৃশ্য কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয় বলিয়াই তৎসমুদয় এক শ্রেণীর মধ্যে নিবেশিত করা গেল। প্রথমতঃ ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের উচ্চারণ বর্ণিত হইতেছে. ত্রিপুরার উচ্চারণ, পার্ব্বতীয় জাতি কুকি প্রভৃতির ভাষার উচ্চারণের সহিত অনেকাংশে সদৃশ, মহাপ্রাণ বর্ণ প্রায় উচ্চারিত হয় না, চট্টগ্রামের ভাষার অবঘাত ও স্বরাভাসের সহিত কিঞ্চিৎ ঐক্য হয়, মহাপ্রাণ বর্ণ প্রায় উচ্চারিত হয় না, কণ্ঠ্য বর্ণের কিঞ্চিৎ তীব্রতর ব্যবহার লক্ষিত হয়, ভদ্রলোকেরা সংস্কৃত জাত প্রাকৃত ভাষার দুই চারিটী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, বোধ হয় পূর্ব্বে তদ্দেশান্তর্গত চক্রশালাতে সংস্কৃতের চর্চ্চা হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়া থাকিবেক, এতদ্দেশীয়েরা যদিও লিপিকালে চন্দ্রবিন্দু ও ড় ব্যবহার না করুক, কিন্তু বেশ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু অযথাস্থানে (৺) চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিয়া থাকে, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের বাঙ্গালা উচ্চারণে মণিপুরীয় উচ্চারণাভাস লক্ষিত হয়, ক, চ, ট, ত, প, প্রায়, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, এর ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে সুবর্ণগ্রামে রাজধানী ছিল তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, মুসলমান রাজত্ব সময়ে রাজভাষা পারশী, সেই দেশে বহুল পরিমাণে বহুকাল প্রচলিত থাকাতে, কথ্য ভাষার সঙ্গে অনেক পারশী শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে, জলপাত্র স্থলে "আবখোরা" দীপাধান স্থলে "সামাদান" সভাস্থলে "মজলিস্" পত্রের স্থানে "খত, রোক্কা" প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে পারশীতে ড় ও (৺) চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নাই, মহাপ্রাণ বর্ণ "হে" যোগে অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুবর্ণ গ্রামস্থ কি তৎনিকটবর্ত্তী লোকেরা এই সকল বর্ণ গুলির উচ্চারণ করে না, এবং পারশীয় রীত্যনুসারে, জাল, জোর, জাদ্ বর্ণের উচ্চারণের ন্যায় দন্ত্যবর্ণের অধিক উচ্চারণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

উচ্চারণ সম্বন্ধে (কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিভিন্নতা থাকিলেও) ঢাকার জেলা সমুদয় সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভূত বলিতে হইবে। এমন কি পূর্ব্ববাঙ্গালার সমুদয় স্থল সুবর্ণগ্রামের উচ্চারণ পদ্ধতির অধীন, পূর্ব্ববাঙ্গালাতে অতি অল্পই মহাপ্রাণবর্ণ, ড়, ও (৺) চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ হইয়া থাকে, এবং হকারের স্থানে কদাচিৎ আকার উচ্চারিত হইতে দেখাযায়, নিজ ঢাকা ও ঢাকার অতি নিকটবর্ত্তীস্থল সমুহস্থ ভাষার উচ্চারণ, উর্দ্দূ ভাষার উচ্চারণ ণাভাসান্তর্গত এতৎস্থানীয় লোকেরা, পূর্ব্ববাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের লোকদিগের ন্যায় তালব্য স্থলে দন্ত্য উচ্চারণ করেনা, ইহারা চবর্গেরপ্রকৃত উচ্চারণে সক্ষম, কিন্তু উর্দ্দূভাষায় শব্দ, অবঘাত, স্বরাভাস, এত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, যে তাহাদের ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে একরূপ অপভ্রষ্ট উর্দ্দূ-

বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে উর্দ্দূভাষা অত্যন্ত আদৃত ও বিস্তৃত হইয়া অনেক প্রধান নগরে প্রবেশ ও অধিকার বিস্তার করিয়া ছিল, ঢাকা নগরে উর্দ্দূভাষার বহুল প্রচার হওয়াতেই এরূপ ভাষা পরিবর্ত্তনের অনুমান হয়।

পদ্মানদীর উত্তর পারস্থ স্থল ও বাখর গঞ্জের অধিকাংশস্থলের লোকেরা অধিক পরিমানে প্লুত ও শব্দের প্রথম অক্ষরে অবঘাত ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে। নদী প্রধানদেশীয় লোকেরা অধিকাংশই প্রায় সর্ব্বদা নৌকাতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সুতরাং অন্য নৌকাস্থ লোকদিগকে সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া কথা বার্ত্তা বলিতে হইলে চিৎকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই, প্রথম বর্ণ অবঘাতপাত, চিৎকারের একরূপ ধর্ম্ম বলিতে হইবে, বোধহয় এই কারণ বশতই এতদ্দেশে উচ্চারণে এরূপ প্রকৃতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। যশোর ও তন্নিকটস্থ স্থলের কথার উচ্চারণেতে বাখর গঞ্জের উচ্চারণের ন্যায় প্রথম বর্ণে অবঘাত পাত হয়, চন্দ্রবিন্দু উচ্চারিত হয় না, কিন্তু ড় উচ্চারিত হইয়া থাকে, এই দেশের ভাষা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল শীঘ্রই এতদ্দেশবাসীরা পরকীয় ভাষার উচ্চারণ অভ্যাস করিতে পারে।

পাবনা প্রভৃতির উচ্চারণ কিয়দংশ পূর্ব্ববাঙ্গালা ও কিয়দংশ পশ্চিমবাঙ্গালার উচ্চারণগত আভাসযুক্ত, বাঙ্গালা উচ্চারণ সম্বন্ধে উক্ত স্থানকে পুরুভুজ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

উত্তরাঞ্চলীয় বাঙ্গালার সহিত আসামী ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে, এতদ্ভিন্ন, উচ্চারণগত অধিকাংশ ভাগই পূর্ব্ব বাঙ্গালার পশ্চিমাংশের সহিত ঐক্য হয়, বগুড়া প্রভৃতি স্থলের উচ্চারণে, অকার, এবং রকার নিয়া কি নিমিত্তে যে এত গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, তাহার কারণ অত্যন্ত অপরিজ্ঞেয়। রাম বলিতে আম্ আম বলিতে রাম প্রভৃতি স্বরবিনিময় দোষ অনেক ঘটিয়া থাকে, টাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থল হইতে পশ্চিমবাঙ্গালার উচ্চারণ আরব্ধ হয়, কলিকাতা ও তৎসমীপস্থ স্থলের উচ্চারণই বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সমুদয় বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ, যথারীতিক অবঘাত প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গই তৎস্থানীয়দিগের কর্ত্তৃক সুন্দররূপে উচ্চারিত হইতে দেখাযায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালার সমুদয় গ্রন্থেই এই দেশ ভাষা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বহুপরিমাণে অপভ্রষ্টশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পকুর ঢুকুর, চান্ বা স্নান, গেন্নু, খান্নু, বল্লুম, চল্লুম প্রভৃতি, অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও অপরিশুদ্ধ।

হুগলি ও কৃষ্ণনগরের কথার সহিত কলিকাতার ভাষার অত্যল্পই বিভিন্নতা, কেবল কলিকাতার উচ্চারণ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত, হুগলি ও কৃষ্ণনগরের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ ধীর ও বিস্তৃত, হুগলির ভাষায় অনেক গুলি যাবনিক শব্দ ব্যবহার হইয়াথাকে, বোধ হয় এই স্থানে পূর্ব্বে পারশী, আরবীর চর্চ্চা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকিবেক।

কলিকাতা অনেককাল হইতে প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়াই ভাষার এরূপ সংক্ষিপ্ততা-সাধন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ ১৫, ১৬ ক্রোশ পরিমাণ স্থানে ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং কলিকাতা নগরের প্রায় অনুরূপ, ত্রিবেণী প্রভৃতির উত্তর হইতে যে ভাষা আরব্ধ হয়, তাহা অতি কদর্য্য, পারশী শব্দ অনেক মিশ্রিত আছে, উলা শান্তিপুর, বলাগড়, গুপ্তপল্লী, কাল্না কৃষ্ণনগরের বাঙ্গালা উচ্চারণে জকার স্থলে জাল, জোর জাদ্ ব্যবহৃত হয়; বর্দ্ধমান্ বাঁকুড়া তৎসমীপগত স্থান ও মেদিনী পুরের কিয়দংশের উচ্চারণ দক্ষিণাঞ্চলীয় বলিয়া বর্ণিত হইল, মেদিনী পুরের অনেক স্থলের ভাষাকে উড়ে ভাষা বলিলে অনুচিত হয় না। বর্দ্ধমানের ভাষার স্বরাভাস ও অবঘাত, পশ্চিমাঞ্চলীয় ভাষার স্বরাভাস ও অব ঘাতের অনেক অংশে সদৃশ, কেবল অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ কর্কশ ও তেজস্বী। পূর্ব্ববাঙ্গালাতে যেরূপ চন্দ্রবিন্দু প্রায় উচ্চারিত হয়না সেরূপ এই স্থলে অধিক পরিমাণে অযথা স্থানে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তীব্রতানুসারে হিন্দী ভাষার অনেক নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কতকগুলি বিদেশীয় লোক দ্বারা বাঙ্গালাতে আরও নানাপ্রকার উচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয় লোকেরা বহুদিন বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিয়া ও বাঙ্গালীদের সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের উচ্চারণ সম্পূর্ণ হিন্দী মুলক। ইউরোপীয়লোকেরা অনেকে আহ্লাদ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ব্যবহার করেন। অনেক পাদরী সাহেবেরা বাঙ্গালার বক্তৃতা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার অনুপযোগী, রকার যুক্ত বর্ণ প্রায় উচ্চারিত হয় না—যথা সর্ ব, গর্ ব, পর্ বত, বজ্ ব, ইত্যাদি,। কলিকাতার সুবর্ণবণিকদিগের বাঙ্গালা উচ্চারণ বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে বোধহয় ইহারাও ভিন্ন দেশীয় লোক, বহু পুরুষের অভ্যাস বশতঃ অনেক দুর বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করিতে পারিয়াছে।

মুসলমানদিগের বাঙ্গালা উচ্চারণ আর এক ধাতু নির্ম্মিত, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উর্দ্দূ উচ্চারণের রূপ ভেদমাত্র বোধ হয়।

বাঙ্গালাভাষাতে যত প্রকার উচ্চারন প্রচলিত হইয়াছে সমুদয়ই বিশেষ ওজোগুণ বর্জ্জিত। ইদানীং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে যেসকল বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়া থাকে, সে সকল বক্তৃতার অবঘাত ও স্বরাভাস দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার ওজস্বিতা, ও তেজোভাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ প্রণালীতেও স্থানে স্থানে ওজোগুণসুন্দররূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কর্ত্তাগ্রন্থকারদিগের প্রতি বিনীত ভাবে এই নিবেদন যে তাঁহারা যেন ভাষার প্রধান অঙ্গ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

কুমার-সম্ভব।

নিরুদ্ধ্য মাতুর্ব্বচনাভি জাতং
সমুদ্গাত ক্রোধ মুমা প্রযত্নাৎ
উবাচ রক্তী কৃত লোলনেত্রা,
নাথার বাদো হি সতীং ছুনোতি,

বাঢ়ংত্বয়োক্তঃ স যথাতথেতি
তত্তাব দস্যাস্তুতিরেব জাতা,
বিরুদ্ধ ভাব গ্রহণাত্তু দেবি
ত্বং কেবলং তৎফলবঞ্চিতাসি

মহাগজেন্দ্রং ককুদাসনস্থো
দ্বিজিহ্ব বমালো সুরপুষ্প মালাম্
শ্মশানচারি কিল নন্দনংস
সুরেশ্বরায় প্রদদৌ দয়াবান্।

প্রভু র্মণীন্দ্রং বিষকৃষ্ণ কণ্ঠঃ
কৃষ্ণার কণ্ঠাভরণং দদৌ স
কমণ্ডলুং পদ্ম ভুবে চ রম্যং
স্বয়ং গৃহীত্বা বিকটং কপালম্

পিবন্ বিষং প্রাণ হরং হরোহয়ং
সুধা মজস্রং প্রদদন্ সুরেভ্যঃ
সুখাৎপরেষাং সুখভাক্ সদৈব
নস্বার্থ মন্বিষ্যতি সাধু বৃত্তঃ।

তস্য প্রসাদাদমরাঃ সমগ্র
মবাপ্নুবন্তো বিষয়াভি ভোগম্
স্বমুক্ত দান গ্রহণাপরাধী
কথম্ভবেত্তাদৃশ দেব দেবঃ।

অসদ্বরংতং খলুমন্যসে বা
শক্নোসি বক্তুং বহুশশ্চ মোহণ
নবানুরাগ প্রণয়াব বন্ধং
ত্বংমে ত্বশক্তা মনসো হনেতুম্

উমা, যত্নপূর্ব্বক মাতৃকৃত শিবনিন্দা জাতক্রোধ, মনোমধ্যে সংগোপন করিয়া, আরক্তচঞ্চললোচনে বলিতে লাগিলেন, বস্তুতঃ পতিনিন্দা সতী মহিলার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া থাকে।

শিবকে তুমি যেরূপ বর্ণন করিলে স্বীকার করি তিনি সেরূপই বটেন, সেই সেই বিশেষণগুলি তাঁহার স্তুতিবাদই প্রকাশ করিতেছে, জননি! কেবল বিরুদ্ধভাবে প্রয়োগহেতুক, তুমি তৎফলে বঞ্চিতা হইয়াছ।

তিনি ককুদাসনস্থিত হইয়া, মহা গজেন্দ্র ভুজঙ্গমালাধারী হইয়া পারিজাত মালিকা, শ্মশানচারী হইয়া সুরম্য নন্দনকানন দয়াপূর্ব্বক দেবরাজকে দান করিয়াছেন।

প্রভু নিজকণ্ঠে বিষধারণ করিয়া কণ্ঠাভরণ স্বরূপ মহা মণীন্দ্র, কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছেন, এবং স্বয়ং বিকটকপাল ধারণ করিয়া পদ্মযোনিকে রম্য কমণ্ডলু সমর্পণ করিলেন সেই হর প্রাণ হর বিষপান করিয়া দেবতাদিগকে অজস্র অমৃত দান করিলেন, ইনি পরের সুখেই সর্ব্বদা সুখী, সাধু চরিতেরা কখনই স্বার্থ অন্বেষণ করেন না!

তাঁহার প্রসাদেই দেবগণ, সমগ্র ভোগ বিলাস প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার ন্যায় দেবাধিদেব, কখনই স্বকীয় হস্তমুক্ত দত্তবস্তু গ্রহণ জন্য নিন্দাভাগী হইতে পারেন না।

তাঁহাকে তুমি কুপাত্র মনে কর, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, মোহ

চলংনচেতো বচনেন তে মে
কথং শিবঃ স্যাদদশিবঃ কথাভিঃ
বিশ্লেষ খিন্নস্য বিমুগ্ধ বাচা
দাবাগ্নিগর্ভো ফলতো ন চন্দ্রঃ,

স্থানে, গুরূণাং বচনং প্রপাল্যং
সাধুস্পৃহা নোদিত মেব চেৎস্যাৎ
তথাধাজ্ঞপ্তি বিলঙ্ঘনেন
স্পৃশেন্নমাং কল্মষ বিন্দুরম্ব,

বাচ সুতায়া জননী প্রবুদ্ধা
স্নেহান্ধকারাৎ স্ফুরিতাত্মবুদ্ধিঃ
বিরাজতেস্মামৃত বর্ষণেন
মেঘাভিমুক্তা শশিনঃ কলেব।

ভবাব বাদেন সলজ্জভাবা
মেনাব্রবীৎ মৌনবতী ক্ষণেন
মোহান্ময়াযৎ কথিতং সমগ্রং
নগৃহ্যতাং তৎপরমার্থ ভাবৈঃ।

জানে মহেশো মহতাং মহীয়ান্
অলোকলাবণ্য বিমোহিতা হম্
প্রাগ্‌জন্মপুঞ্জীকৃত পুণ্যবতা
মমাভিলাষেন শিবার্পিতাসি,

স্নেহান্ধ তায়াঃ কিমুত প্রভুত্বং
কাবেত্তি যাবন্ন ভবেদপত্যম্
স্নেহপ্রমত্তাং জননীংসপুত্রা
ক্ষমিষ্যসেত্বং স্বত এব কালে।

বশতঃ নানা প্রকার বলিবারও শক্তি আছে, কিন্তু নবানুরাগযুক্ত প্রণয়ের বন্ধন, আমার মানস হইতে উন্মোচন করিতে কখনই সমর্থা নও।

তোমার বাক্যে মদীয় চিত্ত বিচলিত হইবার নহে, বাক্য প্রভাবে শিব কিরূপে অশিব হইবেন? বিরহীদিগের প্রলাপ-বচনে চন্দ্র কখনই প্রকৃতরূপে দাবাগ্নি গর্ভ নহে।

সাধু ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইলে গুরু জনের বচন প্রতিপালন করা বিধেয় বটে, মাতঃ তুমি যেপ্রকার আজ্ঞা বিধান করিয়াছ তাহা লঙ্ঘন করিলে পাপ আমায় স্পর্শ করিবে না।

মেঘনির্মুক্ত শশিকলা যেরূপ অমৃত বর্ষণ পূর্ব্বক শোভা পাইয়া থাকে, তনয়ার বাক্যে জননী সেইরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন এবং স্নেহান্ধকার বিমোচিত হইয়া বুদ্ধির কিরণ দীপ্তি পাইতে লাগিল।

মেনা স্বকৃত শিবনিন্দাতে লজ্জিতা হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মোহ বশতঃ যাহা বলিয়াছি তৎসমুদয় প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিও না।

সেই মহেশ মহৎদিগের মহান্ তাহা আমার অবিদিত নহে। তাঁহার অলোক রূপলাবণ্য আমার একান্ত প্রিয়, আমি পূর্ব্বজন্মে কত রাশীকৃত পুণ্য করিয়াছিলাম, তৎপ্রভাবেই স্বাভিলাষানুসারে তোমায় শিবের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।

সন্তান না হইলে, কে স্নেহান্ধতার প্রভুত্ব অবগত হইতে পারে? বৎসে তুমি যখন পুত্রবতী হইবে, তখন আপনা হইতেই স্নেহপ্রমত্তা জননীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে।

অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পদ্ম-পুরাণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৎপরে ব্রত পর্ব্বাধ্যায়। মোক্ষলাভার্থে মানব সমূহের যে যে ব্রত পালন করিতে হয়, তৎসমুদয় বিস্তীর্ণরূপে লিখিত হইয়াছে। পুষ্করতীর্থে অগস্ত্য মুনির জপতপের বিষয়ে অনেক শ্লোক আছে কিন্তু তত্তাবত যৎসামান্য রূপে কথিত হওয়াতে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নোপযোগী নহে। মার্কণ্ডেয় মুনি পুষ্কর তীর্থে গমন করেন, তথায় বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র বনবাস কালে এই তীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ঊর্দ্ধ্বদেহিক কার্য্য করেন। কিন্তু মুল রামায়ণে ইহার অণুমাত্র উল্লেখ নাই। রাম অযোধ্যা হইতে কি কারণে পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবেন? পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করণাভিলাষেই বোধ হয় রামচন্দ্রের গমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক রাম যে রাজপুত্র হইয়া কখন প্রদেশে গমন করেন নাই তাহা বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে। তৎপরে মহিষাসুর দৈত্যের উপাখ্যান। মহিষাসুর দৌরাত্মে পুষ্করতীর্থ বাসীদিগকে অতীব প্রপীড়িত করিয়াছিল, এমন কি তাহার ভয়ে সেই তীর্থ এক প্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছিল। দুর্গা ক্ষেমঙ্করী যে রূপ ধারণ করত তথায় গমন করেন, দৈত্য, দেবীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া বলপূর্ব্বক ক্ষেমঙ্করীদেবীর সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, দেবী তৎক্ষণাৎ নিজবাহু বলে তাহার প্রাণনাশ করিয়া পুষ্কর তীর্থ নিষ্কণ্টক করিলেন।

ইলা ভারতবর্ষের এক নরপতি ছিলেন। তিনি জীবনকালে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে দানাদি না করায় পরজন্মে শাপগ্রস্থ হইয়া স্বীয় অস্থি চর্ব্বণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে দণ্ডের উপাখ্যান। দণ্ড হইতে দণ্ডকারণ্যের উৎপত্তি হয়। শকুনিরূপী ব্রহ্মদত্ত রাজার শাপ বিমোচন। শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, রাজসূয় যজ্ঞ, পুনর্ব্বার দক্ষিণ প্রদেশে গমন, লঙ্কায় বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রত্যাগমনকালে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার সহিত প্রীতি সম্ভাষণ।

এতৎসমুদয়ের পরে পুনর্ব্বার সৃষ্টির বিষয় কথন। এক কল্পে জগৎ ধ্বংস হইলে মার্কণ্ডেয় মুনি দেবাদিদেব নারায়ণকে প্রলয় পয়োধিজলে ভাসমান দেখিলেন। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক জগৎসৃজন, মধুকৈটভদৈত্যদিগের জন্ম বিবরণ ও ধ্বংস, দেবাসুরের যুদ্ধ, বিষ্ণুকর্ত্তৃক মায়া ও কালনেমি দৈত্যদ্বয়ের প্রাণ নাশ। স্কন্দের জন্ম, স্কন্দ কর্ত্তৃক তারকাসুর বধ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া এই খণ্ড পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে। ভূমি খণ্ড—এই খণ্ডে ১৩৩ অধ্যায় ও ৭৫০০ শ্লোক আছে। দৈত্যকুলতীলক প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদের জন্ম বিবরণ ও কার্য্যকলাপের অবতারণা করিয়া এই খণ্ড আরব্ধ করা হইয়াছে। দ্বারকা নগরীতে শিবশর্ম্মা নামা একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের পঞ্চ পুত্র ছিল। কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ

চারি পুত্র সহ স্বর্গে গমন করিয়া বিষ্ণুতে লীন হন। পঞ্চমপুত্র সোমশর্ম্মা মোক্ষলাভাশয়ে শালগ্রামক্ষেত্রে তপস্যায় নিযুক্তছিল। তৎকালে দৈত্যগণ দৌরাত্মে সমস্ত বনস্থলী ও সেই তীর্থ অপবিত্র করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ সেই দৌরাত্ম দমনে হতাশ হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে তনুত্যাগ করিল। তৎপরে পুনর্ব্বার দৈত্য গৃহে জন্মগ্রহণ করত দেবগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর চক্রে গত প্রাণ হয়। পরিশেষে হিরণ্যকশিপু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তি লাভ করে। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে বিষ্ণু নরসিংহরূপ ধারণ করেন ও হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাত পৃথিবীকে দনুজ হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তৎপরে প্রহ্লাদের স্বর্গ রাজ্যলাভ, ও কশ্যপের ঔরসে অদিতীর গর্ভে দেবপতি ইন্দ্রের জন্ম বিবরণ।

ইন্দ্র পূর্ব্বজন্মে সোমশর্ম্মণ ও সুমনার পুত্র ছিলেন পরিশেষে কশ্যপ ঔরসাত্মজ হইয়া স্বর্গের অধিপতি হন। তৎপরে ইন্দ্রকর্ত্তৃক দিতিপুত্র বৃত্রাসুর বধ ও উনপঞ্চাশত মরুতগণের সৃষ্টি।

এদিগে ইন্দ্র যে রূপ দেবগণের অধিশ্বর হইলেন বিনারপুত্র পৃথুও পৃথিবীর অধিপতি হইলেম। অত্রিপুত্র টঙ্গা, কঠোর তপস্যার দ্বারা নারায়ণের প্রসাদ লাভ করিয়া ইন্দ্র সদৃশ এক পুত্র প্রাপ্ত হন। দেবদত্ত বিনা কিছুকাল নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করেন, কিন্তু পরি শেষে জৈনধর্ম্মাবলম্বন করাতে ঋষিবর্গ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার শরীর হইতে নিষাদপতি ও পৃথুর সৃষ্টি করেন। পৃথু রাজা হইলে বিনা নর্ম্মদা তীরে দেবারাধনায় রত হইলেন।

তৎপরে যযাতি রাজার উপাখ্যান। যযাতির জরাগ্রস্থ হওয়া পাণ্ডুকে জরাপ্রদান, সহস্রাধিক বৎসর বিষয়সুখে লিপ্ত থাকিয়া পরিশেষে স্বীয় জরা গ্রহণ করিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন তথায় বিষ্ণুর সহিত লীন হইলেন।

তৎপরে তীর্থ মাহাত্ম্যাধ্যায়। গঙ্গা, মনমাত্রুদ, প্রয়াগ, পুষ্কর, নর্ম্মদা, মহাকাল, চর্ম্মণবতি (চম্বল) অর্ব্বুদা (আবু-শিখর) প্রভাস, চিতস্থা, কামাখ্যা, কুরুক্ষেত্র, কুব্জা, কপিল, মেঘনাথ, বিচুকা, ভৃগুক্ষেত্র, মহিষমতি, ত্রীকম্র ও মণ্ডলেশ্বর তীর্থের বিষয় ও তত্তৎ স্থান প্রচলিত অদ্ভুত ও অসম্ভব প্রবাদ বর্ণন দ্বারা এই খণ্ড সমাপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত তীর্থ কোথায় তাহা বলা দুসাধ্য তীর্থ সমুহের প্রাধান্য ও তীর্থ দর্শনের ফলাফল বর্ণন করাই এই খণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। গুরুই সমস্ত তীর্থের আকর স্বরূপ। ইষ্টমন্ত্র প্রদাতা গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই তীর্থ দর্শনের ফললাভ করা যাইতে পারে। এই অধ্যায়টী অতীব চমৎকার ও প্রয়োজনীয়। এটী এক প্রকার ভারতবর্ষের ভুগোল বিবরণ স্বরূপ নানাদেশ, গ্রাম, নগর, নদ, নদী ও তীর্থের বিবরণে পরিপূরিতথাকায় এখণ্ড অত্যন্ত আবশ্যকীয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তৎসমুদয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গভ্রংশ কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শুনি এ বারতা ধর্ম্মত্যাগী দিব্য দূত
কহিল বচন, পীড়িয়া মরমে অতি।
ঘোর নিনাদেতে নিজ গরিমা প্রকাশি
হতাশা বহ্নিতে কিন্তু দহিল হৃদয়।
সাহস পূরিত বাক্যে বলজ্ঞা অসুর
জিনি বজ্রঘোষ নিনাদিল অতপরে।
" ওহে রাজপুত্র রাজরাজেশ্বর বন্ধু
দিব্য দূত সহ পশি সেই স্বর্গধামে
অটল সাহসে অজেয় বলেতে বিভু
জগদীশে নিক্ষেপিলে বিপদ সাগরে
কম্পিত করিলে তাঁর সে অটল রাজ্য
ধাম। বলে কি কৌশলে কিবা ভাগ্যফলে
লভি রাজ্যভার গর্ব্বিত লইয়া যাহা।
ভাসিছে নয়ন পথে সে সব ঘটনা
বিদরে হৃদয় এবে স্মরিলে সে সব।
আহা, কিকুক্ষণে এখানেপতিতমোরা
কোন দোষে হারাইনু সুর পুর সবে।
বিষম সমর ভরে এবে মৃত প্রায়
মরণ সম্ভবে যদি দিব্য দূতগণে।
অসংখ্য দলবল সহ পতিত মহা
রৌরবে। মরণ নাহি ঘটে কভু মন
দুর্দ্দম, জীবাত্মা অজেয় চিরকাল,
ক্ষণমাত্র পায় সে যে নূতন জীবন।
গিয়াছে যদিও এবে সে সব গৌরব
হারায়েছি যদিও সে সুরপুর বাস
বিষম বিপদে যাহা পতিত এখন।
সর্ব্বশক্তিমান সেই দানব বিজেতা!
নহিলে ওরূপ বলকে পারে জিনিতে
এ সব দুর্জ্জেয় দুর্দ্দম দানব দলে
সমান যাদের নাই কেহ এজগতে।
অক্ষত রেখেছেন বটে এবপু অমর
নিশ্চল অদ্যাপি বটে এ দুর্জ্জয় মন
কি ফল তাহাতে বল লয়ে সমুদয় ?
অক্ষুন্ন হৃদয়ে সদা সহিতে যাতনা
অক্ষত শরীরে শুদ্ধ বহিতে সে মহা
তাড়না ভার। অথবা কৃতদাস সম
পালিব তাঁর আদেশ এমহা রৌরবে
খাটিবকি চিরকাল এঅগ্নি গহ্বরে
দুর্নির্ব্বার বললয়ে কিফল এখন ?
সহিতে হইবে মাত্র চির শাস্তি শেল।
দ্রুত বচনেতে দস্যুজেশ উত্তরিল
" হে পতিত দূতাধম, দুর্ভাগ্যে উপজে
ক্ষীণতা প্রবল। এস সব কার্য্য করি
নতুবা সহি অসহ যাতনা অশেষ।
কিন্তু ইহা জানিও নিশ্চয় উপকার
কিন্তু সাধিবনা মোরা অপকারে সদা
আনন্দ উদিবে এদগ্ধ হৃদয়ে মোর
তাঁর ইচ্ছা বিপরীত বলে যাঁর বল
তৃণ সম গণি মনে। যদি নিজ গুণে
মথি এপাপ সাগর এবে পান সুধা,
ছলে বলেকৌশলেতেসেআশানাশিতে
সচেষ্ট রহিব সবে। সদা অপকার
ব্রতে ব্রতী হয়ে লঙ্ঘিব তাঁর আদেশ
হইলেত হতে পারে সদা সিদ্ধকাম।
তাহলে বেদনা তিনি পাবেন অশেষ
বৃথায় হইবে তাঁর সকল কৌশল,
এসব সম্ভব বটে মরণ না ঘটে
যদি মোর। ঐ দেখ ক্রুদ্ধ জেতা অলস
এবে। যাতনা দায়ক বজ্র শেল শূল
অস্ত্র সব রেখেছেন স্বর্গের তুণিরে।
গন্ধক বরষণে জর্জ্জরিত স্তিমিত
তাড়িত পতিত এবে এআগ্নেয় হ্রদে।
শত চপলা শোভিত ক্রোধ বিকম্পিত

বিভু বজ্র অনুমানি শক্তি হীন হয়ে
উগরে নাহিক আর ধুম পুঞ্জরাশি
এ অসীম প্রকাণ্ড নরক গহ্বরে।
এমন সুযোগ আর হবেনা কখন,
মো সবারে হেয় গণি মনে শান্ত ক্রোধে
শান্ত এখন সে দৈত্যকুল চির বৈরি
অদূরেতে দেখ সেই ভীষণ প্রান্তর
জনহীন, বন্য, মূর্ত্তিমান ধ্বংস তথা
বিরাজিছে যেন। আলো বিহীন প্রদেশ
কিন্তু মন্দমন্দভাবে জ্বলিছে মলিন
অনল রাশির শিখা, তাহে অল্পতর
আলোকিত সেই ভয়ঙ্কর তরস্থল।
অতিক্রমি এ অনল তরঙ্গ আবর্ত্ত
চলতথা শান্তি লাভতরে যদি বা সে
স্থানেহয় আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর
শ্রান্তিলাভ মরীচিকা ভ্রমায় সকলে,
শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম, আর দলবল
হইয়াছে হতপ্রায়, কিসে পুনর্ব্বার
লাভকরি সেসকল সেই শত্রুবরে
করিব মন্ত্রনানলে দগ্ধ প্রপ্রীড়িত
কিরূপেবা এই ক্ষতি হইবে পূরণ।
কেমনে হইব পার এ বিপদার্ণবে।
আশ্বাসিনী আশাহতে দেখিকতদূর
পাইবস, পরাক্রম আদি সমুদয়।
হত যাহা দুর্ভাগ্য ঘটনে মো সবার
দূরাশা প্রভাবে দেখি ঘটেকতদূর
দৃঢ়পণ দৃঢ়মন, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা”

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডব চরিত কাব্য।

(পর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভীতা কুন্তী সচকিত যথা
রত্নহারা ভুজঙ্গী,
চিত্তোদ্বেগে গহন বিপিনে
পাণ্ডুরাজে তপাসে।
ঊর্দ্ধ স্বেতে বিষম কুরবে
গৃধ্র গোমায়ুডাকে,
কান্দে অগ্রে উভমুখ শুনি
কাঁপিছে দক্ষিণাক্ষী॥
পূর্ব্বাশঙ্কা হয় বলবতী
দেখিয়া দুর্নিমিত্ত,
উৎকণ্ঠা সত্বর জয় করে
ধৈর্য্যকে নির্ব্বিবাদে।
চিন্তে কুন্তী বিচরণ করে
প্রান্তরে যেই কালে,
মাদ্রী কণ্ঠধ্বনি সকরুণ
আইসে কর্ণ রন্ধ্রে,॥
এ ব্যাপারে নিজ অনুভবে
জানি ভর্ত্তার মৃত্যু
ছিন্না ভিন্না মলিন বদনা
হৈল শোক প্রভাবে।
শব্দোদ্দেশে গলিত চিকুরে
কান্দিয়া মুক্ত কণ্ঠে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে স্খলিত চরণে
ধাইছে বায়ু বেগে॥
ব্যস্তা ত্রস্তা স্ফুরিত অধরে
উত্তরে সেই খানে,
দেখে মাদ্রী মৃত পতিবরে
ভূমি পৃষ্ঠে শয়ানা।
মূর্চ্ছাক্রান্তা চমকিত পৃথা
দেখিয়া এ অবস্থা,
বাতাঘাতে পতিত কদলী
প্রায় লুণ্ঠে ধরাতে॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গে বসিল উঠিয়া
কুন্তী কিঞ্চিৎ বিলম্বে,
হাহা শব্দে সতত করিছে

কঙ্কাঘাত ভালে,
ভাসে রাণী নয়ন সলিলে
নিন্দিয়া স্বীয় ভাগ্যে,
সে মাদ্রীকে তবু কিছু কহে
শোক আক্ষেপ বাক্যে ॥
হে মাদ্রী এ সমুচিত বটে
সাধিলে স্বীয়কার্য্য,
পাপাচারে সমুচিত দিলে
শাস্তি মোরে সপত্নি ! ।
রূপোৎকৃষ্টা তুমি গুণবতী
হাব ভাব প্রকাশে।
কামেচ্ছাতে নিবিড় বিপিনে
আনিলে প্রাণনাথে ॥
ভর্ত্তা নাশে চিরদিন কিবা
রাখিলে কীর্ত্তি বিশ্বে,
পৃথ্বী মাঝে নিয়ত রহিবে
ঘোষণা একলঙ্ক।
এ ব্যাপারে বল কি হইবে
যন্ত্রণা শুদ্ধ মোরে,
ভর্ত্তাভাবে তুমি কি নহিবে
তাপিতা বা অমান্যা ॥
ম্লানা মাদ্রী শ্রবণ করিয়া
তীব্র কুন্তীর বাক্য,
ধীরে ধীরে কয় মৃদুরবে
ভাসিয়া অশ্রুনীরে।
তোষামোদে নৃপতি পতিকে
আনি নাহি প্রযত্নে.
স্বেচ্ছাচারে পশিল বিপিনে
দেখিতে বন্য শোভা ॥
কামে পাপে নাহি কভুরতা
নাছিল ভ্রষ্ট ইচ্ছা,
একেবারে বল করি ধরে
কাম বিভ্রান্ত রাজা।
শাপোৎকণ্ঠা স্মরি বিধিমতে
বারিয়াছি প্রবোধে,
কামোৎসাহে বধির হইয়া
না শুনে মোর বাক্য ॥
যে প্রাণেশে শরণ লইয়া
জীবিতা আছি লোকে,
হর্ম্ম্যজ্ঞানে তৃণ ময় গৃহে
থাকি যাহার সঙ্গে,
এ সৌহার্দ্দ ত্যজি নিজবলে
কৈল সে দূর যাত্রা,
সেতুচ্ছেদে গতজল যথা
ছাড়িয়া পদ্মিনীকে ॥

সময়ে কিনা হয়।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

নায়েব মহাশয় উত্তর করিলেন "হ্যাঁরে আমার বয়েস কত জানিস?"

রামহরি যদিও মনে মনে বিলক্ষণ জানে যে তাহার প্রভু চুয়াল্লিসের মুখ আর পুনর্দ্দর্শন পাইবেন না তবু কহিল "আজ্ঞে আমার নিসেয় আপনার বয়েস ২৯ কি ৩০ বছরের বেশি হবে না।"

মহেশচন্দ্র ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন "এই আস্‌ছে ভাদ্দরে আমি ৩০ বছরে পড়্‌ব।"

রামহরি কহিল বাবু! "আপনার অনেক বয়েস হয়েচে সত্তি, তবু চেহারাটা কাত্তিকের মতন, মেয়ে মানুসে তাকিয়ে দ্যাকে, সেদিন——"

রামহরির কথার পরিসমাপ্তি হইতে না হইতেই মহেশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন

"সেদিন" একবার গলা ঝাড়িয়া" সেদিন কি রে রামহরি?"

রামহরি একটু তটস্থভাব দেখাইয়া কহিল "আজ্ঞে না, সেদিন, আজ্ঞে না, কই কিছু না।"

মহেশচন্দ্র কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলনা, তাতে দোষ কি, সেদিন কি?"

রামহরি ঠোঁট মুখ চাটিয়া আবার কহিল "আজ্ঞে না, বেয়াদুবি হয়।"

মহেশচন্দ্র মেঘের নল্পানির ন্যায় একটু হাসিয়া কহিলেন "বেয়াদুবি কি রে, বল্‌না, এখানেত আর কেউ নেই; তুই যেটা যত বড় হচ্ছিস, তত যেন বাঁদর হচ্ছিস। বল্‌না, সেদিন কি?"

রামহরি যেন ঈষৎ প্রাগল্ভ এবং ঈষৎ লজ্জায় জড় সড় হইয়া মুখ নত করিয়া বাবুর চুলে কলপ লাগাইতে লাগাইতে কহিতে লাগিল "বলছিলাম কি, সেদিন আপনি যখন বুড় ঠাকুরটির বাড়ি থেকে আহার করে আস্‌ছিলেন, তখন, ঐ ঘাটের পথে দুটো বামনদের রাঁড় মেয়ে দেখেছিলেন না"? কিন্তু রামহরি বিলক্ষণ জানে ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

মহেশচন্দ্র না ও বলিতে পারেন না হাঁ ও বলিতে পারেন না শেষে আম্‌তা আম্‌তা ভাবে কহিলেন "অ্যাঁ রামহরি, তাইতরে, কবে, বিষ্ণু! আস্‌ছিল কি? আমি দেকিনি? দেকে থাকব মনে নেই" এই রূপ অর্দ্ধেক সম্ভাষণে অর্দ্ধেক আত্মমনে কহিয়া শেষে রামহরির চক্ষু চাহিয়া কহিলেন" দেখে থাকব রামহরি, তাদের চেহারাটা ভাল মনে নেই, কেমন ধারা বল দিকি যদি মনে হয়।"

রামহরি উত্তর করিল "আজ্ঞে, দুটি দেখতে পরি বিশেষ, খাটারি খাটারি গড়নটি দোহারা গোচের; ওগো বাবু! তাদের মধ্যে একজনের যে চুল, যেন শ্যামা ঠাকুরুণের চুলের মত পা পর্য্যন্ত পড়েছে"—

নায়েব মহাশয়ের ধৈর্য্য অবলম্বন হইল না, নাকে দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল গঙ্গা যমুনার মিলনের ন্যায় তাঁহার মুখ বিনির্গত "নিবিড় নিতম্বা" কথাটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়া আকাশগামী হইল। শেষে রামহরির প্রতি সব্যাগ্র প্রশ্ন হইল "তার পর কি হলো রে?"

রামহরি আবার কাণ চুলকাইতে চুলকাইতে আরম্ভ করিল তারপর আপনি আগে আগে চলে এলেন শুন্‌তে পান্‌নি আমি শুন্‌লাম তারা বলাবলি কচ্ছে, দেখ্‌ দিদি! দিব্বি পুরুষটি, ইচ্ছে করে, পোড়ার মুখে বলিই বা কি করে, তা বিধেতা যেমন কড়ে রাঁড়ি করেছে, তা মনের সাদ মিটুই।" তারপর বড়ডা শুনে বল্‌লে 'চুপকর, কে শুন্‌বে, অমত্তে অরুচি কার, ও সব জোটাজোট করা কি ভাই আমাদের কাজ।' তার পর ছোট্টি বল্লে, হ্যাঁলা দিদি! ও কে তা চিনিস্, বডডা বল্লে কেন ও যে ওই কাচারির নায়েব, তা শুনেছোট্টা বল্লে 'মাইরি দিদি! এমন ধারা রূপ আমি কখনও চকে দেকিনি, যত পোড়াকপাল কি আমরাই করিচিলাম।' এই রকম বলাবলি কত্তে লাগ্‌লো।

নায়েব মহাশয় আহ্লাদে আটখানা, হোলা বিড়ালের মত গোঁপ ফুলাইয়া কহিলেন, "সত্তিরে রামহরি। এই রকম করে বল্লে?"

রামহরি অবিচলিত ভাবে কহিল "আজ্ঞে আমি কি আপনার কাছে মিথ্যে কথা কইতে পারি।"

মহেশচন্দ্র হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিলেন। আপাততঃ অন্য কোন কথা না কহিয়া অন্য কথা পাড়িলেন "হ্যাঁ, লোকে বলে বটে আমার চেহারাটা দেখ্‌তে একরকম, তা আমি যখন বিন্দাবনে ছিলাম, আমার সেখানে অনেক বড় মানুসের সঙ্গে খুব ভাব পীরিত ছিল, তা তাদের বাড়ি গেলে পরে আমাকে দেক্‌বার জন্যে বাড়ির মেয়েরা কাতার দিয়ে ডাঁড়াত, একটি বষ্টমের মেয়ে, আহা! দিব্যি মেয়েটি রামহরি! বল্‌ব কি যেন পরি বিশেষ, আমাকে দেকে আমার সঙ্গে কণ্ঠি বদল কর্‌বার জন্যে পাগল হইছিল।"

রামহরি অমনি জিজ্ঞাসা করিল" তা কণ্ঠি বদল কল্লেন?"

মহেশচন্দ্র," না, তা কি করে হবে! আহা! সে একদিন এসে আমার পা পর্য্যন্ত ধল্লে; কিন্তু আর এক জনেরও আমার ওপর মন ছিল, তা সে অমনি টের পেয়ে এসে ঝগড়া লাগালে।"

রামহরি," তারপর কি হলো? এখানেই কতজন পাগল, আপনি সব জানতে পারেন না।" এই বলিয়া রামহরি মুখনিচু করিল।

নায়েব মহাশয় আহ্লাদে কুণ্ খেগো ছাগলের মত মুখ ব্যাদান করিয়া কহিলেন "তার পর ঝগ্‌ড়া থাম্‌লো বটে, কিন্তু কণ্ঠি বদল না হওয়ায় বষ্টমের মেয়েটা পাগল হয়ে গেল, আমাকে কেউ কেউ নিষ্ঠুর বল্‌তে লাগলো। বিন্দাবনে আমি এমনি হইছিলাম যে রাস্তায় বেরুলেই আমাকে দেখবার জন্যে দোধারি মেয়ে ভাঙ্‌ত।"

রামহরি, "বাবু! আপনার তির্থি গুলো সবই করা হয়েছে, রামহরি মনে মনে বেশজানে যে একবার দায়ে পড়ে বাবু বৃন্দাবন মাত্র দিন দশেকের জন্য গিয়াছিলেল।

মহেশচন্দ্র ধাঁত বুঝিয়া কহিলেন "ও! আমি যে কত তিথ বেড়িইছি, তা বল্‌তে পারিনে, আমি এই নাগাড় ১৪ কি ১৫ বছর ধরে তিথ ভ্রমণ করি, আমার যখন ১৬ বছর বয়েস তখন আমি বাহির হই, ভাল কথা! আমি যখন এই সেতুবন্ধ রামেশ্বর ছিলাম, তখন একজন পশ্চিমে রাজা সেখানে তিথ কত্তে এসিছিল আমার সঙ্গে তার বড়ই প্রণয় হয়; আবার তার মেয়ে আমাকে দেখে এমনি মোহিত হয়ে গিছলো যে রাজা একদিন আমাকে বল্লে যে আমার সঙ্গে তার বিয়ে না হলে সে বাঁচবেনা; তাতে আমি অনেক ওজর আপত্তি কল্লাম; তারপর আমার নামে তার রাজত্ব পর্য্যন্ত লিখে দিতে চাইলে।"

রামহরি, "তা বিয়ে হলো।"

মহেশচন্দ্র। "না বিয়ে হয় হয় এমন

সময় বাড়ি থেকে খবর পেলাম যে আমার বিষয় আশায় গুলো একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কাজেই আমি থাকতে না পেরে বাড়ি চলে এলাম, ওদিকে ফস্‌কে গেল।"

রামহরি। "বাবু! সে রামেশ্বর কোন দিকে, সেকানে কি লোকে আমাদের মতন এইরকম কতা কয়।"

মহেশচন্দ্র। "কেন রামেশ্বর এই যে পশ্চিমে, সেখানকার লোক ব্রজবুলি বলে।"

রামহরি। "আপনার যেমন রূপ তেমনি কথাবাত্রা মিষ্টি তা এতে রাজ কন্যে ভুল্‌বে না।"

মহেশচন্দ্র তাহাতে রসান দিয়া কহিলেন "হাঁ! আমি যেখানে যাই, এমনি গোলে পড়ি তা আর কি বল্‌ব। যখন বিন্দাবনে ছিলাম তখন মনে কল্লে নতুন কৃষ্ণ নিলে কর্ত্তে পার্ত্তাম, তা যাই হোক বড় সুখের যায়গা, আহা যেন স্বর্গ, কোন অভাবই ছিলনা। মনে কল্লেই সব হতো; বৈকুণ্ঠেতেও তেমন সুখ মেলেনা। চুলে কলপ দেওয়া হলো?"

রামহরি উত্তর করিল। আজ্ঞে হাঁ হয়েছে; জামা কি এই ছিটের জামা দেব, সাদা গুলো কেমন বুড়ুটে গোচ দেকায়, আপনাদের বড় মানায় না।"

নায়েব মহাশয়ের উত্তর, তথাস্তু।

রামহরি নায়েব মহাশয়ের বেশভূষা করিয়াদিলে পর শেষোক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই যে বামনের মেয়ে দুটো তা কিছু কি হয় না।"

রামহরি ঠোঁট চাটিতে চাটিতে কহিল "আজ্ঞে আজ্ঞে তা হতেও পারে তবে দেখ্‌তে হবে।"

নায়েব ইহা শুনিয়া বাক্‌স খুলিয়া পাঁচটি টাকা লইয়া রামহরির হাতে দিয়ে কহিলেন, "এই নে, কিছু খরচ খরচা চাইত; আর দেখ্‌ আমি চল্লাম, ভাত যেন আমার ঘরে রেখে দেয়। কেউ আমার কথা জিজ্ঞেসা করে ত বলিস যে আমার ব্যামো হয়েছে তাই ঘরে আছি, কারু সঙ্গে কথা কইতে পার্ব্বো না।"

রামহরি যে আজ্ঞে বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

নায়েব মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে রামহরি ধিরে ধিরেহরনাথের নিকট গমন করিল এবং উভয়ে একান্তে নানা কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল। ইহার দ্বারা বোধ হইল যে রামহরি হরনাথের পক্ষে ঘৃণাস্পদ নহে, এবং হরনাথও রামহরির নিকট অবিশ্বাস স্থল নহে। ক্রমে রাত্র অধিক হইল, হরনাথ পূর্ব্ব-রাত্রের ন্যায় বস্ত্রাবৃত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ধিরে ধিরে প্রান্তর মুখে প্রস্থান করিলেন।

৯।—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাড়ি।

যখন কাছারিতে নায়েব মহাশয়ের বেশভূষাদি হইতেছিল সেই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যভাগে নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে আলাপকারি ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি ঘটিয়াল।

বৃদ্ধের বাড়িটি একটা চৌঘরা কোটা, তাহার লাগাও পুজার দালান; চতুর্দ্দিক

প্রাচীরে বেষ্টিত, কিন্তু সম্মুখ ব্যতীত প্রাচীরের অপর তিনধারে বেত্রবন ও কচুবন রহিয়াছে, বিশেষতঃ খিড়্‌কির দিকের বন কিছু প্রগাড়রূপ এবং তৎপার্শ্বে একটি গর্ত্ত আছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৃদ্ধটি বাড়ি নাই, তাঁহার পুত্রটি বাহির বাড়িতে বসিয়া আছে। অন্তঃপুর মাঝে বৃদ্ধের স্ত্রী সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কন্যাদুইটি কার্য্যে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া পরস্পর স্নেহভাবে বাক্যালাপ করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে একজন কহিল "হ্যাঁলা নিরো! বাছুরটো গোয়ালে বেঁদেচিস্, নয়ত ভাই মা আবার একুনি মুক কর্ব্বে।" ছোটটির নাম নিরূপমা বড়টির নাম অনুপমা। প্রথমটির বয়ক্রম ১১ বৎসর দ্বিতীয়টির বয়ক্রম ১২ বৎসরের কিঞ্চিদধিক। উভয়েই সম্ভবত সুশ্রী, কিন্তু বড়টির শ্রীই উৎকৃষ্ট।

নিরো উত্তর করিল "বেঁদিচি দিদি"

অনুপমা কহিল "বাইরের সব কাজ টাজ তো হয়েছে, তা তুই আর বাইরে নাবিস্‌নে কো, সেই দেবতা ডাকার সময় হয়েছে।"

ইহা শুনিয়া নিরূপমা কহিল 'না দিদি আমি এখন আর বাইরে নাবচিনে, কেন আমার কাজত সব হয়ে গিয়েছে" ইহা বলিয়া নিমেষমাত্র নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিল মাইরি দিদি! "সে সন্নিসি মিন্সে কালকে(তো নামকত্তে নেই)অগ্রাহ্যি করে তাকে ধরে দেব বলে গেল, আর ফিরে এলো না, হয়ত দিদি তাকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছে নয়ত এলোনা কেন? আজ একনও এলোনা, আহা গরিবের বাচা, তার মা হয়ত কত কাঁদ্‌বে"। এই বলিতে বলিতে নিরূপমার মুখশ্রী ম্লান হইল! নিরূপমার সরলতাময় হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের আবির্ভাব হইল, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট ভাবে। সরলচিত্তকে শত ধন্যবাদ! আহা তাহা কি প্রাকৃতিক, নির্ম্মল, এবং সরলভাবের আকর।

অনুপমা সহোদরার বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাঁসিলেন এবং তখনই ম্লানভাব ধারণ করিলেন। সরলমনে কখনই কুটভাব স্থান প্রাপ্ত হয়না, সকল বিষয়ই নির্ম্মল প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়া থাকে। অনুপমা বয়াধিক্যবশতঃ দর্শনেরআধিক্যে মনোরমার বাক্যে ঈষৎ হাসিলেন; কিন্তু তিনি বালসুলভ সরলতার হাত ছাড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং পরক্ষণেই নিরূপমার ন্যায় ম্লান ভাবাপন্না হইলেন। যাহাহউক নিরূপমার কথার শেষে উত্তর করিলেন "সন্নিসির কি মা বাপ আছে। তারজন্যে আর কে কাঁদ্‌বে ভাই।"

নিরূপমা আবার কহিল "রাত হলো ভাই, বাবা এখনও এলেন না, মা কি কচ্চে দিদি?"

অনুপমা কহিল "মা ভাই রান্‌ছে।"

এমন সময় গৃহস্বামী বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুপমা কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন। নিরূপমা চিন্তামগ্না হইয়া আপনস্থানে বসিয়া রহিলেন।

গৃহস্বামীর আগমন সম্বাদ পাইয়া গৃহিণী দৌড়িয়া আসিলেন এবং নিরূপমার দিকে চাহিয়া কহিলেন "মা

নিরো! রান্নাঘরটা দেখিস্‌ত যেন কিছু যায়না।”

নিরূপমা প্রস্থান করিল।

গৃহিণীর বয়ক্রম প্রায় ২৪ বৎসর হইবে, বর্ণ গৌর, হাত পা গুলির গোলাল গঠন, মুখখানি টলটলে, চক্ষুদুটি টানা, ভঙ্গিটি চঞ্চল, কিন্তু সে চাঞ্চল্য প্রকাশ নাই, তথাপি বহুদর্শীর নয়নে সে চাঞ্চল্য যে কৃত্রিম আবরনের দ্বারা আবরিত তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়। যাহাহউক গৃহিণীর মুর্ত্তিখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী তাহা নহে, তবে সুন্দরী এই পর্য্যন্ত। যেমন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহাকে স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর অপরপক্ষীয় পুত্র কন্যাগণেরপ্রতি স্নেহময়ী এবং সংসারের প্রতি ভারসহা বলিয়া বোধ হয়। স্বামীভক্তি তাঁহার অত্যন্ত প্রবল। সকল নষ্ট হইলেও স্বামী সুশ্রুষাকালে হস্ত স্থগিত করেননা।

গৃহিণী ব্রাহ্মণকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া আদর ও ভক্তিমিশ্রিত ভৎর্সনায় কহিলেন “তোমার কি কিছুতেই ভয় ভুতো নেই, আপনটা নিয়ে এমন খেল কর্ত্তে আর কারুকে দেকিনি, ছি মেনে তোমাকে বল্‌বইবা কত, তুমি যত বুড় হচ্ছ ততই তোমার সগলতাতেই আল্‌গি পড়ছে। ভাল! আমাদের ওপরেও ত দয়া মায়া রাখ্‌তে হয়, নিজের জন্যে নয় নাই রাখ্‌লে, আমাদের মুখত তাকাতে হয়, সেই একটা ভয় হয়েছে, না হয় এটু সাবধান হয়ে চল্লেই বা, তুমি তা ভাবনা কিন্তু আমাদের প্রাণটা বোঝে কই? এই এতক্ষণ ঘর বার করে মচ্ছিলাম, মনে কত খানাই উঠছিল। তুমি পুরুষ, মনে কিছু ভাবনা কিন্তু আমরা মেয়ে মানুষ, ছার প্রাণ আমাদেরত প্রাণ বোঝেনা; আর বল্‌বই বা কত।” গৃহিণী তর তর করিয়া এই কথাগুলি ব্রাহ্মণকে শুনাইলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার প্রতি গৃহিণীর টান দেখিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। শেষে একটু হাঁসিয়া কহিলেন “আ হাবি! আমার জন্যে ভাবনা কি আমি বুড় মানুষ আমাকে ভুতে কি লোভে মারবে।”

গৃহিণী শুনিবামাত্র মুখভঙ্গিমা ঈষৎ নীলিম করিলেন কিন্তু অনতিবিলম্বে কহিয়া উঠিলেন; “পোড়া কপালের দশা! ওকি কতার শ্রী! যাহোক মেনে, তুমি এমন করে রাত ভেঙ্গোনা।”

অধিক কথা কাটাকাটির শেষ করিতে ও এ বিষয়ের সত্বর মীমাংসার জন্যে ব্রাহ্ম। ঈষৎ হাঁসিয়া আবার কহিলেন “আচ্ছা যাও, পা ধোবার জল আনগে, আমার রাধারাণীর হুকুম আর বেদ দুই সমান আর রাতে বেরোবনা।”

ব্রাহ্মণীর মুখ প্রফুল্লিত এবং হাঁস্যময় হইল শেষে “যাও আর বকোনা” বলিয়া পা ধোবার জল আনিবার নিমিত্ত অন্তর্হিতা হইলেন।

ব্রাহ্মণ একাকী বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন “আহা! আমারই যথার্থ সুখের সংসার। স্ত্রীরত্নে এমন সুখ এ কে জান্‌ত, এ আগে জান্‌লে কি এতজনকে চখেরজলে ভাসাতাম,

আহা! আমার জন্যে কত কত স্ত্রী যে দিবে রাত্তির চখেরজলে ভেসেছে কে বল্‌তে পারে। যাহোক গৃহিনীটি সাক্ষাত লক্ষ্মী, এমন দয়া মায়া, এমন স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, এমন পতিব্রতা আর দেখাযায়না, গৃহিনীটি আমাবই আর জানেনা। যাহোক আমার শেষ দশায় যে কপালে এত সুখ হবে তা কে জেনেছিল।"

ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ ভাবনায় মগ্ন আছেন এমন সময় ব্রাহ্মণী জলের পাত্র লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী আপন হস্তে স্বামীর পদ ধৌত করিয়া নিতম্ব বিলম্বিত নিবিড় কেশ রাশিরদ্বারা মুছাইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রত্যহই বলিয়া থাকেন, অদ্য আবার মনটা পূর্ব্বকথিত মনোময়ী বাক-চাতুরিতে প্রশান থাকায় কিছু বেশি করিয়া বলিতে লাগিলেন; "তোমার ও এক দশা, রোজ রোজ এমন করে চুল দিয়ে মুছিয়ে দেও, এ জল লেগে যে বেয়ারাম হবে মারাযাবে, বল্লেত শুন্‌বেনা।"

ব্রাহ্মণী শুনিয়া বিনয়নম্রবদনে উত্তর করিলেন "তা হোক, এতে আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, ব্যামোত তুচ্ছ কথা; তোমার পা মুছব তাতে আবার কতা; এতে যদি ব্যামো হয়, তবে এমন শরিল থাক্‌লেই বা কি না থাক্‌লেইবা কি; শরিলের জন্যে আমার পরকালের কাজ হবেনা? সোয়ামি গুরু, তোমরাই ত বল, যে মেয়েলোকের পক্ষে সোয়ামিই সগলদেবতা, তাঁরসেবাকল্লেই সব হলো। তা আমি ব্যামোর খাতিরে এমন দেবের দুল্লভ সোয়ামির সেবা কর্‌বোনা, তুমি বই আমার আচে কে।"

বৃদ্ধের মন গৃহিণীর বাক্যে দ্রব হইল, এবং এমন স্ত্রীরত্ন লাভে স্বীয় জন্ম সার্থক জ্ঞান করিলেন; আনন্দে তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলনা। কি বলিয়া যে ব্রাহ্মণীর এইগুলি প্রেমপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ কথার প্রত্যুত্তর দিবেন তাহা রসনায় আসিলনা কলির বিপরিত ভাব রসে রসনা নীরস হইল। শেষে ব্রাহ্মণীর বাক্যগুলি আত্ম অভিপ্রায় সম্মত ও অত্যন্ত মানস মনোহারিণী জানাইবার নিমিত্ত আস্তে ব্যাস্তে ব্রাহ্মণীর কপোলদেশে একটি চুম্বন করিলেন।

ব্রাহ্মণী যেন আনন্দে গলিয়া গেলেন। শেষে প্রতিচুম্বন করিয়া যেমন মুখ ফিরাইবেন, অমনি ব্রাহ্মণীর প্রাণ শিকায় উঠিল ও চক্ষু নীরাভিষিক্ত হইল। কারণ চুম্বনকালিন বৃদ্ধের দন্তে কামিনীর কপোলদেশস্থ কোমল চর্ম্মাঘাতে আঘাতিত হওয়ায় দর দর করিয়া মুখ হইতে শত ধারায় শোণিত নির্গত হইতেছিল।

বৃদ্ধ দন্তহইতে রক্ত ক্ষরণের জ্বালায় অস্থির হইয়া মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে বসিয়া পড়িলেন এবং রক্তপাতে সায়ংসন্ধ্যা বাদ পড়িল বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী শিঘ্র জল লইয়া ব্রাহ্মণের মুখে প্রদান করিয়া অঞ্চলের দ্বারা মুখ মুছাইয়া দিলেন, যথেষ্ট শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং আপনার

কপোলদেশ স্ত্রীজনসুলভ কোমলতা সত্বেও এই ঘটনার কারণ জানিয়া আত্ম ধিক্কার করিতে ত্রুটি করিলেন না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর যখন এইরূপ অভিনয় হইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণের পুত্রটি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম গোপাল চন্দ্র, বয়ক্রম ২১ বৎসর। দেখিতে গোরোও নয় শ্যামবর্ণও নহে, দীর্ঘাকার, মস্তকে নিবিড় কেশরাশি, ললাট উন্নত, চক্ষু মগ্ন কিন্তু প্রসন্ন সতেজ, নাশিকা মানানমত, রগ দুটি ঈষৎ টেপা এবং বদন দেশের নিম্নভাগ ঈষৎ কোনাকার। এই খুঁত গুলি না থাকিলে মুখ খানি সর্ব্বাঙ্গ সুশ্রী হইত; শরীর একহারা, গায়ে মাংস নাই, পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়াছে, একে দীর্ঘাকার, তায় গায়ে মাংস নাই, এই সকল কারণে তাঁহাকে ঈষৎ কোলকুঁজো দেখায়। গোপালচন্দ্রের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সীমা ধরিলে তাহা যৎসামান্য। কিন্তু সেই তাঁহার বিদ্যার সীমা নহে। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি আত্ম চেষ্টায় নানা বিষয়ে দর্শন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কোন বিষয়েই বিশেষ দর্শন নাই। তাঁহার প্রকৃতি ধীর, চরিত্র একরূপ নির্ম্মল, ধর্ম্মবিষয়ে আপন যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। যদিও তিনি ধীর তথাপি ভিতু নহেন এবং অন্যায় বিষয়ে তেজস্বিতা দেখাইতেও ত্রুটি করেন না। তিনি লৌকিক সুখ্যাতি অখ্যাতির তত বশবর্ত্তী নহেন।

গোপালচন্দ্র বাটীর মধ্যে আসিয়াই পিতার দুর্দ্দশা দেখিলেন এবং "কি হয়েছে" বলিয়া ব্যাগ্রতা সহকারে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোপালকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে বৃদ্ধের মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তির উদয় হইল এবং সেই ভগ্নদন্তের জ্বালায় শোস টানিতে টানিতে কহিলেন "নেও তোমার সব বাড়্তি—উহুহু—এ কাচ আর তোমার গেলো না,—আঁউ! গোপাল ছেলে—উ!—ছেলেকে দেখে ঘোমটা দেয়—উ! এমনত দেকিনি উ!—তোমাকে বল্বই বা কত—উহুহু! গেলাম! গেলাম!" ব্রাহ্মণ আর অধিক ভৎর্সনে অসমর্থ হইলেন্।

গোপাল অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন " বাবা! ও কি হয়েছে, এত কষ্ট কিসে হলো দাঁতের গোড়া দিয়ে যে ঝলকে ঝলকে রক্ত গড়িয়ে পড়্ছে!

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ পরে ধিরে ধিরে উত্তর করিলেন "না বা—উ!—বল্ব কি, বাবারে বুড়ো বয়েসে এতও কপালে ছিল" বলিয়া আবার মুখ চাপিয়া বসিলেন।

গোপাল অস্থির হইয়া অধীরভাবে বিমাতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা কি হয়েছে গা, বাবা এমন করেন কেন?"

মা উত্তর না দিয়া আর আধহাত পরিমিত ঘোমটা টানিয়া কোণে মুখ খুঁসিয়া দাঁড়াইলেন। গোপাল নিরাশ

ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পিতৃমুখ চা-হিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ দেখিলেন কিছুতেই নিস্তার নাই কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে ন পারিয়া কাতরাইতে কাতরাইতে নীরব হইয়াছিলেন, তবু গোপালের নিকট পরিচয়ের দায় এড়াইতে পারিলেন না শেষে কাতর ভাবে পরিচয় দিতে লাগি-লেন " মুখ উচু করে চালি থেকে আসন পাড়চিলাম এমন সময় চালির উপর থেকে পানের ডিবে মুখে পড়ায় সুমুখের নড়ো দাঁতটায় লেগেছে।"

এই পরিচয় গোপালের কর্ণে বিশ্বাস মূলক বলিয়া বোধ হইল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। গোপাল শেষে ভগ্নিদ্বয়কে লক্ষ করিয়া সক্রোধ ভাবে কহিলেন "সে রাঁড়ি দুটো কি কচ্ছে, তারা এ সন্ধের যায়গাটা আস্‌টা করে দিতে পারে না কি?"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়া কহিলেন "না বাবা! তাদের দোষ কি, তারা সমস্ত দিন খাটে খোটে কেউ বসে থাকেনা, আমার দিব্বি, তা-দের কিছু বল না।"

গোপাল এবিষয়ে আর কোন কথা না কহিয়া বিমাতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াকহিলেন "কাল রাত্রে যে সন্ন্যাসী ঠাকুরএসে ছিলেন আবার আজ এয়েছেন এখানেই জল টল খাবেন, মা শীঘ্র তার উদ্যোগ করুন।" ব্রাহ্মণীর গাত্রবস্ত্র ঈষৎ নড়িয়া উঠিল বোধহয় কাপড় সর করিতে গিয়ে ওরূপ হয়ে থাকবে। গোপাল চলিয়াগেলেন। ব্রাহ্মণী ঘোমটা খুলি-লেনএবং কহিলেন "তুমি নিত্যং ঘোমটা দিতে বারণ কর ওকি দশা। আমি কি তা পারি, ও হলো সোমত্ত ওত পেটের ছেলে নয়"

ব্রাহ্মণীর এইকথা শেষ হইতে নাহইতে ব্রাহ্মণ ওকথায় কাণ না দিয়ে কহি-লেন " কি আপদ ছেলে পিলের কাছে —তা যাহোক যাও সন্ন্যাসীঠাকুরের জলযোগের আয়োজন করগে।"

(ক্রমশঃ)

অজ-বিলাপ রঘু-বংশ হইতে।

ব্যজন সাধন পরে অজ সচেতন
ইন্দুমতী কোন ক্রমে নাহয় তেমন,
পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিলে নিশ্চয়
চিকিৎসক চেষ্টাসদা পূর্ণ ফল হয়॥
তন্ত্রী হীন বীণা সম পতিত ধরায়
তুলি ক্রোড়ে করে রাজা মহিষীর কায়॥
বিবর্ণ শরীরে লয়ে অঙ্কের উপর,
বিভাবরী অবসানে যথা নিশাকর
লোক-লক্ষ্য মৃগ-লখা করিয়া ধারণ
ধরিলা সেরূপ রূপ অজ সেইক্ষণ॥
স্বাভাবিক ধীরতারে করিয়া ত্যজন
স্খলিত স্বরেতে বহু করিল রোদন,
তাপিত হইয়া যদি লৌহ মৃদু হয়
শরীরীর কিবা কথা অথবা বিস্ময়?॥
" হায় রে শরীরে যদি হইয়া লগন
সুকুমার কুসুমও হরয় পরাণ,
ধরাতলে কিবা তবে আছে বিদ্যমান
প্রহর্ত্তা বিধির যেই না হবে সাধন॥
অথবা কোমল বস্তু করিবারে ক্ষয়
কোমলের ব্যবহার শমন করয়,

হিম-সেক-বিগলিত-নলিনী-দশায়
পূর্ব্ব হতে নিদর্শণ আছে এ কথায় ॥
হৃদয়ে রাখিলে কেন না হয় মরণ
সত্য যদি এই মালা মরণ কারণ,
ঈশ্বর ইচ্ছায় কভু অমৃত গরল
বিষম বিষও কভু সুধা নিরমল ॥
বিধাতা এখন কিবা করিল সৃজন
কপাল দোষেতে মম অশনি নূতন,
আশ্রয় পাদপে যেই না করি পীড়ন
আশ্রিত বল্লরী দলে করিল হনন ॥
অপরাধ করিলেও হওনি মলীন
এমনি স্বভাব তব জানি চির দিন,
একেবারে কেন প্রিয়ে, বুঝিনা কারণ
নিরপরাধীরে নাহি কর সম্ভাষণ ॥
ভেবেছ নিশ্চয় মোরে, কপট হৃদয়
বাহ্য হাব ভাব মাত্রে দর্শিত প্রণয়,
নাহি কভু যথা হতে পুনরাগমন
হেন পরলোকে গেলে বিনা আমন্ত্রন ॥
মদীয় জীবন করি তবানুগমন
পুনরপি প্রত্যাগত কিসের কারণ ?
সমুচিত সহিতেছে অসহ্য যাতনা
করিলেই দোষ আছে উচিত শাসনা ॥
সুরত শ্রমোপজাত শ্রম-বারি চয়
বদনে এখনো তব আছে বিদ্যমান,
ক্ষণেকের মাঝে তব বিগত পরাণ,
শরীরীর অসারতা ধিক্‌রে নিশ্চয় ॥
মনেতেও কভু প্রিয়ে বিপ্রিয় উদয়
হয়নি তবুও কেন করিলে ত্যজন ?
ক্ষিতিপতি আমি এতো কেবল বচন
তোমাতেই রতি মম সদা সাতিশয় ॥
কুঞ্চিত ভ্রমর নীল অলক নিচয়
কুসুম খচিতে করি কম্পন পবন
করভোরু ! করে মম মনেতে উদয়,
ঈশ্বর কৃপায় বুঝি পাইলে জীবন ॥
অতএব উঠ প্রিয়ে পাইয়া চেতন
মনের বিষাদ মম কররে হরণ,
নিশীথে ওষধি যথা পাইয়া প্রকাশ
হিমাচল কন্দরের তমঃ করে নাশ ॥
নিশি মাঝে প্রমুদিতা নলিনী যেমন
অন্তরে স্থগিত তার ভ্রমর নিস্বন,
কম্পিত অলক তথা ত্বদীয় বদন
বচন রহিত হয়ে পীড়িতেছে মন ॥
দিবা পরে প্রিয় পাশে রজনী আসয়,
নিশা পরে চক্রবাক প্রেয়সীরে পায়
এ উভয়ে ধরে প্রাণ এসব আশায়
চির কাল মত তুমি ছাড়িলে আমায়
কেন না দহিবে মোরে অসহ্য জ্বালায় ॥
মসৃণ কোমল নব প্রবাল শয়নে
অর্পিত শরীর তব পাইত বেদনা,
কর্কশ কঠিন এবে চিতা আরোহণে
হবে না কি প্রি[illegible] অসহ্যযাতনা ? ॥
কালনিদ্রা বশে তব নাহি রে চেতন,
সবে জিনি [illegible] ললনা
এখন নীরব, বিশ্র[illegible]
[illegible] তাবো যেন ঘটিল মরণ ॥
কোকিলে [illegible] তব মধুর [illegible],
কলহংস কুলে তব মন্থর গমন,
হরিণী নয়নে তব বিলোল বীক্ষণ,
বায়ু-ধুত লতা পুঞ্জে তব বিলসন ॥
সত্য বটে রেখেগেছ এই সব গুণ
ত্রিদিব গমন কালে ভাবিয়া আমায়,
কিন্তু প্রিয়ে এ বিরহ অতীব দারুণ
হৃদয়ের শান্তিকর নহে এরা হায় ! ॥
ফলিনী ও সহকার এই যে সম্মুখে
ইহাদের দ্বন্দ্ব ভাব করিলে সৃজন
বিবাহ সংস্কার কিন্তু নাহি হল সুখে

অন্যায় নহে কি তব এমন গমন ? ॥

দোহদ অশোকবরে করেছিলে দান
তাহে উপজিবে যবে কুসুম নিচয়,
অলকের আভরণ না করি তাহায়,
কেমনে সাধিব তারে লয়ে পিতৃদান?॥
নূপুর শিঞ্জিত সহ চরণ আঘাত
অন্যের দুর্লভ তাহে করিয়া স্মরণ
অশোক পাদপ করি কুসুমাশ্রুপাত
সুতনু ! তোমার লাগি করিছে রোদন॥
লয়ে শ্বাস-সম-গন্ধি বকুল-মুকুল
মিলে দোঁহে আধ গাঁথা বিলাস মেখলা
হল না সম্পূর্ণ যবে লয়ে আরো ফুল,
এইকি কিন্নরকণ্ঠি ! শয়নের বেলা ?
সম-সুখ-দুঃখ-ভাবে আছে সখী-জন
নব-শশি-সম এই শোভন তনয়,
ঐকান্তিক আছে তাহে আমার প্রণয়
নিশ্চয় নিষ্ঠুর তব ব্যাপার এমন ॥
[illegible] হল রাতি, [illegible]মিত,
[illegible], [illegible]
[illegible] প্রায়া জন,
শূন্য [illegible] শয্যা ॥
গৃহিনী সচিব ছিলে, সুবুদ্ধি [illegible]য়,
[illegible]নিধু গীতবাদ্যে প্রিয় শি[illegible]তায়,
অকরুণ নিদারুণ করিয়া হরণ
তোরে কিনা হরে নিল দুরাত্মাশমন ?
মদিরাক্ষি ! মুখ হতে মধু সুমধুর
পান করি কিরূপেতে করিবে সেবন,
তাপ প্রাপ্ত অশ্রুপাত করি যে প্রচুর
জলাঞ্জলি পরলোকে করিব প্রেরণ ॥
এখনো বিভব যদি আছে বর্ত্তমান
হবে না তবু ও কভু অজ সুখোদয়,
অন্য সব প্রলোভনে অনাকৃষ্য মান,
ত্বদধীন সব মম বিষয় নিশ্চয় ॥

শোক রসে বাঁধা হেন করুণা বিলাপ
কোশল অধিপ করি প্রিয়ার কারণ,
অচেতন গণেরও জনয় সন্তাপ
স্রুত মকরন্দ দুষ্ট তদা তরুগণ ॥
বহু কষ্টে কেড়ে লয়ে ক্রোড় তহে তার
প্রেয়সী শরীর সবে মিলিয়া স্বজন,
সেইকুলে সাধি তার অন্তিম মণ্ডন
অর্পিল অনল মাঝে চন্দন চিতার ॥
'সুবোধ নৃপতি হয়ে ত্যজিল পরাণ
নারী শোকে হেন নিন্দা ভুবন ভিতর'
হবে ভাবি নাহি পড়ে চিতার উপর,
নতুবা ছিল না তার জীবনে তেমন ॥

লর্ড নর্থ ব্রুক্ মহোদয়ের অভিপ্রায় ও তৎসমালোচনা ।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রীয় পুরস্কার বিতরণ দিবসে, গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্ত্তব্রুক, এরূপ বলেন— "১৮৫৪ সালের যে এক শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম বিধি প্রচারিত হয়, আমি তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরি, ১ বৎসর পরে দেখাগেল সেই ডিস্পেস্ অনুসারে ভারবতর্ষে শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, আমি উচ্চশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী, পাশ্চাত্যসাহিত্য চর্চ্চা ব্যতীত বাঙ্গালীদিগের অভিজ্ঞতা লাভের উপায়ান্তর নাই আমরা জানিতাম সর্ চার্ল উড সেই ডিস্পেস্ প্রচার করান, ইনি যে আমাদের তাদৃশ অসাধারণ উপকার সাধন করিয়াছেন এতকাল তাহা আমাদের অবিদিত ছিল জানিতে পারিয়া তন্নিমিত্ত ধন্যবাদ দিতেছি, " সংস্কৃত আরবী পারশ্য

প্রভৃতি ভাষাগুলির প্রতি ও উৎসাহদান-করা উচিত, কিন্তু সাধারণ লোকের শিক্ষা ও আমার ইচ্ছা ”

আমাদের নিরুপায় হতাদর মৃতপ্রায় ভাষাগুলির প্রতি যে রাজপ্রতিনিধি প্রধান শাসনকর্তার শুভদৃষ্টিপাত হইয়াছে, বড়ই আহ্লাদের বিষয় এই কারণ প্রধান শাসনকর্তা আমাদের ধন বাদেই এতদ্দেশীয় উপায়হীন চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত কৃষক প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যে তাঁহার মনোযোগ সংঘটন হইয়াছে তাহাও অল্প সুখের বিষয় নহে, এই স্থলে বক্তব্য এই—শিক্ষাশব্দে বর্ণপরিচয় মাত্রকে বুঝায়না কৃষক দগের শিক্ষাতে যদি বিজ্ঞান সাহিত্যও ইতিহাস ভুগোলের সহিত সম্বন্ধ নাথাকে তাহাহইলে সেই শিক্ষা বিশেষ ফলদায়িনী হইবেনা কারণ, বিশেষরূপ সুশিক্ষিত না হইলে কখনই কৃষক প্রভৃতিগণ কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেনা, আমাদের মতে উচ্চশিক্ষার সহিত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য, এখন যেরূপ বাঙ্গালা ছাত্রীয় বৃত্তি পাঠের সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ আছে, সেরূপ বাঙ্গালা ছাত্রীয় বৃত্তি অধ্যাপনার সহিত নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার কোন রূপ সম্পার্ক রাখা কর্ত্তব্য।

“ লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর কেম্বল সাহেব ৫৪ সালের শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম বিধির মতানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছেন, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা রোধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

লার্ডসাহেব সভ্যতার অনুরোধে কেম্বল সাহেবের মান রক্ষার নিমিত্ত যদি এরূপ বলিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, বস্তুতঃ এত লোকের মধ্যে প্রকাশ্য সভাতে একজন অধীন প্রধান সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে লজ্জিত করা তাঁহারন্যায়লোকের উচিত নয় কিন্তু যদি ভ্রম বশতঃ এরূপ বলাহইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছিনা।

কলেজে যে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন প্রভৃতির অধ্যাপনা হইয়া থাকে তৎসমুদয়ের সাধারণ নাম উচ্চশিক্ষা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা তাহার দ্বার স্বরূপ, সেইসকল বিষয়ের অধ্যাপনা নির্ম্মূল করিতে যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ছেন, অর্থাৎ [illegible] করিয়া [illegible] প্রবৃত্ত হই[illegible] তিনি উচ্চ শিক্ষা বিরোধী নন [illegible] প্রমাণিত করা ঐন্দ্রজালিকদিগের কর্ম্ম।

কৃষ্ণনগর, হুগলি, বহরমপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানের কলেজগুলি যদি উঠিয়া যায়, তবে আর উচ্চশিক্ষার কি অবশিষ্ট থাকে, প্রসিডেন্সি কলেজ দ্বারা আর কয়টী লোকের শিক্ষা নির্ব্বাহ হইতে পারে? যে নিয়মানুসারে কেবল কলিকাতার দুই চারি জন ধনিলোকের সন্তান ভিন্ন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেনা সে নিয়মাবলীকে উচ্চশিক্ষা রোধক ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

[illegible]ীয় ছাত্রগণ যেরূপ এণ্ট্রান্স পরী-[illegible]তে উত্তীর্ণ হইতেছে তাহাতে উচ্চশিক্ষা [illegible]র অপেক্ষা চতুর্গুণ না হইলে [illegible]না, এখন পর্য্যন্ত এদেশীয় লোক [illegible] এরূপ অবস্থা হয়নাই যে তাহারা [illegible]টের সাহায্যব্যতীত উচ্চ শিক্ষা [illegible]তে পারে, উচ্চশিক্ষার আরও [illegible] উপায় করা দূরে থাকুক, যাহা [illegible] তাহাও লোপ হইবার উপক্রম [illegible], সংস্কৃতকলেজ দ্বারা যে এদেশের [illegible] কতদূর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে তাহা [illegible] কাহারই অবিদিত নাই, যিনি সেই সংস্কৃতকলেজ উঠাইয়া দিতে [illegible] করেন, তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার বিরোধী [illegible] বলা যাইবে? [illegible] যে এদেশীয় সমুদয় লোকে[illegible]ভাজন হইয়াছেন ইহা ইংলণ্ডের [illegible] লোকেরা সম্পূর্ণ অবগত নহেন, "[illegible]" যে [illegible] অল্প কাল মধ্যে [illegible]তে পারিয়াছেন, [illegible]যোগ করিতে মনোযো[illegible] হইয়াছেন অল্প দুঃখের বিষয় নহে, [illegible] শত সহস্র সহস্র লোকের বিরাগ সংগ্রহ হইতে দেখিলে মূলে কিছু ত্রুটি আছে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে, বঙ্গদেশীয় লোক এরূপ অসভ্য নয় যে তাহারা নিজের উপকার অনুপকার অনুভব করিতে পারেনা।

"এদেশীয় লোকেরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের অধীন কর্ম্ম করিতে যায়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দ্বারা সে অভাব কিছু পরিমাণে মোচিত হইবার উপায় হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল কলেজের ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া কি সেই সেই বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেনা?"

এদেশীয় লোকেরা কেন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করেনা এবিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, গবর্ণমেণ্টের ই দোষ লক্ষিত হইবে, যে জাতি পরাধীনতাকূপে পতিত হইয়াছে তাহারা অন্য কোন স্বাধীন জাতির সাহায্যাবলম্বন ব্যতীত কোনরূপেই উত্থিত হইতে পারে না, ইংরাজেরা বাঙ্গালীদিগকে যে যে বিষয়ের উপায় বিধান করিয়া দিতেছেন সেই সেই বিষয়ে বাঙ্গালীদিগের কোন ত্রুটি দেখা যায়না, নিজে উপায় করিয়া লওয়ার সময় আজও আমাদের উপস্থিত হয় নাই, এদেশে যে সমুদয় বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কল্পনামূলকশিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই হয়না, ইতিহাস, ফিলজফি, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও বিশুদ্ধগণিত দ্বারা কি স্বাধীনব্যবসায় অবলম্বিত হইতে পারে? যে পরিমাণে রসায়নবিদ্যা কলেজে ব্যবহৃত হয় তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায়ের কাজ হইতেপারে? বিশেষতঃ নিরবচ্ছিন্ন রসায়নশাস্ত্রদ্বারা কেবল বাজিকরের ব্যবসায় মাত্র চলিতে পারে, তদ্দ্বারা কোনরূপেই এক জন ভদ্র লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবারনহে; নানাপ্রকার লৌহজিনিশ, কাগজ, কাপড়, কাঠের দ্রব্য সমুদয়, কাচপাত্র, চিনাপাত্র প্রভৃতি বিষয়ক শিল্পবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিন, তাহাহইলে কখনই বাঙ্গালীরা

গবর্ণমেণ্টের চাকরির জন্য লালায়িত হইবেনা, উপায়হীনতা সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা অনেকে ইদানিং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিজ তেজস্বিতার অনুরোধে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, শিল্পজ বস্তু কিছুই নাই যে তাহা নিয়া দূর দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে, কেবল ধান, চাল, নীল প্রভৃতি কয়েক প্রকার স্বভাবজ বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাও ইউরোপীয়লোকের আগ্রহ ও লালসা হেতু হস্তক্ষেপ করিতে অবকাশ পায়না।

এদেশে জাহাজ প্রস্তুত হয়না, সমুদ্র গমনের নামে হৃৎকম্প হয়, বহুকাল পরাধীনতার আশা ও সাহস নিতান্ত সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে এরূপ স্থলে ইহারা ইউরোপীয় বণিকদিগের সহিত কিরূপে প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে?

বস্তুতঃ বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উত্তেজিত ও উৎসাহিত না হইলে কোনক্রমেই সমুদ্রবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবেনা, এখন এদেশীয়েরা কেবল আত্মরক্ষা ব্যতীত কিছুই দেখেনা. পূর্ব্বে এদেশে সামান্যরূপ কাগজ, লোহার নানা প্রকার অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ, অনেকপ্রকার কাপড় প্রস্তুত হইত, কিন্তু ইদানীং ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের যতই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে ততই এদেশীয় লোকের স্বাধীনজীবিকা রহিত হইতে চলিয়াছে, ইউরোপ হইতে নানা-প্রকার শিল্প প্রস্তুত করিবার যন্ত্র আনয়ন করিয়া এদেশে শিল্প প্রচারকরা ও ইউরোপীয় দ্রব্যের সমানদরে সেইসকল জিনিশ বিক্রয়করা ইংরাজদিগের সাহায্যভিন্ন বাঙ্গালীদের কর্ম্মনয়, সমুদয় ইংরাজেরা, বাঙ্গালীদিগকে অলস, পরাধীন, স্বাধীনব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ, ইত্যাদিরূপে সর্ব্বদা গালাগালি দিয়া থাকেন, আমরাও [illegible] সর্ব্বদা শুনিয়া শুনিয়া তাহা এখন [illegible] প্রহসন মনেকরি, এখন আর বক্[illegible] সময় নাই।

নর্থব্রুক মহোদয়কে [illegible] উভাবে বলিতেছি যদি তাঁহার [illegible] পরদেশ হিতৈষিতা থাকে, যদি এ[illegible]র দুর্দ্দশা ও ক্লেশ দর্শনে [illegible] উদয় [illegible] থাকে, যদি এদেশের উন্নতি সাধন [illegible] র্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া [illegible]ধহয়, [illegible] মনা ইংরাজদিগকে অসন্তুষ্ট ক[illegible] কিছু মাত্র সঙ্কোচ না[illegible], তবে [illegible]য়দের শিল্প শিক্ষা [illegible]ধানে য[illegible] হউন. [illegible] না হইলে আমরা [illegible]ঠ বলিব ইনি কেবল [illegible] হিতৈষিতা প্রকাশ [illegible] প্রতারণা করিতেছে[illegible] দিয়া কৃত্রিম অশ্রুপাত [illegible]তেছেন. এক ব্যক্তি জলে নিমগ্নহইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, আর এক ব্যক্তি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অসাবধানতা [illegible] পূর্ব্বক ভর্ৎসন করিতেছে; অবশ্য ই বলা যাইতে পারে, দর্শকব্যক্তির বিপন্নকে উদ্ধার করিবার ইস্ছা অথবা ক্ষমতা নাই, লর্ডসাহেবের মুখপদ্ম নিঃসৃত বক্তৃতারূপ মধুদ্বারা কর্ণ জুড়াইবার আর অবকাশ নাই, কথা অনেক শুনা গিয়াছে।

মেডিকল কলেজের ছাত্রেরা অনেকে স্বাধীনভাবে জীবিকা যাপনকরিতেছেন,

যে দেশে সমুদয়শ্রেণীর লোক এককালে পরাধীনতা জালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই দেশে সহসা স্বাধীনব্যবসায়ীলোকের [illegible] প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অতিঅল্পকাল পূর্ব্বে এদেশীয় লো- [illegible] ঔষধ প্রায় স্পর্শ করিত [illegible] চর্চা শিক্ষা ও ডাক্তার- [illegible] প্রভাবে এখন ডা- [illegible] পরিমাণে প্রচ- [illegible] অদ্যাপি এরূপ অসংখ্য [illegible] আছে যে সেইখানকার [illegible] ডাক্তারের নামে কর্ণে হস্তার্পণ [illegible] অবস্থায় ডাক্তারদিগের [illegible] কিরূপ সর্ব্বত্র প্রচলিত [illegible]?

[illegible] কলেজে যে কয়েকটী বিজ্ঞান [illegible] তদ্বিষয়ে যাঁহারা সুবিধা [illegible] তাঁহারা উত্তমরূপ চর্চ্চা [illegible] সুযোগ ও সু[illegible]ক্তার, প্রফেসর সূর্য্য[illegible] রোগ নির্ণায়ক, ঔষধ ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক কয়জন ইংরাজডাক্তার ভারতবর্ষে আছেন? ডাক্তার ভোলানাথ বসু অনেকে[illegible] বিদিত, মফঃস্বলে এক এক জেলা[illegible] একজন সিবিল সার্জ্জন একজন সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও একজন নেটিভ্ডাক্তার থাকেন, হাস্পিটলে কোন কঠিন অপারেশন্ উপস্থিত হইলে সাহেব আর উহাদিগকে স্পর্শ করিতে দেন না, বিলাতে মেষ দ্বারা ও মমেরবডিদ্বারা এনাটমি ও সার্জ্জরি শিক্ষা করিয়া থাকেন এদেশে আসিয়া কেবল শিক্ষা করিবার জন্য সহস্র নরহত্যাকরিয়া এক গুড সার্জ্জন হন, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত সিবিলসার্জ্জন দিগের অপেক্ষা অস্ত্রচিকিৎসাতে উত্তম, তাহারা কঠিন অপারেশন্ কখন করিতে পায় না বলিয়া তাহাদের হস্ত কিঞ্চিৎ অনভ্যস্ত থাকে, বাঙ্গালীরা কি করুন্দ, ক্রুফ-কণ্ঠনালী, চক্ষু প্রভৃতির অপারেশন্ করিতে পারে না? ফেরার সাহেবের কার্য্যে যদি কোন বাঙ্গালীকে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ন্যায় সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন।

মেডিকেল কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপন হইয়া থাকে, কলেজ ত্যাগ করিলে ছাত্রগণের সেই শাস্ত্র চর্চ্চা-করার সুযোগ কোথায়?

কলিকাতা রাসায়নিক আলয় ভিন্ন এত উপকরণ ও যন্ত্র কোথায় সংঘটিত হইবে? ডাক্তার কানাইলালদে যদি রসায়ন শাস্ত্রে সুখ্যাতি লাভ করিতে না পারিতেন তাহইলে অবশ্যই বাঙ্গালিরা বিজ্ঞানচর্চ্চায় পরাঙ্মুখ বলিয়া নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। ডাক্তার তামিজ খাঁ কি "প্রাক্টিস্ অব মেডিসিন্" বিষয়ে অল্প-চর্চ্চা করিয়াছেন?

"এ দেশে বৃহৎ বৃহৎ হর্ম্ম্যাদির ভগ্নাবশেষ দ্বারাই এদেশীয় পূর্ব্বতন লোক দিগের শিল্পকারিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ, ইংলণ্ডীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের সম-

ক্ষতা লাভ করিতে পারিতেছেনা, বড় দুঃখের বিষয়।"

ভারতবর্ষে যত প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংই সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীন, একাল পর্য্যন্ত কয় জন ইঞ্জিনিয়ারকে এদেশে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে? দেশের প্রয়োজনানুসারেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের চর্চ্চা হইয়াথাকে, ইউরোপ ও আমেরিকাতে, নদী ও সমুদ্রের নীচ দিয়া রেলওয়ে চালাইতে হয়, সমুদ্রের মধ্য হইতে স্তম্ভ উঠাইতে হয়, পর্ব্বত কাটিয়া পথ বাহির করিতে হয়, এক সপ্তাহে সহস্র অট্টালিকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এতদনুসারে সেই সেই দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের অধিক পরিমাণে চর্চ্চা ও সমাদর জন্মিয়া থাকে, (যে দেশে যেমন শীত তেমন বস্ত্র) এ দেশে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অট্টালিকা লইয়াই কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ার আছেন, যখন এ দেশে এতদ্বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইবে, তখন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েও বিশেষ চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইবে সন্দেহ নাই, পূর্ব্বভারতবর্ষীয় শিল্পের সদৃশ শিল্প প্রস্তুত হইতে এ দেশে অনেক সময় বাকি আছে, বিশেষতঃ এ দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষাতেও অনেক দোষ দৃষ্ট হয়, যদি উক্ত বিদ্যালয়ে কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক শিক্ষা হইত, তাহাহইলে কার্য্য কালে শুভ ফল দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই।

লার্ড সাহেব আরো বলিয়াছেন স্থানীয় আয় দ্বারাই তত্তৎস্থানীয় অভাব মোচনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এ দেশের যে কি অভাব, কি কি রীতি অনুসারে কোন কোন কা[illegible] করিলে সেই অভাব মোচন হইতে পারে, সকল নির্দ্ধারণের ভার দেশী[illegible] হস্তে কিয়ৎপরিমাণেও [illegible] হইয়া যাহারা এদেশে[illegible] জানেনা এবং এদেশের [illegible] সহিত কোন সম্বন্ধ রা[illegible] বিবেচনার উপর সম্প[illegible] নির্ভ[illegible] দেশীয়লোকের বি[illegible]চনার [illegible] বিষয় নির্ভর না করিলে [illegible] মঙ্গলের প্রত্যাশা করা [illegible] না।

ভরসা করি [illegible] মাত্র প্রকাশ করিয়া [illegible] না, কার্য্যেও আমা[illegible] বেন।

[illegible]

(পূর্ব্বপ্রকা[illegible])

নেড়ে জমিদারদের আবার মক্কা, কি মদিনা, কি কারবালা, কি [illegible]রশুল-প্রভৃতি কোন স্থানের কথাও [illegible] স্মরণ হয় না, সেই শ্রীঘরের [illegible] তাহাদের রোজ করা [illegible]তর পাথর খণ্ড। যে লার্ড সা[illegible] আসেন্ তিনি তখন তাদের রছু[illegible]

জমিদারদের মানের শেষ সীমা দেখাইয়া বলা গেল, এরূপ শুষ্ক মানে এখন আর সকলের মন তুষ্ট হয় না, আর এক

প্রকার নুতন রকমের মান রাখার পথ আবিষ্কার হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, সাহেবেরা যার মান রাখেন সেই মানী, সাহেবেরা যার প্রতি মুখ তুলে না চান্ তার জন্ম বৃথা, তার মান, মান নয়ত ... আহারের জিনিষ। সাহেবের ... সাহেবের আচার, সাহিবী চাল চলন, সাহিবী ধর্ম্ম গ্রহণ কোরে চল্‌বে তা-রা অধিক সম্ভ্রম কর্‌বে কোরে অনেকেই সাহেব ...র চেষ্টা কত্তে লাগলেন্, ...ঠেনা, অনেক আয়াস ও ...ঙ্গালীরা, মাতা পিতা গুরু ...ঝেঁটা খেঙ্গরা খেয়ে, ...বাস কাক্ ডাকছে তা ...া ও নপুংসকের মুখপদ্ম ...র, মাসদগ্ধ ত্র্যহস্পর্শ জাহাজে

...সঙ্গতি আছে সে মনের সুখে জন্মের মত নিধুরটপ্পা গেয়ে চল্লো, কেহ কেহ বা বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন হতে কিছু ভিক্ষা ...রে বিলাতে যাত্রা কল্লেন। কোন ...ন মহাত্মা মাগ্ বাঁধা দিয়ে কিছু পাথেয় সংগ্রহ কল্লেন, কোন মহাপুরুষ বা অনন্যগতি মাতা পিতা-কে ... সাগরে ভাসিয়ে সাগরে ভাসলেন। ...ঠিক! মান রাখ্‌তে গেলে কত কষ্ট পেতে হয়, বিলাত গিয়ে যৎকিঞ্চিৎ বি এল্ এ বলে, সি এল্ এ রে পাঠ কোরে [কেহ বিশ কেহ আঠার, কেহ পনর হয়ে এলেন, এদেশীয় লোক অপেক্ষা অধিক মান লাভের চেষ্টা পেতে লাগলেন, কিছু দিন অনেক চেষ্টা কোরে দেখা গেল যে কিছুতেই সাহেবদের কাছে মান বাড়েনা সাহেবেরা—ভেতো বাঙ্গালী, পান তা-মাক্ খেগো বাঙ্গালী, ধুতি চাদর পরা উলঙ্গ বাঙ্গালী, ঘরপাগ্‌লা বাঙ্গালী, ঘোম্‌টা দিয়ে মাগ্ ঢাকা বাঙ্গালী, এক বাড়ীতে দশ কোটি লোকের সহিত বাস করিয়ে বাঙ্গালী, দুর্গোৎসব ও বারোয়ারিতে আমুদে বাঙ্গালী, ইত্যা-দি বোলে সর্ব্বদাই উহাদিগকে গালা-গালি দিতে লাগলেন্, এসব কথা সহ্য কত্তে না পেরে বাবুরা সাহেব হওয়ার প্রতি যত্নবান হলেন, প্রতিজ্ঞা কল্লেন— ধুতি চাদরের মুখ দর্শন করবোনা, যে ধুতি চাদর পরে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বোনা, পান তামাকের পরিবর্ত্তে চুরট, দুর্গোৎসব ও বারোয়ারি পর্ব্বের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টমাস্‌ডে, গুড্‌ফ্রাইডে প্রভৃতিতে সপরিবারে আমোদ, ভাত জলের পরিবর্ত্তে বিফ্ ও মদ, আরম্ভ কল্লেন। টেবিলে খেতে লাগ্‌লেন, টবে হাগ্‌তে লাগলেন, কাগজদিয়ে মুচ্‌তে লাগলেন্, মাগের শরীর হতে মল, দানা, বাজু, বালা, প্রভৃতি অলঙ্কারের সহিত সাড়ী খসিয়ে গাউন পরিয়ে এক অপূর্ব্ব আয়া সাজিয়ে মনে মনে বিবি কল্পনা কর্ত্তে লাগলেন্।

ধীরে ধীরে মৃদুভাবে হাঁট্‌লে পাছে সাহেব নামে কলঙ্ক হয়, এই ভেবে লা-

ক্ষতা লাভ করিতে পারিতেছেনা, বড় দুঃখের বিষয়।"

ভারতবর্ষে যত প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংই সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীন, একাল পর্য্যন্ত কয় জন ইঞ্জিনিয়ারকে এদেশে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে? দেশের প্রয়োজনানুসারেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের চর্চ্চা হইয়াথাকে, ইউরোপ ও আমেরিকাতে, নদী ও সমুদ্রের নীচ দিয়া রেলওয়ে চালাইতে হয়, সমুদ্রের মধ্য হইতে স্তম্ভ উঠাইতে হয়, পর্ব্বত কাটিয়া পথ বাহির করিতে হয়, এক সপ্তাহে সহস্র অট্টালিকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এতদনুসারে সেই সেই দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের অধিক পরিমাণে চর্চ্চা ও সমাদর জন্মিয়া থাকে, (যে দেশে যেমন শীত তেমন বস্ত্র) এ দেশে কেবল গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অট্টালিকা লইয়াই কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ার আছেন, যখন এ দেশে এতদ্বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইবে, তখন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েও বিশেষ চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইবে সন্দেহ নাই, পূর্ব্বভারতবর্ষীয় শিল্পের সদৃশ শিল্প প্রস্তুত হইতে এ দেশে অনেক সময় বাকি আছে, বিশেষতঃ এ দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষাতেও অনেক দোষ দৃষ্ট হয়, যদি উক্ত বিদ্যালয়ে কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক শিক্ষা হইত, তাহাহইলে কার্য্য কালে শুভ ফল দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই।

লার্ড সাহেব আরো বলিয়াছেন স্থানীয় আয় দ্বারাই তত্তৎস্থানীয় অভাব মোচনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এ দেশের যে কি অভাব, কি কি রীতি অনুসারে কোন কোন ক[illegible] করিলে সেই অভাব মোচন হইতে পারে, [illegible] সকল নির্দ্ধারণের ভার দেশী[illegible] হস্তে কিয়ৎপরিমাণেও [illegible] হইয়া যাহারা এদেশে[illegible] জানেনা এবং এদেশের [illegible] সহিত কোন সম্বন্ধ রা[illegible] বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর [illegible] দেশীয়লোকের বি[illegible]চনার [illegible] বিষয় নির্ভর না করিলে [illegible] মঙ্গলের প্রত্যাশা করা [illegible] না।

ভরসা করি নর্থ[illegible] মাত্র প্রকাশ করিয়া [illegible] না, কার্য্যেও আমা[illegible] বেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের [illegible])

নেড়ে জমিদারদের আবার মক্কা, কি মদিনা, কি কারবালা, কি [illegible]রশুল-প্রভৃতি কোন স্থানের কথাও [illegible] স্মরণ হয় না, সেই শ্রীঘরের [illegible] তাহাদের রোজ করা [illegible]তর পাথর খণ্ড। যে লার্ড সাহে[illegible] আসেন্ তিনি তখন তাদের রছু

জমিদারদের মানের শেষ সীমা দেখাইয়া বলা গেল, এরূপ শুষ্ক মানে এখন আর সকলের মন তুষ্ট হয় না, আর এক

প্রকার নূতন রকমের মান রাখার পথ আবিষ্কার হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, সাহেবেরা যার মান রাখেন সেই মানী, সাহেবেরা যার প্রতি মুখ তুলে না চান্ তার জন্ম বৃথা, তার মান, মান নয়ত [illegible] আহারের জিনিষ। সাহেবের [illegible] সাহেবের আচার, সাহিবী [illegible] চাল চলন, সাহিবী ধর্ম্ম [illegible] গ্রহণ কোরে চল্‌বে তা- [illegible]রা অধিক সম্ভ্রম কর্‌বে [illegible] কোরে অনেকেই সাহেব [illegible]ার চেষ্টা কত্তে লাগলেন্, [illegible] উঠেনা, অনেক আয়াস ও [illegible] বাঙ্গালীরা, মাতা পিতা গুরু [illegible] ঝেঁটা খেঙ্গরা খেয়ে, [illegible] বসে কাক্ ডাকছে তা [illegible] ও নপুংসকের মুখপদ্ম সন্দ [illegible]র, মাসদগ্ধ ত্র্যহস্পর্শ দিনে [illegible] জাহাজে উঠে বি[illegible]

যার [illegible] ও অর্দ্ধ সম্পত্তি আছে, সে মনের সুখে জন্মের মত নিধুরটপ্পা [illegible]লো, কেহ কেহ বা বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন হতে কিছু ভিক্ষা [illegible]রে বিলাতে যাত্রা কল্লেন। কোন[illegible] মহাত্মা মাগ্ বাঁধা দিয়ে কিছু পাথেয় সংগ্রহ কল্লেন, কোন মহাপুরুষ বা অনন্যগতি মাতা পিতা- কে [illegible] সাগরে ভাসিয়ে সাগরে ভাসলেন। [illegible]ঠক! মান রাখ্‌তে গেলে কত কষ্ট পেতে হয়, বিলাত গিয়ে যৎকিঞ্চিৎ বি এল্ এ বেল্, সি এল্ এ ক্রে পাঠ কোরে [কেহ বিশ কেহ আঠার, কেহ পনর হয়ে এলেন, এদেশীয় লোক অপেক্ষা অধিক মান লাভের চেষ্টা পেতে লাগলেন, কিছু দিন অনেক চেষ্টা কোরে দেখা গেল যে কিছুতেই সাহেবদের কাছে মান বাড়েনা সাহেবেরা—ভেতো বাঙ্গালী, পান তা- মাক্ খেগো বাঙ্গালী, ধুতি চাদর পরা উলঙ্গ বাঙ্গালী, ঘরপাগলা বাঙ্গালী, ঘোম্‌টা দিয়ে মাগ্ ঢাকা বাঙ্গালী, এক বাড়ীতে দশ কোটি লোকের সহিত বাস করিয়ে বাঙ্গালী, দুর্গোৎসব ও বারোয়ারিতে আমুদে বাঙ্গালী, ইত্যা- দি বোলে সর্ব্বদাই উহাদিগকে গালা- গালি দিতে লাগলেন্, এসব কথা সহ্য কত্তে না পেরে বাবুরা সাহেব হওয়ার প্রতি যত্নবান হলেন, প্রতিজ্ঞা কল্লেন— ধুতি চাদরের মুখ দর্শন করবোনা, যে ধুতি চাদর পরে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বোনা, পান তামাকের পরিবর্ত্তে চুরট, দুর্গোৎসব ও বারোয়ারি পর্ব্বের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্টমাস্‌ডে, গুড্‌ফ্রাইডে প্রভৃতিতে সপরিবারে আমোদ, ভাত জলের পরিবর্ত্তে বিফ্ ও মদ, আরম্ভ কল্লেন। টেবিলে খেতে লাগ্‌লেন, টবে হাগ্‌তে লাগলেন, কাগজদিয়ে মুচ্‌তে লাগলেন্, মাগের শরীর হতে মল, দানা, বাজু, বালা, প্রভৃতি অলঙ্কারের সহিত সাড়ী খসিয়ে গাউন পরিয়ে এক অপূর্ব্ব আয়া সাজিয়ে মনে মনে বিবি কল্পনা কর্ত্তে লাগলেন্।

ধীরে ধীরে মৃদুভাবে হাঁট্‌লে পাছে সাহেব নামে কলঙ্ক হয়, এই ভেবে লা-

পিয়ে লাপিয়ে মাটি নাখিয়ে নাখিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন।

অন্ধকার রাত্রিতে ঘোড়ায় চাপ্‌বার অভ্যাস কর্ত্তে লাগলেন্, ওয়াইফ্‌কেপেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ সহ্যকরবার অভ্যাস করাতে লাগলেন।

মফস্বলে গিয়ে বাপের বয়সী ডিপুটীদের প্রতি ঘাড় বাঁকা কোরে ইগল্ পক্ষীর মত চাইতে লাগলেন্। আম্‌লা মোক্তারদের বড়ই আশাছিল, হাকিম বাবুর বাপের শ্রাদ্ধে এক আধদিন কাছারি বন্ধ পাবে, সে গুড়ে বালি, সেদিন আপিস বন্ধ দেওয়াদূরে থাকুক, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জাঁক জমকে কাছারির কাজ কর্ত্তে লাগলেন, হায় অদৃষ্টের লিখন কিছুতেই খণ্ডে না! তাদিগকে কেহই বাবু বই সাহেব বলে ডাকেনা, কি আক্ষেপের বিষয়! যার জন্যে লাফদিয়ে সাগর পার হয়ে অমৃত ফল খাওয়া গেল, লঙ্কা দগ্ধ করা গেল, গন্ধমাদন পাহাড় মাথায় বহন করাগেল, সেই সীতার উদ্ধারই যদি না হল তবে সকলই বিফল, নিয়ম করা হল, অধীন কর্ম্মচারীদিগের কেহ যদি বাবু বলে সম্বোধন করে তবে তার জরিমানা হবে, অন্যেরা এই নিয়ম লঙ্ঘন কল্লে লাইবল করা হবে, আমরা তাদিগের লাইবেলকে ভয় করিনা, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি, তাঁহারা বাবু, বাবু, বাবু, তাঁদের পিতা পিতামহ বাবু, তাদের তোষামুদেরা অবশ্যই বলেউঠবে, তাহারা সাহেব, সাহেব, সাহেব, তাদের পিতা পিতামহসাহেব। পাঠক মহাশয়! বিচারকরুন কোন্ গালাগালিটী অধিক কঠিণ।

সব বড় বড় ডাক্তর বাবুরাই, উত্তম উত্ত[illegible] চাপকান্ ও জুতো, খাসা খাসা ক্যা[illegible] পেটের টুপি, সোণার ঘড়ি ও চেই[illegible] ব্যবহার করে, বোতল ও শিশি ভর[illegible] মেডিসিন্ দিয়ে থাকেন।

এসব সাজ পোষাকে[illegible] গুমর নাই, এবং গুরূপ[illegible] আর মান নাই, যে ডা[illegible] চান, তার উচিত একল[illegible] দেওয়া।

দেখ্‌লাম কোন ডাক্তরে[illegible] দিকে দৃষ্টি নাই, একজন [illegible] মানের অনুরোধে ভাল পো[illegible] কানের পরিবর্ত্তে মার্‌কীনের [illegible] ভাল জুতোর বদলে, চটি [illegible] পরিবর্ত্তে শুধু মাথা ব্য[illegible] ঔষধের কথা শুন্‌লে হাঁ[illegible] বিন্দু ঔষধ রাশীকৃত [illegible] শিয়ে গরু[illegible] পর সেই গরু[illegible] জাল জলের ম[illegible] ডুবলো, খুব ঘেঁটে ঘেঁটে [illegible] নিয়ে এক বিন্দু এক পুকুরে ফেলে দেয়, এক [illegible] পরে সেই পুকুরের এক বিন্দু জল [illegible] অন্য এক বোতল জলের সঙ্গে মিশিয়ে রোগীকে অল্পমাত্রায় [illegible] তাহলেই নাকি রোগ ভাল [illegible] সাত দিন পায় মুখে দেওয়াতে এক[illegible] মোণ কুকুন্দের রোগী নাকি ভাল হয়েছে অপারেশন্ কর্ত্তে হয় নি।

ডাক্তার মহাত্মা বল্লেন, [illegible] কুই[illegible] নাইন দিলে আপত্তি না[illegible] বিবেচনা কর্ত্তে হবে, কাশীতে ম[illegible]কর্ণিকার ঘাটে এক আউন্স কুইনাইন ছেড়ে দিবে কলিকাতা নিমতলার ঘাটে এক মাস পর ডুব দিয়া একবিন্দু জলপান করিলে

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২ য় খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ সন ১২৭৯ সাল [৪র্থ সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় বাদ্যযন্ত্র

মনুষ্যগণ কেবল কণ্ঠ সঙ্গীত দ্বারা পরিতৃপ্ত থাকিতে না পারিয়া নানা প্রকার গীতের অনুকারী ও সহকারী যন্ত্র সমুদয় আবিষ্কার করিল। কোন্ ব্যক্তি, কোন্ সময়ে কোন্ দেশে প্রথম বাদ্য যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বীণা ও মুরজ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার অনেককাল পরে মুসা প্রণীত গ্রন্থে গীতবাদ্যের প্রয়োগ পাওয়া যায়। মুসা অবতরণের অনেক বৎসর পরে যে ইউরোপে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্র উন্নত ও আদৃত হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। মিসর ও চীন দেশেরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার আলোক বিকাশিত হয়। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষেই নানা প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে আর্য্যেরাই প্রথম কোন রূপ বাদ্য যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যন্ত্র সমুদয় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। স্বর যন্ত্র ও তাল যন্ত্র, যে যন্ত্রে ষড়জ ঋষভাদি স্বরের সহিত নানা গ্রাম বাদিত হইয়া থাকে তাহাকে স্বর যন্ত্র বলাযায়। যাহাতে গীতের সময়-সামঞ্জস্য উদ্দেশ্যে নানা প্রকার, "অনুকার" শব্দ বাদিত হয় তাহাই তাল-যন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইল। বিদ্যমান বীণার পূর্ব্বে যে কোন রূপ স্বর যন্ত্র ছিল তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বরযন্ত্র—টঙ্কার ধানুক বৈণব, এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যে যন্ত্র অঙ্গুরীয়ক বিশেষ কি অঙ্গুলী কি কোন

রূপ যষ্টিকা দ্বারা বাজাইতে হয় তাহাকে টঙ্কার বলা যায়। ধনুকাকার দণ্ড (ছড়) ঘর্ষন দ্বারা যাহা বাজাইতে হয় তাহাই ধানুক-যন্ত্র বলিয়া কথিত হইল। ফুৎকার সম্পাদিত যন্ত্র বৈনব নামে অভিহিত হইল।

বীণা---টঙ্কার শ্রেণীয় যন্ত্রের মধ্যে ইহাই সর্ব্বআদি ও উৎকৃষ্টআর্য্যেরা শিবকেই বীণার আদিস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। হয়ত কোন মহাত্মা স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া আবিষ্কৃত বস্তুর গৌরব বর্দ্ধনের নিমিত্ত দেবাদিদেব শিবের নামে প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের একরূপ প্রকৃতি প্রচলিত ছিল যে, তাঁহারা পুস্তকাদি রচনা করিয়া কোন দেবতা কি অলৌকিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির নামে প্রচারিত করিতেন।

যাহা হউক, শিবকেই এখন তৎপ্রণেতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে। শিব বীণা বাদন দ্বারা নারায়ণকে দ্রবীভূত কয়িয়া ছিলেন তাহা হইতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, এই কিম্বদন্তী দ্বারা বীণা যন্ত্রের চিত্ত-দ্রাবিত গুণের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর নারদের বীণা বাদন, পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। দেবী স্বরস্বতী ও তম্বুরু নামক কোন ব্যক্তির বীণা বাদন প্রসঙ্গ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিখিত আছে---শিবের বৃহতী, তম্বুরুর কলাবতী, নারদের মহতী, সরস্বতীর কচ্ছপী ("শিবস্য বৃহতী বীণা তম্বুরোস্তু কলাবতী মহতী নারদস্যেব সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী")বীণা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। বৃহতী বীণা যে কিরূপ ছিল তদ্বিষয়ে কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহতী বীণাই এখন বীন্ নাম ধারণ করিয়া ভারত বর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে গীত প্রিয়গণের মনোহরন করিতেছে।

তম্বুরুর সেই কলাবতী-বীণা এখন "তাম্বুরা" নামে আখ্যাত হইয়াছে। ভারত বর্ষীয় কলাবত গাথকেরা স্বরসংযোগে ধ্রুপদ খেয়াল'দি গান করিয়া থাকে। সরস্বতীর "কচ্ছপী" বীণা হইতেই "কাছুয়ার" উৎপত্তি হইয়াছে।

সর্ উইলিয়ম জোন্স বীণার অশেষ প্রশংসা করিযাছেন। উইলার্ড সাহেব লিখিয়াছেন ইউরোপীয় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "পায়েনো" অপেক্ষা বীণা কোন অংশে ন্যূন নহে। (১) বীণা দ্বারা মূর্চ্ছনা (মীর), গমক, স্পর্শ, প্রভৃতি যে গীতালঙ্কার সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে, পায়নো প্রভৃতি ইউরোপীয় কোন যন্ত্র দ্বারাই সে সকল বিকাশিত হইবার নহে। বীনা-বাদনে নৈপুণ্য লাভ বহু প্রয়াস সাধ্য, বহু পরিশ্রমে ও বহুকালে একরূপ সুসিদ্ধ হইতে পারে। বীণা বাজাইয়া অতি অল্প লোকেই ক্ষোভ নিবারণ করিয়া থাকে। অল্পায়াসে বীণার কার্য্য কিঞ্চিদংশে সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা লোকের বলবতী হওয়াতে, ত্রিতন্ত্রীর সৃষ্টি হয়। ত্রিতন্ত্রীর পারস্য নাম সেতার। (ত্রি-সে, তন্ত্রী-তার) ইহা বীণার অনুকল্প মাত্র। পূর্ব্বে ইহাতে একটী "নায়কি„ ও দুইটী "অনুরণন" তার ছিল, পরে বাদক গণ অভিলাষ করিয়া ৫, ৭, ১০, কি ততো-

ধিক তার যোজনা করিরা থাকেন।

পশ্চিম ভারত বর্ষীয়েরা সেতার বিশেষকে কাছুয়া বলিয়া থাকে। যে সেতারের অলাবু খণ্ড কচ্ছপ পৃষ্ঠ সদৃশ, তাহাকেই কাছুয়া বলা গিয়া থাকে। অলাবু খণ্ড বর্ত্তুলাকার হইলে, স্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে নিঃসৃত হয়। "কচ্ছপ„ পৃষ্ঠ সদৃশ হইলে তাহা হইতে অনির্হাদি স্বর নির্গত হইয়া থাকে। দ্রুত লয়ে গত্ বাজাইবার পক্ষে কাছুয়াই প্রশস্ত। কোন্ সময়ে কাহার কর্ত্তৃক সেতারের সৃষ্টি হয়, তাহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। "বাহাদুর„ সাহার সময়ে দীল্লিতে সেতারের অধিক চর্চ্চা হইয়াছিল। পূর্ব্ব কালে বীণার রীত্যনুসারেই সেতার বাদিত হইত "খাঁআলি রাজা" নামক কোন ব্যক্তি সেতার বাজাইবার নুতন প্রণালী সৃষ্টি করেন।

ভারত বর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এক রূপ সেতারকে "নারায়ণী" বীণা বলিয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ রূপ সঙ্গীত কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে না।

রবাব—ইহার উৎপত্তি প্রথম আরব দেশে হইয়াছে। পাঠান রাজ বংশীয়েরা ইহাকে অত্যন্ত আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। ইদানীং আফগানী স্থানে ইহার বহুল প্রচার দেখাযায়। রাগ রাগিণী আলাপের পক্ষে বীণা অপেক্ষা অধিক ন্যূন নহে। বীণা হইতে যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলা বাহুল্য। দিল্লির নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থল ভিন্ন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই রবাব প্রায় দৃষ্ট হয় না। বঙ্গ দেশীয়দিগকে এপর্য্যন্ত রবাবে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় না।

কানুন—ইহাতে অনেক গুলি তার যোজিত থাকে। ভূমিতে ফেলিয়া বাজাইতেহয়। যন্ত্রের স্বর প্রকৃতি দৃষ্টে ইহাকে বীণার সন্তান বলিয়াই অনুমিত হয়। ভারতবর্ষে অতি অল্প ব্যবহার বশতঃ অনেকে ইহার উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ স্বীকার করেননা। একজন যবন সঙ্গীত গ্রন্থকার আরব্য দেশ ইহার উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহবা "মিয়া- তানসেনের" বংশ সম্ভূত" পেয়ার সেনকে" ইহার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। বীণা দৃষ্টে ভারতবর্ষ হইতে মূল গৃহীত হইয়া আরব্যদেশে কানুন নামে প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই অনুমিত হয়। বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে কানুন হইতেই পায়ানোর উৎপত্তি হইয়াছে, বোধ হইবে। বীজগণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা রত্ন ভারত বর্ষ হইতে আরব্যদেশে, আরব্য হইতে গ্রীশ্‌রাজ্যে, গ্রীশ্ হইতে সমুদয় ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। বীণা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারত বর্ষ হইতে আরব্যদেশে কানুন নামে বিচরণ করিতেছে। কানুন কিঞ্চিৎ শোধিত হইয়া "পায়ানো" নাম ধারণ পূর্ব্বক গ্রীশ্ দেশে অবতরণ করিয়াছে। গ্রীশ হইতে সমুদয় ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া ফ্রান্স ও জারমনিতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজদিগের সাহায্যে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে পুনরাগত হইয়া বৃদ্ধ প্রপিতামহী বীণার নিকট স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে।

ইনি উক্ত বৃদ্ধ প্রপিতামহীর সুমিষ্ট ললিত স্বরের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন

বটে, কিন্তু মূর্চ্ছনা, গমক, স্পর্শ প্রভৃতি কতক গুলি অলঙ্কার রত্নের উত্তরাধিকারী হইতে পারেননাই। এই অভাব বশতঃ ঐ পায়ানোতে আর্য্য সঙ্গীত ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা, টপখেয়াল, প্রভৃতি সম্পাদিত হয় না। গমক- বিহীন ঠুংরি লয় বিশিষ্ট সংকীর্ণ সঙ্গীত কেবল একরূপ বাদিত হইতে পারে।

কলিকাতার নর্ম্মাণস্কুলের এক জন শিক্ষক কিশোরী মোহন বাবু বীণা, কানুন ও পায়নো, অবলম্বন করিয়া একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, উহা ও টঙ্কার শ্রেণীয় ব্যতীত নহে, ইহাতে প্রায় সমুদয় অলঙ্কার ঐ এক রূপ বিকাশিত হইতে পারে।

জল তরঙ্গ—ক্ষুদ্র ২ পাত্রের অবয়ব ও জল প্রদানের তারতম্যানুসারে এই যন্ত্রের স্বরশ্রেণী সমাবেশিত হইয়া থাকে। ইহাতে মূর্চ্ছনা গমকাদি অলঙ্কার প্রকাশিত হয় না, অতি লম্পক্ষণ মাত্র স্বর স্থায়ী হয়।

দ্রুতলয়ে গত্ ব্যতীত ইহাতে আর কোনরূপ সঙ্গীত প্রকাশিত হয় না। ইহার অনুকরণেও একরূপ যন্ত্র ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কাচ নির্ম্মিত একটী বাক্সের উপর যষ্টিকা দ্বারা বাজাইতে হয়, এই টঙ্কার শ্রেণীয় যন্ত্রগুলিকে অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী স্বয়ং সিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা কণ্ঠ সংঙ্গীত কি অন্য যন্ত্রের সহকারিতায় বাজাইতে হয় না। গোপীযন্ত্র প্রভৃতি আরো কতকগুলি টংকারশ্রেণীয় যন্ত্র আছে। অতিসামান্য ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া সেগুলির বর্ণনে নিবৃত্ত হওয়া গেল।

ধানুক—কোন কোন ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার ধনুযন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষবলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "রাবানা" ও "রাবণাস্ত্র" নামে ভারতবর্ষে একরূপ অতি প্রাচীন যন্ত্র প্রচলিত আছে; প্রবাদ আছে তাহা লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। বস্তুতঃ যন্ত্রের নামের দ্বারা উহাই অনেকের বিশ্বাস্য হইতে পারে। রাবণা হইতেই সারঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে।

রাবাণা হইতে ভারতবর্ষে অমৃত নামে আর এক যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত আরব্য দেশীয় কমান্জের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে, বোধ হয় আরব্য দেশীয়েরা কমান্জে দ্বারা, অমৃতের অনুকরণ করিয়া থাকিবেন।

সারঙ্গ—ইহা অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্র, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে ইহা নাড়ী যন্ত্র নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সমুদয় অলঙ্কারই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার স্বর অতি উচ্চ, স্থায়ী, সুমধুর, এবং স্ত্রীকণ্ঠের কিঞ্চিৎ অনুকারী। ইহার ন্যায় কোন যন্ত্রেই সম্যক্ রূপে টপ্পা সংসাধিত হয় না, এই যন্ত্রে যেরূপ স্বয়ং সিদ্ধ রূপে বাদিত হইতেপারে, সেরূপ গীতের সহিত মিলন সহযোগ লাভ করিতে পারে। এতৎযন্ত্রে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ বহু পরিশ্রম সাধ্য। লক্ষ্ণৌ ও কাশীতে ইহার অধিক প্রচলন দেখাযায়। ইহা ভারতবর্ষীয় নর্ত্তকী গণের সঙ্গীতসম্বন্ধীয় প্রধান উপকরণ। বীণা অপেক্ষাও ইহাতে টপ্পা সুন্দর রূপে

বাদিত হয়। খেয়াল ধ্রুপদও এক রূপ বাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু, এক তার হইতে অন্যতারে যাইবার সময় মূর্চ্ছনা ভঙ্গ হয় বলিয়া সময়ে সময়ে খেয়াল ধ্রুপদ অঙ্গহীন বোধহয়।

সারবীন—বীন ও সারঙ্গের সংযোগে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে ত্রিগ্রামাত্মক অনুরণন(ঝাঁজ)যোজিত থাকে। ইহার স্বর সারঙ্গ ও বীণার স্বরাভাস যুক্ত পায়নো অপেক্ষা অধিক মধুর ঐকতানিক ও দূরশ্রাবী। ইহাতে যেরূপ খেয়াল, ধ্রুপদ্ ও আলাপ সাধিত হইয়া থাকে, সে রূপ টপ্ খেয়াল টপ্পা, রেখ্তা, ঠংরি, ও নানা প্রকার গত্ বাদিত হইতে পারে। ইহাতে কেবল যে ধান্নুকীয় সম্পাদিত হয় এরূপ নহে, টাঙ্কারিক গত্ও সংসাধিত হইয়া থাকে। অনেকে তানসেনকে ইহার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশকরেন যাহা হউক, ইহা যে ভাতবর্ষীয় এক অদ্ভুত যন্ত্র,তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। বঙ্গ দেশে ইহার প্রচার নাই, ইহা সর্ব্বপ্রধান ধানুক যন্ত্র ইহাতে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিলে যন্ত্রবাদন দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষোভ নিবারন করা যাইতে পারে।

আস্রাজ—ইহা সেতার ও সারঙ্গের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার স্বর স্থায়ী প্রচণ্ড, ওজস্বী, কিন্তু সারঙ্গ, সেতার কি বীণার ন্যায় মধুর নহে। লোহার তারে ছড় দ্বারা স্বর নিঃসারন করাতে কিঞ্চিৎ বিকৃত ও কর্কশ হয়, এই যন্ত্র ইদানী বঙ্গ দেশে ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছে, দিল্লির নিকট বর্ত্তী স্থল সমূহে ইহার অধিক প্রচলন দেখাযায়।

তাউস্—এই যন্ত্রের সহিত আসরাজের কোন বিভিন্নতা নাই। পারশ্য ভাষাতে তাউস শব্দে ময়ূর অভিহিত হয়, আসরাজে একটী ময়ূর নির্ম্মিত থাকে বলিয়া তাহার নাম তাউস হইয়াছে। আকবর বাদসাহের সময়ের পুস্তকে তাউস যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ময়ূর বাহন (১) সাজাহানকে সন্তুষ্ট করিবার মানসেই গায়ক গণ নিজ নিজ যন্ত্রে ময়ূর নির্ম্মান করিয়া রাজ ভক্তি প্রদর্শন করিত। ইহা দ্বারা খ্রীষ্ট ১৭ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাউস যন্ত্রের প্রথম প্রচলন অনুমিত হইতেছে, তাউসকে আসরাজের সন্তান বলিলে ও বলা যাইতে পারে।

সারিন্দ—ইহা ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সচরাচর ভিক্ষুক গণের হস্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দরিদ্রতা সূচক বলিয়া ভারতবর্ষীয়-গৃহস্থেরা ইহা ব্যবহার করেনা বিশেষতঃ সঙ্গীত কৌশল অধিক প্রদর্শিত হইবার নহে, সারঙ্গ ও তাউস হইলে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

গীতার—ইহা ইউরোপীয় যন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, জার্ম্মাণ দেশীয় জেতার, ইংরাজী গিটার যে এই গীতার তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে সেতার হইতে ইহার উৎপত্তি স্বীকাব করেন।

(১)সাহা জাহানের আসনকে তখ্‌ত তাউস্ বলিত।

বেহালা—ইটালী দেশে "ভিয়ালো" নামে এক যন্ত্র আছে, তাহাকে ইংরাজীতে,, "ভায়লিন বলে সেই ভায়লিন ই এতদ্দে-

শে বেহালা নাম ধারণ করিয়াছে। অনেকে ইহার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ নির্দ্দে করেন। এক জন ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার ভারতবর্ষীয় যন্ত্রাবলীর মধ্যে বেহালাকে নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অনেকের ভ্রম জন্মিয়াছে। বেহালার স্বরাভাস শ্রবণে পাশ্চাত্য যন্ত্র বলিয়াই অনুমিত হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ব্যতীত ভারত বর্ষের অন্য কোন প্রদেশে ইহার প্রচলন নাই। বাঙ্গালাতে ইংরাজী ভাষা ও রীতি নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ইংরাজ দিগের গান বাদ্যও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বেহালা ভারত বর্ষের সম্পত্তি হইলে অন্য কোন প্রদেশেও দৃষ্ট হইত। ইংরাজ দিগের দ্বারা যে বাঙ্গালায় বেহালার প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা বঙ্গ দেশে যাত্রা ওয়ালাদের নিকট অধিক আদরণীয়। টপ্পা এক রূপ আলাপিত হইতে পারে ইদানীং অনেক গুণি গণ বহু তার সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বৈণব--যন্ত্র--পৃথিবীর সমুদয় প্রদেশে প্রসিদ্ধ। কি সুসভ্য কি অসভ্য সমুদয়স্থলেই নানা আকার ও প্রকারে বিবরন করিতেছে। কীচক রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশে এক রূপ শব্দ হইতে শুনিয়া আদিম সময়ের লোকেরা একছিদ্রা বংশীর আবিষ্কারকরে। অদ্যাপিও কুকি সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য লোকেরা বংশপর্ব্বে একটী মাত্র ছিদ্র করিয়া বাজাইয়া থাকে। কালে সভ্যতার সহিত বংশীর উন্নতি সাধিত হইলে প্রয়োজনানুসারে তিন গ্রাম সাতস্বর বিকাশার্থ অধিক ছিদ্র নিয়োজিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে যে কেহ, সুসভ্য বহুছিদ্রা বংশী বাদন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আমরা শ্রীকৃষ্ণকেই সুসভ্য বংশীর আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি।

সানাই—এই যন্ত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থলে প্রচলিত। বংশী কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, বংশীতে মূর্চ্ছনা প্রকাশ হয় না, সেই নিমিত্ত তাহাতে খেয়াল ধ্রুপদ সম্পন্ন হইবার নহে, কিন্তু সানাই যন্ত্রে উত্তমরূপে খেয়াল ধ্রুপদ বাদিত হইয়া থাকে।

রোসন চৌকি—"রোসন" নামক একব্যক্তি আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহাতে বীণার ন্যায় পরিশুদ্ধরূপে রাগ রাগিণীর আলাপ হইতে পারে, ইহার স্বর অতি দূরশ্রাবী, মনোহর ও তেজস্বী, যুগল (জুড়ি) যন্ত্র সম্মিলনে ইহার উত্তম ঐকতানিকতা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সভাতে ইহার প্রবেশাধিকার নাই, কোন উৎসব কাণ্ডে অনাদৃতরূপে বাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পশ্চিমাঞ্চলে সভাতে ইহার বিলক্ষণ আদর আছে, ইহার ন্যায় কোন যন্ত্রেই স্বরের স্থায়ি-ভাব নাই। ইউরোপে অনেক প্রকার বাঁশী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু রোসন চৌকিকে কোন প্রকার বাঁশীই, পরাস্ত করিতে পারে নাই।

ভেরি—ইহা অসপ্তক বৈণব, অর্থাৎ ইহাত সাতস্বর প্রকাশ পায় না। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে যুদ্ধাদিতে ব্যবহার হইত, অদ্যাপিও বিরল ব্যবহার আছে,

ইহার স্বরের গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতা প্রশংসনীয়।

শৃঙ্গ—বাঙ্গালা ভাষাতে ইহাকে "সিঙ্গা" বলে ইহাও আদিম যন্ত্র। ইহাতে সাতস্বর প্রকাশ পায়না, ইহা শিব বাজাইতেন। অদ্যাপি অসভ্য বন্য লোকদিগের মধ্যে সিঙ্গার প্রচলন আছে।

তাল যন্ত্র।

দুন্দুভি প্রভৃতি নানা তালযন্ত্র প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হইত, সে সকল সঙ্গীতের সহযোগী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

মুরজ—মুরজকেই মুসলমানেরা পাখোয়াজ এই আখ্যা দান করিয়াছে। হিন্দুরা মৃত্তিকা দ্বারা মুরজ প্রস্তুত করিত বলিয়া মৃদঙ্গ তাহার নামান্তর ছিল। কিন্তু মুসলমানেরা তাহা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুবিধা সাধন করিয়াছে, এই যন্ত্র অত্যন্ত গভীর-নাদী। সময়ে সময়ে দূরস্থিত মেঘ গর্জ্জন বলিয়া ভ্রম হয় ধ্রুপদলয়ের [illegible] উপযোগী।

[illegible]—পাখোয়াজ দ্বিধারূপে বিভক্ত হইয়া এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাখোয়াজ ধ্রুপদের ন্যায় খেয়াল টপ্পা প্রভৃতিতে উপযোগিতা প্রকাশ করে না। এই অভাব বশত এই যন্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে। কোন্ বাদ্সাহের রাজত্ব কালে প্রচলিত হয় নিশ্চয় নাই বঙ্গ দেশে ইহার বিলক্ষণ প্রচলন আছে। ইউরোপে স্বর যন্ত্রের অনেক দূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাল যন্ত্রের কিছু মাত্র উৎকর্ষ হয় নাই। পাখোয়াজও তবলার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে ইউরোপ ও আমেরিকাতে এরূপ কোন তাল যন্ত্র নাই।

খোল—ভ্রমবশত অনেকে খোলকে মৃদঙ্গ বলিয়া থাকে, বস্তুত মৃদঙ্গ খোল নহে, অনেক সংস্কৃত পুস্তকে দেখা যায় যে—বীণা ও মৃদঙ্গ সংযোগে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরেরা গান করিত। অদ্যাপি বীণ ও পাখোয়াজ যোগে গান করিবার প্রথা পঞ্জাবে প্রচলিত আছে। খোলের সহিত বীণার কোন রূপেই সম্মিলন হইতে পারে না, ইহা দ্বারাও জানা যায় খোল মৃদঙ্গ নহে। খোল বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে প্রচলিত, গৌরাঙ্গ ভক্তেরা ইহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে।

ঢুল্‌কি, বাঁয়া ঢোল, এই দুই প্রকার যন্ত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। যাত্রা, পাঁচালি, ও কবিগানে এই যন্ত্রদ্বয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

দুন্দুভি—ইহাকে এখন টিকারা বলে, অনেক দেশে উৎসবাদিতে প্রচলন আছে।

মাদল, তাসা, ঢাক, ঢোল, কাড়া প্রভৃতি অনেক অসভ্য যন্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তৎবর্ণন এপ্রস্তাবে অনাবশ্যক।

মূরুচুঙ্গ, ঝাঁঝরি, করতাল, খরতালী, মন্দিরা, কাঁশ, ঘণ্টা, প্রভৃতি কতক গুলি প্রাচীন যন্ত্র এই প্রস্তাবে গৃহীত হইল না। আধুনিক কৃতবিদ্যদিগের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন তাঁহারা যেন অনাদৃত ভারতবর্ষীয় বাদ্য যন্ত্র গুলির প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন।

অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—পদ্ম পুরাণ।

স্বর্গ খণ্ড—এই খণ্ডে ৪০ অধ্যায় ও ৪ সহস্র শ্লোক আছে। সৌতি শেষ-নাগ ও ঋষিবর্গে যে কথোপকথন হয় তাহার আবৃত্তি করিয়া এই খণ্ড আরম্ভ করেন।

বৎস-যোজন মুনি শেষনাগকে স্বর্গের বিষয় জিজ্ঞাসু হইলে, সর্পদেব ভরত-রাজার সহিত বিষ্ণুর জনৈক দূতের কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করেন। ভরত-রাজার সম্বন্ধে শকুন্তলার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দুষ্মন্তপুত্র ভরত বহুকাল রাজত্ব করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুর উপাসক হন। বিষ্ণু, সুনন্দ নামক ত্বদীয় দূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সুনন্দ ভরতের অভ্যর্থনায় স্বর্গের বিষয় বর্ণন করেন। স্কন্দ পুরাণের কাশী খণ্ডও এই রূপে কথিত আছে।

সৌর জগত, স্বর্গ এবং মহ, জন, তপ ও সত্য প্রভৃতি চত্তঃস্বর্গের বিবরন সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠপুরী এতৎ-সমুদয়ের উপরেস্থিত। তৎপরে ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর, ও অপ্সরোগণের আবাসভূমি ভিন্নং লোকের বিবরণ। কি কার্য্য করিলে মানবগণ সেই সকল স্থানে বাস করিবার যোগ্য হইতে পারে তদ্বিষয় বিস্তারিত রূপে কথিত আছে। অপ্সরো লোক বর্ণন কালে সুনন্দ উর্ব্বশী ও পুরুর-রবার বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। পুরুরবা গন্ধর্ব্বদিগকে পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া উর্ব্বশীর সহিত অপ্সরো লোকে বাস করিতে পান। ভরত তাঁহাকে সমস্ত পুণ্যদান করিলে তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। তৎপরে সূর্য্য লোক, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, দিক্‌পাল, বরুণ ও বায়ুর বিবরণ। কুবের লোক বর্ণন কালে রাবণের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক কুবেরকে লঙ্কা হইতে বহিষ্কৃত করণ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সোম লোক বর্ণন স্থলে সোমও বুদ্ধের জন্ম বৃত্তান্ত ও সোম কর্ত্তৃক দক্ষ-প্রজাপতিকে শাপ প্রদানের বিবরণ কথিত আছে। ধ্রুবলোক বর্ণন কালে ধ্রুবের জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁহার বৈকুণ্ঠধামে গমন বিবরণ বিবর্ণিত হইয়াছে। সুনন্দ তৎপরে ভরতকে বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান।

বৎস-যোজন শেষ নাগকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাভাগ! সূর্য্য বংশীয় কোন কোন নরপতি পুণ্য কার্য্য দ্বারা স্বর্গ রাজ্যে গমন করিয়া ছিলেন। শেষ তৎ-সমুদয় বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করেন। সগর রাজার জন্ম, কপিল মুনির শাপে সগর বংশ ধ্বংস, ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন জাহ্নবীনীর স্পর্শে সগরকুল উদ্ধার, মধু দৈত্যের পুত্র ধুন্দ দৈত্যের উপাখ্যান, শিবি নরপতির বদান্যতা, মরুৎ যজ্ঞ, দিব দাসের কাশীতে রাজত্ব' শিবের কাশী রাজ্য লাভ এবং মান্ধাতার জন্ম বিবরণ। মান্ধাতা একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন দেবর্ষি নারদ সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর উপাসনা সম্বন্ধীয় নানা নীতি গর্ভ উপদেশ প্রদান করেন, তৎসমুদয়ই সাংখ্য দর্শনের মতা-নুযায়ী। কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান যোগের বি-

ষয়ে ও অনেক উপদেশ আছে। এতৎ পাঠে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, এ-ভাগটী সম্পূর্ণত বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক। তৎ পরে অনুষ্ঠান পদ্ধতি। দক্ষ প্রজাপতির অবমাননা করিয়া শিবের অপমান, এবং বিশ্বকেতুর পুত্র ব্রহ্মকেতু ও দক্ষ প্রজাপতির উপাখ্যান।

পরিশেষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবরণ, রাজতন্ত্র রাজ্যের আবশ্যকতা, নরপতিগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, যুগ চতুষ্টয়ের স্থায়িত্ব ও জগৎ ধ্বংসের বিবরণ ব্যাখ্যা করিয়া নারদ ইন্দ্রধামে গমন করিলেন। শুভারি মুনির সহিত মান্ধাতার কন্যাগণের বিবাহ, তাহার যজ্ঞ শেষ ও স্বর্গে গমন প্রভৃতি বর্ণন করিয়া এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে॥

কুমার সম্ভবং।
অষ্টমঃ সর্গঃ।

মেনাং গিরীশশ্চততঃ প্রবোধ্য,
নত্বাচ গৌরী গিরিশেন সার্দ্ধম্,
কৈলাস যাত্রা মকরোৎ সহর্ষং,
সম্পাদয়িত্রীং কুশলং সুরাণাম্।

ধীরং চলন্ কম্পিত কম্বলো, সৌ
ত্রিলোক নাথস্য নিদেশ মাত্রম্
আকাশ মার্গং পবনং বিলঙ্ঘ্য
প্রাসাদ সোপান মিবারুরোহ।

তনু প্রকর্ষাৎ শিখরং বিজিত্য,
তুষার শুভ্রো গগণেষু ধাবন্
শার্দ্দূল চর্ম্মাবৃত পৃষ্ঠদেশ।
স্ত্রিলোক পিত্রোশ্চরণাব্জবোঢ়া।

আরুহ্য তং বেষ্টন বন্ধ মুক্ত্যা
বিলম্বিতা ধৃত জটা কলাপঃ
বিশাল মূর্ত্তিঃ পরিশান্ত দৃশ্যঃ
সমেঘ শুক্লাদ্রিরিব প্রভাবান্

শোণ প্রভাভ্যাং নয়ুলোচনাভ্যাং
প্রভাত সন্ধ্যাসময়া গতস্য,
সূর্য্য দ্বয়স্যানু করস্তপস্বী,
ভালে তৃতীয়ং জ্বলদগ্নি চক্ষুঃ

তদূর্দ্ধতশ্চন্দ্রকলা নিষণ্ণা
গঙ্গা তরঙ্গো চ্ছসনাদ্র্ শীর্ষঃ
গর্জ্জ দ্‌ভুজঙ্গার্পিত কণ্ঠ হারো
লম্বোদরঃ কজ্জল কণ্ঠ দীপ্তিঃ।

সদ্যোহত ব্যাঘ্র বরস্য কৃত্তিং
রক্তাদ্র্ পৃষ্ঠং পরিধায় লোলাং
বামে তয়ে নৈব করেণ শৃঙ্গং
ধৃত্বা মুহু র্ভৈরব মাররাব।

অষ্টম সর্গ।

তদনন্তর গৌরী মেনা এবং গিরিরাজকে প্রবোধিত করিয়া, তাঁহাদিগের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক শিবের সহিত সহর্ষে দেব-কুশল সাধিনী কৈলাশ যাত্রা করিলেন। ত্রিলোক নাথের নিদেশ মাত্র ধীরগামী মহা বৃষভ গলকম্বল কম্পন করিয়া পবন লঙ্ঘন পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন প্রাসাদের সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিতেছে।

যাহার বর্ণ তুষার সদৃশ, পৃষ্ঠ দেশে শার্দ্দূল চর্ম্ম আবদ্ধ জগতের জনক ও জননীর চরণ বাহক সেই গোদেব, তনু প্রকর্ষে গিরি শিখর পরাজয় করিয়া গগন-মার্গে ধাবিত হইতে লাগিল।

তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেব দেব গমন করিতে লাগিলেন। বেষ্ঠন-বন্ধ-মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে জটাকলাপ বিলম্বিত ও কম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহার শান্ত দৃশ্য বিশাল রূপ মেঘ সমাবৃত শুভ্র পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিল, তাঁহার লোহিত-প্রভ লোচনদ্বয় দ্বারা প্রভাত ও সন্ধ্যা সময়ের সূর্য্যদ্বয় অনুকৃত এবং ললাটে তৃতীয় জ্বলদগ্নি চক্ষুঃ দীপ্তি পাইতেছে, সেই লোচনের ঊর্দ্ধভাগে চন্দ্রকলা নিষন্ন রহিয়াছে, গঙ্গা-তরঙ্গোচ্ছাসে শীর্ষদেশ আর্দ্র হইতেছে, গলদেশে হারীভূত ভুজঙ্গম গর্জ্জন করিতেছে, কণ্ঠভাগে কজ্জলাভা দীপ্তি পাইতেছে।

গৌরী সমুদ্বেষ্টনসুন্দরেণ,
ভুজেন বামেন বহন্ ত্রিশূলম্
ছায়া পয়োদে ফলিতাস্য দীর্ঘ
মুৎপাদয়ন্তীব সুরেন্দ্র চাপম্।

তেজো ভবানী ভবয়ো র্মিলিত্বা,
প্রচ্ছাদ্য সূর্য্যং বিয়তি প্রকম্প্যাম্
স্ফুর দ্বিভা মণ্ডলমেব কীর্ণং
দিক্ চক্র বালং সবলী চকার।

বিলঙ্ঘ্য বীর্য্যাত্তু হিনং ঘনঞ্চ
বিয়দ্ গতা ধীররবাতি ভীমা,
শৈবেয়সেনা শিবমন্ব গচ্ছৎ
ভগীরথং স্বর্গ তরঙ্গিণীব

ভয়ঙ্করী বাসব চাপ খড়্গা,
বিদ্যুৎ প্রভা চঞ্চলরক্ত জিহ্বা,
ধীরস্বনা ব্যোমচরী প্রয়াতা
কালী সুনীলেব পয়োদ মালা

উত্থান জাতৈঃ পবন প্রবাহৈ
র্বিলোড়ি তোচ্ছাসিততোয় সিন্ধোঃ
ঘোষৈর্গিরিন্দ্র প্রতি ঘোষ দীর্ঘৈ
র্ভীমৈর্দিশো ব্যাপ্ত তরা বভূব।

সদ্যোহত শার্দ্দূলের শোণিতার্দ্র চর্ম্ম লম্বোদর দেশে অর্দ্ধস্খলিতভাবে পরিহিত রহিয়াছে, এবং দক্ষিণ করধৃত শৃঙ্গবর ভৈরবরবে বাদিত হইতেছে।

গৌরী-বেষ্টন-রম্য বামকরে মহাত্রিশূল গৃহীত হইয়াছে, সেই ত্রিশূলের ছায়া পয়োদমালায় প্রতিফলিত হইলে বোধ হইতেছে যেন তাহা হইতে দীর্ঘ ইন্দ্রধনু উৎপন্ন হইয়াছে।

উমা ও মহেশের তেজোরাশি মিলিত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক স-কম্প-বিভা-মণ্ডল সহকারে আকাশ মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, এবং দিক চক্র-বাল নানা বর্ণে বিভাসিত হইল।

ভগীরথানু-গামিনী-গঙ্গারন্যায় ভীমা-শিব সেনা, বলে তুষার এবং মেঘ লঙ্ঘন করিয়া ধীর কোলাহলে আকাশ পথে শিবের অনুগমন করিতে লাগিল। নাদিনী নভশ্চরী শ্যামাঙ্গী পয়োদ মা-লার ন্যায় ভয়ঙ্করী কালী অনুগা-মিনী হইল। হস্তে ইন্দ্রচাপ সদৃশ খড়্গ দৃশ্যমান, রক্তবর্ণ লোলজিহ্বা বি-দ্যুৎ-প্রভা সদৃশী শোভমানা হইতে লাগিল। উত্থান জাত পবন-প্রবাহে সা-গর সলিল বিলোড়িত ও উচ্ছাসিত হইতে লাগিল, তাহার শব্দ পর্ব্বতে প্রতিহত হইলে ভীমউচ্চৈঃ প্রতিশব্দে দিক্ সকল ব্যাপ্ত হইল।

স্বর্গভ্রংশকাব্য

এরূপে কহিল বাক্য নিজ সঙ্গিবরে
সে অসুরকুলপতি। উন্নত করিয়া
শির, পাবকীয় ঊর্ম্মিদল ভেদি। আঁখি
দ্বয় জলে ধক্ ধক্ বাড়বা অনল
সম। সহস্র যোজন ব্যাপিয়া পতিত
রহিল সে ভয়ঙ্কর ভীম কলেবর,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ময় অগ্নি স্রোতে।
কল্পনা অতীত তার সে বপু বিশাল
সুদীর্ঘ পর্ব্বত হতে উচ্চতর অতি।
মহিষ অসুর--যার ভুজদর্পবলে
বিকম্পিত চমকিত স্থিমিত মোহিত
সুরকুল সবে, ধরি দুর্গামূর্ত্তি যারে
বিনাশে নিমেষে সেই প্রভু নারায়ণ।
শুম্ভ নিশুম্ভ নামে ভ্রাতাদ্বয়, যাদের
উৎপীড়নে প্রপীড়িত জর্জ্জরিত যত
দেবগনে বিভুতেজ-সমুদ্ভূতা কালী
বিকট দশনা ভীমা ভয়ঙ্করী বধে
যারে পরে। বৃত্রাসুর-যে অধম দৈত্য
কুলপতি গর্ব্বিত হইয়া নিজভীম দর্পে
ভীত চমকিতকরে বজ্রধর ইন্দ্রদেবে,
বজ্রের আঘাতে জ্বলিতে জ্বলিতে পড়ে
ক্ষিতি তলে শির বিচূর্ণিত গদাঘাতে।
স্মরিলে যাদের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, বপু
রোমাঞ্চিত হৃদি বিকম্পিত হয় সদা।
এসবার দেহ হতে শ্রেষ্ঠ ছিল তার
সে বিকট কদর্য্য ভীষণ কলেবর,
জলচর শ্রেষ্ঠ তিমি তিমিঙ্গিল যথাঃ—
(সর্ব্ব শ্রেষ্ঠগণে যারে বিভুদেবেশ্বর)
পতিত শায়িত মহা সাগর মাঝারে,
দ্বীপ ভ্রমে যার শল্কময় পৃষ্ঠ দেশে,
ভাগ্য দোষে পথ ভ্রান্ত সে দুস্তারে
কোন নাবিক প্রবর, বান্ধে পোত তাহে
নির্ভীক অন্তরে পৃথ্বী আবরিত যবে
তমঃ পুঞ্জজালে। সেই রূপ নিপতিত
বিপুল শরীর, শৃঙ্খলিত অগ্নিময়
মহাহ্রদে। অধোমুখে ছিল নিস্তবধ
ভাবে, কভু নাহি উঠে ছিল নাহি কভু
ভেসে ছিল মস্তক উন্নমি এক বার।
সর্ব্ব নিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য আদেশ, ইচ্ছা
ক্রমে ছিল প্রপতিত সে স্বাধীন, এবে
নিজকর্ম্মদোষে হইতে নিরয়গামী
নিত্য সাধি পর অপকার প্রাণপণে।
অথবা দেখিতে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে
কি রূপেতে তার চির দ্বেষ উপজিল
দয়া কৃপা অসীম করুণা সে করুণা-
নিদান--হৃদে প্রকাশিত বিতরিত
সদা যাহা স্বর্গভ্রষ্ট মানব উপরে
স্বর্গচ্যুত যারা সবে তার প্রলোভনে।
কিন্তু নিজ শিরে নিজে হানিয়া কুঠার
স্থিনিত শাপগ্রস্থ অবিভূত বিষম
বিভু কোপানলে। চক্ষের নিমেষে তোলে
বিপুল শরীর পাবকীয় স্রোত হতে,
বিদূরিত অগ্নিস্রোত হস্তের তাড়নে,
সহস্র তরঙ্গমালা উঠিয়া চৌদিগে,

আন্দোলিত হয়ে ক্রমে লাগিল ভাসিতে।
(সহস্র চপলা যেন তথা চমকিল)
ভীষণ পাতালোপম হইল গহ্বর
বলে পাবকীয় জল দল নিঃসারণে।
বিস্তারি বিশাল পাখা হইল উড্ডীন
সীমা হীন ব্যোমদেশে--যাহা প্রলেপিত
ধূমাকার তমঃপুঞ্জে। শরীরের ভারে
হইতে লাগিল নত যত বায়ু রাশি,
উত্তরিল এক ভিন্ন দেশে। পূর্ব্ব স্থল
যেরূপ জ্বলিছে দ্রব অনল দাহনে,
সে রূপ হেথায় জ্বলে কঠিন পাবক।
আগ্নেয় পর্ব্বত যথা উদ্গীরণ করি
বিশাল পাষাণ খণ্ড ফেলিলে নিক্ষেপি,
যথা গর্ভে তার নানা রূপ ধাতু গলি,
জন্মায় বিষম দাহ তীব্র গন্ধ সহ,
সেই রূপ এইস্থান অহো! ভয়ঙ্কর।
বিভু কৃপা বিবর্জ্জিত জীবের চরণ
বিশ্রান্ত হইল সেই নিরাশ প্রদেশে।
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী হইল বলজ্বা
প্রশংসিল নিজ বলবীর্য্য বার বার
নিজ গুণে পরিত্রাণ মানি, আর ভাবি
নিজে শক্তিমানবিভু বলি হায়! মনে
একবার না ভাবিল বিভুর করুণা।
বলিতে লাগিল নির্ব্বাসিত মহা দিব্য
দূত" এই স্থান এই প্রশস্ত প্রদেশ
এই বাস ভূমি করিব কি বিনিময়
সেই দিব্য ধাম সহ?। এই শোচনীয়
তমোরাশি সহ হয় কিহে বিনিময়
সে স্বর্গীয় আলো জাল?। হউক এরূপ
স্বর্গেশের ইচ্ছা এবে বটে বলবান।
যদিও সে জ্ঞানে সম, কিন্তু গরীয়ান
বাহুবলে মোসবার হতে। তার সহ
একত্র নিবাস-নহে উচিত মোদের
যত দূরে বাস, তত শ্রেয়স্কর তর।
ওহে সুখ দিব্য ধাম! তোমার চরণে
প্রণমি বিদায় হই জনমের মত।
এস আলিঙ্গন করি আনন্দে তোমায়
ওহে মহা রৌরবীয় ভীষণ প্রদেশ,
বরণ করিয়া লও নব ভূপতিরে
তব, হে গভীর তম অসীম নরক।
অচল, অটল মম মানসের গতি
স্থানে কি সময়ে কভু বিচলিত নহে।
মন অধিপতি সদা অধ্যাত্ম জগতে,
সুখ কি দুঃখ, স্বর্গ কি নরক তদধীন
নাহি পরিবর্ত্ত যার কি ফল তাহার
স্থান ভেদে? স্বর্গ কি নরক সম বটে।
যেখানে সেখানে থাকি কিন্তু বজ্রধর
বজ্র গুণে গরীয়ান মোসবার হতে,
করিতে হইবে এই লাঘব স্বীকার।
মনে লয় এখানে থাকিব নিরাপদে
হিংসা নাহি উপজিবে এ স্থানের লাগি
পর-শ্রীকাতর সর্ব্ব শক্তি ধর হৃদে।
এস্থান হইতে নাহি হইব তাড়িত,
নিরুদ্বেগে হেথায় হইবে রাজ্য ভোগ,
বাঞ্ছনীয় প্রভুত্ব সতত যদিও বা
হউক নরকে, শ্লাঘনীয় মোসবার।

স্বর্গের দাসত্ব হতে নরকে রাজত্ব
শত গুণে শ্রেষ্ঠতর বটে মম মতে।

হায়! কেন সেই মম সম দুঃখ ভাগী,
চির বিশ্বাসের পাত্র, নিজ মিত্রগণে
ভয়াবহ অগ্নি হ্রদে রাখিব পাতিত,
আমন্ত্রিব কেন নাহি করিবারে ভোগ

আমাদের মত যাতনার সমভাগ,
এ সুখলেশ হীন নির্ম্মম ভবনে।
কেননা দেখিব পুনর্ব্বার প্রাণপণে,
ধরিয়া আয়ুধরাজি দলবল সহ,

দেখি যদি পারি করিবারে অধিকার
সে সুখদ স্বর্গধাম-কিম্বা এতে যদি
অধিক যাতনা ঘটে ঘটুক নরকে।

অনুরাগ মরীচিকা।

ইকি দেখি সম্মুখেতে মানস মোহন,
দিব্যবেশে আছে সাজি বিবিধ ভূষণে,
অমনি ধরিতে যাই,
এই দেখি এই নাই,

নিমেষেতে হায়রে কেমনে
কোথায় লুকায় সেই অমূল্য রতন।
আকাশে উদিল মেঘ নীলরূপে ভাসি।
গম্ভীর নিনাদে চাতকেরে আশ্বাসিল,
হয়ে আশামদাকুল,
নাচিল ময়ূর কুল,
ভেক গন হরষে মাতিল,

হায় সেই মেঘে উড়াইল ঝঞ্ঝা আসি।
নিদাঘ বিভাত হায় কিবা মনোহর,
বহে মন্দ সুশীতল মলয় পবন,
পূর্ব্ব দিগে নভোদেশ,
ধরি মনোহর বেশ,
বিনোদিতে ছিল জন মন,
সহসা আসিয়া আবরিল জলধর।
সরসে ভাসিছে কিবা বিকচ কমল,
গন্ধে মাতি মধুকর ধাইয়া আইল।
হেরি প্রায় দিন শেষ,
ধরিল মলিন বেশ,
নলিনী না বদন তুলিল,
প্রেমানুরাগীর আশা সতত বিফল।
আহা কিবা শোভা পায় সুরম উদ্যান,
মাঝে সরোবর চারি দিগে পুষ্পবন,
দেখিল থাকিয়া দূর,
হরিণ পিপাসাতুর,
সমীপে নাকরে নিরীক্ষণ,
এই রূপে অনুরাগ হয় অবসান।
আর না দেখিতে চাই অনুরাগ মুখ,
স্মরি অনুরাগে এবে শরীর শিহরে,
হয়ে নব অনুরাগী
হলেম দুঃখের ভাগী
মরি মরি হৃদয় বিদরে,
কে কোথা করেছে লাভ অনুরাগে সুখ?।
প্রেমিকের স্মৃতিরে ডাকিয়া বার বার,
শত বারি ধারা বহাইছে দুনয়নে।
সন্দেহ তপন করে,
এভব প্রান্তরে চরে,
সাজি নানা রূপে অনুক্ষণে
অনুরাগ মরীচিকা—বহু খেলা যায়।
এ হৃদয়-মরুভূমে পশিয়া আবার,
দেখাইছে কত রূপে যেমন স্বপন,
হায় কি অদ্ভুত মায়া,
যথা দর্পণেতে ছায়া

তারে ধরা যায় কি কখন, ?
অনুরাগ মরীচিকা—কত ছল তার।
হে নভোমণ্ডল তুমি অসীম বিস্তার,
চণ্ড রবি তাপে বুঝি মানস বিকল,
তৃষাতুর মৃগ সম,
তোমার কি হয় ভ্রম ?
মোহে ভ্রমে করিল বিহ্বল,
অনুরাগ মরীচিকা—বুঝিহে এবার।
হে পবন মৃদুস্বরে কি কহিছ সার ?
সুকুমার কুসুম দলের কাণে কাণে,
সহিয়া রবির তাপ,
কর কিহে ভ্রমালাপ,
যাবে প্রাণ থাক সাবধানে,
অনুরাগ মরীচিকা—মায়ার আধার।
হায় শুনিলাম কথা সুধার সুধার'
পবন কহিল যেন ডাকিয়া হরষে,
শবদ আইল কাণে
যেই রয় সাবধানে
কভু নাহি তাহারে পরশে
অনুরাগ মরীচিকা—যেই মজে তার।

সময়ে কি না হয়।
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভৌতিক ব্যাপার।

গোপালচন্দ্র বাড়ির ভিতর সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিমিত্ত জলখাবারের আয়োজন করিতে বলিয়া বাহির বাটীতে আসিয়া সন্ন্যাসীর নিকট নানা কথাবার্ত্তায় উপবিষ্ট আছেন।

সন্ন্যাসীর আকৃতি প্রকৃতি বলিতে গেলে তিনি দেখিতে (নাতি খর্ব্ব দীর্ঘ) গৌরবর্ণ, মুখ সুগঠনে গঠিত, কিন্তু লম্বিত শ্মশ্রুতে বিকৃত, আবার বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইবে যেন সেই মুখ নিরন্তর দুঃখ রেখায় অঙ্কিত, ললাট উন্নত কিন্তু কুঞ্চিত, চক্ষু বিস্তারিত কিন্তু নিরন্তর ভূমি দর্শন বিলাসী যেন সতত ভাবনায় ভারভূত হইয়া রহিয়াছে। বদন-মণ্ডল-ব্যাপ্ত দুঃখ রেখা-বলী ভেদ করিলে সাধুতার আভা বিলক্ষিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু সে সাধুতা কোমলত্বময় নহে, উহা মানব প্রকৃতির বহু বিধ প্রকৃতি দর্শনে কাঠিন্য আবরণময়ী হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে দেখিলে আপাততঃ প্রায় ৫০ বৎসর বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহার অপেক্ষা ন্যূন হইবার বিলক্ষণ সম্ভব। পৃথিবী পর্য্যটনে ও নানাবস্থায় পতনোন্নতিতে বোধ হয় তাঁহার শরীরের এরূপ বার্দ্ধক্য ভাব হইয়াছে ও তাহাতেই হয়ত এতবৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইত। ইহার বেশভূষাদির বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। সেই জটাজুটও আছে, সেই শ্মশ্রু নখও আছে, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ, কটিতে কৌপিন, হস্তে চিম্‌টা প্রভৃতি সকলই আছে। যাহা হউক সন্ন্যাসী ঠাকুর যৌবন কালে যে একজন সুরূপ যুবক ছিলেন তাহা বিলক্ষণ অনুমান হয়। এবং ইহাও অনুমান হয় যে প্রকৃতির শান্তি-হারক দুর্দ্দমনীয় দুঃখকীট সতত তাঁহার অন্তর নিষ্কুষিত করিতেছে।

উভয়ের নানা কথা আলাপনের পর গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! কাল্‌কের বিষয় কি হলো ? কি দেখ্‌লেন ?

আপনি ত গেলেন কিন্তু আমাদের মনে ভয় হতে লাগ্‌লো।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন " ভয় কি বাবা! তোম্‌রাও কি ভূত মানো?"

গোপাল কহিলেন " না, ভূত মানিনে বটে, কিন্তু কেমনযে কুসংস্কারের গুণ, অন্ধকার রাত্রে একা এদিক ওদিক বেড়াতে পারিনে। আর যা বলুন আমার কিছুতেই ভয় হয় না কিন্তু অন্ধকার রাত্র হলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।"

সন্ন্যাসী ঈষদ্ধাস্য মুখে কহিলেন " "কুসংস্কার বিষম শত্রু বটে, আর তাহা যে দুরতিক্রম্য তাও স্বীকার করি; কিন্তু বাপু! ভূত টুত যত কিছু বল, যত গর্জ্জায় তত বর্ষায়না; তুমি কি কখন ভূত চখে দেখেছ?

গোপাল অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিলেন " আজ্ঞে না কখন চখে দেখিনি, শুনি মাত্র।"

সন্ন্যাসী। " ঐ বোঝো আর কি; সেকালের লোকে মনে কর, কত ভূত দেখ্‌ত, আর তাদেরই কাছে এবিষয়ে যত গল্প শুন্‌বে একালের লোকের কাছে তত শুন্‌তে পাবে না। রেলের গাড়ি হওয়ায় গয়ার পথ সহজ হওয়াতেই হোক্, আর দেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা হওয়াতেই হোক এখন দেখেছ ভূতের হাঙ্গাম কত কম পড়েছে; একালের ছেলে পিলেরা প্রায় দেখ্‌তে পায় না, যা দুএক জন দেখ্‌তে পায়, তা তারা প্রায়ই সেকালের বুড়ো বুড়ি নয়ত মূর্খ লোক। শুনেছ যে ভূতে আলো সইতে পারে না তা সে বাবা! আগুণের আলো নয়-- জ্ঞানের আলো। গোপাল " তা বটে, ছেলে বেলায় শুন্‌তাম আজ এবাড়ির কানাচে কাল ও বাড়িরদুয়োরে পেতনি সাঁকচুন্নি না ছাই ভস্ম যাই হোক কত কি ডেকে যেত, এখন আর সে সব কিছুই শুন্‌তে পাইনে। একদিন পেতনির ডাক শুন্‌লাম কিন্তু শেষ্‌টা ঠিক হলো সেটা পেঁচা। কিন্তু ঠাকুর! এই যে ভূতে পায় সেটা কি?"

সন্ন্যাসী। " বাপু! পুরুষকে ভূতে পেতে দেখছ কি?"

" আজ্ঞে না।"

" তবে তাই বুঝে নেও।"

" কাল্ কিন্তু যে ব্যাপার দেখ্‌বার জন্যে গিছ্‌লেন সেটা কি?"

" বাপু! সেটা যে রকম ভূত, বোধ হয় শিগ্রই কাকে পেয়ে বস্‌বে।"

" ঠাকুর আমি তবে সে ভূত দেখ্‌ব।"

সন্ন্যাসী ম্লানমুখেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না কহিলেন।

"এই এক পাগল দেখ, ভূতের তুমি কি দেখ্‌বে?"

" আজ্ঞে না আমাকে দেখাতেই হবে।"

সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার হাঁসিয়া উড়াইয়া দিলেন কিন্তু গোপাল নাছোড় হইয়া পড়লেন। সন্ন্যাসী তদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণেও অনেকক্ষন অধো

বদনে চিন্তার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে গোপাল অনুভব করিলেন যেন সন্ন্যাসীর মন, দারুণ চির-শোক শেল-নিপীড়িত এবং সেই মনে, ভূত প্রদর্শনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে নিতান্ত অভিভূত হওয়ায় মূল বিষয় বিদুরিত হইয়া কোন আত্ম সঙ্ঘটিত শোকের বিষয় উদয় হইয়াছে; এবং ইহাও বিবেচনা করিলেনযে প্রতিকার্য্যের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনায় নিতান্ত নিগূঢ় হওয়ার ফল এই। সন্ন্যাসী আবার " তা হবার নয় " বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কি জানি তিনি কেন ও কথা বলিলেন।

গোপাল ভাবিলেন সন্ন্যাসী বুঝি তাঁহাকে প্রদর্শন সম্বন্ধে এই কথা আপন মনে বলিলেন, সুতরাং নিরাশ ভাবে সন্ন্যাসীর পুনর্ব্বার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই সন্ন্যাসীর চৈতন্য হইল।

তখন সন্ন্যাসী গোপালেরদিকে তাকাইয়া কহিলেন " আচ্ছা বাবা! তোমাকে দেখাব, কিন্তু আমার নিকট একটি অঙ্গীকার কর্ত্তে হবে।"

গোপাল তখন এতদ্রূপ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী বিনিময় স্বরূপ তাঁহার জীবন প্রার্থনা করিলেও তিনি তদ্দানে পরাঙ্মুখ হইতেন কি না সন্দেহ। তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন " আজ্ঞে করুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।"

তখন সন্ন্যাসী কহিলেন " না--আমি তোমাকে বেশি কিছু কর্ত্তে বল্‌ছিনে, তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে হবে যে, যা তোমাকে দেখাব তাতে তুমি কথাটি মাত্র কবে না, এমন কি, যদি দেখ যে এই ব্যাপারের মধ্যে তোমার বিমাতা উপপতি-বিলাসিনী হয়েছেন তবু তোমাকে ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হবে, তোমাকে বুঝাতে আমি এটা কথার কথা বল্লাম, কিন্তু এরূপ ভাবে সত্যবদ্ধ হতে হবে।"

সন্ন্যাসী কথার কথা বলিলেন বটে কিন্তু গোপালের মনে ভাল লাগিল না, মনটা ঝাঁৎ করিয়া উঠিল, মনের উন্নত তেজঃশিখা নমিত হইল। যাহাহউক গোপাল আত্মভাব গোপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট সত্যবদ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসী স্বীকার করিলেন।

এদিকে রাত্র অধিক হইয়া উঠিল। নিশীথিনীকে অনাথিনী করিয়া চন্দ্রমা অস্তশিখরে গমন করিলেন। রজনীসতী নবীন শোকে মুখ নিবিড়তর তিমিরাবৃত করিলেন। আকাশতল জ্যোতিষ্ক হিরক-মালায় পরিশোভিত হইল। মধ্য ভাগে ছায়াপথ আকাশকে দ্বিভাগে বিভাগ করিল। ধরা হৃদয়ে খদ্যোতিকাকুল নভঃস্থল বিলাসিনী—তারকামালার অনুকরণে দিগ্বলয়কে পরিশোভিত করিল। গৃহাভ্যন্তরনিঃসৃত বিগত অস্ফুট জন কলরব, ঝিল্লিকার শব্দ, শৃগালের শ্রবণারি চিৎকার, তৎপ্রতিকুলতায় কুক্কুর কুলের গম্ভীর শব্দ, বংশবনের শন্ শন্ ধ্বনি

এই সকল কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। হোসেনপুর পল্লীগ্রাম, রাত্রঅধিক দেখিয়া ক্রমে সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রার বিমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিল।

সন্ন্যাসী ইত্যবসরে জলযোগ করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে নিদ্রিত হইলেন। কুমারীদ্বয় আপনাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে গলাগলি করিয়া নিদ্রিত হইল।

গোপাল ভদ্রতার উপরোধে অদ্য বাহির বাটীতে শয়ন করিবেন সুতরাং তিনি অন্তঃপুর মধ্যে গমন করেন নাই। এখনও তিনি সন্ন্যাসীর সহ নানা কথায় সময়াতিবাহিত করিতেছেন।

এমন সময় ভয়ানক ভাবে শ্মশানঘাটের দিক্ হইতে তিনটি বিকৃতস্বরে চিৎকার রব শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী তখন কহিলেন "চল---এই সময়।"

গোপাল জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদূর।"

উত্তর হইল, "বেশি নয়, এসো।"

গোপাল আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাহির বাটীর দুয়ার পার হইয়া খিড়্কির দ্বারাভিমুখ হইলেই গোপালের মনটা আবার ঝাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! এদিকে কোথায়?"

উত্তর হইল, "জিজ্ঞেস করোনা, এসো। এর পরে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করোনা, তা হলে কিছুই হবে না।"

গোপাল পুনর্ব্বার নীরব হইয়া চালিতের ন্যায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শেষে খিড়্কির নিকটস্থ বেত্রবনের নিকট উভয়ে উপনীত হইয়া বনের পার্শ্বদেশে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী এই সময়ে আবার কহিলেন "আর কথা কয়োনা, যেন অঙ্গীকার মনে থাকে।"

গোপাল সম্মত হইলেন। উভয়ে নীরব, মাছি নড়ে ত তাহাদের নড়া চড়া নাই।

এদিকে রাত ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময় জনেক সেই দিকে আসিয়া নিকটস্থ গর্ত্তেমধ্যে গিয়া নীরবে বসিল, এবং ভাবে এমন বোধ হইল যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যদিও গাঢ়তর অন্ধকারে এই ব্যক্তিকে ভাল করিয়া দেখা গেলনা বটে, কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপি গাত্র বস্ত্রের শুক্লত্ব দৃষ্টে বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি নিতান্ত অন্ত্যজ কুলজাত নহে। যাহা হউক ইহাকে দেখিয়া গোপালের মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা তখনই বিদূরিত হইল। তৎপরিবর্ত্তে মন মধ্যে সন্দেহ এবং তদনুগামীন ক্রোধ পলকে পলকে পর্য্যায় ক্রমে হ্রাস, বৃদ্ধি, বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

পাঠক! এখন দেখ তিন জনেই কণ্ঠাগত প্রাণ প্রায়ের হইয়া এ ব্যাপারের শেষ নিরীক্ষণ করিতে মানসগত ব্যগ্রতায় নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া আছেন। দুই জনের উদ্দেশ্য, ভৌতিক ব্যাপারের শেষ সীমা অবলোকন করা, অপরের

উদ্দেশ্য কি তাহা তিনিই জানেন আর সর্ব্বদর্শী ই জানেন।

এমন সময় ধীরে ধীরে খিড়্কির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং পুনর্ব্বার সেই রূপ ধীরে ধীরে বন্ধ হইল। কিন্তু তখনই দ্বার পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধৃতা এক রমণী নয়নগোচর হইল। তিন জনেরই সেই দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। সন্ন্যাসীর চক্ষু তখনই গর্ত্তমধ্যস্থিত পুরুষের দিকে ফিরিল, তাহার চক্ষু চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিল, কিন্তু গোপালের চক্ষু নিমেষশূন্য, যে দিকে ফিরিয়াছিল, সেই দিকেই রহিল। নবাগত চতুর্থের চক্ষু কোথায় তাহা বলিতে পারি না।

গোপালের সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। সেখান থেকে,—সেই আড়া,—সবই সেই ;—তবে আর সন্দেহ দৃঢ় হইতে কতক্ষণ লাগে। কিন্তু চক্ষু প্রবোধ মানিলেও মন এখনও প্রবোধ মানিতেছে না। ইহা কি লৌকিক ব্যাপার? বিশ্বাস হইতেছে না ; এখন কি তেমন হওয়ার সম্ভব!—কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস হয়! সন্ন্যাসী কি তাঁহাকে যাদুবিমোহিত করিয়া রঙ্গ দেখিতেছেন, না তিনি স্বপ্নক্ষেত্রে ঈদৃশ অঘট ঘটনা দর্শন করিতেছেন। যাহা হউক এ সকল তর্ক জোয়ারের জলের ন্যায় মন হইতে বিদূরিত হইল ; তখন চক্ষু মন উভয়ে এক মত হইল। অমনি মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, গোপাল শূন্যে ঘুরিতেছেন কি ভূমি পরে আছেন তাহা নিরূপণ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইল। হৃদয়ে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উত্তাপে গাত্র দাহ আরম্ভ হইল। গোপাল ক্রমে অধীর হইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী এখন পর্য্যন্ত তাঁহার ভাব কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই।

দেবগিরি।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

মেঘদূত।

কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বঙ্গীয় পদ্যে অনুবাদিত।

আমরা প্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত মেঘদূত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিলাম। পুস্তক খানিতে সংগ্রাহকের বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধা দৃষ্ট হইল। সঞ্জীবনী টীকা, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ও সদৃশ পদাবলী, মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষাতে যতগুলি খণ্ড কাব্য আছে, তন্মধ্যে মেঘদূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মহাকবি কালিদাস যদি কেবল মেঘদূত মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কবিকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইত। এই ক্ষুদ্র কাব্য খানিতে যে বিরহীর মনের ভাব কি অদ্ভুতরূপে, কি অসাধারণ রূপে, কি রসাত্মক রূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। মণিকার ব্যতীত যেরূপ অন্যেরা মণির বিশেষ মর্ম্ম

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না সেরূপ বিরহ যাতনাভোগী, সুভাবুক ভিন্ন মেঘদূতের স্বাদ গ্রহণে অন্যেরা অধিকারী নহে। ইহার অনেকগুলি কবিতার ভাবার্থ বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না, মনন দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে এরূপ একটী কবিতাও নাই যাহাতে কোনন৷ কোনরূপ সৌন্দর্য্য না আছে। পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থ একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দ্বারা কিঞ্চিদংশে ভাবার্থ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

" ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি
ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জ্জনপদবধূ
লোচনৈঃ পীয়মানঃ
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি
ক্ষেত্রমারুহ্যমালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতি
ভূয়এবোত্তরেণ। "

জলদ! কৃষিজাত ফল তোমার অধীন ইহা মনে করিয়া, পল্লীস্থ কৃষকাঙ্গনাগণ, বিলাসানভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে যেন তোমায় পান করিবে, সদ্যঃ কৃষ্ট সৌরভপূর্ণ মালভূমি আরোহণ করিয়া —— ———কিয়ৎ কালান্তর পুনর্ব্বার দ্রুত গতিতে উত্তরদিকে গমন করিও।

প্রিয় বন্ধুকে প্রণয়-দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলে রসিক বিরহীরা তাহাকে আদিরসাত্মক রূপে পথের পরিচয় দিয়া থাকে। পল্লীস্থ কৃষক কামিনীদিগের দৃষ্টি, নাগরিক বিলাসিনীগণের হাব ভাবপূর্ণকটাক্ষ সদৃশ নহে, এবিষের ব্যাখ্যা ভাষা শক্তির অনায়ত্ত, অনুভব দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। কৃষক কামিনীরা মেঘকে কৃষিকার্য্যের নিদান স্বরূপ মনে করিয়া অতি আদর পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া থাকে, কিন্তু নায়িকাগণ হৃদয়হারী নায়ক দিগের প্রতি যেরূপ ভাবে স্নিগ্ধ ও সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে, এ সেরূপ নহে। প্রিয়দূত যে কেবল এরূপ শুষ্ক আদর মাত্র পাইয়া পথক্লেশ সহ্য করিবে, এরূপ কল্পনা করা রসিক যক্ষের নিতান্ত অনভিপ্রেত, তাহাতেই আবার বলিলেন মালভূমি আরোহণ করিয়া ইত্যাদি। এস্থলে ভাবাংশ গোপন দ্বারা কবিতার গূঢ়ত্ব রক্ষা পাইয়াছে। বিরহীদিগের প্রকৃতি এই যে, তাঁহারা নিজের ইচ্ছা ও ভাব সর্ব্বদা অন্যান্য পদার্থে আরোপিত করিয়া থাকে, কিছু কাল পর দ্রুতগতিতে গমন করার উপদেশ দ্বারা এই বিষয়ে কবির বিলক্ষণ সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিশেষ বক্তব্য নাই। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার অনধিকারী, তাঁহারা যেন অনুবাদ কি ব্যাখ্যা দেখিয়া মেঘদূতের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা না করেন। কবিতা ভাষান্তরিত হইলে কখনই তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষা পায়না।

আলোচনীয় পুস্তকের স্থলে স্থলে,সদৃশ বাক্যাবলি, উদ্ধৃত দৃষ্ট হইল। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ উইলসন্ প্রভৃতি নানা সংস্কৃতকাব্যের এরূপ সদৃশ বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় যদি তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতেও সংগ্রহ করিয়া থাকেন,তথাপি আমাদের ধন্যবাদার্হ

মূল কবিতাটীতে যেরূপ গাম্ভীর্য্য, পদ লালিত্য, পদযোজনাকৌশল, ছন্দশ্চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, অনুবাদে কখনই সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ সংস্কৃতসাগর মুলভরত্ন কখনই বাঙ্গালা গোস্পদে প্রাপ্ত হইবার নহে। যাহা হউক মিত্রাক্ষর সরল বাঙ্গালা পদ্য দ্বারা যেরূপ যথা কথঞ্চিৎ সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ হইতে পারে, এই অনুবাদিত পুস্তকের অধিকাংশ স্থল সেই রূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আর এক স্থলের একটী কবিতা উদ্ধৃত হইল।

"তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা
বিপ্রযুক্তঃ সকামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়
ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
মেঘ মাশ্লিষ্ট সানু
বপ্রক্রীড়া পরিণত গজ
প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।"

অনুবাদ।

"অবলা বিরহে তথা বিষণ্ন
অষ্ট মাস বহু কষ্টে কামুক য
শোক শীর্ণ কলেবরে কনক ভূষণ,
করিয়া প্রকোষ্ঠরিক্ত হইল পতন,
আষাঢ় প্রথম দিনে ভূধর গোচর,
দেখিল সে অভ্র বৃন্দ শ্যাম বর্ণধর,
প্রভিন্ন বারণ যেন করি অবহেলা,
বিস্তৃত প্রাচীর সনে করিতেছে খেলা।"

২ পৃঃ।

নাই। তাঁহার স্বকীয় শ্রমে সংগৃহীত বলিয়াই অধিকতর অনুমিত হইল, বাক্য গুলি যদিও সকল স্থলে সদৃশতা লাভ না করুক, তথাপি আমরা উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করি।

পদ্যানুবাদ সমুদয় পাঠ করিয়া অনেক স্থলে অনুবাদকের রচনা কৌশল দর্শনে প্রীত হইলাম। একটী মূল কবিতা ও অনুবাদিত কতিপয় পয়ার উদ্ধৃত হইল।

"জাতং বংশে ভুবন বিদিতে
পুষ্করা বর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতি পুরুষং
কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশা
দ্দূর বন্ধুর্গতোহং
যাচ্ঞামোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা।"

অনুবাদ।

"বিখ্যাত পুষ্করাবর্ত্তভুবন ভিতর,
তাহাদের কুলে তুমি জাত জলধর,
কামচারী ইচ্ছাধীন সদা কলেবর,
জানি তুমি বাসবের প্রিয় অনুচর,
বিষম বিধির পাকে হইয়া অধীন,
নির্ব্বাসিত হেথা আমি বনিতা বিহীন,
প্রার্থনা যদি না পূর্ণ করে গুণবান,
তথাপি তাহাতে কভু নাহি অপমান,
নির্গুণ পূরালে তবু হীনতা জনক,
তোমার সমীপে আমি সে হেতু যাচক

৩ পৃঃ।

মূল কবিতাতে যে ওজো গুণ প্রকাশ হইয়াছে, অনুবাদে তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই, এই কবিতাতে গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জকতা ব্যতীত আর সৌন্দর্য্য নাই, বিশেষতঃ——

"শোক শীর্ণ কলেবরে কনক ভূষণ,
করিয়া প্রকোষ্ঠরিক্ত হইল পতন।"

এই দুই চরণ বাঙ্গলাতে কোন শোভা ধারণ করে নাই, এক কালে ত্যাগ করা উচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল ভাব ও রীতি সুশ্রাব্য, বাঙ্গলাতে সকল স্থলে সেই সকল ভাব ও রীতি উপাদেয় নহে, অনুবাদক যদি অবিকল অনুবাদের অধীন না হইয়া ভাব ও রচনার ওজস্বিতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক কৃতকার্য্য হইতেন সন্দেহ নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘদূতের কিঞ্চিদংশে অনুবাদ সুসম্পন্ন হইতে পারে।

বিশীর্ণ আভরণ হীন দেহ
যথায় কষ্টে যাপি অষ্ট মাস,
প্রথম দিনে দেখিতে পাইল—
ধারা নাদী শ্যাম নিভ জলধর বর
আলিঙ্গিছে সানু যেন মদ কলগজ
ঘর্ষিছে হইয়া নত দশন পাষাণে।

ভরসা করি অনুবাদক ভবিষ্যতে আমাদিগের ক্ষোভ নিবারণ করিতে যত্নের ত্রুটি করিবেন না।

কামরূপ কামলতা ——
চুঁচুড়া ফ্রিচর্চ্চ স্কুলের শিক্ষক
শ্রীরাজকৃষ্ণ আঢ্য প্রণীত
ভাটপাড়া মধুকরী যন্ত্রে মুদ্রিত
মূল্য ।৵০ আনা।

আমরা অনবকাশ প্রযুক্ত যথা সময়ে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে পারি নাই, গ্রন্থকার বোধ হয় আমাদের এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

এই গ্রন্থখানি কয়েকটী বন্ধুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পূর্ণ। কিন্তু তৎসমুদয় আরব্য উপাখ্যানের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে মধ্যে২ রচনাচাতুর্য্য লক্ষিত হইয়াছে। ভরসা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে তাঁহার গ্রন্থাদিতে নবীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

শশীপ্রভা নাটক
হালিসহর নিবাসী শ্রীতিনকড়ি
মুখোপাধ্যায় প্রণীত
কলিকাতা মিনার্ভা যন্ত্রে মুদ্রিত
মূল্য ।৵০ আনা।

কোন নূতন লেখকের প্রথম রচনা দেখিয়া গ্রন্থকারের উৎকর্ষাপকর্ষের বিবেচনা করিতে পারা যায় না। বঙ্গ কবিকুলতিলক শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় যখন প্রথমে তাঁহার "একেই কিবলে সভ্যতা" প্রহসন প্রকাশ করেন তখন কে এরূপ আশা করিয়াছিল যে তাঁহার লেখনী হইতে "মেঘনাদ বধ" সদৃশ কাব্য নিঃসৃত হইবে। তিনকড়ি বাবুর এই প্রথম উদ্যম, হয়ত কালে তিনিও এক জন প্রসিদ্ধ কবি

হইতে পারেন আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। নাট-কীয় কথোপকথন বিষয়ে স্থানে২ রচনা চাতুর্য্য দৃষ্ট হইল।

প্রাপ্তি স্বীকার।

জীরাট গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক বিজ্ঞাপনী।

আমরা এই বিজ্ঞাপনী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। পল্লী গ্রামস্থ একটী বঙ্গ বিদ্যালয়ে এরূপ বার্ষিক (রিপোর্ট) বিজ্ঞাপনী সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়া বিতরিত হওয়া সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে।

১৪ সংখ্যক স্তম্ভে অাগত হওয়া গেল এই বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয় অপেক্ষাও সাধারণ পুস্তকালয় দ্বারা সাধারণের অধিক উপকারের সম্ভাবনা।

স্থানীয় লোকেরা অধিক অর্থশালী নহে, তাঁহাদের নিকট এ উপলক্ষে অর্থ ব্যয়ের প্রত্যাশা করা যাইতে পারা যায় না। ভরসা করি সম্পাদক ও গ্রন্থকারগন স্ব স্ব প্রণীত কি সংগৃহীত সম্বাদ পত্র ও পুস্তকাদি প্রদান করিয়া বিদ্যালয়ও পুস্তকালয়ের সম্পাদক শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহায়তা করিবেন।

হক কথা।

(পঞ্চম কোপ)

অবতারের ওয়ারিশ্।

গীত।

কে এখন কলির অবতার,
তার অন্ত পাওয়া ভার,
নানা দিকে নানা পথ,
নানা মনির নানা মত,
ভেবে চিন্তে অবিরত,
সোনার বাঙ্গলা ছারখার।

মাছ হইতে গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রভুরা, ক্রমে অবতারের উত্তরাধিকারী হয়ে এসেছেন, এখন গৌরাঙ্গের উত্তরাধিকারী কে হবে? এ বিষয় নিয়ে বঙ্গ দেশে বড় গোলযোগ উপস্থিত, যেরূপ কোন নিঃসন্তান ধনী-লোকের হটাৎ মরন হলে চার দিগ্ থেকে সব ওয়ারিশান খাড়া হয়, সেরূপ প্রভুর উত্তরাধিকারীগণও পালেং এসে জুটতে লাগল।

ত্রিশ বৎসর হলো একটি বড় লোক গৌরাঙ্গের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করবার উপায় দেখতে লাগলেন, রাত দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রাণপণে শাস্ত্র অভ্যাস কর্তে লাগ্‌লেন, তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে ঝকড়া বিবাদ বেঁধে উঠ্‌ল, অনেক দেবতার ভাত মারলেন বটে, কিন্তু অবতার বলে পরিচিত হতে পাল্লেন না।

হিন্দুরা বল্‌তে লাগ্‌ল ইনি যদি অবতারের অংশ হবেন, তবে কেবল ধর্ম্মনিয়েই থাকতেন, ইনি এক দিকে ধর্ম্মচর্চ্চাকরেন, আর এক দিগে বিষয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন মামলা মকদ্দমার যোগাড় দেখেন, বিশেষতঃ বিসমোল্লাতে ইহার বড়ভক্তি ও অধিকার, ইনি হিন্দুদিগের পূজ্য হতে পারেন না।

এই দুঃখে গরিব বেচারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ কল্লে, তার পর তার পুত্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, চতুরতা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণে পিতা অপেক্ষা বড় লোক হলেন সে সময়ে এরমত লোক বঙ্গ দেশে ছিলনা। ইনি একটু মনোযোগকল্লে, অনায়াসে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে অবতার সাজতে পার্ত্তেন কিন্তু সে দিকে মন দিলেন না ইনি অতি গভীর চিন্তা কোরে দেখ্‌লেন এসব কেবল পাগ্‌লামি সুখের সহিত সম্পর্ক নাই। গৌরাঙ্গের মূল্য পাঁচ পয়সা, সর্ব্বআদিঅবতার "মীন" রুই হোলে হদ্দ মুদ্দ পাঁচ টাকা মূল্য হতে তার দশপুরুষের পর উত্তরঅধিকারী র অধিককিহবে ? এতো ভদ্রলো- যায় না, যাতে সোনার ঘড়ি ফেটিং তোলা বাড়ি হতে পারে, সে পথই আশ্রয় করা উচিৎ উক্ত মহাশয় অবতারের চার্‌ পায় দণ্ডবৎ কোরে আর এক- দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

আর একটী বড় লোকের ছেলে অবতার হওয়ার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন, অনেক টাকা খরচ করে কতকগুলি খোসামুদে ধামাধরা ভক্ত জোটালেন। যত সব মায় তাড়ান বাপে খেদান হতভাগা নির্ব্বংশে লোক এসে জুটলো, সেই বড় লোকের ছেলেটী অবতারের পদ লাভের নিমিত্ত একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। যে মহাত্মা অকৃতকার্য্য হয়ে গিয়েছেন তার চেষ্টার গোড়ায় জল ছেঁচ্‌তে লাগলেন, তার মতন অন্যান্য ধর্ম্মাব লম্বীদের সহিত তর্ক বিতর্ক কত্তে লাগলেন কেহ যদি এক বিন্দু প্রশংসা করে তাকে অমনি টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট কত্তে লাগলেন লোকদিগকে মিরাকেল দেখাবার জন্য লাক টাকার লোভ সম্বরণ কল্লেন। লোকে বল্‌তে লাগল ইনি অবতারের যোগ্য নন্‌ অবতার কি অমন লোকের ঘরে জন্মায়, এ কথাটী শুনে ইনি বাপের নাম পরিবর্ত্তন কল্লেন, তাতেও কিছু হলোনা (লাভঃপরং গোবধঃ) একজন রেড়ো বামনের ঘাড়ে সেই ভূত চাপলো সর্ব্ব শরীর বেদনা মাথাগুড়ান চোখ লাল মুখে অরুচি আলস্য, দুর্ব্বলতার একশেষ ঘন ঘন হাই নেকার অনিদ্রা, এ সকল লক্ষণ দেখা যেতে লাগল পাঠক মহাশয় এসব ডেঙ্গুর পূর্ব্ব লক্ষণ সামান্য ডেঙ্গু নয়, অদ্ভুত ডেঙ্গু। বামনটী একেবারে উন্মত্ত প্রায় হয়ে এক লাফে পাহাড়ের চূড়ায় আর এক লাফে পাতালে আর এক লাফে আকাশে এই রূপে ভ্রমন কত্তে লাগ্‌ল নাম একবারে ঢং ঢং কোরে পঞ্চমে বেজে উঠল, সেই দ্বিজবর "নির্ম্মল সলিল কণবাহী সমীরণ সেবিত সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি একান্তে আসীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গলদশ্রু লোচনে গদ্‌ গদ্‌ বচনে অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনাবলী চিন্তন পূর্ব্বক, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন" কি কর্‌বেন ভেবে স্থির কত্তে পাল্লেন না কি বিষয় নিয়ে কি রূপে আরম্ভ করবেন,

কাদের দুঃখে প্রথম অশ্রুপাত করবেন, বঙ্গদেশে যে ভাগ্যধরীরা পতিকে পর লোকে পাঠিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সব কাজ কর্ম্ম থেকে একরূপ অবসর নিয়েছে পূর্ব্বে বৎসর দুই বৎসর পর প্রসব ক্লেশ সহ্য কত্তে হতো, এখন সে ক্লেশ থেকে অনেক বেঁচেছে, পূর্ব্বে মাচ ভাতে শরীর জীর্ণ শীর্ণ রোগা ছিল এখন আলো চেলের ভাত খেয়ে খেয়ে খুব মোটা হয়ে পড়েছে; মাঝে মাঝে প্রাণবল্লভ প্রাণ নাথ কুঁতুকে দিতেন, এখন আর সে জ্বালাতন নেই, তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে কিছু কিছু স্বাধীনতাও হয়ে উঠেছে, সেই গুণবতীদের দুঃখেই উক্ত মহাত্মা অশ্রু ঢাল্‌তে লাগলেন, তাঁহার চক্ষের জলে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ভেসে যেতে লাগ্‌ল, কলিকাতা কিছু উচ্চ ভূমি বলে রক্ষা পেল, "অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় কত নানা। তাতে বিধবাদের কুলতরী অকুলেভে কূল পেলে না।" ঈ, গু.। এদেশে কন্যা দায় গুরু দশা দায় বার্ষিক পর্ব্ব রক্ষা দায় প্রভৃতি অনেক প্রকার দায় আছে, কিন্তু ইনি সেই রসবতীদিগের বেগুন কাঁচ কলার দায়ে এককালে সর্ব্বস্বান্ত হলেন। কিন্তু কেহই তাঁকে অবতারের বিন্দু বলেও স্বীকার কল্লেনা। সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল ইনি বল্লালসেনের দলের লোক এঁকে কোন অবতার বলা যায় না।

একটী ভাগ্যবতী তার ছেলেকে বল্লে বাছা আমি স্বপ্নে দেখিছি তুইএসে গৌরাঙ্গ হয়ে জন্মেছিস্ সেই যুবক সেই দিন হতে অবতার হওয়ায় চেষ্টা আরম্ভ কল্লে। স্কুলে সব পড়া বন্ধ কোরে প্রাণ পণে জেঠামি শিখ্‌তে লাগল অতি অল্প দিনে প্রায় সাত জাহাজ জেঠানি উপার্জ্জন কোরে স্কুল থেকে বেরোল। অনেক কালের অনেক যত্নে কতকগুলি শিষ্য সেবক জড় কল্লে, এত লোক যে রূপে একত্র হলো তা কিছু বলা হচ্ছে—কএক বছর অতীত হয়েছে, এদেশে টাকায় ৭।৮সের চাল বিকাত সে সময়ে অনেক শিষ্য শিষ্যা জুটেছে সমাজে থেকে, সাহেবী পোষাক পরা সাহেবী খানা খাওয়া, মাগ্‌কে সঙ্গে নিয়ে বেড়ান চলে উঠে না এজন্য কতকগুলি যোগ দিলে, স্কুলে মাষ্টার পড়ার জন্য তাড়না করে পড়া শেখা বড় কষ্টকর, এ জন্য কতকগুলি বালক চোখে কিছু দিয়ে প্রেমাশ্রু বর্ষণ কোরে এসে মিলিত হল।

কোন যুবতীর পায় ধরে কত সাধা হলো তবু একবার চোখ তুলে চেলেনা এই দুঃখে কত ছোঁড়া এসে দল ভুক্ত হল বাপের নাথি মায়ের ঝেঁটা খেয়ে হতভাগা ছেলেরা আর কোথায় যাবে এই রূপে দল বৃদ্ধি হয়ে এরা দ্বিতীয় নানক পন্থীর দল হয়ে দাঁড়াল, এ জেটামিতে, বকামিতে, পাকামিতে বাদ... একেবারে ছার খার হতে লাগ্‌ল, ওদের পর্ব্বাহের আড়ম্বরে, ভজনার আড়ম্বরে, কথার আড়ম্বরে সব লোক একবারে থর থর কম্পমান হয়ে উঠল, ভক্তেরা সেই প্রভুর পা পূজাকত্তে লাগল, গলায় মালায় চন্দন মেখে দিতে লাগ্‌ল, হাত জোড় কোরে স্তব কত্তে লাগল, এ সময় সেই যুবকটী মনে মনে ভাবতে লাগল এই আমার শুভ সময়, এখন অবতারের উত্তরাধিকারীত্বের দাবীকরা কর্ত্তব্য, এই ভেবে সর্ব্বসাধারণের

নিকট চিৎকার কোরে বল্‌তে লাগ্‌ল, আমি কলির অবতার এবিষয়ে অনেক যুক্তি ও প্রমাণ আছে, সকলে শ্রবণ কর। শিষ্যেরা চার দিগ্‌ থেকে প্রভুর পক্ষ হয়ে ওকালতি কর্ত্তে লাগ্‌ল, দাবি শুনবার জন্যে অনেক লোক একত্র জড় হলো, এইপ্রভুর ন্যায় আরো অনেক প্রভু ওয়ারিশ নিলেম ডাকতে হাজির হলো। কতকগুলি ভদ্র লোক মধ্যস্থ হয়ে বিচার কর্ত্তে লাগলো বল্‌তে লাগল, অবতারদিগের কি কি দলিল আছে হাজির কর, প্রথম সেই প্রভুটীর একজন ভক্ত দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগল আমাদের প্রভু যে কলির অবতার এবিষয়ে ঢের দলিল আছে। অবতারের বর্ণ ত্রেতাতে নীল, দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে গৌর, দেখ মিলেছে কিনা। মীন অবতারে প্রভুর সর্ব্ব শরীরে আঁইস আবরন ছিল, কচ্ছপ অবতারে সেই আঁইস গুলি শক্ত হয়ে হাড়ে আবদ্ধ হলো, শোর অবতারে হাড় আবার চামড়া হয়ে গেল, দেখ সেই চামড়া এখন চোগা হয়ে গিয়েছে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ অবতারের ...টী কোথায়? তবে তার উত্তর দি— বাঁশীটী আগে কালাচাঁদের চাঁদ বদনে বিরাজকত্তো বাঁশী এখন চস্‌মা হয়ে গোরা চাঁদের নাকে উঠেছে, দ্বাপরে কৃষ্ণ কদম তলে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতেন কলিতে ইনি সোজা হয়ে মাচার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন, কেমন পাঠক বর্গ ঐক্য হয় কিনা? শিষ্যেরা পূর্ব্বজন্মে কেউ সুবল, কেউ শ্রীদাম, কেউ বসুদাম ছিল বৃন্দাবনে যে নবলক্ষ গরু ছিল, তা এখন কলেজের ছাত্র হয়ে জন্মেছে, তার অধিকাংশই পূর্ব্ব বাঙ্গলার। যদি বল রাধা, ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখিরা কোথায়? একটী গুপ্ত বৃন্দাবন হয়েছে——— —তারা এখন সেখানে কেলি করে, কৃষ্ণ অবতারে প্রভু স্বয়ং গোকুলে সখী দিগকে যমুনাপার কর্ত্তেন, এ অবতারেও গাড়িতে স্বয়ং সখীদিগকে পার করেন, এ অবতারে একটুকু সুবিধা আছে, আয়ান ঘোষের ভয় নাই, আচ্ছা, যদি প্রশ্ন হয় কৃষ্ণ পুতনা রাক্ষসীকে কাম্‌ড়ে ছিলেন, পুতনা আবার উল্‌টে কানাইকে কাম্‌ড়ে ছিল, এঅবতারে ওরূপ ঘটনা কোথায়, উত্তর—কলিকাতায় বিষ্ণুভক্ত এক জন আঢ্যলোক আছেন, তাঁর সহিত প্রভুর বড় কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি হয়ে গিয়েছে। একজন আপত্তি কল্লে মথুরার ভক্তেরা বৃন্দাবনের যে পাহাড়ের চূড়া প্রত্যহ দেখে প্রণাম কোরে জল গ্রহণ কত্তো, যে পাহাড়ে সর্ব্বদা লাক্‌২ গরু চরে বেড়াত, সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কোথায়? ভক্ত উত্তর কল্লে—সেই গোবর্দ্ধন এ সহরে আছে, তার চূড়া সেখান থেখে ভক্তেরা দেখে প্রত্যহ জল গ্রহণ করে, তাতে নলক্ষ গরু চরে, ঘাস খায়। সে সব গরুর বিষয় পূর্ব্বে বর্ণনাকরা গিয়াছে। প্রশ্ন—বৃন্দাদূতী, ললিতা, প্রভৃতি গোওয়াল্‌নীরা মথুরার রাজসভায় গিয়ে সাধের দৈ বেচে আস্‌তে, ইতর লোকেরা বলে দৈ, ভক্তেরা বলে দৈ নয় সে রসের প্রেম, সে নিলে কোথায়, উত্তর— সখীরাও ঠিক সেরূপ———যেয়ে মনের মত——বেচে আস্‌ছে আর রসিক লোকেরা বাহবাদিচ্ছে, আর এক

জন প্রশ্ন কল্লে—কৃষ্ণের মধুর বাঁশী শুনবার তরে, কৈলাস হতে শিব উমাকে, কামদেব স্বেচ্ছাচারিণী রতিকে, চাঁদ কুমুদিনীকে, সূর্য্যদেব যমুনাকে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে পাঠাতেন, এখন সে রূপ মিলে কোথা? ভক্ত উত্তর কল্লে এখন সেরূপ মিলে প্রতি রবিবারে হয়ে থাকে। মাঝে একটু গোল বেঁধে ছিল, এখন সে গোল চুকে গিয়েছে। প্রশ্ন—স্বরপুর থেকে একদিন ইন্দ্র এসে শচীর গলা ধরে প্রভুর বাঁশী শুনছিলেন, প্রভু লজ্জায় বিরক্ত হয়ে আর বাঁশী বাজালেননা, এরূপ মিলে কোথায়? উত্তর—শোরপুর থেকে একজন বিলাতী, ইন্দ্র শচীর গলা ধরে এপ্রভুর বাঁশী শুন্‌ছিল, প্রভু বিরক্ত হয়ে একটী কথাও বল্লেন না। এপক্ষের সব কথা নাফুরাতে ফুরাতেই আর একজন লোক দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল। কোন রূপেই এর দাবি প্রবল হতে পারেনা, হে বিচারকগণ! সব দলিল দাখিল কর আমি প্লীড কচ্ছি আপনারা শুনুন ও যথার্থ বিচার করুন। কলির দ্বিভুজ অবতার নিমাই, তা অনেক দিন চুকে গিয়েছে, এখন যে অবতার হবে, তার আটখানি হাত হবে, অর্থাৎ সব অবতারের সার মথে যে ননি উঠ্‌বে, তা থেকে কলির অবতার জন্মাবে, এইটী বেদ কোরাণ ও বাইবেল সন্মত কথা, আমিই সেই অষ্টভুজ অবতার, যে সতী লক্ষ্মীমার ছেলে, সে আমার অষ্টভুজই দেখে, অন্যেরা আমার দুখানি হাত মাত্র দেখে, মধ্যস্থগণ! কেমন, আপনারা আমার কি দুহাত মাত্র দেখেন, না আটহাত দেখ্‌তে পান? আমার অষ্ট বাহু রূপের বর্ণন শুনুন—বৃন্দাবনে যার নাম কালাচাঁদ, এখানেও তার নাম কালাচাঁদ, দ্বাপরে যার বর্ণ কালো, কলিতেও তার বর্ণ কালো, মাথায় চূড়া, দুইহাতে মুরলী, দুই হাতে ধনুর্ব্বাণ এক হাতে ত্রিশূল, এক হাতে কমণ্ডলু, এক হাতে কোরাণ, এক হাতে বাইবেল্ আছে, এতে রামকৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্মা, মহম্মদ, খৃষ্ট এক হয়ে কলির অবতার হয়েছেন, সেই অবতার কে জানেন, অবতার আমি সেই মেড়ে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়েছি, কৃষ্ণ মিলের মধ্যে গরুরাখাটীই সকলের প্রধান মিলে, কিকল্লে সেই মিলেটী এখন বজায় থাকে, অনেক ভেবে চিন্তে কেরাণীগিরি কত্তে লাগ্‌লেম, (হক কথা বলেন—প্রভু! বড় ভুল হয়েছে, টিচার সিপ্ মিলে ঠিক হতো) আয়ান ঘোষের বিষয় অনেকেই জানে, বৃন্দাবনে যমুনার কূলে, কদম তলে, যে মড়া পোড়ান হতো তা আয়ান ঘোষ অনেক করে বারণ করেছিল, অনেকে সেই আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধা, কলত নয় চন্দ্রাবলী।

সেই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেই অ দার্পণ হয়ে থাকে, জলকেলি, বনকেলি, বস্ত্র হরণ, মান, রাস, কত মিলে হয়ে যায়, তা ভক্ত বৈ কে বুঝ্‌তে পারে, আমার ভক্তদিগের স্বর্গে যাওয়ার জন্যে মেড়ে বৃন্দাবনে এক সিঁড়ি কোরবো——তার এক ধাপ হালিসহরে হবে।

আর একটী লোক দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,—মাছ, পশু, মানুষ অবতার হয়ে গিয়েছে, আর তা হবে না, পাখী অবতার

বাকি আছে, আমি সেই পক্ষীরাজ, আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে পাপী-দিগকে ত্রাণ কর্‌ব। হটাৎ আমায় তোমরা মানুষের আকৃতি দেখ্‌তে পাচ্ছ, একটু ভেবে চিন্তে দেখ্‌লে আমার ঠোঁট ল্যাজ, পাখা, সব দেখ্‌তে পাবে, ত্রেতা যুগের বানর সকল দ্বাপরে গোয়ালা হয়ে জম্মেছেন, গোয়াল রাজ হাঁস, ময়ুর বক, কাক, কাদাখোঁচা, চিল প্রভৃতি পাখী হয়ে জন্ম নিয়েছে, পাখী হওয়া বৈ আর পরিত্রাণের পথ নাই, যদি বল পাপী মানুষেরা পাখী হবে কিসে ? তার উপায় আছে, গাঁজা, গুলি, সিদ্ধি তার প্রধান উপায়, এক দমে, দুই, তিন, ছিলিম, গাঁজা খেতে পাল্লে, ঘুগু, কবুতর প্রভৃতি সামান্য পাখী হয়ে থাকে, অধিক মাত্রায় খেতে পাল্লে ভাল ভাল পাখী হতে পারে, নুরি, হিরামন, কাকাতুয়া, সারস, প্রভৃতি পাখী হওয়া বহু পুণ্যের ফল, কলিকাতার কত রাজা রাজড়া ও বড়লোকের ছেলে পাখী হয়ে ...মার দলে মিলেছে তা গুণে শেষ করা ...না। যার কপাল ভাঙ্গে সেই আমার কৃপা পায়, দলবল নিয়ে যখন যেখানে যাই সেখানেই বৃন্দাবন, ব্রজের গোওয়ালিনীরা এসে সোনাগাছিতে জন্ম গ্রহণ করেছে, প্রায় প্রত্যহ বস্ত্র হরণ, মান, রাস, দোল প্রভৃতি নিলে হয়ে থাকে, পূর্ব্বে যার নাম মথুরা, ছিল এখন তার নাম শোভা বাজার দুই চার মাসের মধ্যে একটা কংশ বধ কর্ত্তে হবে, আমার লীলা বর্ণন গান শুনলেই, সকলে জান্‌তে পারবে আমি কি বস্তু।

পক্ষীরাজের গীত,

পক্ষীরাজ এলেন পাপীতরাতে এবার,
কর ও চরণে ভক্তিসার,
কত পাখী ভক্ত জুটে,
মিলে করে বেড়ায় ছুটে,
চোটে চোটে কল্কে ফাটে, ধোঁয়াতে সব অন্ধকার।
হরি গো এই কলিকালে,
হুঁকোর উপর চিতে জ্বলে,
দম দিয়ে কসে, থাক বসে,
স্বর্গে যাওয়া কোন ছার।

এই গান শুনে গোরা চাঁদের ভক্তেরা বল্লে আমাদের দলের একটী গান শোন দেখি।

গীত।

এনাম কোথা পালি ও ভাই কেশা,
বড় লেগে গেল প্রেমের নেশা
চোগা চাপ্‌কান চস্‌মা ছেড়ে,
নেচে আয়রে কপীন পরে,
দিয়ে কোল গলা ধরে, পুরা পাপির তাপির আশা।
হয়ে প্রেমে হতাশা, বিলাই "সুলভ" বাতাশা
গড়াগড়ি হুড় হুড়ি হায় কি প্রেমের তামাশা
সে নামের গুণ কেউনা জানে, ফুঁকে দিচ্ছে যাদের কানে, হায় গো-তাদের পোড়া কপালে ভাঙ্গা দশা।,

হক কথায় বলে, কৌতুক ছলে কেন এত সাহেব ঘেঁষা ?

ভক্তদিগের গানের পর গোরাচাঁদ স্বয়ং একটী গান কল্লেন।

গীত। (রামপ্রসাদি সুর)

হলোনা দুদিগ্‌ বজায় রাখা।
মাছ মিলেনা সুধু কাদা মাখা,
পরের মাথা খেয়ে নিজের ইচ্ছা ছিল যেতে

থাক। যত সর্ব্বনেশে, বাঙ্গাল এসে, ভেঙ্গে দিল কলের পাখা।

কে অবতার তার কিছুই স্থির হচ্ছেনা, এবং মীমাংসা করে এরূপ লোক বড় মেলে না, কেউ মনোযোগ করে না। কোথা গেলে এর মীমাংসা হবে, এ বিষয় অনেক ভেবে চিন্তে এক মধ্যস্থ স্থির কল্লে, কলিকাতা রূপ ক্ষীরসমুদ্র হতে সেই মধ্যস্থচন্দ্রের উদয় হয়েছে অবতারের ওয়ারিশেরা সেই মধ্যস্থের, বাড়ী গিয়ে বল্লে মহাশয়! আমাদের বিষয় বিচার করুণ। সকলে নিজ নিজ দাবি পেশ কল্লে মধ্যস্থ নিজের কাজে ও চিন্তায় ব্যস্ত। ওদের জঙ্গলা কান্নার প্রতি একবারও মন দেয় না, একবার বল্লে "নর্থব্রুক পদতলে, মধ্যস্থ কাঁদিয়া বলে," কিছু কাল পরে আবার বল্লে,

"লর্ড মেও পিতা আমার সহসা মরিল,
মা আমার ভারত ভূমি বিধবা হইল,
আর এক বাপ নর্থব্রুক কৈলা আগমন,
বিদ্যাসাগরের মনবাঞ্ছা হইল পূরণ।"

এই কবিতা শুনে গোরাচাঁদ মনে মনে ভাব্‌তে লাগল্‌। এযে বড় ভয়ানক লোক, আমিও গবর্ণরকে অনেক খোসামুদী করেছি, কিন্তু নিজের এরূপ বাপান্ত করে, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে খোসামুদী কখন কোথাও শুনি নাই। সকলে নিরাশ হয়ে ফিরে চল্লো আর পরামর্শ কল্লে হালিসহরে এক দেবতা উদয় হয়েছেন, তাঁর বড় প্রভাব, তার নাম হক্‌কথা, চল তার কাছে যাওয়া যাক্‌, হক্‌ কথা অবশ্যই হক বল্‌বে, তাহলেই আমাদের ভাল বিচার হবে, এই রূপে হক কথার কাছে গিয়ে সব দলিল, প্রমাণ দাখিল করে, ওয়ারিশেরা গিয়ে একজায়গায় দাঁড়াল। হক্‌ কথা তাদের সমুদয় কথা শুনে বল্‌তে লাগল তোমাদের এ সমুদয় দুরাশা, ভ্রম, লোভ, তোমারা কেউ অবতার নও। কএকমাস হলো কলিকাতাতে আসল অবতার জন্মেছেন, তার পরিচয় পেলেই সব ভ্রম দূর হবে, যত অবতার হয়েছেন সব পাপী তরাতে, পৃথিবীতে বড় পাপ হয়েছে, সেই পাপের বিশেষ শাস্তি নাহলে পরিত্রাণ নাই, প্রভু যে পাপের কি ভয়ানক শাস্তি দেন, তা আর কি বল্‌ব, প্রভু যাকে ধরেন, তাকে আর ছয় মাস উঠ্‌তে হয় না, প্রভুর হাতে কোন অস্ত্র নাই, এমনি আঘাত করেন যে ভীমের গদা হতে শতগুণ, শুনেছি প্রভু বিলাত থেকে জাহাজে চড়ে এদেশে এসেছেন, প্রভু অনেক দিন কলিকাতায় ছিলেন, এখন ধর্ম্ম কর্ম্মে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠক মহাশয়! বলুন দেখি সেই কে? প্রভুর নাম ডেঙ্গু।

পাঠক মহাশয়! হক্‌ কথার দু একটি উপদেশ শুনুন, অনেকে মনে করেন হক্‌ কথা কেবল গালাগাল দেয়,ফলতঃ তানয় হক্‌ কথার ন্যায় আর উপদেশ নাই, হক কথা বলে পক্ষীরাজ যেমন লোকের ছেলে পুলেকে গাঁজাখোর গুলিখোর বানিয়ে সর্ব্বনাশ করে, গোরাচাঁদও ছেলে পিলে দিগকে যেরূপ ভুলিয়ে অধঃপাতে দেয় ডেঙ্গু তাঅপেক্ষা অধিক লোকসান্‌

রেনা, কালাচাঁদ এখন পর্য্যন্ত কারু কিছু হানি করে নাই, গোরাচাঁদ দেশের উপকারের ভানকরে নিজের নামটা জম্‌কায়। পক্ষীরাজ ও দিকে যায় না, কালাচাঁদের মান চুলকুনিটুকু আছে। গোরাচাঁদ বলেন গুরু গোঁসাই পূজা করা পৌত্তলিকতা অথচ লোকের মাথায় নিজে পা তুলে দেন পক্ষীরাজ গাঁজা গুলির আড্ডাতে পয়সা খরচ করেন, গোরাচাঁদ এবিষয়ে বড় সেয় না নিজ পকেটের একটী পয়সা খরচ করেনা। ডেঙ্গু, পক্ষিরাজ গোরাচাঁদ এই তিনের জ্বালায় আজকাল কলিকাতা ব্যতিব্যস্ত, কিছু দিন পূর্ব্বে হেদুবনের কেঁদোবাঘের ভয় ছিল এখন আর তা নাই এখন এই দুই ভয় থেকে যাতে রক্ষা পায় তাই দেখা উচিত, পাঠক মহাশয়! দেখুন হক্-কথার কেমন মহৎ লক্ষ্য।

একটী আশ্চর্য্য জীব

আমরা বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকে বিশ্বপতির অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সকল নয়নগোচর করিয়া চমৎকৃত হই। কি শশধর ও তারকামালাবিভূষিত বিস্তীর্ণ আকাশ, কি বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও গুল্ম লতাদি দ্বারা সুশোভিত ধরণীমণ্ডল, কি মনুষ্যের অপূর্ব্ব সুসম্পন্ন অবয়ব, কি পশু পক্ষীগণের কৌশল সমন্বিত গঠন,সমুদায়ই সেই বিশ্বরচয়িতার মহিমা প্রচার করিতেছে। বিশ্বরাজ্যের অদ্ভূতং কার্য্য সকল দেখিবার জন্য আমাদের দূর দেশে যাইবার আবশ্যকনাই। ভয়ানক বিজন বন বা উত্তুঙ্গ পর্ব্বত মালা উত্তীর্ণ হইবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকই আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ। একটী নিকৃষ্ট কীট বা সামান্য তৃণ যদি মনোযোগ পূর্ব্বক বিলোকন করি, তাহাতেও অদ্ভূত কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হই। অপরের বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের বিস্তীর্ণ দেহ রাজ্যই কি আশ্চর্য্য রচনা কৌশলে সংগঠিত হইয়াছে। প্রতিবার অঙ্গ সঞ্চালনে এবং প্রত্যেক বচন বিন্যাসে, কি অদ্ভূত কৌশলই না প্রকাশিত হইতেছে! গর্ভবাসে অবস্থিতি হইতে পরিণত অবস্থায় পদার্পণ পর্য্যন্ত, মনুষ্যের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে, কি পর্য্যন্তই না বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কিন্তু বাহ্যিক ব্যাপারব্যূহ অপেক্ষা আভ্যন্তরিক কৌশল সকল অধিক আশ্চর্য্যজনক। আত্মার সহিত জড় দেহের সম্মিলন, মনের বিশ্ব ব্যাপিনী গতি ও আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তি পর্য্যালোচনা করিলে একেবারে হতজ্ঞান হইতে হয়। কোন কবি যথার্থই কহিয়াছিলেন,—"মনুষ্যের নিকট মনুষ্য কি অদ্ভূত পদার্থ।" এবম্প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপারব্যূহের আধার হইয়া, মানবগণ আপনং স্বভাবের কি প্রকার চাতুর্য্য দর্শাইতেছেন, তাহার একবার আলোচনা করা উচিত হইতেছে।

মানব চরিত্র অতি বিচিত্র। বাহ্যিক চিহ্ন সকল অবলোকন করিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কি স্বদেশের উন্নতি বর্দ্ধনে, কি অপরের উপকার সাধনে, সকল সৎ-

কার্য্যেই তাঁহাকে ব্যাপৃত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলে, একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। অপরিচিত ব্যক্তির নিকট কিম্বা রাজ সন্নিধানে তিনি সমধিক যশস্বী হইতেছেন। প্রকাশ্য পত্রে সুখ্যাতিসূচক প্রসঙ্গ দেখিয়া, অতীব আনন্দিত হইতেছেন, এবং আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিতেছেন। বিদ্যালয় নির্ম্মাণ, চিকিৎসালয় সংস্থাপন, রথ্যা নির্ম্মাণ এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত দেখা যাইতেছে।

এ সকল নয়নগোচর করিয়া কে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? চতুর্দ্দিক হইতে সুখ্যাতির ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, এবং রাজার নিকট হইতেও প্রশংসা সূচক পত্রিকা ও যোগ্য উপাধী প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহার গুপ্ত লীলা সকল অবগত হইলে কেনা চমৎকৃত হইবে? গোপনেং তাঁহা কর্ত্তৃক যে কত অত্যাচার হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, সমধিক অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, কত বিধবার গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করিতেছেন। কত প্রজার প্রতি বিশেষ অত্যাচার প্রকাশ করিতেছেন, এবং ষড় যন্ত্রের দ্বারা কত ভদ্রলোককে সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত করিতেছেন। এবম্প্রকার কার্য্য-সম্ভূত ধন দ্বারা তিনি আপনার দাতব্য ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। সরলতা মনুষ্য মাত্রকেই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। কোন সাধুব্যক্তির সহিত কোন কদাকার মনুষ্য সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সেই সাধু ব্যক্তি যে তাহার কত গুণ ব্যখ্যা করেন এবং তাহার প্রতি কত যে অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। কিন্তু তাঁহার মনের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি তাহার সহিত মৌখিক আলাপ করিতেছেন, এবং তাহার বাক্য গুলি অনুমোদন করিতেছেন, কিন্তু মনেং সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, শীঘ্র তাঁহা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন। অনেকেই, আপনার ইচ্ছার বিপরীত হইলেও কদাচারী বা বৃথা-গল্পামোদী ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে অমূল্য সময় অপব্যয় করিয়া থাকেন। লোকনিন্দাভয় তাঁহাকে এরূপ পর্য্যাকুল করে যে, তিনি আপনার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, কুৎসিত ব্যক্তিগণের সুখ্যাতি প্রাপন জন্যও ব্যতিব্যস্ত হয়েন। এ স্থলে লোক নিন্দাভয় পরিত্যাগ করা বিধেয়। স্পষ্ট বক্তা হইলে অনেক অভীষ্ট সংসাধিত হয়। কথিত আছে যে কোন সুরসিক গ্রন্থকারের নিকট এক জন অলস ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি মধ্যেং আগমনং. নানা প্রকার হাস্য কৌতুকে কালযাপন করিত। আমোদপ্রিয় ব্যক্তি দেখিল যে, সে ত সর্ব্বদাই গ্রন্থকারের নিকট আগমন করিয়া থাকে, কিন্তু গ্রন্থকার ভদ্রোচিত কার্য্য করিতেছেননা তাঁহারও কোনং সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত। এই স্থির করিয়া আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিল। গ্রন্থকার মহোদয় প্রত্যুত্তর করিলেন হে মহাশয়! আমরা এক ব্যবসায়ী নহি সুতরাং আমাদের

উভয়ের এক ভাবে কার্য্যকরা যাইতে পারেনা। আমি দেখিতেছি আপনার কোন কার্য্য নাই, এবং কোন প্রকারে সময় অতিবাহিত করিবার জন্যই আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি যদি আপনার নিকট সর্ব্বদা গমন করি, তাহা হইলে আমার অমূল্য সময় অতিবাহিত হয়। পাছে লোকে তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী বলে, এই বিবেচনায় অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি গল্পপ্রিয় জনগণের সহিত মৌখিক আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক, অমূল্য সময় ক্ষয় করিয়া থাকেন। এবং সেই অপব্যয়িত সময়ের মধ্যে যে সকল সৎকার্য্যের দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইতে বঞ্চিৎ হয়েন।

যেখানে কয়েক জন বন্ধু একত্রিত হইয়া, নানা প্রকার কথোপকথন করিয়া থাকেন, সেখানে নানা প্রকার বাক্য বিন্যাসের মধ্যে, কত ব্যক্তির চরিত্রের সমালোচনা হইয়া থাকে, কত লোকের এবং কত ব্যক্তির নিন্দাবাদ শ্রুতি হয়। কিন্তু ইহা সামান্য আক্ষেপের নহে যে তাঁহারা গুপ্ত ভাবে যে সকল ব্যক্তির কুযশঃ কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের সমক্ষে কাহারো কোন গ্লানি সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসিক হন না। বিবেচনা করুন, কোন স্থানে কাহার নিন্দাবাদ হইতেছে, এমন সময় দৈবাৎ সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল, অমনি কথোপকথনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল যাহার নিন্দাবাদ হইতেছিল, তাহারই সুখ্যাতি ধ্বনী উত্থিত হইতে লাগিল। এবম্প্রকার কপটাচরণ যে কতদূর পর্য্যন্ত অনিষ্ঠকর তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এবম্প্রকার ঘটনা প্রাতিনিয়তই সংঘটন হইয়াথাকে। অপরের নিন্দাকরা নিজ অহঙ্কার প্রকাশ করা মাত্র, কৌশল করিয়া, আপনার শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু অন্যের কুযশঃ ঘোষনা করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য মাত্রেরই বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহারা যেমন অপরের নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, হয়ত তাঁহারাও সেই প্রকার অপর কর্ত্তৃক নিন্দিত হইতেছেন। আর মানবগণের ইহাও হৃদয়ঙ্গম হওয়া কর্ত্তব্য যে, আপনারদের অতি জঘন্য রীতি সকল সত্ত্বে, অপরের দোষ লইয়া অন্দোলন করা, উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র। বরং যাঁহারা বিবিধগুণে অধিকারী, তাঁহাদিগকে কোন গর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলে, আমাদের আরও আক্ষেপ করা উচিত এবং তাহার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া, সতত সাবধানে কালযাপন করা অতীব আবশ্যক।

মনুষ্যের মনের ভাব যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যেখানে কয়েক ব্যক্তি কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেখানকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করুন—সকলেই আপন আপন প্রাধান্য রাখিবার জন্য অতীব ব্যগ্র। যিনি বাগাড়ম্বরে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি তাহাতে এরূপ উন্মত্ত যে, তাঁহার বাক্য গুলি তাঁহার সহযোগিগণের প্রিয় হইতেছে কি না, তাহার প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য করিতেছেননা এবং অন্যে যে কোন

অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে, তাহার অবকাশও দিতেছেন না। আমি যাহা বলিতেছি তাহাই প্রামাণ্য, আমার বাক্য গুলি সকলের পক্ষে অবশ্যই শ্রুতি সুখকর হইতেছে, ইত্যাকার ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক হইতেছে। তিনি যে অতি বিচক্ষণ এবং সদ্ব্যক্তি তাহাই প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যেখানে দুই ব্যক্তি তর্ক বিতর্ক করিতেছেন সেখানকার ভাবও একবার অনুধাবন করুন। পরস্পর তুমুল বাকযুদ্ধ হইতেছে, কেহ পরাস্ত হইতে ইচ্ছুক নহে আমি যাহা কহিতেছি তাহাই যুক্তিযুক্ত এবং আমি তাহা অবশ্যই প্রতিপন্ন করিব এবম্প্রকার ভাব উভয়েরই মনে উদয় হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এমনও সংঘটন হয় যে, কেহ আপনাকে হীনবল জ্ঞাত হইয়াও তর্ক করিতে বিরত হয়েন না। আপনার পক্ষ দ্রড়িষ্ট না হইলেও তিনি কোনমতে তাঁহার কথা রক্ষা করিবেনই করিবেন। অনেক সময়ে, এবম্প্রকার তর্কের ফল, অতি অনিষ্টকর হইয়া থাকে। হয়ত তাহা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করে। ফল কথা এই মনুষ্য আপনাকে অতিরিক্ত ভাল বাসেন, এবং সেই নিমিত্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, যেসকল কথা তিনি প্রয়োগ করেন, তাহা সকলের অনুকরণীয়। বলিতে কি, তাঁহার কোন মতেই ইচ্ছা নহে যে, কাহারও নিকটে পরাভব স্বীকার করেন। এ দিকে শীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া কি পর্য্যন্তই না হাস্যাস্পদ হইয়া পড়েন। মনে মনে স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহা অপেক্ষা সদ্বিবেচক বা সদ্বিদ্বান অতি বিরল। কিন্তু কেহ তাঁহার সমক্ষে তাঁহার গুণাবলী ব্যাখ্যা করিলে, অমনি আপনাকে অতি অধম ও জ্ঞানহীন বলিয়া মৌখিক শীলতা প্রকাশ করা হয়। সুখ্যাতি সূচক বাক্য সকল শুনিতে তাঁহার যে একান্ত অনিচ্ছা এরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন, অথচ মন আনন্দে পরিপ্লুত হয়, আন্তরিক ইচ্ছা যে তাঁহার গুণাবলী আরও প্রকৃষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা হয়।

মনুষ্যের আন্তরিক ভাব পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার মন যে কতদিকে প্রধাবিত হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মনের মধ্যে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বিদ্যমান। এই তুমি ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছ, তাঁহার অচিন্তনীয় কৌশল ও অপার মহিমা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে একেবারে হতজ্ঞান হইতেছ, মনে মনে তাঁহাকে কত সাধুবাদ দিতেছ, মনে করিতেছ যেন সাধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ঈশ্বরের সহিত বাস করিতেছ এবং ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছ। পরক্ষণেই একটী কুটিল ভাব আসিয়া, অন্তঃকরণকে পর্য্যাকুল করিল। কোথায় স্বর্গীয়সুখ অনুভব করিতেছিল, কোথায় গভীর নরকে নিপতিত হইলে। হাব, ভাব সম্পান্না কামিনীর রূপ লাবণ্য অন্তরকে অধিকার করিল, তাহারই ভাবে একেবারে বিগলিত হইলে, তখন ধর্ম্ম ভাব শিথিল হইল, পাপ চিন্তা অন্তকরণকে অধিকার করিল। (ক্রমশঃ)

হালিসহর পত্রিকা

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২ য় খণ্ড আষাঢ় সন ১২৭৯ সাল ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নূতন মিউনিসিপাল আইন।

নির্দ্দোষী, নিরীহ, দরিদ্র প্রজাদিগের নির্য্যাতনমানশে বোধ হয় আমাদের লেফ-টেনেণ্টগভর্ণর সাহেব এই আইনের পাণ্ডু-লিপি করিয়াছেন। ক্রমাগত নিয়ম পরিবর্ত্তনে কার্য্যের কি রূপ বিশৃঙ্খলতা হয়, তাহা বোধহয় আমাদের রাজপুরুষেরা বিশেষ অবগত নন। তাহা হইলে কি কারণে ক্রমাগত নব ২ আইন প্রস্তুত করিতেছেন। ইংরাজেরা স্বাভাবিক চঞ্চলও নবীনতাপ্রিয়। কিন্তু সকল বিষয়ে সেই চাপল্য ও নবীনতা যোজনা করা যাইতে পারেনা। কোন বিধির দ্বারা দেশের ইষ্ট হউক আর অনিষ্ট হউক, বিধি প্রনয়ণ আবশ্যক ও অপ্রয়োজন হউক, নূতন বিধি প্রস্তুত করিতে হইবে।

বঙ্গবাসীরা স্বাভাবিক শান্ত প্রকৃতির লোক। তাহারা ইংরাজদিগের চাপল্যের উষ্ণতায় দগ্ধ প্রায় হইতেছে। আমাদের রাজপুরুষেরা এসমস্ত দেখিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদৃচ্ছা রূপে উপর্য্যুপরি নূতন২ ব্যাবস্থা প্রচলনের চেষ্টা পাইতেছেন। মুক ব্যক্তিকে একে বারে বাক পটু, অন্ধকে একে বারে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বিশিষ্ট করিবার চেষ্টা, যে রূপ সর্ব্বথা ফল প্রদ হয়না, আমাদের রাজ-পুরুষদের সেই প্রকারে বঙ্গ বাসীদিগকে একেবারে "বিলাতী" করিবার বাসনা শুদ্ধ নিস্ফল ও আমাদের সুখ শান্তি বিঘাতক, ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। আমরা সভ্যতার পথে দুই এক পাদ অগ্রসর হইতে শিক্ষা করিতেছি। আমাদিগকে একেবারে এক লম্ফে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে রাজ-পুরুষেরা ভগ্ন মনোরথ হইবেন, আমরাও হস্ত পদাদি ভগ্ন হইয়া অক-র্ম্মন্য হইয়া পড়িব।

কেম্বেল সাহেব মহাশয় যে নূতন আইনটি বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেটী যে কি প্রকার ভয়ঙ্কর হইবে তাহা বলা যায় না। প্রত্যেক অধ্যায়ই আমাদের অনর্থের মূল। আবার যখন সেই সমস্ত, অপরিনামদর্শি, অল্প বয়স্ক, ও অবিবেচক "সিভিলিয়ান" দিগের হস্তে প্রদত্ত হইবে তখন তৎসমূদায় কি ভয়ানক অত্যাচারে পরিণত হইবে তাহা বর্ণনাতীত। আমরা একে নির্ধন, বঙ্গবাসীরা যে সকলে বিদ্যার ফলাস্বদনে উন্নতিপ্রিয় হইয়াছে তাহাও স্বীকার করা যায় না, সে স্থলে আমারা কত দূর ইহার ভার বহনে উপযুক্ত তাহা বিবেচনা করা উচিত।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় অবধি আমাদের সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিন হইতেই আমাদের রাজকোষ শূন্য হইয়াছে। রাজ পুরুষেরা ক্রমাগত নানা কর স্থাপন দ্বারাই সেই অকুলান পুরণের চেষ্টা করিতেছেন। ইনুকম টেক্সের দ্বারা দেশীয়গণের কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে, ইনকম টেক্সের ভীষণ অত্যাচারে দেশীয়েরা কি প্রকার জর্জ্জরিত উৎপীড়িত ও ব্যতিব্যস্থ হইয়াছে তাহা সংবাদপত্র সমূহ পাঠ করিলেই সকলে অবগত হইতে পারেন। এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। ইনকম টাক্স যে রাজপুরুষদের হস্তে বাঙ্গালীনির্ঘাতক তীক্ষ্ণাস্ত্র তাহা একবারে নির্ব্বিবাদ মূলক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। রথ্যাকরের বিষময় ফল এখনি সকলে আস্বাদন করিতেছেন। রাজপুরুষেরা যে আগ্রহাতিশয়ের সহিত এ কর আদায়ের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে, যে এ কর বঙ্গবাসীদের শোণিত শোষিত করিয়া তাহাদিগকে একেবারে দলিত করিবে। অবগত হওয়া গেল যে কোন ২ মহাপুরুষ একেবারে এত নির্দ্দয় চিত্তে এই কর নির্ধারণ করিতেছেন যে কর, অপেক্ষা "রিটরণ" যথা নিয়মে প্রদত্ত না হওয়াতে যে সকল জরিমানা হইতেছে তাহা শত গুনে অধিক হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! লোকে পদ প্রাপ্তে একেবারে ধর্ম্মান্ধ হইয়া কি কার্য্যই না করিতে পারে। পথ নির্ম্মান পথ পরিস্কার, নগর বা গ্রাম সংস্করণ, প্রভৃতি কার্য্যগুলি মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থে প্রথমে ১৮৬৪ সালে এই সম্বন্ধে একটী বিধি প্রচলিত হয়। প্রধান ২ নগর সমূহেই ইহা প্রচলিত হয়। তৎপরে ১৮৬৮ সালে আর একটী আইন প্রস্তুত হয়। সমৃদ্ধিশালী উপনগর ও পল্লীতে এই বিধি প্রচলিত হয়। এই দুইটী আইনের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও ইহা দ্বারা দেশীয়দিগের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সহস্র লোক হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া ইহার উৎপীড়নে আপন ২ বাসস্থান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় স্বদেশ প্রিয় জাতি আর নাই। ইহারা সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া, শত ২ অসুবিধা সত্ত্বে "ভিটা" পরিত্যাগ করিতে চায় না। এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন্ যে মিউ-

সিপ্যালিটীর অত্যাচার কিরূপ।

পথ পরিষ্কার। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে উত্তমোত্তম পথ না হইলে গমনাগমনের অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি কোথায় কোন মিউনসিপ্যালিটীতে প্রকৃত প্রস্তাবে পথ প্রস্তুত হইয়াছে? যাহা কিছু হইয়াছে তাহা যেস্থলে ইংরাজদিগের বসতি স্থান। কলিকাতায় যে সকল পথ দেখাযায় চৌরঙ্গির পথের সহিত তাহাদের তুলনা করিলে তৎসমুদায় সহস্র গুনে নিকৃষ্ট বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয়না। যখন রাজধানীতে এপ্রকার হইল তখন যে পল্লিগ্রামে এ রূপ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। কর নির্দ্ধারণ প্রণালী অতীব চমৎকার। মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপদাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি আমলা দিগের মনোনিত ব্যক্তি দিগকেই প্রায় “পঞ্চায়েত” নিযুক্ত করেন। তাহারা প্রায় সকলেই স্বার্থপর মূর্খ ও অপরিণামদর্শি লোক। এবম্প্রকার লোক দ্বারা যে প্রকার বিচার হয় তাহা পাঠক মহশয়েরা সকলেই অবগত আছেন। অনেকে “পঞ্চায়েতি” প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গভর্ণর জেনারেল অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী বিবেচনা করে ও যদৃচ্ছা ক্রমে লোকদিগের উপরে কর নির্দ্ধারণ করে। তাহাদের প্রতি কার্য্যেই পক্ষপাতিতা লক্ষিত হয়। দেশীয়দিগের ইহাতেও দুঃখের শেষ হয়না। মাজিষ্ট্রেট আবার করতালিকা দৃষ্টে যথেচ্ছরূপে সে সমস্ত কর পরিবর্ত্তিত করেন। ইহার অপেক্ষা অত্যাচার কাহাকে বলে। ইহাকে যদি অন্যায় না বলাযায় জানিনা তবে জগতে অন্যায় কাহাকে বলে।

রাজপুরুষেরা উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত। উন্নতি কি উপায়ে সংসাধিত হয় তদ্বিষয়ে ক্ষণ মাত্র মনোনিবেশ করেননা। পুরাতন বিধিদ্বয় দ্বারা দেশীয় দিগকে কত অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে লিখিত হইল। লোকে একেই এদ্দুভয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছে, তাহার উপরে আবার এই নূতন আইনের নিয়মাবলী তাহাদের মস্তকে বজ্রসম পতিত হইবে। তাহারা জানিতে পারিতেছেনা কেম্বেল সাহেব উপকারের ভাণ করিয়া তাহাদিগের কি সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

নূতন আইন দ্বারা অনেক গুলি নূতন কর হইবে।

আমরা অদ্য এই নূতন আইনের কয়েকটী অধ্যায়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১২। ১৩ ধারা পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, “মিউনিসিপ্যাল কমিসনার নিযুক্ত করিবার ভার লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের হস্তেই রহিল”। প্রজাতন্ত্র মিউনিসিপ্যাল শাসন কোথায় রহিল? আমরা যদি কোন রাজপুরুষদিগকে বলি যে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছেনা, তখন তাঁহারা কি উত্তর দেন? তাঁহারা অম্লান বদনে বলেন যে, “কেন তোমরা নিজেত সমস্ত কার্য্য করিতেছ।” এইক্ষণে সেই সব আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত, চতুর, রাজপুরুষেরা কো-

খায় ? যদি লেপ্‌টনেণ্ট গভর্ণর সাহেবের হস্তে পঞ্চায়েত নিযুক্তের ভার রহিল তখন আর এ বালক ক্রীড়ার প্রয়োজন কি ? এত বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা কমিসনার নিযুক্ত করিবার বা আবশ্যক কি ? একেই কি প্রজাতন্ত্র শাসন বলে ? বঙ্গদেশ বলিয়াই কেম্বেল সাহেব এ রূপ করিতে পারিলেন। বোধ হয় ইংলণ্ডে কখনই এরূপ অত্যাচার হইতে পারিতনা। আমাদের পরস্পরে ঐক্যতা নাই বলিয়াই আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে। আরও হইবে। যখন আমাদের রক্ত শোষিত করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা ব্যয় করিবার ভার আমাদের হস্তে অর্পিত হইলনা তখন যে আমরা কোন কালে উন্নতি লাভ করিব তাহা কখনই অনুভব হয় না। আমরা ক্রন্দন করিয়াই বা কি করিব আমাদের আর্ত্তনাদ কখনই মহারাণীর কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবেনা।

১৭ ধারার মতে মাজিস্ট্রেট কিম্বা কোন ডেপুটীমাজিস্ট্রেট মিউনিসিপ্যাল কমিটীর সভাপতি হইবেন। এটী মন্দ পরামর্শ নয়। সভাপতি একপ্রকার সকল বিষয়ের কর্ত্তা. আবার যদি সেই সভাপতি মাজিস্ট্রেট হয় তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাঁহার অমতে কার্য্যকরে।

কোন ব্যাক্তি এমন জ্ঞান হীন হইবে যে হুজুরের মতের বিপরিতে বাঙ্‌ নিষ্পত্তি করিবে ? কে জ্ঞানকৃত, নিদ্রিত ব্যাঘ্রের নাসারন্ধ্রে কাষ্ঠ ফলক প্রদান করিবে ? আবার সম্প্রতি যে নূতন দণ্ড বিধির আইন হইয়াছে তাহাতে হুজুর সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়াছেন। সেস্থলে কোন হতভাগ্য তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইবে। হুজুরেরা মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তা হইয়াইত আমাদের দেশ একেবারে ছারখার গেল। তাঁহাদের "আবদার" শ্রবণ করিতে করিতেই আমাদের প্রাণান্ত হইল। গভর্ণমেণ্ট কি কারণে মাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিলেন বলিতে পরিনা। বাঙ্গালিরা কি এতই অযোগ্য যে তাহারা একটী মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য করিতে পারেনা। ইহার কার্য্য কি এত গুরুতর, এত কঠীন, যে এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি তাহা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেনা। বাঙ্গালিরা যদি প্রধান বিচারালয়ে বিচারক্ষম হয় তাহা হইলে যে তাহারা এই সমান্য কার্য্য করিতে অপারগ হইবে তাহা কখনই সম্ভব হয়না। আমরা মস্তিস্ক নিপীড়িত করিয়া ইহার করণ নির্ধারণ করিতে পারিলামনা।

৭৪ ধারা। এই ধারার মতে বিবাহ ব্যতিরেকে অপর সমস্ত উৎসবে, যাহাতে প্রকাশ্য পথে বাদ্যোদম করিয়া গমন করা হয় তাহার উপর কর নির্ধারণ করা হইবে। এটী ক্যাম্বেল সাহেবের সহৃদয়তার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া বঙ্গদেশে তাঁহার যশঘোষনা করিবে। বিবাহ কেন পরিত্যক্ত হইল বলিতে পারাযায়না, বোধ হয় ইহাতে ইংরাজদিগের ক্ষতি হইবে বলিয়া এটীর উপর কর গৃহীত হইবেনা। এই কি বিচার ? এই কি ইংরাজ জাতির অপক্ষপাতিতা ? এই জন্যই কুমারি অন্তরীপ হইতে হিমালয় শিখর পর্য্যন্ত

সকলেই আন্তরিক ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইতেছে, এবং এই কারণে বোধ হয় সকলেই আমাদিগের রাজপুরুষদিগকে এত অবিশ্বাস করে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এ করনির্দ্ধারণ কি মহারাণীর (প্রক্লেমেসন) ঘোষণা পত্রের বিপরীত কার্য্য নহে? মহারাণী না নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেননা। এটী কি ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপননহে? হিন্দুদিগের কোন উৎসবে ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট না আছে? তাহা হইলে এ প্রকার অন্যায় ও অযথা করগ্রহন কি যুক্তি সিদ্ধ। "আমরা তোমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবনা, অথচ তোমাদের উৎসবাদির উপরে কর গ্রহণ করিব"। বোধ হয়, আমাদের রাজপুরুষদের এই আযৌক্তিক কথা। এই নিয়মটী যে কত দূর অন্যায় তাহা বলাযায়না। পুলিস কর্ম্মচারিরা ইহাদ্বারা যে, লোকদিগকে কি পরিমাণে উৎপীড়িত করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এবারেই আমাদের সমস্ত ক্রীয়া কাণ্ড বন্ধ হইল। ধন্য কেম্বেল সাহেব! তোমার বিচার ও ক্ষমতা ধন্য!। শত শত মিসনারি, শতং ব্রাহ্ম, শত বৎসরে যে বিষয়ে কিঞ্চিম্মাত্র কৃত কার্য্য হইতে পারেননাই তুমি এক্ষণে অনায়াসেই সেই পৌত্তলিকতা উচ্ছেদ করিলে।

১৩৪ ধারার অভিপ্রায়ানুসারে এক মিউনিসিপ্যালিটীর উদবর্ত্ত টাকায় অন্য মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যায় নির্ব্বাহিত হইবে। একেই বলে " আমার ঢেকে থাক তোমার বিকিয়ে যাক"। এক গ্রামের প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা অপর গ্রামের জন্য ব্যয়িত হইবে। এ প্রস্তাবটী যে কি পরিমানে যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন্। এ দেশের গ্রাম সমূহের অবস্থা এরূপ উন্নত নহে যে তদ্দারা অপর গ্রামের সাহায্য হইতে পারে। যদি কোন গ্রামে ব্যায় বাদে অর্থ উদবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে পরবৎসরে সেই পরিমাণে কর কমাইলেই ভাল হয়। তাহা হইলে প্রজারা যে সুখে থাকিবে, কেম্বেল সাহেব এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন কেন?। এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় অধিক দোষী নন, তাঁহার "নজির" আছে। যখন " সেক্রেটরী অব স্টেটের" দরবারের খরচ ভারৎবর্ষের কোষাগার হইতে প্রদত্ত হয়, তখন কেম্বেলসাহেব যে, এক মিউনিসিপ্যালিটীর টাকা অন্য মিউনিসিপ্যালিটীর জন্য ব্যয় করিবার নিয়ম করিবেন তাহা বিচিত্র নহে।

১৬৯। ৭০ ধারায় দৃষ্ট হইল যে "মিউনিসিপ্যাল কমিসনারদিগকে" বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ দিতে হইবে। মন্দনয়। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার জন্য রথ্যাকর সংস্থাপিত হইল, ৫। ৭ টী কলেজ উচ্ছিন্ন হইল, তত্রাচ আবার পুনর্ব্বার শিক্ষার জন্য " টাকা" চাই। এটী কি ন্যায় সঙ্গত নিয়ম? এই কি বিচার?। আমাদের এরূপ বিদ্যার আবশ্যক নাই। নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা চিরকাল মুর্খ থাকুক, তাহাও সহনীয় তথাপি এরূপ অত্যাচার সহ্য হয় না।

পাঠক মহাশয়েরা এক্ষণে নূতন আইনের মর্ম্মাবগত হইলেন। আপনারা কি এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত

থাকিবেন, না এই অত্যাচার নিবারণের উপায় চিন্তা করিবেন ?। অনৈক্য তাই আমাদের সমস্ত উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। আমরা যদি সকলে এক মত হইয়া প্রথমেই ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা না করি, তাহা হইলে কাল গৌণে আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। দেশীয়গণ জাগ্রত হও, আলস্য শয্যা পরিত্যাগ কর, সকলে কর্ত্তব্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া গভর্ণর জেনেরল সমীপে আবেদন কর। ত্বরায় প্রতি জেলায়, প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লিতে এক একটী সভা করিয়া এক২ খানি আবেদন কর, এবং পরিশেষে সেই আবেদন সমূহ কলিকাতায় "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান" সভার সম্পাদক রাজা জতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের নিকট প্রেরণ কর। তাহা হইলে বোধ হয় এ সমস্ত অত্যাচার নিবারণ হইবে। গভর্ণর জেনেরল সাহেব আমাদের আবেদন গ্রাহ্য না করেন, মহারাণীর নিকট আবেদন করা যাইবে। যদি সামান্য অর্থলোভে বিলাতগমন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেশের ইষ্ট সাধন জন্য যদি আমরা কেহ বিলাতে না যাই, তাহা হইলে আমাদের চিরকাল এ কষ্ট ভোগ করিতে হইবেই হইবে সন্দেহ নাই।

উপসংহার কালে রাজা জতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র মহাত্মাদিগকে ভুয়সি প্রশংসা না করিয়া এ প্রস্তাব শেষ করা উচিত নহে। এই মহোদয়েরাই শুদ্ধ উক্ত আইনের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহারা "বাঙ্গালি" তাঁহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই।

বঙ্গদেশীয় সমাজ সংস্করণ।

ভারত বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ অভিনব। কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে এতদ্দেশীয় সমাজ এত বিস্তৃত, বিভিন্নপ্রকৃতি, কলুষিত ও পরাপর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যে, এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগতি লাভ, বহুদর্শী পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ ব্যাপার নহে।

আর্য্যেরা কোন্ স্থান হইতে প্রথম ভারতবর্ষে উপনিবেশন সংস্থাপন করেন, তাহার নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। অনেকে অনুমান করেন উহারা "আসিয়া মাইনর" হইতে আগমন করিয়া প্রথম ভারতবর্ষে বসতি করেন। তাঁহাদের জাতীয় নামানুসারে প্রথম প্রবাসিত স্থলের নাম "আর্য্যাবর্ত্ত" হইয়াছে। আর্য্যশব্দ "কৃষক" এই অর্থ প্রতি পাদ্য। অতি পূর্ব্বকালে কৃষি কর্ম্ম ভিন্ন আর্য্যদের অন্য ব্যবসায় ছিলনা। মহারাষ্ট্রীয় নম্বরী ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি কৃষি ভিন্ন অন্য ব্যবসায় প্রায় অবলম্বন করেননা। আধুনিক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়েরা আপনাদিগকে চন্দ্র, সূর্য্য এই প্রধান বংশদ্বয় সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ইহাঁদের রীতি নীতি পূর্ব্বতন আর্য্য ক্ষত্রিয়দের রীতি নীতির সহিত সম্পূর্ণ সদৃশ। বৈশ্যেরা অদ্যাপি ব্যবসায়ান্তর অবলম্বণ করেনা। অনেকে অনুমান করেন "শূদ্রগণ আর্য্যজাতীয় নহে, ভারতবর্ষীয়

আদিম নিবাসীরা আর্য্যকর্তৃক পরাজিত হইয়া দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক, আর্য্যদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এনিমিত্ত উহাদিগকে "দ্বিজ" এই আখ্যা প্রদত্ত হয় নাই, এবং "দাস" এই সাধারণ উপাধিদত্ত হইয়াছে।" আর্য্যেরা শ্বেত বর্ণ ছিলেন, ঋগ্বেদাদিতে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়, আর্য্য দিগের প্রার্থনা সম্বন্ধীয় এক স্থলে লিখিত আছে—"হে ঈশ! তোমার শ্বেত বর্ণ সন্তানগণকে রক্ষাকর কৃষ্ণ বর্ণ দস্যুদিগকে বিনাশ কর।" "দাস" শূদ্রগণকেই কৃষ্ণ বর্ণ দস্যু বংশজ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, "দস্যু" ও "দাস" এই শব্দদ্বয়ের আংশিক সাদৃশ্য দেখিয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণে শূদ্রদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার জানিতে পারিয়াই অনেকে এরূপ ভ্রম-কল্পনান্ধকারে পতিত হইয়া থাকেন। আর্য্য প্রণীত অতি পুরাতন গ্রন্থের অনেক স্থলে লিখিত আছে, এক ব্রহ্মা হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, এই জাতি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও এই বাক্য অলৌকিক রূপে বর্ণিত থাকুক, তথাপি মূলতঃ অসত্য নহে, এবং উক্ত জাতি চতুষ্টয়ের আদিপুরুষ একত্বের উত্তম প্রমাণবলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অতি পূর্ব্ব কালে অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ, এমন কি বৈদিক গ্রন্থ পর্য্যন্ত শূদ্র কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। শূদ্রজাতি যে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ ছিল তাহার ও কোন প্রমাণ নাই, বরং ইহার বিপরিত পক্ষই সমর্থিত রূপে প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিষয় বিশেষ রূপ সমালোচনা করিলে অনুমিত হইবে, কোন অব্যক্ত কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণাদি তিন শ্রেণীর লোকদিগের সহিত শূদ্রগণ পরস্পর কলহ ভাবাপন্ন হইলে, তাহাদিগের কর্তৃক বিবাদে পরাস্ত, অপমানিত ও মর্য্যাদাচ্যুত হইয়া পৃথক হয়। শূদ্রগণ বোধ হয়, ঔপনিবেশিক আর্য্যদিগের কোন সাধারণ সামাজিক নীতি লঙ্ঘন করিয়া থাকিবে। হয়ত স্থানীয় অসভ্য জিত-কুলের সহিত প্রথমে বিবাহ সম্মিলন দ্বারাই উহারা আর্য্য জাতি চ্যুত হইয়া "দ্বিজ" নামের অনধিকারী হইয়াছিল।

শূদ্রেরা অনেক কাল, নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ অপমান ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছে। এমন কি বহু বৎসর পর্য্যন্ত শূদ্র দিগের জ্ঞান ও প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চার পথ অবরুদ্ধ ছিল। তথাপি অনেক শূদ্র লুক্কায়িত ভাবে তপস্যা ও শাস্ত্র চর্চ্চা করিত। রামায়ণে এক জন শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শূদ্রগণ অপর তিন শ্রেণীর লোক কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, কেবল এই নিমিত্ত বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া প্রমাণীত হইতে পারেনা। দুর্ব্বলশ্রেণীর লোক দিগের উপর সবল শ্রেণীর লোক দিগের অত্যাচার পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ ভারত বর্ষে এই প্রথা বহুল রূপে প্রচলিত। স্বজাতীয় অবলা কুলের প্রতি ভারত বর্ষীয় সমাজের যে রূপ অত্যাচার তাহা স্বরণ করিলে, কাহার না দুঃখ

উপস্থিত হয়? তুলনা করিলে শূদ্র অপেক্ষাও উহাদিগকে শোচনীয়া বোধ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির মধ্যে ও দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় দিগের উপর, ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যগণের প্রতি, আংশিক রূপে ঘৃণা, আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিষয় বিস্তারিত বর্ণন, প্রস্তাবোদ্দেশ্য নহে, যাহা হউক, শূদ্রগণ যে ব্রাহ্মণাদির সহিত মূলতঃ ভিন্ন জাতীয় নহে তদ্বিষয়ে সন্দেহাভাব। ব্রাহ্মণ দিগের প্রণীত গ্রন্থে যখন শূদ্রগণের ব্রাহ্মণ হওয়ার বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আর অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন করেনা। ব্রাহ্মণ সদৃশ্য জাত্যাভিমানী লোকেরা জিত অস্পৃশ্য অসভ্যদিগকে যে, কেবল ইতর গুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্বে বরণ করিতে সম্মত হইবে কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

ব্রহ্মতনয় চতুর্ব্বিধ; আর্য্যগণ বহু শতাব্দীর পর "হিন্দু" এই একটী নূতন আখ্যা প্রাপ্ত হইল। মোগলেরা প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই বিজাতীয় বিদ্বেষসহকারে আর্য্যদিগকে "হিন্দু" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ লোক বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। সেই সময়ে আর্য্যেরা স্বকীয় বলবীর্য্য ও বিদ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবিকল্প হেম গৌরবর্ণ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিল। "ব্লেক্," "নিগার" প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অর্থে আধুনিক আর্য্যদিগের প্রতি অর্পিত হইয়া থাকে, "হিন্দু" শব্দও ঠিক সেরূপ অর্থ প্রতিপাদক, কিন্তু অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেক ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি তাহা গৌরবাত্মক মনে করিয়া যজ্ঞীয় তিলকের ন্যায় ধারণ করিতে আগ্রহ ও আহ্লাদ প্রকাশ করেন। "হিন্দু" ইহা পারশ্য আভিধানিক শব্দ, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কোন সংস্কৃত গ্রন্থেই এই শব্দের নামোল্লেখ পাওয়া যায়না বিশেষতঃ আবার বিজাতীয় বিদ্বেষ সূচক, এরূপ অবস্থায় অনেক বঙ্গীয় গ্রন্থকার হিন্দু নারী, হিন্দু মহিলা, হিন্দু জাতি প্রভৃতি নাম দিয়া পুস্তক প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, এ অত্যন্ত লজ্জাকর বোধ হয়, তাঁহারা যদি "হিন্দু" শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতেন তাহা হইলে কখনই স্বপ্রণীত পুস্তকাদি কলুষিত ও স্বীয় জাতিকে কুৎসা গ্রস্থ করিতেননা। এ বিষয়ে বঙ্গ দেশের অবতংশ স্বরূপ "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামধারী সংবাদপত্র, বাঙ্গালীদিগের অনভিজ্ঞতা, কিম্বা অধীনতা-কলঙ্ক-সহিষ্ণুতার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই!

ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কোন্ সময়ে প্রথম বঙ্গ দেশে আগমন ও বসতি করিতে আরম্ভ করেন, তাহার কাল নির্ণয়াত্মক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে আর্য্য সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, জল বায়ু ও নানাপ্রকার সমাজ বিপ্লব দোষে উহাদের স্বাস্থ্য, বল বীর্য্য, সৌন্দর্য্য হীনতাই এরূপ ভ্রম উৎপাদনের এক মাত্র কারণ। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য

শিক্ষার অ লোকে বঙ্গদেশে নানা রূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়াতে আর্য্যজাতীয় রীতি নীতির অনেক ব্যত্যয় জন্মিয়াছে, ইহাও তথাবিধ ভ্রান্তির অন্যবিধ কারণ, সন্দেহ নাই। পূজ্যতম আর্য্যেরা যে গায়ত্রী জপ করিতেন, যে প্রকার শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান করিতেন, যেরূপ প্রাতঃস্নান, হোম, সন্ধ্যোপাসনা, সাধন করিতেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ঠিক সেই গায়ত্রী, সেই রূপ শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান করেন, এবং যাঁহাদিগকে বিজাতীয় শিক্ষা স্পর্শ করে নাই, তাঁহারা ঠিক সেই প্রকার প্রাতঃস্নান এমন কি অনেকে প্রাত্যাহিক হোম সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ব্রাহ্মণী ও অনুপবীত বালকদিগকে অপবিত্র মনে করিয়া ভোজন কালে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই, সেই রূপ অনেক বাঙ্গালী শাস্ত্র সেবক আধুনিক ব্রাহ্মণ তত্তৎ নীতি অনুসরণের ক্রুটি করেন না। কএক শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতি ছিল, তন্ত্র, স্মৃতি, ও তর্ক শাস্ত্রের জ্যোতিতে, বেদ বেদান্ত কালে নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

বৈদিক শ্রেণীয়েরা বঙ্গদেশের প্রথম নিবাসী ব্রাহ্মণ। ইহারা কত শতাব্দী পূর্ব্বে, কি উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়া সপরিবার বসতি করে, তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আগমনের রীতি যে প্রকার পরে প্রচলিত দেখা যায়, তাহাতে অনুমিত হয়,—কোন ধর্ম্মশীল রাজার হোম যাগ যজ্ঞোপলক্ষে ইহাদের পদার্পণ হইয়া থাকিবেক।

"বৈদিক" এই নামের দ্বারা স্পষ্ট-প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহারা বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপন করিতেন, অদ্যাপিও ইহাদের বেদানুযায়ী অনেক আচরণ দৃষ্ট হয়। যজন যাজন অধ্যয়ন, অধ্যাপন কেবল ব্রাহ্মণ জাতির দান গ্রহন, মস্তকের চতুস্পার্শ্ব মুণ্ডন পূর্ব্বক, এক গোষ্পদ পরিমাণ কেশ ধারণ, ইত্যাদি দ্বারা ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ যে আর্য্যাবর্ত্তের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিল তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। মহারাষ্ট্রীয়, ঔৎকলিক ও বঙ্গ দেশীয় বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের সহিত বেশ ও আচরণগত কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য স্থলের ব্রাহ্মণ দিগের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, বঙ্গ দেশে যেরূপ ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, এরূপ আর ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বঙ্গদেশীয় বৈদিকদিগের আচার। পদ্ধতি পরিচ্ছদ প্রভৃতির কিছুই পরিবর্ত্তন হয়নাই। তান্ত্রিক ও "রঘুনন্দনীয়" মত ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গ দেশের আর কোন মতই স্পর্শ করিতে পারেনাই। তান্ত্রিক ও স্মার্ত্ত মত, বেদানুযায়ী কথিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাদিগের সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। বল্লাল সেনের দ্বারা অত্যাচারিত নাহইয়াছে বঙ্গদেশে এরূপ প্রদেশ ও আর্য্য সংসৃষ্ট জাতি অতি অল্প দৃষ্ট হয়। কিন্তু বৈদিক শ্রেণীয়

ব্রাহ্মণেরা, তাঁহার মত গ্রহণ ও প্রচলন দ্বারা নিজবংশ কলুষিত করেননাই। চৈতন্যের ব্যভিচার ইহাদিগকে স্পর্শও করেনাই, তাহার পর ইদানীং রাম মোহনীয় অভিনব মত, সাগরীয় অদ্ভুত অনুষ্ঠান, কৈশবীয় সমাজ বিপ্লব, বঙ্গদেশে কুসংস্কার নির্ঘাতক ভয়ানক রাক্ষস কি হিংস্র বন্য জন্তুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কিন্তু বৈদিক মহাশয়েরা কুল ক্রমাগত কুসংস্কারের গর্ত্তে এমন্ই লুকায়িত রহিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে আক্রমণার্থ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায়নাই। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য শ্রেণীয় ভদ্র লোকদিগের যে রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাঁদের তাহার শতাংশওনহে। এরূপ একটী বিশ্বাসযোগ্য কিম্বদন্তী আছে যে, অনেকপুরুষ শাস্ত্র চর্চ্চার অভাবে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আদিশূর রাজার সময়ে ঘোরতর মূর্খতান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রাজকীয় যাগ, যজ্ঞ, অনুষ্ঠানে অক্ষম হইয়াছিল, তাহাতেই এক মহা যজ্ঞোপলক্ষে বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়েন। গঙ্গার পশ্চিমোপকূলে কতিপয়স্থানের নাম "রাঢ়দেশ" "কনোজ" হইতে আগত ব্রাহ্মণেরা সেই রাঢ়দেশে প্রথম বসতি করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের সন্তানদিগের নাম "রাঢ়ীয়শ্রেণী" হইয়াছে। কালে রাঢ়ীয় শ্রেণীয়েরা কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয়, এই তিন ভাগে মাত্র বিভক্ত হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এরূপ নহে কুলীন দিগের মেল ও ঘর, শ্রোত্রীয় গণের মর্য্যাদার সোপান বিভাগ, বংশজবর্গের কুলভঙ্গান্তর পুরুষগণনা প্রভৃতিতে এক কালে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবিষয় বিস্তারিত বর্ণন, স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন ব্যতীত সম্পাদিত হইবার নহে। যত প্রকার সামাজিক কুপ্রথা প্রকৃতির ভাণ্ডারে সম্ভাবিত হয়, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ আশ্রয়ীভূত হইয়াছে। বল্লাল সেনের নরত্ব রোম হর্ষণ ব্যাপার বিষয়ে ইহারা যে রূপ সানুমোদন পোষকতা করিয়াছেন এরূপ আর বঙ্গ দেশে দ্বিতীয় পাওয়া যাইবেনা। বস্তুতঃ ইহাদের অধিকাংশ শোণিত দ্বারাই বল্লালীয় কুক্রিয়ার তর্পণ হইয়া থাকে।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইদানীং বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, কিন্তু চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলীয় দেশে বল্লালীয় মতের বড় প্রভাব নাই। বিক্রমপুর, ও গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থলের রাঢ়ী শ্রেণীয়েরাই বল্লালীয় মতের অত্যন্ত গোঁড়া ও উৎসাহী। বোধ হয় পূর্ব্বাঞ্চলীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা বল্লালের ততদূর বদান্যতার মুখাপেক্ষী ছিলেননা। সুতরাং তাঁহাদের নিকট উহা সম্পূর্ণ রূপে গৃহীত হয় নাই। বিক্রমপুর ও গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থলে রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বল্লালের ব্রহ্মত্রোপজীবী ছিলেন। ইহাদের নিকট যে বল্লালী নিরাপত্তি রূপে গৃহনীয় ও অলঙ্ঘনীয় হইবে বলা বাহুল্য।

বৈদিক শ্রেণীয়েরা যেরূপ অপরিবর্ত্ত, প্রকৃত, ইহারা সেরূপ পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাদের কোন কোন ব্যক্তিরমাত্র ব্রাহ্মণত্ব

লক্ষিত হইয়া থাকে, অধিকাংশই রীতি ভ্রষ্ট। কোন কোন বন্দ্যোধ্যায় মহাশয়, খেমটাওয়ালী দলের মন্দিরাবাদক, কোন কোন "চাটার্জি" বাবু রুটিওয়ালার ব্যবসায় করেন, কেহ কেহবা জুতা বিক্রেতার দোকানের হিসাব রক্ষক, কোন কোন গাঙ্গুলী বাবু আবার মদের দোকান দিয়া শুঁড়ি অবতার হইয়াছেন। কোন ২ মুখোপাধ্যায় বাবু তরকারির দোকান দিয়া রসুন পেঁয়াজ বিক্রয় করেন। ইহারা এখন আর ব্রাহ্মণের প্রকৃত যথা শাস্ত্র ব্যবসায় যজন যাজন অধ্যয়ন, অধ্যাপনার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ও মনোযোগ করেননা। রাজ সেবাই প্রধান লক্ষ্য স্থল, বেতনের কেরাণী ও বিচারক বিশেষের সহকারী হইতে পারিলেই আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বৃন্দের মধ্যে কায়স্থ ও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণই অধিকাংশ। ইহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা উপকারাপকারের বিষয় পরে বর্ণিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে আর এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছে, তাঁহাদিগকে বারীন্দ্রীয় বলে। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা রাজসেবা উপলক্ষে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সপরিবার বসতি করেন। বঙ্গদেশের কিয়দংশ স্থলের নাম বারীন্দ্র। গঙ্গার পূর্ব্ব হইতে পদ্মার উপকূলভাগ পর্য্যন্ত কতিপয় স্থান অত্যন্ত জনাকীর্ণ বলিয়া তাহার বারীন্দ্র (বারি+ইন্দ্র) নাম হইয়াছে। ইহাদের অতি অল্প লোকই ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্যবসায়ে রত আছেন, অধিকাংশই বাণিজ্য ব্যবসায়, রাজসেবা, জমিদার সেবা, ও জমিদারি প্রভৃতি ব্যবসায়েই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াথাকেন। অসিজীবিকতা ভিন্ন সমুদায় পাতিত্যই ইহাদের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াথাকে। বহুকাল ইহারা বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণতায় জলাঞ্জলি দিয়া হত মর্য্যাদ ছিলেন, এবং মান সম্ভ্রম লাভার্থ শূদ্রবৎ রাজসেবার দিগেই ধাবিত হইলেন। চৈতন্য লীলার সময়ে ইহাঁরাই তাহার অধিকাংশ পোষকতা করেন। দেশে কোন বিসদৃশ মত প্রচলিত করিতে গেলে, সমাজচ্যুত, সমাজে অল্প সম্ভ্রান্ত সংসারে বিরক্ত, প্রভৃতির সহায়তারই অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

কতিপয় বারীন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ, সেবা ও গতানুগতির গুণে প্রভু চৈতন্যের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া সমাজের অপর দিগে কিঞ্চিৎ মানলাভ করিলেন, তাহার পর হইতেই বারীন্দ্র শ্রেণীয় গোস্বামীদিগের মান মর্য্যাদা দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। ইহাঁরাও এককালে বল্লালীয় অধিকার বর্জ্জিত নহেন। বৈদিক, রাঢ়ীয়, বারীন্দ্রীয়, এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেই নানা প্রকার বর্ণশঙ্কর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে তৎসমুদয় এতৎপ্রস্তাব্য নহে।

বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বংশানুক্রম নিবসতি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, ত্রিপুরা রাজবংশ প্রভৃতি কয়েটী বংশ ভিন্ন যে সকল ক্ষত্রিয় দেখা যায়, প্রায়ই বাণিজ্য, রাজসেবা ও অসিজীবিকতার উপলক্ষে। সে সকল

নিবন্ধমূল সামাজিক বসতি নহে। বৈশ্য সংখ্যা অতি অল্প।

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগের কর্তৃক হৃত গৌরব ও বীতভেজা হইয়া অনেক শত বৎসর সেবক ভাবে কাল যাপন করিলে, পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরে শূদ্র নৃপতি নন্দবংশের অবতরণ হয়। যেরূপ মুসলমান ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ আর্য্য শাস্ত্রানুসারে অস্পৃশ্য হইলেও পদ গুণে মান্য ও আদরণীয়, সেরূপ শূদ্রজাতীয়েরা রাজশ্রী প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের চিরনিবন্ধ হেয় ও বিদেষ ভাব ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। মোগল বংশীয় নৃপতিরা যেমন ক্রমে ব্রাহ্মণ দিগের শ্রদ্ধাভাজন এবং ক্ষত্রিয় রাজাদিগের আদান প্রদানের পর্য্যন্ত যোগ্যপাত্র হইয়াছিলেন, নন্দবংশীয়েরা যে সেরূপ পদ ও মর্য্যাদা লাভ করিবে, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? শূদ্রজাতীয় হইলে ও ক্ষত্রিয় বংশোচিত পদ লাভ হওয়াতে আচার ব্যবহার রীতি নীতি—কিয়দংশে বলবীর্য্য সাহস, ক্ষত্রিয় সদৃশ হইতে লাগিল। এই সময়েই ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের সহিত সম্মিলন হইয়া এক শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইল, ইহারই নাম 'কায়স্থ।" শব্দের ব্যুৎপত্তি গ্রহণে এক অনুমানসাধনী কিম্বদন্তী আছে, যে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি বহির্গত হইলে ইহারা ব্রহ্মার কায় মধ্যেই অনেককাল অবস্থিত ছিল, পরে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা হইলে ইহাদিগের আবির্ভাব হইল।

শূদ্র ও কায়স্থ এক বলিয়া অনেকের ভ্রম আছে। নন্দ বংশের ধ্বংস হইলে কায়স্থগণ আবার অপদস্থ হইয়া শূদ্রবর্গের সহিত কিঞ্চিৎ পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মণগণ সময় পাইয়া আবার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। প্রসিদ্ধ মহা যজ্ঞোপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন কায়স্থ সেবকাবস্থায় বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করিলেন, রাঢ়দেশই ইহাদের প্রথম আবাস ভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেক পুরুষপরে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কৌলিন্য সংযোজন করেন। ইহাদের অনেকে রাজ কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গদেশে সপরিবারে অবস্থিতি করিয়া "বঙ্গজ কায়স্থ" নাম ধারণ করে। রাঢ়দেশের উত্তরাংশে কতকগুলি শূদ্র ইতর লোক ধনশালী হইয়া আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের হইতে পৃথক ভাবে অবস্থানের উদ্দেশ্যে রাঢ়ীয় কায়স্থেরা "দক্ষিণ রাঢ়ীয়" কায়স্থ নাম গ্রহণ করে। চারি শ্রেণীয় কুলীনের মধ্যে কোন গুরুতর ব্যভিচার বশতঃ "গুহের" কুল ভ্রংশ হয়, অনেক কালের পরে যশোরস্থ রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে তাঁহার ক্ষমতা ও কৌশলে গুহের কুল পুনরুদ্ধার হয়। বঙ্গদেশে মিত্রকুল ভ্রষ্ট হইয়া পর্য্যায় বিহীন হন, এই বাদানুবাদে ও মত বিভেদেই বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের পরস্পর স্বশ্রেণীর সংশ্রব রহিত হয়। এবিষয় বিস্তারিত বর্ণন এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য নহে, এই নিমিত্তই সংক্ষেপে মূল বিষয় বর্ণিত হইল।

কায়স্থ আগমনের অনেক পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে শূদ্রগণ অতি হীনাবস্থ হইয়া বসতি করিতেছে, অদ্যাপি তাহাদের কোন উন্নতি হয় নাই, অল্প কাল যাবৎ পতিতপাবন কুলীন মহাশয়েরা অনেক শূদ্র উদ্ধার করিয়াছেন। আজ কাল কায়স্থ ও শূদ্র নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ বঙ্গজদিগের মধ্যে যৎপরোনাস্তি ব্যভিচার ঘটিয়াছে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বসু, মিত্র, ঘোষ, গুহ, এই চারি উপাধি ধারীগণকে বিশুদ্ধ কায়স্থ বলা যাইতে পারে।

বৈদ্য আর একটী বঙ্গদেশীয় ভদ্র জাতি, সেন বংশীয় বঙ্গ নৃপতিদিগের সময় হইতেই বৈদ্য বংশের প্রভাব দূরব্যাপী হয়, বঙ্গদেশে কোন্ সময়ে কি উপলক্ষে ইহাদের আগমন হয় নিশ্চয় নাই। অনেকে অনুমান করেন কোন বৈদ্য মহাপুরুষ রাজ চিকিৎসক হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া সপরিবার বসতি করেন, তাহা হইতেই বঙ্গীয় বৈদ্যের বংশ বিস্তার হইয়াছে। যশোর, বৈদ্যের প্রথম বসতি স্থান বলিয়া অনুমিত হয়, বৈদ্য জাতিতে যে বল্লালীয় মত গৃহীত হইবে, বলা বাহুল্য, কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলীয় বৈদ্য সমাজে বল্লালীয় মতের কিছুমাত্র প্রভাব নাই। এমন কি, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থলে কায়স্থ কি শূদ্রের সহিত ইহাদের আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত আছে। বৈদ্যেরা অনেক শত বৎসর হইতে বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন, "মাধব কর" "বিজয় রক্ষিত" "বোপদেব" প্রভৃতির বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষের অনেস্থলে বিখ্যাত। নিবাইস মহম্মদের সহকারী, রাজা রাজবল্লভ সেন বৈদ্য বংশের উপনয়ন সংস্কার প্রচলন নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যাহারা আয়ুঃ সম্বন্ধীয়বেদ অবগত, তাহাদিগকে (বেদ+ষ্ণ) বৈদ্য বলাযায়। রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারীন্দ্র, এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, এবং কায়স্থ, এই কয় প্রকার শ্রেণীর লোকেই বঙ্গদেশীয় সমাজের প্রধান পদস্থ ও গৌরবান্বিত।

দৈবজ্ঞ এবং কৈবর্ত্ত, শৌণ্ডিক, যাজক প্রভৃতি চ্যুত ব্রাহ্মণের মধ্যে পিরালী ব্রাহ্মণ, অর্থ, বিদ্যা ও পদমর্য্যাদা প্রভাবে (সমাজ হেয় হইলেও) সভ্য ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

সুবর্ণ বনিক তৈলকার, সদ্গোপ, তন্তুবায়, বসাক, কোন কোন স্থানের শৌণ্ডিক, প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণশঙ্কর জাতিকে সম্প্রতি ভদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে অসংখ্য অসংখ্য শঙ্কর জাতি আছে, সমুদয় লইয়া সমাজ সংস্করণের সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার ভদ্র শ্রেণীয় লোক লইয়াই সমাজ সংস্করণের প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি। ভদ্র সমাজের আচার রীতি পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান, নীচকুল সমাজের সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় এবং সুযোগানুসারে যথাসাধ্য অনুকরণীয়, যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিরা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান

প্রচলিত করে, তাহা হইলে তাহা অভদ্র ইতর সমাজে প্রতিহত হইয়া অবরুদ্ধ থাকিবার নহে।

বঙ্গদেশে, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মনীতিক, রাজনীতিক, প্রভৃতি অনেক প্রকার সংস্করণের স্থত্রপাত হইতে চলিয়াছে, কিন্তু সমাজ সংস্করণের অভাবে কিছুই স্থফল প্রদ হইবার নহে। শারীরিক বল, মানসিক বীর্য্য, জাতীয় একতা ও প্রেম, সাধারণ বিভব প্রভৃতি সমুদয়ের বীজই সমাজ সংস্করণের গর্ভে নিহিত।

বিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিদেশীয় সম্মিলন, দেশীয়বর্গের সহিত সহায়তা বিনিময়, স্বদেশীয় কুলে জাত্যভিমান ত্যাগ, এই পাঁচ প্রধান অঙ্গে সমাজ সংস্করণ বিভক্ত হইতেছে।

বিবাহ—ইহাই মনুষ্যের প্রধান সংস্করণ। বঙ্গদেশে ইহার যে কত দূর দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? বর্ণনে কোন ব্যক্তি না বঙ্গীয় দেশাচারের শিরে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন? শ্রবণে, বিদেশীয় বিদ্বেষীদিগের মনেও করুণার সঞ্চার হয়, মামুদ ও নাদীর সাহের অত্যাচার অপেক্ষাও ইহার অত্যাচার অধিক রোমাঞ্চকর।

আর্য্য শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে "আর্য্য" "প্রাজাপত্য" প্রভৃতি অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ইদানীং প্রাথমিক চারিপ্রকার মাত্র প্রচলিত আছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত চারি প্রকার বিবাহ, পরস্পর কিছুই বিভিন্ন নহে, মনু যেরূপ বিবাহের বিধান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শুভসাধক। পুরুষের চতুর্ব্বিংশতি ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ না হইলে বিবাহের সম্পূর্ণ অকাল বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, বহু বিবাহ আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত নহে। আধুনিক স্মৃতিকারগণ তাহার অনেক ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন, ভারত বর্ষের অন্যান্যস্থলে যেরূপই হউক, বঙ্গ দেশে বাল্য বিবাহ প্রথা শাস্ত্রীয় বলিয়া আদরণীয় হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় মাতা পিতারা পুত্তলিকা ক্রীড়ার ন্যায় নিজ নিজ শিশু সন্তানের বাল্য পরিনয় সম্পাদন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ ও যশস্বীমান করেন।

বঙ্গদেশীয় বিদ্যার্থী যুবকদিগকে প্রায় অবিবাহিত দৃষ্ট হয়না, এমন কি অনেক শিশুর কণ্ঠেও এই নাগ পাশ প্রবেষ্টিত দেখা যায়। এদেশীয় জনক জননীরাই সন্তানের অকালযৌবন সেবা প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, এই শোচণীয় নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা যে বাঙ্গালীজাতি হীন বল, হীন সাহস, হীনবুদ্ধি হীনতেজা ও অচিরায়ু হইবে আশ্চর্য্য কি? ধনাভাব এবং রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ দিগের ঘর ও মেলের অসংঘটন ব্যতীত, বঙ্গদেশে এই কুপ্রথা প্রতিপালনের প্রায় ত্রুটি দেখাযায়না। এবিষয়ে অনেকেই লিখিয়া এবং বক্তৃতা দিয়া সর্ব্বদা দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রকৃত আর্য্য শাস্ত্রও কাহারই অবিদিত নাই, তর্ক কালে সকলেই পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রসর নহেন দেশাচারের অধিকার বহির্ভূত হইতে কাহারই সাহস হয়না।

বহু বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনে-

কেই প্রতিপাদন করিয়াছেন, সে বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমান ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিতকরা পৌনঃ পুনরুক্তি ব্যতীত নহে। বহুবিধ নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, বক্তৃতা দ্বারা বহু বিবাহ দোষকীর্ত্তন পুর্ব্বাপর চর্ব্বিত হইয়া আসিতেছে, বহু বিবাহের ঘৃণাকরভাব, ও বিভীষিকা, কোন বাঙ্গালীরই অবিদিতনাই। সম্প্রতি অতি অল্প লোকই ইচ্ছাপুর্ব্বক এই অসদঅনুষ্ঠানেপ্রবৃত্ত হন। যে কুলীনদিগের সম্ভ্রম ও ব্যবসায় ইহার উপর নির্ভর করে, তাহারাই এজঘন্য ব্যাপারে অগত্যা স্বীকৃত হইয়া থাকেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যে ও আদ্যরসের অনুরোধে কখন কখন, একাধিক বিবাহ সম্পাদিত হইতে দেখাযায়, এতদ্ভিন্ন এই কুক্রিয়া বঙ্গীয় সমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ বিবাহ, বঙ্গদেশীয় আর একটী কুপ্রথা, শিশুকালীন অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবার প্রতিকলস্বরূপ অপত্যহীনতা দ্বারা প্রপীড়িত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ ধনীরা, এই জঘন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং কৌলীন্য মর্য্যাদার অনুরোধে কখন কখন কোন পলিতকেশ, স্খলিতদন্ত লোলিত চর্ম্ম কুলীন মহাত্মাদিগের কর্ত্তৃক এই ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কুক্রিয়ার সদ্যোভব বিষময় ফল ধনি-কুলের অন্তঃপুর বৃক্ষে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীর পানি গ্রহণ আর একটী বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যভিচার। শাস্ত্রে যদিও মাতৃনামা এবং সগোত্রিকার ন্যায় বয়োজেষ্ঠার পানি গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকুক, তথাপি কুলীন মহাশয়েরা অপরিহার্য্য কৌলীন্যের অনুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হননা। বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ব্যতীত কখনই অন্যেরা এই কালভুজঙ্গম গর্ত্তে হস্তার্পণ করেনা, রাঢ়ীয় দ্বিজ কৌলীন্য প্রথার পরিবর্ত্তন নাহইলে এই দোষ সংশোধিত হইবার নহে।

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও ভারতবর্ষে পরিগৃহীত নহে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা ও উৎসাহে বঙ্গদেশে কখন কখন ইহার অনুষ্ঠান দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সমাজে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া কোন স্থানেই গ্রাহ্য হয় না। এতৎব্যাপার অনুষ্ঠাতৃগণ সমাজচ্যুত হইয়া মর্য্যাদা ভ্রষ্টরূপে বসতি করে। বিধবা বিবাহ অপ্রচলন হেতুক দেশের যে অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে তাহা অনেকেরই অননুভূত নহে, পুরাতন সংস্কার বিশিষ্ট লোকেরা যেরূপ ইহা দ্বারা পাপ, আশঙ্কা করেন, নব্য সম্প্রদায়ীরা আবার সেরূপ ইহাকে অনিষ্ট ও পাপাচার নিবারণের প্রধান সোপান মনেকরেন। বিধবা বিবাহের তাদৃশ উপকারিতা স্বীকার নাকরিলে, বিদ্যাসাগরীয় যুক্তির পক্ষপাতী যুবকেরা কুসংস্কৃত বলীয়া উপহাস করিয়াথাকেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিধবা বিবাহ দ্বারা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, এরূপ অনুমিত হয়না। এতৎ ক্রিয়া অপ্রচলন বশতঃ কতকগুলি স্ত্রীলোকের চিরদাম্পত্য সুখোচ্ছেদ, এবং ভ্রূণ হত্যার আশঙ্কা

ব্যতীত আর কোন রূপ অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই। সতী-বিধবাগণ কখনই পত্যান্তর আশ্রয় দ্বারা দাম্পত্য সুখভোগাভিসালিনী হয়না, বৈধব্য সংঘটিত হইলে আজীবন ব্রহ্মচৌর্য্য গ্রহণই তাহাদের সর্ব্বথা শ্রেয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় দাম্পত্য কেবল পরাধীনতাময়, তাদৃশ শ্রেদ্ধেয় নহে, অসতী বিধবাগণ কখনই শাসনীয়া হইবার নয়। ভ্রূণ হত্যা শব্দটি শ্রবণে যেরূপ অনিষ্টজনক ও পাপকর বলিয়া বোধ হয়, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহা তাদৃক্ ভয়ঙ্কর বোধ হইবেনা, পৃথিবীতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে দিনদিন লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, জগদীশ্বর, যদি সময় সময়ে ঝঞ্ঝনা, মহামারী, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ, নিয়োজন দ্বারা জন সংখ্যা হ্রাস রূপ সদ্বিচার না করিতেন তাহা হইলে পৃথিবী বিশেষতঃ বঙ্গদেশ নির্ম্মষ্য হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে প্রতিবর্গ মাইলে লোক সংখ্যা বৎসর বৎসরে এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। বঙ্গদেশে, দুর্ভিক্ষ অস্বাস্থ্য, মহামারী, অকালমৃত্যু, মিথ্যাচরণ, ব্যভিচার, প্রভৃতি যতকিছু দৃষ্ট হয়, সমুদায়ই জন-সংখ্যাধিক্যের ফল সমুৎপন্ন।

কতক গুলি স্ত্রীলোকের পুনর্দ্দাম্পত্য কণ্ডূয়নের অনুরোধে অসংখ্য দোষের বীজ বপণ করা যুক্তি সম্মত নহে, এমন কি বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর প্রথম বিবাহ সংস্করণ পর্য্যন্ত নিবারিত হওয়া অনুচিত নহে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা অধিক, নৌকা মজ্জনে, মহামারীতে, অপরিমিত পরিশ্রম জন্য উৎকটরোগে, বহু দেশে পর্য্যটন জন্য আয়ুঃ সংক্ষিপ্ততাতে, পুরুষগণ যে রূপ অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াথাকে, অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীগণ কখনই সেরূপ নহে, এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক পুরুষ একাধিক বিবাহ করিলেও সমুদায় স্ত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া উঠেনা, তাহাতে আবার বিধবার বিবাহ প্রচলন করিতে গেলে, প্রত্যেক পুরুষকে, অন্ততঃ তিন, চারি, বিবাহের ভার বহন করিতে হয়। সপত্নী দিগের পরস্পর বিদ্বেষ ও যাতনার সহিত বিধবার যন্ত্রনা তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্য বিভেদ বোধ হইবে। এই অবস্থায় বিধবা বিবাহ অবশ্য সাধনীয় মনেকরা বিধেয় নহে। অবস্থা বিশেষে, এই বিবাহের প্রতি আপত্তি হইবার নহে, কিন্তু প্রকৃতির উপর বল প্রয়োগ পূর্ব্বক যেখানে সেখানে, যেরূপ, সেরূপ ভাবে মত প্রচার উদ্দেশ্যে ইহা সম্পাদন করা হিতৈষিতার কার্য্য নহে।

অসবর্ণ বিবাহকে বঙ্গদেশীয়েরা বিধবাবিবাহের ন্যায় পাপজনক ও অপবিত্র মনে করেন, পৃথিবীতে যে সকল বল বীর্য্য প্রতিভাশালী জাতি অবতরণ করিয়াছে সমুদায়ই এই অমৃতময় ফল সম্ভূত, কাল সহকারে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল প্রায় হইলে তাহার অনেক কাল পর ব্রাহ্মণ তেজের

সহিত মিলিত হইয়া মহা প্রভাশালী হইয়া উঠিল।

"সেক্‌সন্‌" শোণিতের সহিত অন্য কোন রূপ শোণিত মিশ্রিত না হইলে ইংরাজ জাতিকে এত প্রভাব ও প্রতিভাশালী দেখিতে হইত না। স্ববংশে বিবাহ যে অনিষ্টকর, তাহা পূর্ব্বতন আর্য্যেরা উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ভগবান মনু, সগোত্র বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অনেক শারীরবিধাবিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, পরকীয় শোণিত সংযুক্ত নাহইলে শতাব্দী কাল মধ্যে জাতি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া বিনষ্ট প্রায় হইয়া যায়। আরব দেশীয়দের যেরূপ উষ্ট্র, লাপলাণ্ডীয়দের যেরূপ মৃগবিশেষ, উপকারী জন্তু, ভারতবর্ষীয়দের পক্ষেও সেরূপ গো, আর্য্য শাস্ত্রে গো দেবতা রূপে বর্ণিত হইয়াছে, আর্য্যেরা প্রাণপণে গো দিগকে বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন, অতি পুর্ব্বকালে "গ্রীক" প্রভৃতি জাতীয়েরা ভারতবর্ষে বানিজ্যার্থে আসিয়া ঔপনিবেশিক রূপে সাময়িক অবস্থিতি করিত, তাহারা নিজ দেশের প্রথানুসারে গোহত্যা করিলে আর্য্যেরা তাহাদিগকে হতাদর ও ঘৃণা করিত এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে গোসকল পরিত্রাণ করিত,— এই নিমিত্ত আর্য্য জাতির এক নাম "গোত্র" (গো+ত্রায়তে) হইয়াছিল, যাহারা গোসকল বর্ণিত বিপদ হইতে ত্রাণ করিত, এবং গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণে বিরত ছিল তাহারাই সগোত্র বলিয়া বর্ণিত হইল। যাহারা তদ্বিপরীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, আর্য্যেরা তাহাদিগকে অসগোত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। এইরূপ ব্যাখ্যানুসারে অসগোত্র বিবাহসম্পাদিত হইতে গেলে, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের সহিত বর্ষান্তরীয় লোক দিগের পরিণয় নির্ব্বাহ হওয়া বিধেয়। ইদানীং সগোত্র, অসগোত্র দ্বারা যেরূপ সংকীর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্বারা বিশেষ ফলের প্রত্যাশাকরা যাইতে পারেনা পুর্ব্বকালে আর্য্যেরা সচরাচর দ্বীপান্তরীয় পরিনয় সূত্রে নিবন্ধ হইতেন।

শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির পরস্পর আদানপ্রদান পদ্ধতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র রাজার পত্নী গান্ধারী, "কান্দাহার" দেশীয় রাজকন্যা, কাবুল, কান্দাহার দেশ যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত নহে তাহা কাহারই অবিদিত নাই। পাটনার নিকট বর্ত্তী কৌশম্বীর অধিরাজ, সিংহল, রাজকন্যা রত্নাবলীর পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নাটকীয় প্রস্তাবের যদ্যপি কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন না থাকুক, তথাপি তৎসাময়িক লোকের ব্যবহার প্রকৃতি এই ঘটনা দ্বারা উত্তমরূপ অবগত হওয়া যাইতেপারে। সেকেন্দর (আলেক জেণ্ডর) সাহার সেনাপতি "সিলিউকস" ও চন্দ্রগুপ্তের বৃত্তান্ত বোধকরি অনেকেই অবগত আছেন। প্রাতঃস্মরণীয় আক্‌বর বাদসাহা দেখিতে পাইলেন যে, বহুকাল শোনিত বিনিময়ের অভাবে পৃথিবী-ভূষণ ক্ষত্রীয় জাতি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ ও হীন বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, এবং মোগল জাতিও অন্য কোন প্রধান জাতির সংশ্রব ব্যতীত আর উন্নত হইতে পারিবেনা, এই বিবেচনায়, এই উভয়জাতি সম্মিলনে সযত্ন হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন। এই সুনিয়মের প্রভাবেই আক্‌বরের পরে কয়েক পুরুষ নানা গুণভূষিত, প্রভাব শালী মোগল সম্রাট রাজত্বকরেন। আওরঙ্গজেব্‌ হিন্দু "কাফের" দিগের সহিত এরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে ঘৃণা প্রকাশ করাতেই, কালে এ নিয়ম রহিত হইয়াযায়। সেই জন্যেই মোগল বংশ, বাহাদুর সাহা হইতে কৃষ্ট পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে২ লীন হইয়া গেল! বাঙ্গালী দিগের এইক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরীয় অসবর্ণ বিবাহের সময় উপ-

স্থিত হয় নাই, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারেন সন্দেহ নাই।

প্রথম সোপানে,—রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণেরা মেল ভঙ্গ করিয়া পরস্পর পরিণয় সম্পাদনে যত্নবান হউন। বিদ্বেষ-মূলক দোষারোপগত দলাদলী ভিন্ন, "মেল" আর কিছুই নয়, দলাদলীর বিদ্বেষ এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া সমাজের উপর আধিপত্য করিতেছে বড় আশ্চার্য্যের বিষয়। ইহা হইলেও অনেক পিতা মাতাকে হত ভাগিনী কন্যাদিগের পাত্রের নিমিত্ত এত চিন্তিত হইতে হয়না।

দ্বিতীয় সোপানে,—রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, ব্রাহ্মণদিগের পরস্পর বিবাহ সূত্র বন্ধন হউক, এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে পরিণয় বিধি প্রচলিত হউক।

তৃতীয় সোপানে—বঙ্গ দেশীয় ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণ দিগের এবং কায়স্থ ও বৈদের পরস্পর উৎসাহ প্রবর্ত্তিত হউক। এস্থলে এরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে,—"বাঙ্গালীরা, শান্ত, মৃদু, সুচতুর, রসিক, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা উদ্ধত, উগ্র, কর্কশ, অচতুর, অরসিক, এরূপ বিভিন্নতা স্থলে কি প্রকারে প্রণয়ে প্রেমানুরাগজনিত সুখোৎপত্তি হইতে পারে? পরস্পর প্রেমানুরাগ বিবাহের একটী প্রধান ফল বিবেচনাকরিতে হইবে।"

ইহার উত্তর স্থলে বক্তব্য এই—ইউরোপীয় শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বাঙ্গালী এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেরা স্বদেশীয় আচার ব্যবহার হইতে অনেকাংশে পৃথক হইয়া রীতি, নীতি, স্পৃহা, লক্ষ্য, তেজস্বিতা ও আলাপ সম্ভাষণ সম্বন্ধে অনেকদুর সহায়তা লাভ করিয়াছে। প্রথম পাশ্চাত্য-শিক্ষিতদিগের কর্ত্তৃক এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া সমভাবে সংসাধিত হইলে অপর সাধারণে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ সোপানে—বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় ভদ্র জাতির পরপরস্পর সম্মিলন হইবে, এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ভেদ রহিত হইয়া যাইবে।

পঞ্চম সোপানে—ভারতবর্ষীয় ভদ্র জাতি সমুদয়ের পরস্পর সম্মিলন-সাধন হইলে বিদেশগত জাতির সহিত বিবাহানুষ্ঠান আবদ্ধ হইবে, সেই সময়ে এই সংস্করণ সম্বন্ধে সমাজ সহনশীল হইবে, কখনই সামাজিক বিপ্লব সমুত্থিত হইবে না।

ষষ্ঠ সোপানে—অতি গুণ-সম্পন্ন হইলে অর্থশালী অভদ্র জাতীয় লোক কদাচিৎ গৃহীত হইবে। এইক্ষণ যেরূপ বিদ্যা শিক্ষার চর্চ্চা হইতেছে, এই পরিমাণে যদি ক্রমশঃ ইহার আলোক বিস্তীর্ণ-পরিধি হইতে থাকে, তাহা হইলে, এই বর্ণিত ছয় প্রকার সংস্করণ অন্ততঃ এক শতাব্দী কাল মধ্যে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা। সময়ের প্রভাবে যদিও সমুদয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ চেষ্টা ও সাধারণের কিঞ্চিৎ মনোযোগ না হইলে সহস্র বৎসরেও কিছুই হইবার নহে। যবনাধিকার সময়ে এক শত বৎসরে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন না হইত, এক্ষণে দশ বৎসরে তাহার দ্বিগুণ হইতেছে। চেষ্টা, সৎ সংসর্গ ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে সহস্র সহস্র বৎসরেও পার্ব্বতীয় জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না।

চিরকাল একাবস্থায় রহিয়াছে, সময়ে তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছেনা।

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ক্ষমতাশালী লোকদিগের এ বিষয়ে প্রথম অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। এস্থলে শ্রদ্ধাস্পদ-দেশ-হিতৈষী-ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছিনা। তাঁহারা অনেক গুলি সামাজিক সদনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও হস্তার্পণ করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং যে বিবাহ পদ্ধতি রাজ গ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির প্রথম উদ্যম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রয়োজিত বিবাহ সম্বন্ধীয় সমুদয় গুলি নিয়মই, আমাদের অনুমোদনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রেয় এই মহাসংস্করণ অতি অল্প কাল মধ্যে সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণ গ্রহণ যোগ্য হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। যে ব্রাহ্ম হইবে, তাহাকেই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। সমাজ হইতে অসংসৃষ্ঠ হইয়া কখনই সমাজের মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারেনা। যিনি আত্মোন্নতির নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া শোচনীয় বঙ্গ সমাজ হইতে দূরবর্ত্তী হন, তাঁহা হইতে সমাজ কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন না। একাকী স্বর্গে গমন অপেক্ষা, সজাতির সহিত মর্ত্ত্য বাসশ্রেয়ঃ, এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটী সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। ব্রাহ্মেরা সমাজ সংস্করণের যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কোন কালেই সমুদয় বঙ্গদেশ পরিশোধিত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব ও নানক পন্থীর ন্যায় অপর একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র সৃষ্ট হইবে। ব্রাহ্ম হইয়া অসবর্ণ বিবাহ সম্পাদন করা অতি সহজ, কোন কোন স্থলে অতি আমোদ জনক। এই প্রস্তাব ব্রাহ্মদের নিমিত্ত লিখিত হয় নাই, তাঁহাদিগের প্রতি এই মাত্র অনুরোধ, পৌত্তলিক সমাজে এই নিয়মানুসারে বিবাহ সংস্করণের উপায় নির্দ্ধারণ করা হউক।

স্ত্রীস্বাধীনতা আর একটী প্রধান সংস্করণ। ইহার নামোচ্চারণ মাত্র কতকগুলি লোক এক কালে বিকটমুখ হইয়া কর্ণে হস্তার্পণ করিবে, আবার কতকগুলি লোক অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আহ্লাদসহকারে অনুমোদন করিবে এবং প্রস্তাবকের প্রতি রাশি রাশি ধন্যবাদ প্রদান করিবে। এবিষয় লইয়া বঙ্গদেশে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে, অসাময়িক বিষয় সহসা মিমাংসিত হইবার নহে। বঙ্গদেশে পুরুষেরাই সম্পূর্ণ অধীন, নিজ সহোদর ভ্রাতা কি পত্নীর উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহার প্রতি বিধানের নিমিত্ত "গভর্ণমেণ্টের" আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, "পুলিস" বাঙ্গালী দের হস্ত, পদ, এরূপ অবস্থায় বঙ্গদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক শতাব্দী পরে বঙ্গদেশে এই সংস্করণের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।

বিদেশীয় সম্মিলন।— এই

সংস্করণ, পতিত জাতির এক প্রধান অবলম্বন স্বরূপ। পৃথিবীতে কোন জাতিই কোন উন্নত, প্রধান জাতির সহায়তা ব্যতীত অসভ্যতা জাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে নাই। এইক্ষণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা পরকীয় আনুকূল্য ভিন্ন স্বাধীনভাবে স্বকীয় উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই।

ইংরাজ জাতি হইতেই পতিত-বঙ্গ বাসীদিগের উদ্ধার হইবে সন্দেহ নাই, ইংরাজেরা পরহিত মনে করিয়াই হউক, আর স্বার্থ-সাধন বাসনাতেই হউক, শতাধিক বৎসর ক্রমান্বয়ে বঙ্গবাসী দিগের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ জাতির ভাষা-কৌশল, কার্য্য শৃঙ্খলা, সজাতীয় প্রেম, রাজনীতি, উপার্জ্জন, চাতুর্য্য, ব্যবসায়-নৈপুণ্য, কর্ম্মব্যাপৃতি, অসামান্য-স্বাধিন স্পৃহা, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রাম কিঞ্চিদংশে অনুকরণ করিয়া বঙ্গবাসীগন মনুষত্ব লাভ করিতেছে। ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক তাহাদের সহিত বিশেষ রূপে আত্মীয়তা ও প্রেম সংস্থাপন এবং তাহাদিগের রীতি, নীতি, আচার, পদ্ধতি সম্ভবতঃ গ্রহণ, সঙ্গে সঙ্গে সাহসিক কার্য্য প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বিদেশীয় সম্মিলন হইতেই আমরা সম্পূর্ণ উন্নতির প্রত্যাশা করিতে পারি। জেতা-ইংরাজগণ, অবশ্যই জিত-বাঙ্গালীদিগকে এদেশে ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার পুষ্পোদ্যান স্বরূপ ইউরোপে কখনই এরূপ আশঙ্কা উৎপাদিত হইবার নহে। ইলণ্ড হইতে আগত বাঙ্গালী দিগের প্রতি অনেক ইংরাজের বিদেষ জন্মিত পারে, কিন্তু ঘৃনা জন্মিবার তাদৃক সম্ভাবনা নাই। ইংদানীং বাঙ্গালীদিগের কোন না কোন উপলক্ষ করিয়া ইংলণ্ডে যাওয়া কর্ত্তব্য, এদেশে থাকিয়া সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষার পথ নাই।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশস্থ লোকগণও বঙ্গবাসীদিগের বিদেশীয় ব্যতীত নহে। কাশী, অযোধ্যা, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতির লোকেরা বঙ্গদেশীয় দিগকে বাঙ্গালী বলিয়া ঘৃণাকরে, বাঙ্গালীরা আবার তাহাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া প্রতি ঘৃণা নিঃক্ষেপ করে। উড়েরা সকলের নিকটই ঘৃণিত, এই দোষ দ্বারাই দেশের ঐক্যতা শিথিলীভূত হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভাষা ও সংস্কার ভিন্নতাই ইহার প্রধান কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইক্ষণ ভারতবর্ষে দুই একটী সাধারণ ভাষার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকা দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগকে কিছু অবগত করান যাইতে পারে না। ইংরাজি দেশীয় পত্রিকা দ্বারা অনেক দূর কার্য্য সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত অত্যন্ত দুরবগাহ ও অপ্রচলিত, ইহা সকলের পক্ষে অনায়াসশিক্ষণীয় নহে। আমাদের বিবেচনায় "হিন্দি ভাষাতে" বাঙ্গালীদের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত ইংরাজি ও সংস্কৃত সঙ্গে সঙ্গে অধীত হইবে। অতি অল্প লোকই তিন চারি ভাষাতে কৃত কার্য্যতা

লাভ করিতে পারে, অতএব সাধারণ লোকদিগের ইংরাজি সংস্কৃত শিক্ষা হউক আর না হউক, হিন্দি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। লৌহবর্ত্ম হওয়াতে যাতায়াত বিষয়ে আর কোন রূপ চিন্তানাই, এইক্ষণ সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের কোন বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষতঃ শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম দক্ষীণাঞ্চলে অবস্থিতি করা উচিত, এবং তত্তৎ দেশীয় লোক সকল যাহাতে বঙ্গবাসীদিগের প্রতি অনুরক্ত হয়, তদ্বিষয়ে সমনোযোগ হওয়া বিধেয়। সম্প্রতি কিয়ৎপরিমাণে ভারতবর্ষীয়দের পরস্পর সম্মিলন ক্রিয়া যে সংসাধিত না হইতেছে এরূপ নয়, কিছু দিন পূর্ব্বে পশ্চিম বাঙ্গলার লোকেরা পূর্ব্ব বাঙ্গলার লোকদিগকে ভাষা উপলক্ষ করিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিত। পশ্চিম বাঙ্গলার মধ্যে ও বর্দ্ধমান, নদিয়া, কলিকাতা, পরস্পর বিবাদাপন্ন ছিল, পূর্ব্ব-বাঙ্গলাতে আবার, ঢাকা ও যশোরের লোকেরা শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ, ও চট্ট গ্রামের লোক দিগকে ঘৃণা করিত। ভাষায় বিভিন্নতাই ইহার মূলীভূত কারণ। এইক্ষণ বঙ্গভাষা সংস্কৃত সংশ্রবে কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ ভাব ধারণ করাতে, তথাবিধ বিদ্বেষ অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অনেকের ভ্রম আছে পরস্পর পরিণয়ক্রিয়া দ্বারা এরূপ বিদ্বেষ ভাব দুরীভূত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে; অনেক কাল হইতে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলায় পরস্পর বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু ভাষাগত বিদ্বেষ ভাব চিরকালই এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে, বিদ্যাচর্চ্চাই এ রোগের মহৌষধি স্বীকার করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশীয় হইলেও বিদ্বান দিগের পরস্পর অপ্রণয় ও অনৈক্য থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গদেশে সজাতীয়ের মধ্যে পরস্পর সহায়তার রীতি নাই। সম্প্রতি এই মহৎ সংস্করণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আতিথ্য, শ্রাদ্ধাদি দায়ে আনুকুল্য প্রভৃতি যে সকল সাহায্যের পদ্ধতি বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা সাধারণর বিশেষ কোন হিত সাধিত হইবার নহে। বঙ্গদেশীয় ধণী সকল স্বদেশের দুরবস্থা দর্শনে সমবেদনা গ্রস্থ হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, এরূপ সময় অনেক শতাব্দীপরে উপস্থিত হইবে। এইক্ষণ এই বিষয়ের উল্লেখ বিধান মাত্র। এদেশে যখন ন্যায়ানুগত রূপে ধম সমবণ্টিত হয়না, তখন, ইতর লোক হইতে কখনই আশানুরূপ সহায়তার প্রত্যাশা করা যাইতে পারেনা। এই অবিচার বশতই প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, দস্যু তস্কর বৃত্তি প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হইয়াথাকে। এই দোষ সংশোধিত হইতে যে কত শত, শতবৎসরের আবশ্যক তাহার নিশ্চয় নাই।

আজ কাল দুঃখী দরিদ্র বাঙ্গালী সন্তানগণ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এতদূর লালায়িত ও ব্যগ্র হইয়াছে যে, শিক্ষার আনুকুল্য জন্য ধণী দিগের দ্বারে যাইয়া সর্ব্বদা ভিক্ষা করিতেছে, অনেক ধণীরা তাহাদের ক্রন্দনে একবার কর্ণপাতও

করেননা, কোন দরিদ্রব্যক্তি আবার কোন সুযোগে পদস্থ হইয়া অর্থের মুখাবলোকন করিতে পারিলে, সমুদয় বিস্মৃত হইয়া ধণীদের ন্যায় ব্যবহার করিতে ক্রুটি করেনা।

অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী নিজ নিজ সন্তান দিগকে ইংরাজি পড়াইয়া থাকেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শ্যালক দিগকে বাঙ্গলা অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হয়, ইহাই শিক্ষা বিষয়ক উৎসাহ দানের একশেষ। প্রতিবাসীদিগের সন্তানগন মূর্খ হওয়া বাঙ্গালী মহাত্মাদিগের এক প্রধান সন্তোষের বিষয়, জ্ঞাতি বর্গের পরস্পর শত্রুতানল চিরকাল সমভাবে প্রজ্বলিত।

এইক্ষণ কৃতবিদ্য--বাঙ্গলী দিগের প্রতি বিনীত ভাবে নিবেদন—অন্যান্য প্রকার সহায়তার বিষয় যাহাই হউক, সম্প্রতি দেশীয় বালকগণের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমান, পদাভিমান, ধনাভিমান প্রভৃতি অনেক প্রকার দোষ পৃথিবীতে বিচরন করিতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশে যেরূপ অপরিমিত রূপে অশাসিতরূপে, মোহান্ধরূপে, ব্যবহৃত হইয়া থাকে এরূপ আর কুত্রাপি নহে।

কুলীনগণ অকুলীন দিগের প্রতি, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ বৈদ্যের প্রতি, কায়স্থ বৈদ্যগণ অপরাপর জাতির প্রতি, সাভিমান বিদ্বেষ-দৃষ্টি পাত করিয়া থাকে। অপরাপর জাতিরা আবার মুসলমানাদির উপর বিদ্বেষ বর্ষণ করে, মুসলমান সকল ব্রাহ্মণাদি সমুদায় আর্য্য জাতির উপর প্রতিবিদ্বেষ প্রতিঘাত করে, প্রাচীন সম্প্রদায়ী অপেক্ষা নবসম্প্রদায়ীরা অধিক বিদ্যাভিমান প্রকাশকরে, যাঁহারা "এম এ" উপাধিধারী তাঁহারা "বি এ" উপাধি শালীদিগের প্রতি "বি এ" উপাধি গণেরা উপাধি বিহীনদিগের প্রতি, অল্প ইংরাজি ভাষাজ্ঞগণ ইংরাজি অনভিজ্ঞ দিগের প্রতি, সংস্কৃতজ্ঞেরা সংস্কৃতানভিজ্ঞের প্রতি, অস্ফুট ভাবে অবমাননা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। অল্প বিদ্যাই বিদ্যাভিমান উৎপাদন করিয়া দেয়, কালে বাঙ্গালীরা প্রগাঢ় অধ্যয়ন শীল হইয়া বাহুল্য পরিমাণে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারিলে আর বিদ্যা বিষয়ে অভিমানী হইবে না।

বঙ্গদেশে বিদ্যাভিমান অপেক্ষা ধনও পদাভিমানের অত্যাচার সামান্য নহে, যদি কেহ কোন রূপে কিঞ্চিৎ ধন ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে হীনাবস্থার বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, এমনকি নির্ধণ, অপদস্থ, বিপন্ন, জ্ঞাতিকুটুম্বের সহিত আত্মীয়ভাবে আলাপ করিতে ও অনেকে লজ্জা বোধ করে।

দেশ সংস্করণের অন্তরায় স্বরূপ যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইল, সে সমুদয় সহসা, অল্পকাল মধ্যে অন্তর্হিত হইবার নহে, রাশি রাশি উপদেশ দ্বারা সংশোধিত হইবার ও প্রত্যাশা নাই, রাজশাসনের ও সম্পূর্ণ অসাধ্য, জ্ঞানচর্চ্চা ও সামাজিক অপরাপর অঙ্গ সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ে এই

সকল দোষ সংশোধিত হইবে, তাহাহইলেই কালে স্বদেশীয় প্রেম উৎপন্ন হইয়া সমবেত চেষ্টা আরম্ভ হইবে। অর্ণবপোত নির্ম্মাণ, বানিজ্য বিস্তার, সমরচর্চ্চা স্বাধীনভাবে স্বরাজ্য শাসন, পরকীয় জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন প্রভৃতি, সমুদয়ই সমবেত যত্ন ও চেষ্টার ফল, স্বাধীনতা লক্ষ্মীর কৃপা ব্যতীত দেশে শিল্পোদ্যান, বিবিধ কুসুমে সুসজ্জিত হইতে পারেনা।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, মুসলমান জাতি যদিও বিদেশীয় ধর্ম্মোপাসক হউক, তথাপি তাঁহাদিগকে দেশের সুখ দুঃখ ভাগী বলিতে হইতে হইবে, আর্য্য সন্তানগণের তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর সহানুভূতি বন্ধনে নিবদ্ধ হওয়া উচিত, বস্তুতঃ মুসলমানদিগের সহিত আর্য্য সন্তানদিগের সামাজিক বর্দ্ধন না হইলে, সমবেত চেষ্টা অঙ্গহীন ও অসম্পন্ন থাকিবেক সন্দেহ নাই।

দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ এদেশীয় সমাজের সহিত কোন রূপ সম্বন্ধ রাখিতে অভিলাষী নহে। আর্য্য বংশীয়দিগের কর্ত্তৃক অনাদৃত ও ঘৃনিত হওয়াই এই রূপ বিসদৃশ ভাবের কারন। আর্য্য বংশীয়েরা ইহাদিগকে ঘৃনা করিয়া ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করেনা। ইংরাজেরাও বিশেষ আদর ও সহানুভূতি প্রকাশ করে না, "মিশনরি" সাহেবেরা কখন কখন অগত্যা শুষ্ক ভাবে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন সামাজিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু একবারও নিজের শোচনীয় অবস্থা মনে করেননা, মুসলমানেরা অনেক শতাব্দী কালের প্রভাবে এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিয়া এতদ্দেশীয় সমাজের উপর কোন স্বত্বই স্থাপন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। ধর্ম্ম যেরূপই থাকুক, আর্য্য সন্তানেরা ইহাদিগের সহিত কোন রূপ সামাজিক-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সমবেত উন্নতি সাধনে যত্নবান হউন্, তাহা না হইলে খৃষ্টান বাঙ্গালীদের ইহঅনন্তনরক হইতে পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর নাই।

আধুনিক ব্রাহ্ম দিগকে, স্থূল দৃষ্টিতে যদি ও অনেকাংশে পৃথক দেখা যায়, কিন্তু এদেশীয় সমাজে তাহার সম্যক মূল বিচ্ছিন্ন নহে। ব্রাহ্মদিগকে এবিষয়ে সতর্ক হইয়া নিজ আবাস-পল্লী, বঙ্গীয় সমাজ, নিজ কুটুম্ব স্ববান্ধবের সহিত বিশেষ রূপ শিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই রূপে আমাদের প্রস্তাব্য বিষয় অনুষ্ঠিত হইতে আরব্ধ হইলে কোন কালে বঙ্গদেশের প্রকৃত সংস্করণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৭

এই ক্ষণ পদ্ম পুরাণের সমালোচনায় প্রবর্ত্ত হইওয়া গেল।

সৃষ্টিখণ্ড সম্পূর্ণতঃ সাম্প্রদায়িক দোষ বিবর্জ্জিত। এবং সম্যকরূপে পুরাণ

পদবাচ্য। প্রথম কয়েক অধ্যায় ও শেষ অধ্যায় গুলি যাহাতে সৃষ্টি, রাজবংশাবলী ও প্রাচীন প্রবাদ সকল বর্ণিত আছে, অপরাপর পুরাণের প্রতিরূপ মাত্র, এমনকি ইহার ভাষারও কোন বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কিন্তু কোন্ পুরাণ দৃষ্টে এই পুরাণ লিখিত হইয়াছে তাহ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু এইটীমাত্র বলা যাইতে পারে সকলই এক আদি মূল গ্রন্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই পুরাণ বিষয়ে আমাদের এই অনুভব হয় যে, গ্রন্থকার বায়ু বিষ্ণু ও ভাগবৎ পুরাণ দৃষ্টে ইহা প্রণয়ন করেন।

সৃষ্টিখণ্ড পৌরাণিক না হউক অনেক অংশে আদিম। পুষ্কর মাহাত্ম অধ্যায় গুলি একেবারে নূতন। অপর কোন পুরাণেই আজমির দেশমধ্যস্থিত পুষ্কর তীর্থের উল্লেখ নাই। এই তীর্থেই শুদ্ধ ব্রহ্মার এক মাত্র মন্দির সংস্থাপিত আছে। এই খণ্ডের অপর একটী প্রাধান্য এই যে, ইহা বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক না হইয়া ব্রহ্মার পূজাদির বিবরণে পরিপূর্ণ। শিব ও ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ক প্রবাদ গুলি অতীব চমৎকার। এই বিবাদে শৈবেরা অনেক লাঘব স্বীকার করিয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের উপরে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।

ব্রহ্মাকে একটী স্থান উৎসর্গকৃত করা হয়। সেইস্থানের পবিত্রতা স্থাপন এই খণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য এবং ইহার দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, এখণ্ড পুষ্কর তীর্থের মহিমা প্রচারের জন্যই রচিত হয়। গ্রন্থকার নানা উপদেশ প্রদান ও প্রবাদ সকল বর্ণন করিয়া গ্রন্থের অঙ্গ সৌষ্টবতা সম্পাদন করেন, কিন্তু কোন্ সময়ে এই সম্পূর্ণতা সংসাধিত হয় তাহা স্থির করাযায়না।

পুষ্কর (পোখার) অদ্যাপী ব্রহ্মার মন্দিরের জন্য মহান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অনেক লোক তথায় গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যৎকালে মহম্মদীয়েরা আজমীরের অনতিদূরে আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল, সেই সময়ে বোধ হয় অত্যল্প লোকেই এই তীর্থ দর্শনে গমন করিত। এবং এই জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মা কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত মানব মন আকৃষ্ট করিতে পারেননাই। কিন্তু যদি এই পুরাণ বর্ণিত উপাখ্যান প্রবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন গুলি বিষ্ণু কি অপর পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে স্বীকার করাযায়, তাহাহইলে ইহা যে আধুনিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারেনা।

অনেক বর্ণনা ও উদাহরণে এই পুরাণের আধুনিকতা সপ্রমান করিতেছে। লঙ্কা ও ভারৎ উপদ্বীপের মধ্যস্থিত খণ্ডশ ডমরু মধ্যে শিবের একটী মন্দির সংস্থাপিত আছে। এই মন্দিরটী দৃষ্টে কখনই বোধ হয় না যে ইহা শতং বৎসর ঝটিকা, বাত্যা, সাগর হিল্লোল সহ্য করিয়া এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত অক্ষত শরীরে শ্রীরামের কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। যদি

রামায়ণ বর্ণিত ঘটনা সত্য হয় তাহা-হইলে এ পুরাণ যে রামায়ণের অনেক কাল পরে রচিত হয়, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে। বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণদিগ-বাসিরা নীচ যাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই জন্য তাহারা শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হইতনা। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই জাতি-ভেদের উল্লেখ নাই। ইহাতেই স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পরে এই পুরাণ রচিত হয়। শৈবেরা নর-কপাল-ধারী বলিয়া কথিত হইয়াছে, " জৈন " পুরোহিতেরাও ময়ূরপুচ্ছধারী রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটী বিষয় নিতান্ত আধুনিক কারণ প্রাচীন পূরাণ সমূহে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। অনেকস্থলে "ম্লেচ্ছ" বা অসভ্য জাতিদিগের উল্লেখ আছে। ১৭ অধ্যায়ে সাবিত্রী লক্ষ্মীকে এই শাপ দেন যে, তিনি শুদ্ধ সেই ম্লেচ্ছ জাতি দিগের নিকটে আদৃতা হইবেন।

গ্রন্থকার যে এস্থলে "ম্লেচ্ছ" এই পদটী যবন দিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বিলক্ষন বোধ হইতেছে। কারণ তৎকালে হিন্দুরাজ-লক্ষ্মী মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী দিগের নিকটে বিরাজমানা ছিলেন, এবং ইহার দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, এই অংশ ১৩।১৫। খৃঃঅব্দের মধ্যে দিল্লী নগরীতে মুসলমান সাম্রাজ্য সংস্থাপনের সময়ে রচিত হয়। ভূমি খণ্ড একেবারে অপৌরাণিক ও সাম্প্রদায়িক। এই খণ্ডে যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই আধুনিক। সৃষ্টি খণ্ডাপেক্ষা ইহা একেবারে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক, কিন্তু মধ্যেং শিবের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, ব্রহ্মার নাম মাত্র নাই। ব্রহ্মা শুদ্ধ দুই এক স্থলে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন! যদিও এই খণ্ড বর্ণিত ঘটনা গুলি কোন পূর্ব্বতন গ্রন্থ দৃষ্টে লিখিত হইয়াছে তত্রাচ তৎসমুদায়ে প্রাচীনতার অভাব দৃষ্ট হইতেছে। জৈন ধর্ম্মের বিষয় কথিত হওয়ায় এই অনুমান আরও অধিক প্রমাণিত হইতেছে। সৃষ্টি খণ্ডের অভিনয় স্থল "পুষ্কর" কিন্তু ভূমি খণ্ডের রঙ্গভূমি নর্ম্মদা নদী তীরস্থ স্থান সকল। তন্মধ্যে উজ্জয়িনী নগরান্তর্গত "মহাকাল" তীর্থ সর্ব্ব-প্রধান। এই স্থানে শিবের মন্দির ছিল ১২৩১ খৃঃঅব্দে দিল্লীর সম্রাট "আলটামাস" এই মন্দিরটী ভূমিসাৎ করেন। এই খণ্ডে "কামাখ্যার" বিষয় বর্ণিত আছে, এই তীর্থে দুর্গার মন্দির আছে। এসকল কারণ দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে যে, এই খণ্ড ভিন্ন২ লোক দ্বারা ও ভিন্ন২ সময়ে রচিত হয়।

সৃষ্টি খণ্ডের প্রথমেই শকুন্তলার উপাখ্যানের অবতরণ করা হইয়াছে, এতদ্বারা ইহা বিলক্ষণ বোধ হয় যে,এই খণ্ড কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক প্রণয়নের অনেক পরে রচিত হয়। ভরতের ভ্রমন বৃতান্ত সম্বন্ধীয় ঘটনা গুলিও অতীব আধুনিক,গোলোকপুরী সর্ব্ব লোকের উপরে বলিয়া কথিত হইয়াছে, বোধহয় যে বৈষ্ণব মত প্রচলনের পরে ইহা রচিত হয়।

কারণ বৈষ্ণব ও শৈবমত আধুনিক, আদিম পুরাণ সমূহে এ দুই মতের কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ নাই। যদিও এই খণ্ড বর্ণিত প্রবাদ গুলি সম্পূর্ণতঃ আধুনিক নাহউক, তথাপি নারদ ও মান্ধাতায় যে কথোপকথন হয় তৎপাঠে অবগত হওয়াযায় যে, এই অংশ সম্পূর্ণ আধুনিক ও সাম্প্রদায়িক। বৈষ্ণব মতের পোষকতা সূচক বর্ণনা গুলিই তাহার নির্ব্বিবাদ মূলক প্রমাণ। গলে তুলসী মালা ধারণ, শালগ্রাম শিলার পূজা, তীলক ধারণ, একাদশী ব্রতপালন প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠান সকল একেবারে সাম্প্রদায়িক ও আধুনিক। ১২ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যে "রামানুজ" নামক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক ও প্রবর্ত্তকের পূর্ব্বে যে এসমস্ত অনুষ্ঠান ব্যবহৃত ও আদরিত ছিল তাহার কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ নাই। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ আমাদের এই অনুমান হয় যে, এই খণ্ড কোন বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ কারের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

কুমার-সম্ভবম্।
অষ্টমঃ সর্গঃ।

চন্দ্রোপমশ্চন্দ্র সুতোগ্রহোহয়ং
নাম্না বুধো যো বিবুধ প্রপুজ্যঃ
গত্যাচরণ বক্রগতিং বিহস্য
শিবং শিবং বীক্ষ্য চমৎকৃতো হ ভুত্

বল্গাত কর্ষাদ্ধ রিভিনিরুদ্ধৈঃ
স্খলদ্গতৈ রুদ্গত কম্পমানে
স্থিত্বাবিমানে হরমুৎপতাকে
সম্ভাবয়ামাস কৃতাঞ্জলিস্তম্।

বিবাহ সূত্রীকৃত পীত সর্পং
হরেণ সার্দ্ধং ভুজ বিভ্রতাস
পরস্পরালোকন মাত্রমেব
মহী তনূজঃ প্রণতোবভূব।

হুঙ্কার ভীতাসুর রাজবংশঃ
সাক্ষাৎ মুনীন্দ্রঃ স্ফুরদগ্নিমূর্ত্তিঃ
সংস্থাপ্যখে বীক্ষ্যরথং মহেশং
গৌরী সমেতং নমতিস্ম শুক্রঃ।

প্রদ্যোতয়ন্তোগগনং ময়ূখৈ
র্মন্দাকিনীস্নান সমার্দ্র কেশাঃ
রত্নোপবীতা ধৃত রত্নমালাঃ
সপ্তর্ষয়ো যোগ পতিং প্রণেমুঃ।

সকৌতুকং নভসিচর স্মিতস্তত
স্ততঃ পথি প্রমথকুলং বিসর্জ্জয়ন্
উমাপতি র্বৃষভপতিং নিবারয়ন্
সহো ময়া হরি ভবনং বিবেশস।

ইতি কুমার সম্ভবে কাব্যে উমা-মহেশযাত্রা নাম অষ্টমঃসর্গঃ সমাপ্তঃ।

কুমার-সম্ভব।
অষ্টম সর্গ।

রূপগুণে চন্দ্র সদৃশ চন্দ্রতনয় বুধগণ পূজণীয় বুধনামা গ্রহবর, বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে বিচরণ করিতে করিতে সহসা সর্ব্ব-কল্যানাধার শিবকে অবোলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

বল্গাতি কর্ষণে বেগনিরুদ্ধ হওয়াতে অশ্বগণের গতি স্খলিত হইয়া, উদ্গাত ভাবে বিমান রাজ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং পতাকা অধিকতর চঞ্চল হইল, সেই বিমানে অবস্থিত হইয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাদেবকে অভিবাদন করিলেন।

যিনি ভুজদণ্ডে বিবাহ সূত্রীকৃত পীত সর্প ধারণ করিয়াছেন সেই হরের সহিত আকাশ মার্গে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে মহীতনয় মঙ্গল প্রণত হইলেন।

যাঁহার হুঙ্কার শব্দে দৈত্য-রাজবংশ ভয়াকুল হয়, সেই জ্বলদগ্নী-মূর্ত্তী মুনিবর শুক্র আকাশে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক গৌরী সহিত মহেশকে অবোলোকন করিয়া নমস্কার করিলেন।

যাঁহাদিগের শরীর-কিরণে আকাশ মণ্ডল দ্যোতিত হইয়াছে, মন্দাকিনী স্নানে যাঁহাদিগের কেশ পাশ আর্দ্রীভূত হইয়াছে এবং যাঁহারা রত্নমালা ও রত্নোপবীত ধারণ করিয়াছেন সেই সপ্ত-ঋষি যোগপতি শিবকে প্রণাম করিলেন।

আকাশ মণ্ডলে কৌতুক পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে পথে প্রমথ সেনাগণ বিষর্জ্জন করিয়া উমাপতি বৃষভ বরকে সুসংস্থাপন পূর্ব্বক, পাদ ব্রজে উমার সহিত বিষ্ণুর আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি কুমার সম্ভব কাব্যে উমা-মহেশ যাত্রা নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

অপূর্ব্ব সহবাস।

এই সুগভীর তামসী রজনীতে কে ঐ কামিনী পুরীর বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শুন্যমনে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন? —কেশপাশ আলুলায়িত, হস্তপদ অবশ, অঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে? মনে ভয় নাই, যুবতী-জনসুলভ কোন আশঙ্কাও নাই? দক্ষিণ হস্তে কালদণ্ড ত্রিশূল, বাম হস্তে লোহকর্কশ বিশাল চর্ম্ম। রমণী নিস্পন্দ,—স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। একি পাষাণে গঠিত স্ত্রীমূর্ত্তি? না প্রকৃতই কোন কামিনীর অঙ্গ রণবেশে সুবেশিত হইয়াছে?—দেখিলে শরীর লোমাঞ্চ হয়। যে হস্ত—যে করতল অবগুণ্ঠনে আপন বদন আচ্ছাদন করিবে, তাহা কি ত্রিশূলের উপযুক্ত? যে নয়ন লজ্জায় মুকুলিত হইবে,—প্রেমময় হাস্যে উদ্ভাসিত হইবে, তাহা কি অগ্নিকণার আধার হইতে পারে? কমনীয় কোমল ভাব প্রেমিককেই বশীভূত করিতে পারে, কোমল অঙ্গ প্রেমিকেরই অঙ্গ নিস্পন্দ করিতে সমর্থ হয়। বীরভাবে বীরপুরুষের নিকট উহার ক্ষমতা কি? বর্ম্ম কি বীরপট্ট, বীরেরই অঙ্গভূষণ, বীরেরই শোভাকর, কামিনীর কোমল অঙ্গ তাহার ভার বহনে বা কাঠিন্য সহনে কিরূপে সক্ষম হইবে?

কিন্তু রাজপুত মহিলাগণের স্বভাব অতি বিচিত্র। ইহাদিগের যে হৃদয় লজ্জা ও প্রেমভাবে পূর্ণ, সময় উপস্থিত হইলে তাহাই আবার সাহস ও নির্দ্দয়তার আধার হইয়া উঠে। অঙ্গ রণবেশে সুসজ্জিত হইলে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হয়। ইহাদিগের যে দেহ পরপুরুষের স্পর্শ অবধি সহ্য করিতে পারে না, সেই দেহ সমরস্থলে বিপক্ষপক্ষের অগণ্য মস্তকও পদতলে বিদলিত করিতে থাকে। যুদ্ধে অকুতোভয়, অস্ত্রধারণেও হস্ত বজ্রবৎ সারবান হইয়া উঠে। মরিতে ভয়

নাই, মরিতেও অকুণ্ঠিত। মানিনী মানে মগ্না, তেজস্বিনী তেজে চপলার ন্যায় চঞ্চলা। ইহারা বিচিত্র উপকরণে নির্ম্মিত, বিচিত্র ভাবেও পূর্ণ। এ কামিনীও সেই রাজপুতকুলের কুলমহিলা, নাম সঙ্গা—চিতোরের অধিপতি মহারাজ উদয়সিংহের প্রণয়িণী। উদয়সিংহ শত্রুহস্তে রুদ্ধ হইয়াছেন; শত্রুগণ সন্ধির প্রত্যাশায় উহাঁকে আপন শিবের রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—শুনিবামাত্র সঙ্গা পাগলিনীর ন্যায় রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া পুরীর বহির্ভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন, পরিচারিকা অশ্ব আনিতে গমন করিয়াছে এখনও আসিতেছে না; সঙ্গা বারংবার অশ্বশালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিচারিকা এক প্রবঞ্চগুকায় অশ্ব লইয়া সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গা উহার হস্ত হইতে অশ্বের বল্‌গা গ্রহণ করিয়া বলিলেন।

"সখি! বোধ হয় আজ হইতে জন্মের মত তোমার সঙ্গা তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সেই অপরিমিত বলবীর্য্যশালী দুরাত্মা আক্‌বরের হস্ত হইতে যে মহারাজকে উদ্ধার করিব, এ আশা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানে না, যখন মহারাজ বিপক্ষ হস্তে রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আমাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান, কি সুখে আর এই পাপ জীবন বহন করিব; এই জন্যই এই অনুচিত বেশে অনুচিত আশার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু ভীরুতা যাহাদিগের চিরপরিচিত ধর্ম্ম, দুর্ব্বলতা যাহাদিগের সৃষ্টির সহিতই সৃষ্ট হইয়াছে, লজ্জা যাহাদিগের অঙ্গভূষণ; রণবেশে তাহাদিগের শত্রুর সম্মুখে গমন করা কেবল শত্রুর আমোদ বর্দ্ধনেরই জন্য। সখি! জীবনের মমতায় কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করি না, এই জীবন, বা এইরূপ শতসহস্র জীবন এখনি লয় প্রাপ্ত হউক। যাঁহার জীবন, যাঁহার দেহ, তিনিই যদি শত্রুহস্তে রুদ্ধ হইলেন, তবে কি সুখে, কাহার জন্য আর ইহা ধারণ করিব। তাঁহার সহিত শত্রুর কারাগারেই থাকিব, শত্রুপ্রদত্ত ধান্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দিব; চলিলাম। তুমি গৃহে যাও, দেখ যেন দেবী মহারাজের এই দারুণ বার্ত্তা শ্রবণে কোনরূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত না হন।"

পরি। "দেবি! একাকিনী অসংখ্য বিপক্ষের মধ্যে গমন করিলে না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াবসে। ভাল, সন্ধি করিলেই যদি মহারাজ মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তবে কেন তাহারই চেষ্টা হউক না?"

সঙ্গা। "সে আশা দুরাশামাত্র। মহারাজ এতদূর নীচপ্রকৃতি নহেন, যে, বিপন্ন হইয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন, যদি সহজ অবস্থায় ঐ কথা উপস্থিত হইত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। বিশেষ, প্রবঞ্চক আক্‌বরের ঐ কথা কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারে না। দুরাচার বিজয় সিংহ যখন উহার মতাবলম্বী হইয়াছে, তখন ঐ সন্ধির কথা কথামাত্র।—

সেই পাপাত্মার কৌশলেইত মহারাজ রুদ্ধ হইয়াছেন। বিনা যুদ্ধে যে

আক্‌বর তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিবে, ইহা কোনমতেই বিশ্বাস্য নহে। বোধ হয় পামর এক সন্ধির কৌশল করিয়া নগরে প্রবেশ করিবে, নগর লুণ্ঠন ও অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণেরও সতীত্বনাশ করিবে। কুলাঙ্গার বিজয়সিংহও বোধ হয় রাজ্যের আশায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া ঐ পরামর্শে কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই,—আপন রক্ত কুক্কুর দ্বারা পান করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। কি আশ্চর্য্য, জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যবংশের কি পরিণামে এই ঘটিল?—বিজয় নিশ্চয়ই ঐ পাপ পরামর্শে সম্মতি দান করিয়াছে, না হইলে যে রাজ্যের আশায় সে জ্যেষ্ঠসহোদরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐ সন্ধি বিষয়ক পত্রের সাক্ষিস্থলে স্বাক্ষর করিবে কেন? সন্ধি হইলেইত মহারাজই পুনরায় চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তাহা হইলে বিজয়েরই অভীষ্ট সিদ্ধির বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল।"

পরি। "মন্ত্রিগণও ঐরূপ আন্দোলন করিতেছেন; আরও শুনিলাম, ভিতরে নাকি মতি বিবীর কোন ষড়যন্ত্র আছে!"

সঙ্গা। "ঈশ্বর জানেন।"

পরি। "মহারাজ তাঁহাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসেন। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে প্যারেননা। মতীবিবীও রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন এরূপ ভাণ করিয়া বেড়ান, আর গোপনে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! ধন্য! কুলটা হইলেই কি মুখে অমৃত আর অন্তরে গরলের ছুরী থাকিতে হয়!"

সঙ্গা। "ক্ষত্রিয় কুমারী হইয়া যে পাপীয়সী যবনান্ন স্পর্শ করিয়া সঙ্কুচিত হইল না, তাহার অসাধ্য কি আছে! আমার বোধ হয়, মহারাজ ইহা হইতেই বিষম বিপদে পড়িবেন।"

পরি। "বাঁকিই বা কি আছে? যখন সেই উন্নত মস্তকও যবন কারাবাসে স্থান পাইল, তখন ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিপদের আশঙ্কা কি?"

পরি। "দেবি! রোদন করিবেন না। ঈশ্বর মহারাজের মঙ্গল করিবেন।"

সঙ্গার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল, বলিলেন।

সখি! "মহারাজ যখন দুর্দ্দান্ত শত্রু হস্তে রুদ্ধ হইয়াছেন; তখন তাঁহার আর মঙ্গলের আশা কোথায়?"

পরি। "কি আশ্চর্য্য! মহারাজ এমন পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিজীবী হইয়াও শত্রুর হস্তে রুদ্ধ হইলেন?"

সঙ্গা। "ভূতভাবন ভগবান রামচন্দ্রও যখন রাক্ষসের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় প্রণয়িণী সীতাদেবীকে হারাইয়াছিলেন, তখন সামান্য মনুষ্যের কথা কি? বিজয়ের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াইত তিনি আপনাকে হারাইয়াছেন। "বিজয় যুদ্ধে বিষম আহত হইয়াছে,—মৃতপ্রায়, অন্তিমকালে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।" উহার দূতমুখে মহারাজ এই কথা শুনিবামাত্র সহোদরস্নেহে একান্ত আর্দ্র হইয়া বিজয়কে দেখিতে বিজয়ের শিবিরে গমন

করিবেন, আক্‌বরের নিকট বলিয়া পাঠান, আকব্‌র কি পৃথ্বীরাজ কেহই তখন সেস্থলে উপস্থিত ছিলনা, কাযেই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মহারাজ বিজয়ের শিবিরে যেমন গমন করিলেন, অমনি ছদ্মবেশী বিজয় তাঁহাকে ধারণ করিয়া রুদ্ধ করে।”

পরি। “মহারাজ কি একাকী গমন করিয়াছিলেন?”

সঙ্গা। “না, রক্ষক সঙ্গে ছিল; কিন্তু বিজয় পীড়িত, অধিক লোকের সমাগমে তাঁহার কষ্ট হইতে পারে, বিবেচনায় একাকীই শিবির মধ্যে প্রবেশ করেন; সখি! নিসঃন্দিগ্ধ মনে সন্দেহের সম্ভাবনা কি?

পরি। “বোধ হয় আক্‌বরের পরামর্শেই ঐরূপ হইয়া থাকিবে, নতুবা সহস্র শত্রুতা থাকিলেও কি সহোদর হইয়া সহোদরের প্রতি এইরূপ গর্হিতাচরণ করিতে পারে?”

সঙ্গা। “ঈশ্বরই জানেন। যাহাই হউক, আমি এই অসংখ্য তারকামণ্ডলী, ভগবতী তমস্বিনী যামিনীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যখন হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়াছি, অঙ্গে বর্ম্ম পরিধান করিয়াছি, তখন কখনই সহজে ক্ষান্ত হইব না। তুমি গৃহে যাও, আমিও চলিলাম; যদি মহারাজকে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে পুনরায় এ মুখ দেখিতে পাইবে, নতুবা এই অবধি সঙ্গা তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইল।”

পরিচারিকা সজল নয়নে বলিল, “দেবী! আপনি এরূপ সাহস করিবেন না, একাকিনী, বিশেষ স্ত্রীজাতি, এবেশে শত্রুশিবিরে গমন করিলে নিশ্চয়ই রুদ্ধ হইবেন”।

সঙ্গা। “হস্তে অস্ত্র থাকিতে রুদ্ধ হইব? ক্ষত্রিয়কুমারী বিশেষত উদয়সিংহের প্রণয়িণী হইয়া দুরাচার যবনের দাসী হইব? এই ত্রিশূল কি শোণিত পান করিতে শিখে নাই? আক্‌বর কি অমর হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? সখি! সেজন্য চিন্তা করিও না, সঙ্গা আত্মরক্ষায় বিশেষ নিপুণা”।

পরি। “সমুদায় সত্য, কিন্তু আপনি একাকিনী বলিয়াই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতেছে। কি জানি লোকে যদি কোন কথা বলিয়া বসে, তখন বিশেষ কষ্টের হইবে”।

সঙ্গা। “ছি, তোমার মনও যে এতদূর নীচতার আধার, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। লোকের কথা গ্রাহ্যযোগ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহারা কি ভ্রমান্ধ? তুমি নিতান্ত সরল প্রকৃতি বলিয়াই ইহাতে উত্তর প্রদান করিলাম, নতুবা নিরুত্তর থাকাই উচিত ছিল”।

পরি। “লোকের কথায় না হয় কি”?

সঙ্গী। “আর অধিক রাত্রি নাই, তুমি গৃহে যাও।”

দুর্গে দামামা ধ্বনি হইল।

সঙ্গা। “এ সময় দুর্গে দামামা ধ্বনি হইবার কারণ কি?”——

বলিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সবলে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাৎ করিলেন।

(ক্রমশঃ।)

সময়ে কিনা হয়।

স্বপ্ন দর্শন।

বেলা প্রায় তৃতীয়, প্রহর অতীত হইয়াছে। হোসেন পুর গ্রামের মধ্যে সুবলচন্দ্র ভাদুড়ির বাটিতে, উক্ত ভাদুড়ির পুত্র যদুপতি, কন্যা বিমলা, এবং তাঁহার স্ত্রী এই তিন জনে একত্রে বসিয়া বাক্যালাপে নিবিষ্ট আছেন। বাহির বাটীতে সুবল চন্দ্র আর কয়েক জন লোকের সহিত নানারূপ নিগূঢ় পরামর্শে ব্যাস্ত আছেন। ঐ লোক গুলির মধ্যে হলধর চৌকিদার একজন এবং অপর ৪ জন আছে; তাহারা ভদ্রনাম ধারী ও নহে, এবং আকারে ও ব্যাবসায় উভয়তেই ছোট লোক। তাহাদের কথা যখন গোপনীয়, আমাদের তখন, তাহাতে কাণ দেওয়া উচিত হয় না। চল পাঠক আমরা তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতির কথা বার্ত্তা শ্রবণ করি গিয়ে।

যদুপতির বয়ক্রম প্রায় ১৫ বৎসর। আকার প্রকার সর্ব্বরূপেই ভদ্র বলিয়া বোধ হয়। বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকার, অম্পা দোহারা, মাথায় উত্তম কোঁকড়া চুল। হোসেন পুরের কুঠি যখন নীলকর সাহেবের অধিন ছিল, সেই সময়ে তথায় একজন ইংরাজ কেরাণি থাকিত, যদুপতি আপন অধ্যবসায়ে তাহারই নিকট যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করেন, এবং নানাস্থান হইতে অন্যান্য বাঙ্গালা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া একরূপ ভাল বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার আরও শিখিবার নিমিত্ত বিশেষ মনছিল কিন্তু একে সুযোগ নাই, তাহাতে পিতার দৈন্যাবস্থা বশতঃ শীঘ্র যাহাতে চাকরি করিতে পারেন, সেই আশয়ে এখন উক্ত কুঠিতে শিক্ষা নবিসি করিয়া থাকেন।

কন্যা বিমলার বয়ক্রম প্রায় ১৪ বৎসর, কিন্তু বিধবা। বর্ণ শ্যাম, আকার তত ভাল নহে। মুখ খানি চাকা, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, ভ্রুযুগটানা, ললাটতল নিটোল, মস্তকে চুলের ভার নিতম্ব বিলম্বিত। বুদ্ধিতে সুবোধ।

সুবলের স্ত্রীর আকার প্রকারাদির বৃত্তান্ত জানিয়া কি হইবে? যাহার এক পদ ঘরে, অপরটি শ্মশানে; যাহার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তাহাকে লইয়া রঙ্গভূমিতে অধিক পেড়াপিড়ি করা অন্যায়। সুতরাং তদ্বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই ভাল।

নানা কথার পর বিমলা কহিল "হ্যাদ্যাক্ মা, আজ শেষ রাত্তিরে বড় একটা কুস্বপন দেকিচি, তোদের বলতে মনে নেই, ও মা, আমার একনও মনে কল্লে গাটা যেন শিউরে ডোল হয়"।

বিমলের বাক্যের শেষ হইত না হইতে বিমলার মা ব্যাগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি স্বপন রা বেমল"।

বিমলা উত্তর করিলেন।

"শেষ রাত্তিরে আমার একবার ঘুম ভাংলো; তারপর অনেকক্ষণ এ পাশ ও পাশ কত্তে কত্তে যাই একটু তন্তন্না এসেচে অমনি দেকুচি কি, যেন একটি বড়, আর একটি ছোট,

এই দুটি গাচ রয়েচে, তার মধ্যে বড়টির গায় একটি নতা জড়িয়ে রয়েছে, আর তার কোলে আর একটি নতা খাসা ঢল ঢল করে উট্‌চে, এমন সময় একটা বড় ঝড় এল, বড় গাচটা ভেঙ্গে গেল, অমনি বড় নতাটি ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি যেতে নাগ্‌লো, আর ছোটটি আমুরে উট্‌লো; এমন সময় একটা খুব বড় আগুণের দলা ছোট নতাটির পানে ছুটে আস্‌তে নাগ্‌লো। অমনি যেন কে এসে আগুনটো না নিবিয়ে দিয়ে, ছোটো গাচটিকে নিয়ে কোথায় পালালো আর দেখ্‌তে পেলেমনা। আবার দেকি কি, একটা অজাগর সাপ আমার চারিদিকে ঘিরে কুণ্ডুলি পাকিয়ে গজ্‌রাচ্চে, আমি অমনি দেখে ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠ্‌লাম আর ঘুম ভেঙ্গে গেল"।

মিমলার মাতা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

"সাট্‌, সাট্‌, গোবিন্দ সুস্বপন গোবিন্দ সুস্বপন; দুর্গা; মা আমার বাবাদের রক্ষে করো, গায় যেন কাঁটার আঁচড় না যায়"

বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। যদুপতি কহিল।

"হ্যাঁ মা কাঁপচিস্‌ কেন" ?

"কাঁপ্‌বো আমার মাতা মুণ্ড, মিন্‌সেকে বল্লেওত শোনেনা, তিন কাল গিয়ে এক কাল আছে, দুটো. কাচ্চা বাচ্চা হয়েছে, অমন না করে মাথায় মোট বয়ে খেলেওতো হয়। তাকর্ব্বেনা, মিন্সেই আমাকে মজাবে, মিন্সের পাপেই সব ছারেখারে যাবে। ঐ বসেছেন বার বাড়িতে, তাঁর মাতা মুণ্ডু পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছেন।"

যদুপতির মুখ অবনত হইল। ক্ষণপরে কহিলেন।

"স্বপন ও কিছু নয়, তার জন্যে এত ভাবনা কেন।"

তাহার জননী ভৎর্সনা সহকারে কহিলন।

"যদুতুই বকিস্‌নে, আমি যে কেন ভাবি তা কারে বলব্‌।"

বিমলা কহিল।

"তাইত মা ও বাতিকের খেলা, না দা দা ?"

যদুপতি "না দি দি তা নয়, স্বপন কিছুনয় বটে, কিন্তু খালি বাতিকের খেলায় যে হয় তা নয়।"

বিমলা। "তবে কি দা দা ?"

বিমলার মা আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন।

"নে যদু তুই আর পোড়াস্‌নে।"

"যদুপতি ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলা

"ঐ দ্যাক্‌ বিমল" মা বল্‌তে বারণ করে।"

বিমলা। "তা হোক দা দা, তুমি বল, মা তুই চুপকর।"

যদুপতি। "আমাদের মাথায় যে ঘি আছে তাকে ভাল কথায় মস্তিষ্ক বলে, ঐ মস্তিষ্ক থেকে আমাদের বুদ্ধি বার হয়, তা আমাদের এই শরীরে দুটী জিনিস আছে, আমরা তাদের মন্ত্রনায় চলি, ফিরি, খাই, পরি, আরও অন্যান্য যত সব কায করি।" (ক্রমশঃ)

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২ য় খণ্ড]　　শ্রাবণ সন ১২৭৯ সাল　　[৭ম সংখ্যা

সময়ে কিনা হয়।

৬ষ্ঠ সংখ্যার পরিশিষ্ট।

একটীর নাম মন, আর একটীর নাম জ্ঞান, অর্থাৎ আগে যে বুদ্ধির কথা বলিচি সেই বুদ্ধি। মন যে, সে সদাই কাযে ব্যস্ত—তার আর কায কি, ভাবনা চিন্তে মতলব আঁটা, নানা কথার তোলা পাড়া করা, এই তার কায। কিন্তু সে কখনও জিরোয় না, আমরা কি জাগি, কি শুই, সব সময়তেই সে কাযে ব্যস্ত। মন এই রকম খেটে মরে বটে, কিন্তু তার এমন ক্ষমতাটী নেই যে, সে সেই কায গুলিকে সাজিয়ে গুজিয়ে গোচালো রকমে করে।"

বিমলা। "দা দা তবে কে সাজিয়ে দেয় ?"

যদুপতি। "কেন ওই যে জ্ঞানের কথা বল্লাম, সেই জ্ঞানেতেই সে সব সাজিয়ে দেয়। জ্ঞান মনকে আপন তাঁবে রেখে ভাল ভাল কায গুলি কর্ত্তে দেয়, মন্দ গুলি কর্ত্তে দেয়না, কেমনতর জ্ঞান, মনের কথাত আগেই বলিচি, তা ঐ মনকে যে গুলোর দরকার নেই, কি যে গুলো মনে কল্লে কোন ভয় কি ঘৃণা কি কোন রকম খারাপ ভাব ওঠে, তেমন ধারা কায প্রায় কর্ত্তে দেয়না ; তা ছাড়া আর কায গুলি কর্ত্তে দেয়।

বিমলা। "হ্যাঁ! তা কেমন করে ?"

যদুপতি। " দুর পাগ্‌লি, কেন এই পাগলদের দিয়ে দেখ্‌লেইতো হয়। তাদের মাথার ঘি, শুকনো শুকনো হয়ে যায়, বলে জ্ঞান কি বুদ্ধি বেরোওনা ; তাই দেখ তাদের জ্ঞানের শাসন না থাকাতে মন কত এলো মেলো ভাবনা ভাবে, তা তাদের কথাতেইত টের পাও। তার পর আমরা যখন ঘুমুই আমাদের

জ্ঞানটাও তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোয়, কাযেই মন তখন এলো মেলো কায কর্ত্তে থাকে, সেই কাজ অর্থাৎ নানান রকম ভাবনাকেই স্বপন বলে।"

বিমলা। "তবে কেন আমরা সারা-রাত স্বপন দেকিনে ?"

যদুপতি। "আমরা সারারাতই স্বপন দেখি, তবে তার মধ্যে যে গুলো খুব চটক ওয়ালা তাই মনে থেকে যায়। সারারাত যে স্বপন দেখি তা একটু তাক করে দেখ্‌লেই জান্‌তে পার, যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন দেখো, যেন বোধ হয় মন থেকে যেন কত কি আস্তে আস্তে সরে যায়।"

বিমলা। "এলো মেলো যা কখন দেখিনি, তা স্বপন দেখি কেমন করে ?"

যদুপতি। "মন তখন জ্ঞানের শাসন ছাড়া হয়ে যা কিছু দেকেচে কি শুনেচে অনুমান করেচে এরি মধ্যে এলো মেলো করে ভাবে, তাই এলো মেলো স্বপন দেখি।"

বিমলা। "তাই বটে, মা তবে ভাবিস্ কেন, দাদাত বেশ বুঝিয়ে দিলে।"

গৃহিনী কিছু বিরক্ত হইয়া কহি-লেন!

"যা তোরা বকিস্‌নে, এতকাল যেন কেউ কখন জানিনি, তাই তোরা জানাতে এলি"।

এমন সময় হলধর চৌকিদার বাড়ির ভিতর আসিয়া যদুপতিকে কহিল, "দাদা ঠাকুর, বাবা ঠাকুর তোমাকে ডাকুচে, একবার এদিকে এসো।"

"কেন ?"

"এসোতো"।

"চল যাই, আবার কাছারিতেও যেতে হবে, বেলা গেল"।

* * *

* *

ক্রমে দিননাথ অস্তশিখরগামী হইলে সন্ধ্যাসতী ধরাধামে সমাগতা হইলেন। ক্রমে নিশাদেবী হিরকমালা মণ্ডিত হইয়া তদনুগামিনী হইলেন। রাত্র, সন্ধ্যা, এক প্রহর, দেড় প্রহর, দেখিতে দেখিতে দুই প্রহরের ঘনাঘন হইয়া আসিল। কুঠির পশ্চদ্ভাগের উপ-বনস্থ বৃক্ষ চয় সকল জোনাকির ক্ষনিকা-লোকে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মন্দবায়ু সহকারে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে।

এই সময়ে এই উপবন বা নিকুঞ্জ নিকটে যষ্টি হস্ত একজন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছেন এমনি বোধ হইল। যাহা হউক ঐ পুরুষটিকে চিনিতে পারিয়াছি, উনি আমাদের চিরপরিচিত নায়েব মহাশয়। ইনি যখন এইরূপে কাহার আগমন সাপেক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, অমনি দূরে মনুষ্য-পাদ শব্দ হইল। তিনি চকিতের ন্যায় সেই দিকে তাকাইলেন এবং বোধ হইল যেন তাঁহার আশাঙ্কুর সহসা শাখা প্রশাখাদি বিশিষ্ট বৃক্ষ বিশেষের আকার ধারণ করিয়া উঠিল। যেদিকে শব্দ হইয়াছিল, এক দৃষ্টে সেইদিকে নয়ন পাত করিয়া রহিলেন।

নায়েবমহাশয়ের শ্রবণ শক্তি অল্প

নহে। সত্যই অদূরে একটি মনুষ্য মূর্ত্তী নয়ন গোচর হইল। ঐ মুর্ত্তী, যাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহার কি অন্য কাহার, যদিও এখন নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু কি জানি কি নিমিত্ত সহসা তাঁহার বুক দুর২ করিয়া সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া পরে স্বেদ বিগলিত হইল। এই অবসরে ঐ মনুষ্য মুর্ত্তী আরও নিকটবর্ত্তী হইল। উহা বাস্তবিক নায়েব মহাশয়ের ভাগ্য গুণে পরিচিত না হইয়া অপরিচিত, একটি সন্ন্যাসীর মূর্ত্তীর ন্যায় অনুভব হইল। অপরিচিত বলে অপরিচিত!

ঐ মুর্ত্তী যথার্থই এই রাত্রে প্রান্তর ভুমিতে বিষম ভয়শীল তাহার সন্দেহ নাই। মস্তক বিষম জটাজালে ভারভূত, চক্ষু দুটি তারকার ন্যায় উজ্জ্বল, যেন তাহা দিয়া উদ্দিপ্ত অগ্নি রাশি প্রসবিত হইতেছে, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তল্লগ্ন চিমটা ঝন্২ শব্দে সুপ্ত নিশীথিনীকে জাগ্রত করিতেছে। হস্তে ত্রিশূল। ফলকদ্বয় দিপ্ত দিনকরের ন্যায় ঝক্২ করিতেছে। এমনি বিকটাকার ও ভয়াবহ! ইনি আবার ধীরে২ নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নায়েব মহাশয় আর নাই, গলদ্ঘর্ম্মে অঙ্গের বসন ভিজিয়াগেল, কণ্ঠরোধ প্রায়; নয়ন নিশ্চল হইয়াছে স্বামির উপর বিপক্ষ ধারণ করত সেই মুর্ত্তীতে পতিত হইয়া ক্রমাগত তাহাহইতে ভয় আহরণ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, করযুক্ত করিয়া শ্বাস-মিশ্রিত স্বরে সন্ন্যাসীর প্রতি বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন।

"বাবা তুমি কে?"

সন্ন্যাসী সহসা বিমুখ হইলেন; আবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া ঘনাবলীর ন্যায় গম্ভীর স্বরে তাড়না বাক্যে কহিলেন।

"চুপ কর নরাধম, বেশি খোসামোদের দরকার নাই। আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো তার উত্তর ভিন্ন অধিক বাক্য ব্যয় করিলে এই ত্রিশূল তোমার রক্ত শোষণ করিবে।"

নায়েব কাঁপিতে২ কহিলেন।

"যে আজ্ঞে।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তুমি এখানে এত রাত্রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"ঘরে বড় গরম বোধ হয়েছিল, তাই একটু বাতাসে বেরিইচি।"

"কেন এ জঙ্গলের ধার বই বেড়ানোর কি আর ভাল যায়গা ছিলনা। সত্য কথা বল'।

"এই বলিয়া বিকট নয়নভঙ্গীতে তাহার দিকে চাহিলেন, অমনি যেন সেই খরদৃষ্টি-আকর্ষণ-শক্তি প্রভাবে নায়েবের কণ্ঠ হইতে সত্য কথা গুলি আপনি বাহির হইতে লাগিল। নায়েব ভয়ে জড় সড় হইয়া উত্তর করিলেন।

"একজন লোকের অপেক্ষায়।"

"কি জন্যে?"

"একটা কথা আছে।"

সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন।

"মুর্খ এখনও প্রবঞ্চনা"।

এই বলিয়া ত্রিশূল উঠাইলেন।

নায়েব মহাশয় থত মত খাইয়া কি কহিবেন কি হইবে, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন

"এ এ এক যা যা যা"

সন্ন্যাসী। "কোথায় ?"

নায়েব "এই-এই-এই গিয়ে"

সন্ন্যাসী। "বেহায়া, রাখ, আর বেহায়ামিতে কাজ নাই, আমি জানি। তোর, লজ্জা নেই, পর্ শু তোর এক কাণ্ড হয়েছে, আবার আজ্ তুই রঙ্গে মেতেচিস।"

নায়েব। "না না তা নয়।"

সন্ন্যাসী। "চুপ, আবার মিথ্যে কথা।"

নায়েব। "বাবা, তুমি কে ?"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আবার ঔদ্ধত্য সহ কহিলেন।

"আবার বেহায়া।"

নায়েব চুপ করিয়া রহিলেন। এমন সময় হলধর চৌকিদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে এক পাস হইয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার আজ্ঞা করিলেন।

"আচ্ছা আর বেহায়ামিতে কাজ নেই, ফের ; পুনর্ব্বার যদি এরূপ দেখি তবে এই ত্রিশূলের ঘায় তোর প্রাণ বার্ করেবো।"

নায়েব। "যে আজ্ঞে"

বলিয়া চুপ করিলেন।

সন্ন্যাসী আত্মকার্য্য সিদ্ধ দেখিয়া গমনোদ্যত হইয়া কহিলেন।

"তুমি বারম্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ্ আমি কে, সকল রকম কুকাজ যার সঙ্গের সাতি, আপন পেট ভরাতে যে উপকারকেরওগুণ মানেনা, আত্ম স্বার্থের অনুরোধে যে আপন ভাই পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না আমি তারই দণ্ড দাতা।"

এই বলিয়াই পতনশীল তারকার ন্যায় দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

নায়েব কাষ্ঠ পুত্তলিকা বৎ দাঁড়াইয়া সেই দিকে নয়ন পাত করিয়া রহিলেন। হলধর সন্ন্যাসীর অনুজ্ঞাদি শুনিয়া পর্য্যন্ত যেন ছট্ ফট্ করিতেছিল। শেষে সন্ন্যাসীকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, আহ্লাদিত হইয়া নায়েব মহাশয়ের কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া উৎসাহ বাক্যে কহিতে লাগিল।

"আপনি চলেন, ও শালা কি কর্বে, এমন তেমন করে তো অ্যাক লাটির ঘায় সাত্ করে দেবো।"

"নারে একে মন সরেনি, তায় এই সর্ব্বনেশে বাবা ?"—

"এই কথা প্রকাশ্যে বলিয়া যাই কি থাকি এই মনে তোলাপাড়া করিতেছেন এমন সময় কুঠির ভিতর হইতে একটি চিৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অমনি শিক্ষিতের ন্যায় সেইদিকে দৌড়িয়া চলিলেন। হলধর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, বোধ হইল যেন তাহার অভিপ্রায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখা।

ডাকাতি ব্যাপার।

নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে যৎকালে

সন্ন্যাসীর দেখা হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাছারি-বাড়ির প্রতি ঘরে২ দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ঘরই অন্ধকার এবং সকলেই আপনাপন স্থানে নিদ্রার কোমলাঙ্কশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু একটিতে আলো জ্বলিতেছিল কেন? ও ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেয়াল ঠেসা করিয়া এক খানি খাট পাতা, তাহাতে আধ ময়লা একটি বিছানা পাতা। সম্মুখে কাপড় রাখার নিমিত্ত এক গাছি দড়ি ঝুলান রহিয়াছে, তাহাতে খান কয়েক কাপড়ও ঝুলিতেছে। অধিক কথা কি, এঘর খানি একজন অল্প পয়্সাওয়ালা কর্ম্মচারির নিজস্ব ঘর ও শয়ন মন্দির।

মেঝেতে একটি পাটি পাতা, সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কতক গুলি খাতা পত্রের দপ্তর কাছে একজন বসিয়া তাহা নাড়া চাড়া করিতেছেন ও মধ্যে২ একটু আধটু লিখিতেছেন। রাত্র জাগরণে ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখশ্রী ঈষৎ ম্লান বোধ হইতেছে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, এবং "কি কর্ম্মোভোগ" বলিয়া মাঝে২ এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। ইঁহাকে পাঠকের নিকট পরিচিত করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ইনি খাজাঞ্চি হরনাথ।

হরনাথ ক্লান্ত হইয়া কানে কলম গুঁজিয়া বসিলেন। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন; মাঝে২ স্বহস্তে তামাকও সাজিয়া খাইলেন। আবার চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন; মুখ আরও মলীন বোধ হইল, শেষে উঠিয়া পা টিপে টিপে কাছারির ঘরের দিকে চলিলেন।

দেবগিরি।

ক্রমশঃ।

অপূর্ব্ব সহবাস।

দ্বিতীয় স্তবক।

পথে অগন্য লোক,—সকলেই সশস্ত্র, অথচ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। সঙ্গা আকুলচিত্তে অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া উচ্চৈঃসরে বলিলেন।

"তোমারা কে,—এত রাত্রিতে দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছ?"

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আর রক্ষা নাই, বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমন করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর সেনাপতিও পলায়ন করিয়াছেন।"

সঙ্গা। "যে যেখানে আছ, দণ্ডায়মান হও, একপদ অগ্রসর হইলেই মস্তকচ্ছেদন করিব।"

"আপনি কে?"

সঙ্গা। "সঙ্গা,—চিতোরের অধিপতি মহারাজ উদয়সিংহের প্রণয়িণী—সঙ্গা।"

"দেবি! আমাদিগকে কি প্রাণ হারাইতে আদেশ করেন?"

সঙ্গা। "তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে যাইবে কি না বল?"

সেনাগণ নিরুত্তর হইয়া স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান রহিল।

সঙ্গা। "সৈন্যগণ! বিন্দুমাত্র রাজ-

পুত রক্ত পৃথিবীতে থাকিতে ধর্ম্মদ্বেষী দুরাচার যবনগণ চিতোরের রাজলক্ষ্মী উপর—তোমাদিগের মাতার উপর যথেচ্ছাচরণ করিবে? তোমরা জীবিত থাকিতে আমরা,—তোমাদিগের অবরোধকামিনীগণ যবনের দাসী হইব?—যবনের যথেচ্ছাচারের পাত্রী হইব? তাহাই দেখিবার জন্য কি তোমাদিগের জন্ম হইয়াছিল? রাজপুত-রক্তের কি এই পরিণাম! একদিকে রাজার অপমান,—শত্রুহস্তে অবরোধ, অন্যদিকে তাঁহার পুত্রগণের আপন আপন স্ত্রী পুত্র দর্শনে লালসা! তোমাদিগের পত্নীগণ কি আমার ন্যায় এক উপকরণে নির্ম্মিত হয় নাই? তাহারা কি যুদ্ধে পরাজিত পলায়িত স্বামীর মুখ দর্শন করিবে?—তাহার সহিত আলাপ করিবে? কখনই না। তাহারা চিরকাল বিধবার আচার পালন করিবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তথাপি যুদ্ধে পলায়িত স্বামীকে পতি সম্বোধনে আহ্বান করিয়া পবিত্র আত্মাকে ঘৃণিত করিতে পারিবে না।

নরাধমগণ! তোদের পত্নীগণের যেরূপ সাহস যেরূপ তেজ, দেখিতে পাওয়া যায়, তোরাকি তার বিন্দুমাত্রেরও অধিকারী নহিস্। যবনহস্তে আত্মরাজ্য প্রদান করিয়া যবনের দাস হইয়া থাকিবি? জগদ্বিখ্যাত রাজপুতগণ যবনের দাস হইবে, এই মস্তক যবনের আজ্ঞা পালন করিবে? এখনি ঐ মস্তক ঐ পাপ দেহ হইতে ছিঁড়িয়া পড়ুক, রাজপুত নাম পৃথিবী হইতে লয়প্রাপ্ত হউক।—আমার সম্মুখে কি যুদ্ধে ভীত রাজপুত-সেনা দণ্ডায়মান?—না সমরশায়ী রাজপুত সেনার প্রেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান? যে মরণ শ্লাঘনীয়, প্রার্থনীয়, সেই মরণে ভয় পাইয়া জীবনে অভিলাষ! রে কৃতঘ্নগণ! যিনি পিতার ন্যায় তোদিগকে এতকাল পালন করিয়া আসিলেন, তোদের সুখ সম্পদের জন্য এক দিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য, সুখে নয়ন মুদ্রিত করেন নাই, তৃপ্তি পূর্ব্বক আহারও করেন নাই, সেই পিতৃতুল্য মহারাজ উদয়সিংহকে কি বলিয়া আজ শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিয়া আসিলি? কোথায় তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছিস বল্, তোদিগকে চাহি না,—ভীরু কাপুরুষের সহায় চাহি না। আমরা—সমুদায় চিতোরের কুলমহিলাগণ একত্র হইয়া যুদ্ধে গমন করিব, বিপক্ষের মস্তকচ্ছেদন করিব, মহারাজ উদয়সিংহকেও উদ্ধার করিব। আজ হইতে রাজপুতকুল নির্ম্মূল হউক,—পুত্রতেজ-পুরিত ক্ষত্রিয়াগর্ভ বজ্রে নিষ্পিষ্ট হউক; আর যেন ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ এ পাপাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে না হয়। যে পুত্রের পিতার মরণে,—মাতার প্রতি বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ নাই, পত্নীর অঞ্চলে আত্মদেহ লুক্কায়িত করিয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকেও পরপুরুষের,—যবনের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে লজ্জা হইল না, মাতঃ বসুন্ধরে! এখনি সেই সকল ভীরু নরাধমদিগকে আত্মসাৎ কর; উহাদের পরমাণুও যেন আর তোমার উপরিভাগে বিচরণ করিতে না পায়। ক্ষত্রিয়ের মরণে ভয়, যবনে ভয়! কর্ণ বধির হও, আর যেন এ পাপকথা শুনি-

তে না হয়। বায়ু প্রতিহত হও, এই পাপবার্ত্তা যেনআর দুইহস্ত অগ্রেও গমন না করে? এই ভূভাগ সর্ব্বসমেত এখনি রসাতলে গমন করুক, রাজপুত কুলের হীনতার কথা যেন জগতের আন্দোলনের বিষয় হইতে না পায়।”

সঙ্গা ক্ষান্ত হইলেন, সেনাগণ পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবেই দণ্ডায়মান রহিল।

সঙ্গা। “পুত্রগণ! ক্ষুভিত হইও না, তোমরা আজ যে ক্ষোভের কার্য্য করিয়াছ, যতদিন পৃথিবী থাকিবে, গগণে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন তাহা যাইবার নহে। তোমাদের মহারাজ তোমাদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন, সেই তাঁহাকেই শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, এক্ষণে আবার আমাদিগকে কাহার নিকট রাখিয়া বিপক্ষের ভয়ে পলায়ন করিতেছ? রাজপুত সেনা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিবে, এ কথা এতদিন স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় বোধ হইত। আমি যতদিন এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, ইহার মধ্যে একদিনও শুনি নাই, কল্পনাও করি নাই, যে রাজপুতগণ বিপক্ষ শোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে; তোমাদিগের এক এক দিনের যুদ্ধের কথা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সেই তোমরাই কি আজ বিপক্ষের ভয়ে পলায়ন করিতেছ? চিতোরের সৈন্যগণ যবন-ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে!—যাহারা যুদ্ধার্থী হইয়া কোন দেশে গমন করিবে বলিয়া সংকল্প করিত, শুনিয়াছি, এক পক্ষ থাকিতে সেই দেশে নানা প্রকার দুর্লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইত। সেই রাজপুতগণ আজ দেশের স্বাধীনতা ও আপন আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া আপন জীবন রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইতেছে! ভগবতী কাত্যায়নী তোমাদিগেরই উপাস্যা, ভগবান শৈলেশ্বর তোমাদিগেরই অভীষ্ট দেবতা, আজ তোমাদিগের অভাবে দুরাত্মা যবনগণ তাঁহাদিগের মস্তকে নিশ্চয়ই গোরক্ত প্রক্ষেপ করিবে। আজ হইতে প্রতিদিন দেশে শত শত গোহত্যা হইতে থাকিবে, তোমাদেরই কামিনীগণ তাহাদের শয্যাগৃহের পরিচারিকা হইবেন, বৃদ্ধ পিতামাতা দাসদাসীর ন্যায় করযোড়ে অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিবেন, পালিত গাভির অগ্রে বৎস নিহত হইবে, দেবালয় ভূমিসাৎ হইবে, ধর্ম্মপুস্তক ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অথচ তোমরা জীবিত থাকিয়া দেশ দেশান্তে উদরান্নের জন্য পরের উপাসনা করিতে থাকিবে;——”

সৈন্য। “মাতঃ! ক্ষান্ত হউন, চিতোরের এক বিন্দু রক্তও বহমান থাকিতে কেহ আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। এই উদ্যত খড়্গ যদি একজন যবনকেও বিনষ্ট করিয়া ভগ্ন হয়, তথাপি ইহার সারবত্তা জগতে ঘোষিত হইবে, এই সমবেত রাজপুত সেনা যদি একজন বিধর্ম্মীকেও প্রাণে মারিয়া সমূলে নির্ম্মূল হয়, তথাপি ইহাদিগের জীবন শ্লাঘ্যজীবন বলিয়াই গণ্য হইবে। চলুন, আপনার সহিত জলে অনলে যমালয়েও যাইতে ভীত হইব না”।

সুগভীর সিংহনাদে গগনতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সঙ্গা, সৈন্য সঙ্গে বিষম উৎসাহে দক্ষিণাভিমুখে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন।

তৃতীয় স্তবক।

প্রাতঃকাল,—ভগবান তপনদেব তরুণ অরুণ কিরণে জগতীতল আলোকিত করিয়া তুলিলেন. মলয়ানিল মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মৃদুল অথচ উষ্ণোষ্ণ রবিকর সংস্পর্শে পদ্মিনীর সর্ব্বশরীর উষ্ণ, ও নয়নের হিমজল নয়নেই শুকাইয়া গেল, বিষম মানও ভঙ্গ হইল; সতীর মান পতির অদর্শনেই বাড়িয়া থাকে, দর্শনে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পদ্মিনী হাসিতে হাসিতে প্রিয়তমের করে আত্মসমর্পণ করিলেন; দিবাকরও আশ্বস্ত হইয়া রাগরক্ত হৃদয়ে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বেলা চারিদণ্ড অতীত; আক্‌বর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, হৃদয় নিতান্ত উদ্বিগ্ন, কিছুতেই চিত্ত সুস্থির হইতেছে না, একবার শিবির দ্বারে আসিয়া এক দৃষ্টে পথপানে চাহিতেছন, আরবার গিয়া আপন সিংহাসনে বসিতেছেন। "বেলা প্রায় এক প্রহর হইতে যায়, কিন্তু কই এখনো কাহারও দেখা নাই, কারণ কি ?" উঠিলেন, পুনরায় শিবির দ্বারে আসিয়া দাড়াঁইলেন, কেহই নাই। ক্ষুণ্ন মনে গৃহে প্রবেশ করেন, সম্মুখে অনুচর করপুটে দণ্ডায়মান।—যথাযথ অভিবাদন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইল।

"বিজয় আসিতেছেন!"

অনু। "না ধর্ম্মাহতার! এখনো তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।" আকবর শূন্য মনে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। অনুচর উত্তরের প্রতিক্ষায় সেই ভাবেই দণ্ডায়মান রহিল; কিন্তু তিনি কোন কথার উল্লেখ না করিয়া বিজয়ের শিবিরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিজয় নিদ্রায় অভিভূত, অচেতনে আপন শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। "নিদ্রিতের নিদ্রায় ব্যাঘাৎ অযুক্ত।" ভাবিয়া শয্যার সমীপস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, মস্তকে কি সংলগ্ন হইল। চাহিয়া দেখেন, বিজয়ের রণ পরিচ্ছদ। কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিবার মানসে যেমন সরাইবেন, দেখেন উহার মধ্যে এক খানি পত্র রহিয়াছে। বিজয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বিজয় নিদ্রায় অচেতন, অস্পন্দ। পত্রখানি বাহির করিলেন। "অন্যের পত্র, উন্মোচন করা নীচতার কার্য্য, কিন্তু অত্যন্ত ইচ্ছা, কিছুতেই ইচ্ছার গতি প্রতিরুদ্ধ হইল না। পুনরায় বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বিজয় সেই ভাবেই অবস্থিতি, ভয়ে ভয়ে পত্রখানি উন্মুক্ত হইল।

"বিজয়! আমি তোমা ভিন্ন আর কাহারই নহি কিন্তু মহারাজ জীবিত থাকিতে অন্তত চক্ষুর্ল্লজ্জাতেও প্রকাশ্যে তোমার করে আত্ম সমর্পণ পারিবনা। মহারাজ আমাকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসেন, বিশেষ তাঁহার বর্ত্তমানে আমরা একদণ্ডের জন্য কোথাও সুখী হইতে পারিব না।

"এ কাহার পত্র ?" আক্‌বর অনেকক্ষণ ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্থির হইল না। পুনরায় পত্রখানি পাঠ করিলেন, বদন ম্লান হইল। "যে আশায় উদ্ভ্রান্ত হইতেছি, বুঝি সেই আশারই মূলে কুঠারাঘাত হইল।" যেখানকার পত্র সেই খানেই রাখিয়া দিলেন ও বিজয়ের শিবির হইতে আপন শিবিরে প্রবেশ করিয়া, অনুচরকে বলিলেন,"যদি এখনো বিজয়ের নিদ্রাভঙ্গ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নাম করিয়া উহাঁকে ডাকিয়া আন।" অনুচর গমন করিল, আকবর আপন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়সিংহ অনুচরের সহিত আক্‌বরের সিংহাসন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে আক্‌বর বলিলেন। "বিজয়! তুমি না বলিয়াছিলে, যখন রাজা রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর কাহারও যুদ্ধ করিতে সাহস হইবে না, সহজেই চিতোর হস্তগত হইবে। তবে আবার কোন্ ব্যক্তি আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল?"

বিজয়। "বুঝিতে পারিতেছি না। প্রধান সেনাপতি যখন আমাদের বাধ্য হইয়াছে, তখন আর কে আছে, যে, রাজপুতসেনার অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধে আসিতে সাহস করিবে?"

আক্। "পৃথ্বীরাজ সৈন্যসমেত সেই খানেই রহিয়াছেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই সমাচার দিলেন না। সমর স্থলে এক জন দূতও পাঠাইয়াছি, তাহারও দেখা নাই।"

বিজয়। "আমাকে কি যাইতে আজ্ঞা করেন?"

আক্। "না, তাহা বলি না, কিন্তু সেনাপতি তোমার সহিত কিছু কি বলিয়া গিয়াছিল?"

বিজয়। "ঐ-ই কথা;—নিশীথ সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সেনাপতি দামামা ধ্বনি ও নানা প্রকার গোলোযোগ উপস্থিত করিবে, অন্যান্যকে বিশেষ ভীত করিবার মানসে সভয়চিত্তে আপনিও দুর্গ পরিত্যাগ করিবে। এদিকে পরামর্শী সৈন্যগণ গোপনে থাকিয়া দুর্গের প্রতি অস্ত্রাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। একে দুর্গের সৈন্য অল্প, তাহাতে রাজা বন্দী হইয়াছেন, সেনাপতিও পলায়ন করিল, কাযেই অপরাপর সেনাগণ ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। প্রাতে দলবল সমেত আমরা দক্ষিণ দ্বার আক্রমণ করিলে দ্বাররক্ষক সেনাগণ অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হইবে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া যায় নাই। ভাল, আপনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন কেন?"

আক। "রাজপুতগণ এমন বিপদ সময় সন্ধির প্রস্তাবে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া অদ্যকার রণসজ্জার জন্য তত ব্যস্ত থাকিবে না, বিশেষ বিশ্বাসের জন্য ঐ পত্রে তোমারও নাম স্বাক্ষর করাইয়া লই। পাছে প্রকাশ হয়, এই জন্য কথা কিছুই বলি নাই।—কিন্তু কোথায় আমরা

নগর আক্রমণ করিব, না হইয়া রাত্রি মধ্যে উহারাই আসিয়া আমাদের শিবির আক্রমণ করিল? শুনিলাম, আমাদিগের সেনাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত ছিল। যখন বিপক্ষগণ আসিয়া আক্রমণ করে, তখন প্রায় কাহারই তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে, বিশেষ বলবিক্রম সহকারে বিপক্ষের সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারে।”

বিজয়। “দিল্লীর অধিপতি আকবরের নাম শ্রবণেই শত্রুসেনা অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইবে, সে জন্য চিন্তা করিবেন না।”

আক। “সে যাহা হয় হইবে। কিন্তু তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বলিবে বল।”

বিজ। “পৃথ্বীনাথ! আপনার নিকট আমার অকথ্য কি আছে? আজ্ঞা করুন, বিশেষ গোপনীয় হইলেও আপনার অজ্ঞাত থাকিবে না”।

আক। “শুনিয়াছি, উদয়ের ধর্ম্ম পত্নীও নাকি দেখিতে পরম রূপবতী”?

বিজ। “অধিক আর কি বলিব, মতিবিবীর অনুরূপ বা কিছু উৎকৃষ্টই হইবেন; কিন্তু বয়স অধিক হইয়াছে”।

আক। মতির একটীমাত্র সন্তান?

বিজয়ের বদন ম্লান হইল, কষ্টে উত্তর করিলেন, “হঁ্যা।”

আক। “সন্তানটীর বয়স কত”?

বিজ। “দশ বৎসর, প্রতাপ অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট”।

আক। “যাহাই হউক, যুদ্ধের সংবাদটা না পাইলে আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না”।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় রাজদূত শশব্যস্তে সেই স্থলে আসিয়া প্রবেশ করিল। উভয়েই আস্তেব্যস্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেন এরূপ ভাবে আসিবার কারণ কি”?

দূত। “ধর্ম্মাবতার! জানি না, কে একটী স্ত্রীলোক রণবেশে সৈন্য-সমেত শিবির আক্রমণ করিয়া উদয়সিংহকে লইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছে। পৃথ্বীরাজ ও নান্নু খাঁ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। সৈন্যসমেত দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, অনুমতি হইলে পুরদ্বার আক্রমণ করেন”।

আকবর ও বিজয়সিংহের বদন বিষণ্ণ হইল, বলিলেন।

“কি! উদয়সিংহকে লইয়া গিয়াছে?”

দূত। “হঁ্যা ধর্ম্মাবতার!”

আক্। “ভাল, উদয়সিংহের সেনাপতি যুদ্ধে আসিয়াছিল”?

দূত। “না।”

আক্। “বিজয়! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।”

বিজয়। “তাই ত”।

আকবর দূতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন।

“দেখ, বেলা দুই প্রহরের পর যে সেনা এখানে আসিবে, তাহাদিগকে

ঐ দক্ষিণ দ্বারে যাইতে বলিও। এখাকার সেনাগণও যেন সর্ব্বদা সাবধানে শিবির রক্ষা করে।” বলিয়া বিজয়কে কহিলেন,

“বিজয়! চল, আমরাও ঐ স্থলে গমন করি।”

উভয়ে রণবেশে সজ্জিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন ।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ দর্শন ।

ও

উত্তররাম-চরিতের সমালোচন।

আহা! যদি আজ ভবভূতি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বঙ্গদর্শনস্থ সমালোচকের মাথায় ফুলের বোঝা বাঁধিয়া দিতেন। ভবভূতি! নিশ্চয়ই তুমি আজ বঞ্চিত হইলে, “উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী” তোমার এই বাক্যের সদর্থ এত দিনের পর প্রতিপন্ন হইল, দেখিতে পাইলে না। অন্ততঃ দুই দণ্ডের জন্যও একবার ইহলোকে অবতীর্ণ হও, আসিয়া দেখ, কালেতে তোমার কেমন গুনপনা সকল প্রকাশ হইতেছে! নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, না হইলে তোমার সমকালে কেন এই মহাত্মার ভূমণ্ডলে অবতারণা হয় নাই ?

পাঠকগণ একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “রিভিউ” কর্ত্তা উত্তররাম চরিতের উত্তম উত্তম অংশ গুলি লইয়া কেমন সদর্থ সকল বাহির করিয়াছেন!

ইহাঁর যেরূপ বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য ও তীক্ষ্ণতা, তাহাতে অনর্থক বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিয়া কেন দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াইবেন? সংস্কৃত পুস্তকের সমালোচন করাই তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোকেরই কর্ত্তব্য। “প্রথম ভাগ ঋজুপাঠও ত সংস্কৃত পুস্তক ?” বটে, কিন্তু তাহা উহাঁর উদ্দেশ্য নহে, উপযুক্তও নহে, ভাস্করাচার্য্য সামান্য তেরিজ লইয়া কি সময় ক্ষেপ করিবেন। কাব্যের মধ্যে উত্তররাম চরিত, মালতীমাধব ও বীরচরিতই আমাদের সমালোচক মহাশয়ের প্রথম নমুনা, তাহার পর সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল প্রভৃতির কঠিন কঠিন পুস্তকের সমালোচনাই ইহাঁর উদ্দেশ্য, প্রথম প্রথম দুই এক খানি কাব্যের সমালোচন না করিলে লোকসমাজে “জাহির” হওয়া সুকঠিন। কারণ বঙ্গসমাজ কাব্যপ্রিয়। অতএব কাব্যের সমালোচনা করিতে গেলে কাব্যের মধ্যে ভবভূতির কাব্যই সমালোচকের পক্ষে কতক্‌টা সমালোচনের যোগ্য। অন্য অন্য পুস্তক “রবিস” (অপদার্থ) বলিলেই হয়। না হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা পরিশোধিত সংস্কৃত শকুন্তলা সত্ত্বে উত্তররাম চরিতে পদ্ম হস্ত বুলাইবার কারণ কি ?

যাহা হউক এক্ষণে সমালোচক মহাশয়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রখর নিদর্শন স্বরূপ

তাঁহার উদ্ধৃত উত্তররাম চরিতের দুই একটী অংশ তাঁহার কৃত অর্থের সহিত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১ম।

"অধ্বসবেশা তাপসী। অয়ে! বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে।

অর্থ,—ঐ দেখ এই বনদেবতা ফলপুষ্প পল্লবার্ঘের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।"

অর্থকার এখানে "ঐ দেখ" এই কথাটী কোথায় পাইলেন? যদি স্বকপোল কল্পিত হয়, তাহা হইলে একাকিনী অধ্বগবেশা তাপসী রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াই বা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ঐ উক্তি করিলেন? কেন, অভিনয় দর্শনার্থ যখন এত লোকের সমাগম হইয়াছে? তখন লোকের অভাব কি? সমালোচক মহাশয়! কেমন, সঙ্গত উত্তর হয় নাই?

ফল পুষ্প পল্লবার্ঘের প্রকৃত অর্থ কি? তাপসী (মানবী) বনদেবতাকে (দেবী) অভ্যর্থনা না করিয়া বনদেবতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন কেন? "অধ্বগবেশা তাপসী" বলিবারই বা কারণ কি? (১)

২য়।

"স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ।

স্থানে স্থানে মুখরকুকুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।

এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ।

সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

অর্থ,—এই যে পরিচিত ভূমি দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে।! কোথাও স্নিগ্ধ শ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষ দৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝর্ঝর শব্দে দিগন্ত শব্দিত হইতেছে, কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।"

"নির্ঝরগণের ঝর্ঝর শব্দে দিগন্ত শব্দিত হইতেছে" ভবভূতি যদি নিজে এস্থলে "দিগন্ত" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কবিত্বে দোষ স্পর্শিত, দিগন্ত ও দিকে অনেক ইতর-বিশেষ আছে। দিগন্ত ব্যবহার করিলে "ঝাঙ্কৃত" অর্থ "ঝর্ঝর" শব্দ ব্যবহৃত

---

(১) তাপসী মাত্রেই ঋজুস্বভাবা ও আহার্য্য শোভাশূন্যা। বনের পথ বিশেষ কোন বাধা পায় না, কাযেই সরল হয়, ও বিশেষ সংস্কার ব্যতিরেকে প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন থাকে।

পথের পার্শ্বই ফল পুষ্প ও পল্লবে আকীর্ণ বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। অক্ষত অর্ঘের একটী প্রধান অঙ্গ হইলেও অভাব প্রযুক্তই কবি কেবল ফল পুষ্প ও পল্লব দিয়াই অর্ঘ সাজাইয়াছেন। যদি এ সকল অর্থ করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, এরূপ হয়, তাহা হইলে সমালোচনা করিতে যাওয়াই বিশেষ ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সমালোচনা করিতে হইলেই কবির বিশেষ অভিপ্রায়ও লিখিতে হয়।

হইত না। কিন্তু সমালোচক যদি একটু প্রণিধান করিয়া বুঝেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, তাদৃশ কঠিন নহে।

" এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ভ-কান্তারমিশ্রাঃ" "রিভিউকর্ত্তার" অর্থদৃষ্টে এ চরণটীর প্রকৃত ভাবার্থ বুঝা যায় না। তিনি বলিতেছেন, " কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, এবং মধ্যে২ অরণ্য " " তীর্থাশ্রম " শব্দের অর্থ কি ? তীর্থ ও আশ্রম এই দুইটী শব্দের বিশেষ সার্থকতা দেখান উহাঁর উচিত ছিল। নতুবা যেমন তীর্থাশ্রম তেমিনি রাখিয়া উহার সহজতাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

"পর্ব্বতটী" ভিন্নপদ করিলেও তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু "সরিৎটী" পরপদের সহিত বিভিন্ন করাতে অর্থের কি মধুরতাই দেখান হইয়াছে, "গর্ভকান্তার" নিজে ভিন্নপদ, ভাবুকবর অর্থ করিয়াছেন, " মধ্যে২ " গর্ভে " অরণ্য " অর্থাৎ মধ্যে ২ অরণ্য বিশিষ্ট দণ্ডকারণ্য। এ অর্থটী কি তামাক অপেক্ষা কোন উচ্চতর পদার্থ-সেবীর ন্যায় অর্থ করা হয় নাই ? গর্ভে অরণ্য আছে, কিন্তু কাহার গর্ভে যে অরণ্য আছে, তাহার ঠিক করিতে পারেন নাই। যদি বলেন দণ্ডকারণ্যের মধ্যে ? তাহা হইলে "এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ভ কান্তারমিশ্রাঃ" এই সমস্তপদের ভিতর কোথায় দণ্ডকারণ্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিন্। যদি বলেন উহা বুঝিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে উহাঁকেই এক মাস বা সমস্ত জীবন সময় দেওয়া গেল, যেরূপে ঐ পদটীর অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থ বজায় রাখিয়া ঐ রূপ বুঝাইয়া দিন্, "কান্তার" অর্থ "অরণ্য" করিয়া ভবভূতির প্রশংসা করা হইয়াছে, যদি আজ সেই ভবভূতি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ উচিতমত পুরস্কার পাইতেন। বনের মধ্যে বন আছে এই কি ভবভূতির কবিত্ব! দেশ কি এক কালে অরাজক হইয়াছে যে, এক জন অনুপযুক্ত বুদ্ধিশূন্য আত্মজ্ঞানহীন লোকের হস্তে পড়িয়া ভবভূতি মারা যান, কেহ একটী কথাও বলে না। (২)

সমালোচকের বর্ণিত সমুদায় অংশ গুলি তুলিতে হইলে প্রবন্ধের সাতিশয় দীর্ঘতা হইয়া উঠে। এই জন্য আর দুই এক অংশ তুলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে হইল।

" গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচকস্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ——

অর্থ——

" এখানে অব্যক্তনাদ

পেচককুলে ঘুৎকারের ন্যায় শব্দায়মান বংশ গুচ্ছের" ইত্যাদি।

গুঞ্জৎ অর্থ অব্যক্তনাদী! ঐটী কুটীরের বিশেষণ, অর্থাৎ কুঞ্জকুটীরটী আপনাপনি

(২) তীর্থাশ্রম পদটীর অর্থের বিষয় এখন কিছুই উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ সমালোচক উহার কোন অর্থ ভাঙ্গেন নাই। সরিৎ হইয়াছে গর্ভে— অর্থাৎ মধ্যে যার এমন যে কান্তার অর্থাৎ নিবিড়ারণ্য আছে যাতে। " কান্তারোস্ত্রী মহারণ্যে বিলে দুর্গমবর্ত্মনি"। ইতি মেদিনী।

অব্যক্ত নাদে নিনাদিত হইতেছে। বৎ শব্দের অর্থ ন্যায়, তাহা হইলে বৎ অব্যয় শব্দ, মধ্যে অব্যয় সত্বে সমাস হয় কি না? যদি না হয়, তাহা হইলে বৎ পর্য্যন্ত একটী স্বতন্ত্র বিশেষণ পদ, ভাল, একটী বিশেষণ পদ অন্য একটী সমস্ত পদের কিয়দংশের বিশেষণ হইতে পারে কি না? কুটীর শব্দের সার্থকতাই বা কি! (৩) এগুলি বিশেষ পড়িয়া শুনিয়া সমালোচন করিলে কি ভাল হইত না? সুন্দর বনের ক্ষুদ্র একটী নদীর তীরে বাস, পারাপারের জন্য একটী সাকোঁর আবশ্যক বলিয়া "টেম্‌স নদীর পুলের কল্পনা শিখিবার জন্য সর্ব্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক বিলাতে যাইবার আবশ্যক কি, কাগজ বাহির করিতে হইলে (পারি না পারি) সমালোচন নামে একটী জেঠামীর স্তম্ভ প্রকাশ করা যদি আবশ্যকই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি মজার শনিবার ও দ্বাদশ কবিতা প্রভৃতি যথেষ্ট পুস্তক সত্ত্বে এরূপে নাম হাসাইবার আবশ্যক কি?

"পুটপাকপ্রতীকাশঃ ॥"

অর্থ—"মুখবন্ধ পাত্রমধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।"

পুটপাকপ্রতীকাশের যদি এইটীই তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে, পূর্ব্ব চরণে কবি "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ," এ শব্দের উল্লেখ করিয়া কবিতাটী পুনরুক্তিদোষে দূষিত করিতেন না। (৪)

"মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিঃ পর্ব্বতৈরাকীর্ণানি।

অর্থ,—মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমল চ্ছবি পর্ব্বতে আকীর্ণ।"

পর্ব্বতটী ময়ূরকণ্ঠের সমবর্ণ, ইহাইত অসঙ্গত, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মদকল বিশেষণের সার্থকতা কি? (৫)

"অবিরলনিবিষ্টনীলবহুলছায়াতরুষণ্ডমণ্ডিতানি।"

অর্থ,—"ঘননিবিষ্ট, নীল প্রধান, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষ সমূহে শোভিত!" সুন্দর অর্থ!

---

(৩) এক গুঞ্জৎ শব্দেই ভ্রমরগুঞ্জিত, অতএব পুষ্পিত যে কুঞ্জ, ইহা বুঝাইতেছে। দিবাভাগে পেচক ধ্বনির সঙ্গতি রাখিবার জন্য কবি কুঞ্জকে কুটীর স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কুঞ্জটী এমনি লতাপাতায় আচ্ছন্ন যে দিবাভাগেও উহা অন্ধকারময় কুটীরের ন্যায় বোধ হইতেছে। বৎ-অর্থ "ন্যায়" নহে, বিশিষ্ট অর্থ করিতে হইবে।

(৪) রামের শোকটী বাহিরে তাদৃশ প্রকাশ ছিল না, এই কারণেই বহুদিন অন্তরে নিবদ্ধ ছিল, যেমন মুখবন্ধ-হীন জলপূর্ণ পাত্র সন্তপ্ত হইলে জল ভাগটী বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া শীঘ্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু আবরণ যুক্ত পাত্রের জল শীঘ্র সেরূপ বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ জলের বিকার বাষ্প, বাষ্পের বিকার জল যেমন সেই পাত্র মধ্যেই হইতে থাকে, সেই রূপ রামের শোক আবরণযুক্ত অন্তর হইতে আর বাহিরে যাইতে পারে নাই, অর্থাৎ বহুদিন অন্তরমধ্যেই ছিল।

(৫) মদকল ময়ূরের কণ্ঠ দ্বারা কোমল কান্তি। যদি বলেন, ময়ূরের সর্ব্বাঙ্গই ত মনোহর, তাহাতে কণ্ঠ পদটী বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক কি? বিষয়ান্তর ব্যাপৃত দৃষ্টি বিশেষ কারণ ব্যতীত অন্য দিকে আকৃষ্ট হয় না। উহাঁদিগের চক্ষু অন্য দিকে নিযুক্ত ছিল, ময়ূর বিরাবে সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম কণ্ঠের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। আরো অন্যান্য অঙ্গ হইতে কণ্ঠও দেখিতে সুন্দর। এই জন্য কণ্ঠ পদটী বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

"অনতিপ্রৌঢ়" কাহার অর্থ, ছায়া শব্দের বুঝি অর্থ হইল না? (৬)

আর্থিকচূড়ামণি ভাবুকবর সকল স্থলেই প্রায় সমান অর্থ করিয়াছেন। যেমন জ্ঞান, তাহা অপেক্ষা অধিক কোথায় পাইবেন? সত্য, কিন্তু তিতুমিয়ার কেল্লা অধিকারের ন্যায় তাঁহারও বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ আসনের আশা করা কি সহ্য করা যাইতে পারে?

এক স্থলে "জনস্থানপর্য্যন্তদীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে" ইহার অর্থ "ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণ দিকে চলিতেছে" করিয়াছেন। এ সকল অর্থ করা কি সামান্য ব্যুৎপত্তির কর্ম্ম? অদ্যাবধি যাহার সামান্য 'সামান্য শব্দের অর্থ জ্ঞান হয় নাই, তাঁহার এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ কেন? বাঙ্গালায় পর্য্যন্ত শব্দের যেরূপ অর্থ হউক, সংস্কৃত ভাষায় তদনুযায়ী হইবে না। (৭)

কোথাও

"যেনোদ্গচ্ছদ্বিশকিললয়স্নিগ্ধ দন্তাঙ্কুরেণ।

ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।

সোয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা।

যৎ কল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ।

অর্থ,—যে নবফুল্ল (!) মৃণাল পল্লবের ন্যায় স্নিগ্ধ দণ্ডাঙ্কুরে (?) তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ২ লবলীপল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল (!!) সুতরাং এখনই সে যুবা বয়েসের কল্যাণ ভাজন হইয়াছে (!)"

পাঠক! ইহার প্রত্যেক চিহ্নিত অংশগুলি একবার হৃদয়ঙ্গম করুন, দেখুন এই আত্মাভিমানী সমালোচক ভবভূতির কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন!

উদ্গচ্ছৎ

অর্থ নবফুল্ল! আমরা উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন্ ব্যাকরণের মতে কোন্ স্থলে উদ্গচ্ছৎ অর্থ নবফুল্ল অর্থ পাইয়াছেন? "ব্যোমযানেনোদ্গচ্ছন্তং পুরুবরসং" ইঁহার মতে ব্যোমযান সাহায্যে নবফুল্ল পুরুরবাকে এই প্রকার অর্থ হউক, এমন অর্থ জ্ঞান কি ব্যুৎপত্তির কর্ম্ম!

"সখি বাসন্তি পশ্য ২ কান্তানুবৃত্তি চাতুর্য্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন।

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতঃ

(৬) ঘননিবিষ্ট অতএব নীলবহুল হইয়াছে ছায়া যার, এমন যে তরুষণ্ড, অর্থাৎ নিবিড় ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষ সমূহ। যদি বলেন, "ঘননিবিষ্ট বলাতেইত ছায়ার আধিক্য সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে, তবে নীলবহুলছায় একথাটী দিবার আবশ্যক কি?" কিন্তু বৃক্ষ গুলি ঘন নিবিষ্ট বটে, কিন্তু পত্র হীন হইলে তাহার ছায়ার সম্ভাবনা কোথায়?

(৭) পর্য্যন্তঃ পুং শেষসীমা ইতি দুর্গাদাসঃ। পরি অন্তঃ। পর্য্যন্তাশ্রয়িভির্নিজস্য সদৃশং নাম্নঃ কিরাতৈঃ কৃতম্। জনস্থানের পরিসরবর্ত্তী ঐ সুদীর্ঘ অরণ্যে দক্ষিণ দিক আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পুষ্পাৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষ-সংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্যৎস্নেহাদনরালনীলনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্।

অর্থ,—সখি বাসন্তি! দেখ, বাছা স্ত্রীর মন রাখিতেও শিখিয়াছে খেলা করিতে ২ মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পদ্ম সুবাসিত জলের গণ্ডূষ মিসাইয়া দিতেছে, এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জল কণার দ্বারা তাহাকে সিক্ত করিয়া স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনী পত্রের আতপত্র ধরিতেছে।"

কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যং অর্থ স্ত্রীর মন রাখিতেও!! লীলোৎখাত, অর্থ খেলা করিতে ২ উৎপাটিত!! পুষ্পাৎপুষ্করবাসিতস্য অর্থ, সুগন্ধি পদ্ম সুবাসিত!! রিভিউ কর্ত্তার বিরাম পদটীর আর অর্থ সঙ্গতি হইল না। নীলনলিনী পদ ব্যবহারের সার্থকতা কি? তাহা দেখান দূরে যাউক, নীল পদটীর উল্লেখই নাই। সমালোচক মহাশয় এ সকল বিষয়, "এম্‌নি করে তেম্‌নি করে, অম্‌নি করের" কর্ম্ম নয়। এতে বিদ্যা ও বুদ্ধির আবশ্যক, ভদ্র গ্রামের চাসারা আবাদী অঞ্চলে গমন করিলে, তাহাদের সম্মানের আর সীমা থাকে না, কিন্তু ভদ্র গ্রামে সেই ব্যক্তি যে চাসা সেই চাসাই থাকে, উচ্চে হাত বাড়াইতে গেলে উচিতমত পুরস্কার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ভদ্র সমাজে থাকিয়া তাহারা কি কখন উচ্চে হাত বাড়াইতে চেষ্টা পায়! তাহারাও আপনার বলাবল জ্ঞানে সমর্থ। কিন্তু সমালোচকের সে জ্ঞানও নাই। যার তার কথায় আপনাকে বড়লোক ভাবিয়া এককালে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন। একটু সাবধান হইয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক। শৃগালের কথায় কাক কখনই মিষ্টভাষী হইতে পারে না।

এই ত বিদ্যার পরিচয়, তাহাতেই আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও উত্তররাম চরিতের অর্থ বুঝাইয়া দিতে যাইয়া বলিতেছেন। বলিতে কি, সেই কথাটী লিখিতে আমাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তররাম চরিতের অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য্য হইতেছে, তথাপি কবির গৌরবার্থ আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল।"

পাঠক! আমাদের অনুরোধে না হউক, অন্তত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মান রক্ষার জন্য একবার "বঙ্গদর্শনের" সেই দূষিত অংশটা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, এই বাতুলের অর্থ সঙ্গত, না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ সঙ্গত?

সমালোচক সীতার মনের ভাব যে রূপে প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন, সে কি সীতার উপযুক্ত? না, বেশ্যার উপযুক্ত?। রাম সীতার শোকে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, মৃত-প্রায়, সীতা সম্মুখে ছিলেন, কাঁদিয়া উঠিলেন, ও প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষার জন্য

তমসাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই কি সীতার ন্যায় কোন প্রণয়িণী রাম অকারণে আমাকে বনে পাঠাইয়াছেন, বনে পাঠাইবার সময় আমাকে একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন নাই, অতএব আমি উহাঁর নিকট যাইবনা, বলিয়া রামের উপর অভিমান করিতে পারেন! ভাবুকরাজ সীতার মনের ভাব ঐ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুল সংশোধন করিতে গিয়াছেন!

বিশেষ বিপদজনক অবস্থা (সীতার চক্ষের উপর রামের মুমূর্ষু অবস্থার ন্যায়) উপস্থিত হইলে ধীর প্রকৃতি মানবও যখন উদ্ভ্রান্ত চেতা হইয়া কার্য্যাকার্য্যে রহিত চেতা হয়েন, তখন রামের দশা চক্ষে দেখিয়া সীতার মনের ভাব কিরূপ হইবে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। সেই সময় আপন অবস্থার কথা সীতার বা অন্য কোন প্রাণীর মনে উদিত হওয়া নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ। ভবভূতি এক জন অগ্রগণ্য কবি হইয়া সমালোচকের ইচ্ছানুরূপ বা বোধানুরূপ কি রূপে তাহা বর্ণনা করিবেন? বিপদের এক প্রকার শমতা হইলে যেমন সকলেরই আত্মবোধ জন্মে, সেই রূপ সীতারও পরে আত্মবোধ সঞ্জাত হয়, ও আপনাকে পরিত্যক্তা রমণীবোধে রামের অঙ্গ স্পর্শে অধিকার নাই বলিয়া মনে মনে শঙ্কিত হন। সমালোচক মহাশয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্ব্বোধ নহেন, সংস্কৃতেও উহাঁর কিছু কিছু অধিকার আছে।

কবিবর আবার ভবভূতির কবিত্বে (জনশ্রুতি ক্রমে) মোহিত হইয়া ভবভূতির কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিয়া মাপও করিয়াছেন! কি মহত্ব! বোধ হয় যদি উনি বিলাতী কবির নিদর্শন না পাইতেন, তাহাও করিতেন না। ভাগ্যে সেক্স পিয়ারের কোন "প্লে" কবিবর বর্ণিত দোষের সহিত সারূপ্য লাভ করিয়াছিল, এই রক্ষা, নচেৎ এতদিনে ভবভূতির প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়াও "নিউগেটে" (বিলাতের প্রধান করাগারে) পাঠান হইত।

এই উপলক্ষে এস্থলে আমাদের একটী গল্পের কিয়দংশ মনে পড়িল।

কোন বীরাভিমানী একদা কোন একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিয়া হিমালয় দেখিবার জন্য মানস করিল। বহু কষ্টে হিমালয় সমীপে গমন পূর্ব্বক দেখিল, হিমালয়ের আপাদমস্তক হিমে আবৃত, ও শিখর সকল অত্যন্ত উন্নত, পার হইয়া পর পারে যাইবার উপায় নাই। তখন সেই বীরযুবা হিম-শিলাই হিমালয়ের একমাত্র দোষের কারণ স্থির (উহার গতি রোধ হইল বলিয়া) করিয়া হিমময়ের সমুদয় শিখর ভূমিসাৎ করিবার মানসে, হিমাচলের উন্নত মস্তক বাহুবলে অবনত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, একটী দূর্ব্বার শিকড়ও উৎপাটন করিতে না পারিয়া বলিল, "হিমালয় অনেক রত্নের আকর, আর যখন বিলাতেও হিমাধিক্য শুনা যায়, তখন অবশ্যই ইহাতে ঈশ্বরের কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, অতএব উহাকে আর ভূমিসাৎ করিবার আবশ্যক নাই।"

আমাদের সুবিজ্ঞ সমালোচকও সেই রূপ ভবভূতিকে মাপ করিয়াছেন। কিন্তু উহার গুহাবিহারী সিংহসম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুচ্ছদেশে দংশন করিতে ক্রটি করেন নাই। দুঃখের বিষয়, সিংহ একবার চক্ষুরুন্মীলনও করিল না! বোধ হয় অমন শত সহস্র দংশ মশক সিংহের পুচ্ছ দংশন করিতেছে। পুচ্ছ লোমে আবৃত, দন্তই ভগ্ন হয়। সিংহের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি?

এক্ষণেত উত্তর রামচরিতের একদফা সমালোচন করা হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রমসংশোধনেও ক্রটি হইলনা, তাহার পর কি?—সমালোচককে আর একবার উত্তর রাম চরিত পাঠ করিতে হইবে।—ইহাই স্থির! তাহা কি হয়

নাই ? হইয়াছিল। না হইলে, যাঁহার ব্যাকরণ জ্ঞান নাই, অর্থ জ্ঞান নাই, তিনি যে এককালে অমার্জিত প্রতিভা প্রভাবে উত্তরচরিতের দুই একটী স্থলেরও অর্থ করিতে পারিয়াছেন ? একথা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। তবে নিজ বুদ্ধির প্রভাবে উপদেশের সুফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। মনুষ্য হইলেই যে বুদ্ধি থাকিবে, বুদ্ধি থাকিলেই যে শাস্ত্রে অধিকার জন্মিবে, একথা নিতান্ত অসম্ভব। সমালোচক নিজেই তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল, উনি উত্তর চরিত পাঠ করিয়াছিলেন। অথচ পাঠাপাঠে সমান ফল লাভ করিয়াছেন। ইহাতে কাহার দোষ ? উপদেশক কি দোষের ভাগী হইবেন ? শিষ্য দত্ত দক্ষিণা কি শিষ্যকে প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইবে ? না, ইহাতে উপদেষ্টার দোষ নাই, দক্ষিণা প্রত্যর্পণের জন্য নালিশও চলিবে না। সমালোচক নিজেই তাহার নজির দেখাইয়াছেন।

" বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং-
তথৈব জড়ে,
নচ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং-
করোত্যপহন্তি চ।
ভবতি চ তয়োর্ভূযান্ ভেদঃ ফলং
প্রতি তদ্যথা,
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মনির্ন-
মৃদাং চয়ঃ ॥"

" উপদেষ্টা জড়বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উভয়কেই সমান উপদেশ দিয়া থাকেন, উপদেশের বোধ বিষয়ে কাহারও প্রতি কিছুই ইতর বিশেষ করেন না, অথচ ফল বিষয়ে উহাদিগের মধ্যে সাতিশয় তারতম্য ঘটিয়া থাকে। স্বচ্ছ মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ড কখনই তাহা পারে না।"—বরং প্রতিকৃতির ছায়াতে মৃত্তিকা আরো কলুষিত হইয়া থাকে, না হইলে সমালোচকের বুদ্ধি এত কলুষিত হইয়া আত্মজ্ঞান শুন্য হইবে কেন ?

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত, তৃতীয় খণ্ড বারান্তরে প্রকাশ্য।

জ্ঞানোন্নতি—তথা সভ্যতা।

পণ্ডিত মাত্রেই জ্ঞানের উৎকৃষ্ট ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। জ্ঞানের প্রভাবে মানবগণ কখন স্বর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে জ্যোতিষ্কগণের গতি ও আকৃতি নির্ণয় করিয়া আপনাকে যৎসামান্য বিবেচনায় ধিক্কার দিতেছেন, এই অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে পরম পিতার করুণার হস্ত বিস্তীর্ণ দেখিয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, এবং কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে এই সৌর-জগৎ শূন্যমার্গে বিনাবলম্বনে নিয়ম পূর্ব্বক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাহা মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া সেই জগৎ-নিয়ন্তার মহিমা মহীয়ান করিতেছেন। কখন এই মর্ত্ত্যলোকে বিবিধ প্রকার জীবের অবয়ব গঠন ও প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া উদ্ভিজ্জ রাজ্যের বিচিত্র ব্যাপার ব্যূহ বিলোকন করিয়া এবং বলিতে কি, আপ-

নারদিগের দেব ও পশু ভাবের সম্মিলন অনুভব করিয়া সেই সুচতুর শিল্পির গুণপনা বিশেষণ করিতেছেন, কখন বা ভূগর্ভ নিহিত রত্ন লালসায় পৃথিবী খনন করিয়া কত অদ্ভুত ২ ব্যাপার সকল বিলোকন করত, বিস্ময়েতে বিহ্বল হইয়া যাইতেছেন। ঈশ্বর মানবগণকে কতদূর মানসিক বলে বলীয়ান করিয়াছেন, তাহা যেন দেখাইবার জন্য, তাহাদের কর্তৃক, কত কত বিচিত্র কল ও যন্ত্র প্রস্তুত করাইতেছেন, এবং তদ্দ্বারা সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত ক্ষমতা প্রচার হইতেছে। যে মনুষ্য, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় পর্ণ কুটীরে বাস করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, এখন সেই মনুষ্য মণি মাণিক্য-খচিত সুরম্য হর্ম্ম্যে বিরাজ করিতেছে। যে মনুষ্য বন্য ফল ও আম মাংস ভক্ষণে উদর পূর্ত্তি করিয়াছে, সেই মনুষ্য বুদ্ধির প্রভাবে, নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছে। যে মনুষ্য প্রস্তর কণার দ্বারা ব্যাপক কালে একটী সামান্য বৃক্ষ ছেদন করিতে পারগ হইয়াছে, সেই মনুষ্য, ভূগর্ভ-সম্ভূত লৌহ দ্বারা অতি খরষাণ অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যোজন বিস্তৃত বন উচ্ছেদ করত, তাহা নগর রূপে পরিণত করিতেছে, যেমনুষ্য ভেলার দ্বারা সামান্য জলাশয় পার হওয়া কঠিন বিবেচনা করিয়াছে, সেই মনুষ্য, বৃহৎ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ভীষণ সমুদ্রকে বিকম্পিত করত, তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেছে। যে মনুষ্য রন্ধনোপযোগী ইন্ধন, অতি কষ্টে আহরণ করিয়াছে, সেই মনুষ্য পৃথিবীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে, পর্ব্বত প্রমাণ 'কয়লা' উত্তোলন করিতেছে। যে মনুষ্য, দশ ক্রোশের পথ অতি কষ্টে, এক দিবসে অতিক্রম করিয়াছে, সেই মনুষ্য, বাষ্পীয় শকট যোগে সেই পথ এক ঘণ্টায় সহজেই উত্তীর্ণ হইতেছে। যে মনুষ্য, বিদ্যুৎলতাকে, দেবতার ক্রোধাগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিবেচনায় ভীত হইয়াছে, সেই মনুষ্য তাহাকে স্বীয় অধীনে আনিয়া তাহার দ্বারা দৌত্য কার্য্য, অতি অদ্ভুত রূপে সমাধা করাইয়া লইতেছে। এই সমুদায় জ্ঞানের সামান্য কার্য্য নহে। কিন্তু, এই জ্ঞানের বৃদ্ধি সহকারে, বর্ত্তমান শতাব্দীতে ধর্ম্মনীতির উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা বিধেয় হইতেছে।

এ কথা অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যগণ আদিম অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ এবং সরল ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যায় আচরণ স্থান প্রাপ্ত হইত না। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা প্রাচীন ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন ২ বন্য জাতিকে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের সহিত বর্ত্তমান সভ্য জাতির তারতম্য করিয়া সভ্যতার নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করেন। অজ্ঞানতা মনুষ্য জাতির ইষ্টজনক এবং জ্ঞানের ফল অতীব নিকৃষ্ট তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইলে, স্পর্দ্ধার কার্য্য বলিয়া পাঠক গণের বোধ হইতে পারে।

জ্ঞান যে নানা প্রকার অত্যাচারের মূলীভূত ইহা আমরা বলিতেছি না—কিন্তু বিপরীত ভাব দেখিয়া আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। জ্ঞানের উন্নতি সহকারে আমরা পাপের বৃদ্ধি অনুভব করিতেছি, এবং এবম্প্রকার বিরূপ ভাব কি প্রকারে সংঘটিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। এতৎবিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে মনুষ্যের আদিম অবস্থার সহিত বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার তারতম্য করা আবশ্যক। পরে কোন২ উপকরণ একত্রীভূত হইয়া সভ্য জনগণকে কলুষিত করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। আদিম মনুষ্য গণের ইতিবৃত্তি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাহাদের অভাব অতি অল্প ছিল। এবং স্বল্প আয়াসেতেই তাহা পূরণ হইতে পারিত। বন্য ফল ও পশু মাংস যাহাদের খাদ্য এবং পশুর চর্ম্ম ও বৃক্ষের বল্কল যাহাদের পরিধেয়, তাহাদের অন্তঃকরণে লোভ কদাচ স্থান প্রাপ্ত হয় না। এবং যাহারা অতি অল্প পরিমাণে লোভের বশীভূত, তাহাদের কর্ত্তৃক অধিক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের উপভোগের দ্রব্য অতি সামান্য মাত্র, তাহারা যে সেই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, মানবগণ যতই উন্নতি সাধন করিতেছে, ততই তাহাদের পাপ প্রবৃত্তি প্রবল হইতেছে। পূর্ব্বকালের বিখ্যাত নামা প্রধান২ ব্যক্তিগণ, যাহা কিছু অবগত ছিলেন, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের এক জন সামান্য ব্যক্তি, শত গুণে জ্ঞান লাভ করিতে পারগ হইতেছেন। পৃথিবীর আদিমাবস্থায়, তাঁহারা আপন২ বুদ্ধি ও চেষ্টার দ্বারা যাহা কিছু জ্ঞাত ছিলেন, তাহা অল্পমাত্র, কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে কিছুরই অপ্রতুল নাই। শত২ জ্ঞানবান ব্যক্তির শ্রমের ফল একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ যত্নের সহিত সেই সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, সমধিক জ্ঞান লাভ করা যায়। ধর্ম্মনীতিরও স্বল্প উন্নতি হয় নাই। পূর্ব্বে অনেক ধর্ম্ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য পাপজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। আমাদের ভারতবর্ষে, বেশ্যা সহ আমোদ প্রমোদ দূষ্য বলিয়া গণ্য হইত না, বলিতে কি, শাস্ত্রমতে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গ-স্বৈরিণীগণকে লইয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রীস দেশে সুসভ্য স্পার্টা সহর নিবাসী জনগণ চৌর্য্য বৃত্তিকে পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নরবলি ও সমুদ্র গর্ভে শিশুকে নিক্ষেপ, পুণ্য জনক কার্য্য বলিয়া কত জাতির মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু যত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সমুদায় ভ্রম-সঙ্কুল কার্য্য, সকলের নিকট ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা উন্নতির সোপান প্রকৃষ্টরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে। মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে এবং ধর্ম্মনীতি উন্নত সীমায় আরূঢ় হইয়াছে। এবম্ভূত

উন্নতি হইতে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবারই প্রত্যাশা করা যায়—কিন্তু তাহা কোথায়? উন্নত জ্ঞানের সহিত উৎকৃষ্ট কার্য্য একত্রিত না হইলে, সে জ্ঞান হইয়া কি হইবে? ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানাবস্থা শত গুণে শ্রেষ্ঠ। যে বিদ্যা হইতে শ্রেয় লাভের সম্ভাবনা নাই, সে বিদ্যাকে অবিদ্যা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? নানা প্রকার শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানবান হইলাম, অথচ অতি জঘন্য ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলাম এরূপ জ্ঞান থাকা না থাকা উভয়ই সমান। বর্ত্তমান শতাব্দীতে, যে সকল উন্নতির চিহ্ন নয়নগোচর হইতেছে, তাহা অতীব প্রীতিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে২ মানসিক অবনতি অতি বিষাদজনক। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার নামে যে সকল কুৎসিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা মনে করিলে হতজ্ঞান হইতে হয় এবং তাহা আলোচনা করিলে, মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য করিতে লজ্জা বোধ হয়। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা কোন পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইলে, তখনি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এক উপায় ব্যর্থ দেখিলে, অন্য এক প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়া, সেই কার্য্য সমাধা করত ক্ষান্ত হয়েন। সামান্য অবস্থার ব্যক্তির স্বল্প অর্থ লাভ হইলেই লোভ রিপু চরিতার্থ হয়, সভ্য জনের ধন আশা সহজে নিবৃত্তি হয় না। সামান্য ব্যক্তি চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা শত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, উচ্চ পদবীর লোক, অন্যায় উপায় দ্বারা সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারেন না, সামান্য ব্যক্তি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, বড় লোক বৃহদ্রাজ্য ছার খার করিয়া ও পরিতৃপ্ত হন না। একবার পাশ্চাত্য সভ্য দেশ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলেই প্রভূত উন্নতির সহিত সামাজিক অবনতি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

সভ্যতম দেশের ভাব অবলোকন করিলে প্রথমে ত সমুদায়ই অনুকরণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রতি সহর ও গণ্ড গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়, পল্লিগ্রামেও সামান্য পাঠশালা, যুবা ও বালক বৃন্দ বিদ্যালাভ জন্য, ব্যতিব্যস্ত, সমস্ত দেশ ধর্ম্ম মন্দিরে পরিপূর্ণ, “মিসনারী” গণ ধর্ম্ম ঘোষণার জন্য উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের অগ্নিময় উপদেশ পাপীদিগের মন বিদগ্ধ করিয়া দিতেছে, সর্ব্বত্রেই উন্নতি বিধায়িনী সভা, কোন সভা সুরাপান নিবারণ জন্য সমধিক যত্নবান, কোন সভা দেশীয় কুরীতি সকল উচ্ছেদ জন্য ব্যতিব্যস্ত, এই সমস্ত উন্নতির চিহ্ন দেখিয়া কাহার না অন্তরে উদয় হয় যে, এ পুণ্য ভূমিতে পাপ স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই? কিন্তু, বিশেষ রূপ দৃষ্টি করিলে এবং নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে একেবারে হতাশ ও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ধর্ম্ম মন্দিরের সহিত বেশ্যা মন্দির, বিদ্যালয়ের সহিত অবিদ্যালয়, গর্ব্ব সহকারে মস্তকোন্নত করিয়া রহিয়াছে। কুবেরের

মঠ সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত ধন ২ করিয়া সকলেই উন্মত্ত। যে উপায়ে হউক না কেন, ধন সঞ্চয় করিতে হইবেই হইবে। ধন ব্যতিরেকে সমাদর নাই। নির্ধনকে স্বীয় সীমন্তিনীও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ধন না থাকিলে বিবাহ হওয়া সুকঠিন। ধর্ম্মালোচনা এবং ধর্ম্ম মন্দিরে গমন ভাণ মাত্র। ধন উপার্জ্জনই অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য। সামান্য ব্যক্তির কথা দূরে থাক্ উচ্চ পদ ধারী জন গণ ধন লোভে এরূপ লুব্ধ যে, তাঁহারাও মুদ্রার মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়া, উৎ-কোচ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। ব্যভিচারের স্রোতে সভ্যতম প্রদেশের সহর সকল প্লাবিত, নগর নিচয় বারবিলাসিনী গণে পরিপূর্ণ, এবং প্রধান ২ ব্যক্তিগণকেও তাহাদের প্রণয় পাশে বদ্ধ হইতে দেখা যাই-তেছে। বলিতে কি, কত ধর্ম্ম মন্দিরে ধর্ম্মোন্নতির পরিবর্ত্তে অপবিত্র প্রণয়ের অঙ্কুর সঞ্চারিত হইতেছে, এবং বিস্ম-য়ের বিষয় এই যে, ইংলণ্ডের কোন ২ প্রধান ব্যক্তি ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, যত দিন প্রকৃত বিবাহ না হয়, তত দিন বারযোষা গণের সহ সহবাস করিলে, অধর্ম্মাচরণ বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাঁহারা এরূপ "আইন" বিধিবদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। এবং এবম্প্রকার প্রণয়কে তাঁহারা "অল্পকালীন বিবাহ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সভ্য জাতির মধ্যে জাত্যভিমান ও পদাভিমান, জনগণের উপর বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতেছে। মর্য্যাদা রাখিবার জন্য, তাহারা কি পর্য্যন্তই না পর্য্যাকুল। ইহার অনুরোধে তাহারা মিথ্যাবাদী, চোর এবং প্রবঞ্চক হইতেছে, আপনাদের গণ্য ও মান্য দেখাইবার জন্য কপট বেশ পরিধান করিতেছে, প্রকাশ্যে, জাঁক যমক করিতে ত্রুটি করিতেছে না। স্ব ২ কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু, তাহা লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য না করিয়া, সভ্যতার সাজ কার্য্যেতেই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। অভিমান অনলে উত্তেজিত হইয়া প্রতাপান্বিত রাজা গণ কি পর্য্যন্তই না অত্যাচার করিতেছে। আমি সকলের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিব এবং সকলেই আমার পদাবনত হইবে, ইত্যাকার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া তাহারা বসুধাকে রক্ত স্রোতে প্লাবিতা করিতেছে। কত সমৃদ্ধি শালী রাজ্য ছার খার হইতেছে, শোভমান নগর নিচয় হতশ্রী ও সুরম্য হর্ম্ম্য সকল ভূতলশায়ী হইতেছে এবং শিল্পের নিদর্শন সমূহের ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিতেছে। বলিতে কি উন্নতির স্রোত একেবারে শত বৎসর পশ্চাৎ বহমান হইতেছে! নরহত্যার ত সংখ্যা নাই। যে সভ্যতম দেশে হত্যাকারীর গুরুতর দণ্ড বিধান হইয়া থাকে, সেই খানেই সভ্যতার নামে লক্ষ ২ প্রাণনাশ হইতেছে। এই ব্যাপারের প্রতি কেহ লক্ষ্য করিতেছে না। বরং শক্র বল হীনবল দেখিয়া. জেতৃগণ আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছে। এই নরমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য, নানা প্রকার বা-দ্যোদ্যম হইতেছে, বীররসব্যঞ্জক কবিতা

সেনাগণকে রণোন্মত্ত করিতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আবিষ্কৃত যুদ্ধাস্ত্র সকল প্রচুর পরিমাণে নরহত্যা করিয়া জ্ঞানোন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এবং দিন২ জীব নাশের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। যুদ্ধ লইয়া মানবগণের আমোদই বা কত। যুদ্ধ বৃত্তান্ত পাঠ করিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক, সুতরাং লেখক গণ সভ্য জনগণের কৌতুহল চরিতার্থ জন্য প্রথমে সাময়িক পত্রিকায়, এবং তৎপরে, ইতিহাসে লিপি চাতুর্য্যের সহিত যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, এবং বলিতে কি, কবি গণ বীর রসে যুদ্ধ ঘটিত কাব্য রচনা করিয়া সমধিক খ্যাতাপন্ন হইতেছেন। ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে যে, সভ্য জাতির মধ্যে যুদ্ধ বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ ইতিহাসই ইতিহাসের মধ্যে অগ্রগণ্য, এবং বীর-রসাশ্রিত কবিতাই কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমরে প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য যেন সমস্ত সংসার ব্যতিব্যস্ত। বিজ্ঞান শাস্ত্র বেত্তাগণ উত্তমোত্তম যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার ও সমরের সুবিধার জন্য—বিবিধ উপায় নির্ণয় করতঃ মস্তিষ্ক ক্ষয় করিতেছেন। সুচতুর সৈন্যাধ্যক্ষগন রন কৌশল শিখাইতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। লেখকগন তেজস্বিনী রচনার দ্বারা যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। সঙ্গীত বিদ্যা তৎপক্ষে সহায়তা করিতে ত্রুটি করিতেছেনা এবং যার পর নাই, কবিগণ, বীর উপযোগী কবিতাকদম্বদ্বারা সকলকে উৎসাহানলে উত্তেজিত করিতেছেন।

এবম্প্রকারে কেবল আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত সুধীজনগন মাত্রেই নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতার সম্যক সহায়তা প্রদান করিতেছেন। হায় জ্ঞানোন্নতির পরিণাম কি এই হইল! মহর্ষি "ঈশার" শিষ্যগন কি অবশেষে, ভ্রাতায়২ বিসম্বাদ এবং ভ্রাতৃ-হত্যাকে ধর্ম্মের চরম ফল বলিয়া স্থির করিলেন? কোথায় শত্রুর সহিত কোলাকুলি ও সৌহার্দ্দ্য, কোথায় ভ্রাতায়২ শত্রুতা! কোথায় পৃথিবী মধ্যে কুশল বিস্তার এবং জঘন্য পৌত্তলিক (হিদেন) দিগকে উপদেশ প্রদান ও প্রেম শৃঙ্খলে বন্ধন, আর কোথায় খৃষ্টীয় সম্প্রদায় মধ্যে ঘোর বিপ্লব, আর ভ্রাতার রক্তে হস্ত কলুষিত!

সমর ব্যতীত কি ভূপালগণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় না? এমন স্থিরীকৃত হউক না কেন যে, যে রাজ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায়, অথবা জ্ঞানও ধর্ম্মোন্নতিতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে, সেই রাজ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিম্বা যদি বল বা কৌশলের পরীক্ষাই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এরূপ নিরূপিত হউক না কেন যে, নর রক্তে বসুধা প্লাবিতা না করিয়া, যে রাজ্য কৃত্রিম যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবে, সেই জয়ী বলিয়া অভিহিত হইবে। এই উন্নতির সময়ে এবম্প্রকার অবগতি শোভা পায় না। ঈশ্বরের সৃষ্টি এবম্প্রকারে শ্রীভ্রষ্ট করা উচিত নহে।

এপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে

আমরা হয়ত সভ্যাভিমানী জনগন কর্ত্তৃক উপহাসিত হইব। আমাদের বাক্যগুলি হয়ত ভীরু অন্তঃকরণ নিঃসৃত বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে। এ অপবাদ সহ্য করিতে পারিব বলিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়াছি। বিশেষতঃ বসুন্ধরা কিছু ধীর শূন্যা হন নাই। অনেক সাধু ব্যক্তি আমাদের অভিপ্রায় অনুমোদন করিবেন, সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম বলে যে বলীয়ান, তাহাকেই প্রকৃত বীর বলা যায়। রিপুগনকে যে বশীভূত করিতে পারে, সেই বলী, এবং যে মনোরাজ্যকে সুশাসনে রাখিতে সক্ষম, সেই যথার্থ জয়ী।

প্রেমার্থী অনাথ যুবকের উক্তি।

(প্রাপ্ত)

দুখে শীর্ণকায়, পথে পথে ধায়,
বদন মলিন হাস্য নাহি তায়,
বিরলে বসিতে বাসনা করে।
এ ভবের শোভা, কত মনোলোভা,
প্রভাতে রঞ্জিত অরুণের বিভা,
সুমেরু শিখরে বিটপীর শিরে
অসিত-সলিল যমুনার নীরে;
কার না তাহাতে হৃদয় হরে?
দুখে শীর্ণকায়, পথে পথে ধায়,
বদন মলিন হাস্য নাহি তায়,
বিরলে বসিতে বাসনা করে।
নিশীর সুষমা কবির নয়নে,
মুকুতার পাঁতি সুনীল গগণে,
তাহে শশধর উজলি অম্বর
চুম্বেন সাদরে কুমুদী অধর;
সরসী সে শশী হৃদয়ে ধরে।
পথে পথে ধায়, মনের জ্বালায়
জগতের শোভা দেখিতে না পায়,
বিষাদে বদনে কথা না সরে।
অই দেখ বসে অশোকের মূলে,
শোকের হুতাশে হৃদয়ের শূলে
কপোল রাখিয়া স্বীয় করতলে
তিতিয়া দুকূল নয়নের জলে
প্রলয় পরাক হইতে প্রবল
শ্বাসে ঘন ঘন গরল অনল,
স্ফুরিত অধর বিষাদ ভরে।
কভুবা ভূতলে কভুবা আকাশে
মুদিত লোচন ঈষৎ বিকাশে,
কভু ধীরে ধীর যোড় করি পানি
গায় মৃদু মৃদু ললিত কাহিনী,
পশ্চাৎ হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে,
ধরিয়া যুবক রাগিনী সুতানে,
গাহিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
হায়রে বিধাতা নাহিক মমতা,
কার কাছে কই এ দুখ বারতা,
তরুণ বয়সে দারুণ যাতনা
লিখিল এভালে পূরাতে বাসনা,
অধম তনয়ে বধিলি শেষে।
বসন্ত, হেমন্ত, নিদাঘ, বরষা,
নাহি কোন কালে সুখের ভরসা;
প্রভাত, প্রদোষ, দিবস, রজনী,
চন্দ্রমা অথবা দেব দিনমণি,
সুন্দর শ্যামল চারু কিশলয়,
কিছুতে না পারে তুষিতে হৃদয়।
আগ্নেয় গিরির অন্তর দাহন
অপরে বুঝিতে পারে কদাচন,
তবে পারে সেই যুবক সুধীর

যাহারে ঘেরেছে দুখের তিমির,
এ তিন সংসারে বলিতে আপন
নাহি কেহ যার অনাথ যে জন
জননীর স্নেহ যাহার কপালে
ঘুচিল হায়রে ঘুচিল অকালে!
বিষম বিষাদ নাহি কভু যায়
নয়ন-সলিল মোছে একবার,
স্নেহের ভাষায় যতনে ভাষে।
"মরু ভূমি প্রায় জগত সংসার,
যে দিকে ফিরাই নয়ন তাহার
কোন দিকে হায়! দেখিতে না পাই
যথায় তাপিত পরা। জুড়াই
কে আছে সুধাতে এভবে আমার
যাহার হৃদয় করুনা অপার
স্বভাব সঞ্চারে মৃদু বরষণে
ঘুচাবে যাতনা অশেষ যতনে,
দেখাবে মনুজে প্রণয় রতন
কি অমূল্য ধন স্নেহ বা কেমন।
মিলিত জীবন তরল তরঙ্গ
কি অমিয় ধরায় প্রণয় প্রসঙ্গ,
ভুবনে কি তার তুলনা আছে?
কঠিন হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে
দীন হীন বেশে মলিন বয়ানে
প্রবাসে প্রবাস করিয়া ভ্রমণ
নানা জাতি দেশ করি দরশন
যদি পাই তাহে সরল প্রণয়
জুড়াতে পরাণ জুড়াতে হৃদয়,
তবেই জানিব এই ধরাতলে
বিরাজে কুশল মানব-মণ্ডলে,
নতুবা ভূতলে সকলি অসার
বিশাল অবনী দুখ কারাগার
মোহের ছলনা নিগড় পাছে।
সুখে থাক বঙ্গ-যুবক-নিকর,
সদাই সবাই প্রফুল্ল-অন্তর,
সন্তোষ পাষাণে প্রণয়-লহরী
রোধিয়া যতনে দিবা বিভাবরী
পরিমিত করে প্রবল তরঙ্গ
খর্ব্ব-কলেবর বল-বেগ-ভঙ্গ
তীর দেশে তার করিয়া রোপণ
সুখ-তরুবর-ক্ষীণ আজীবন
উপভোগে ফল অপুষ্ট অক্ষয়
জানেনা প্রবেশে গরল সুধায়;
এমনি বিভ্রম কালের দোষে।
সে সান্তনা হৃদে নাহি পায় ঠাঁই;
জ্বলে উঠে প্রাণ একিরে বালাই
স্মরিয়া প্রণয় স্মরিয়া দম্পতী
কিছুতে প্রবোধ মানেনা কুমতি;
গভীর গরজে কহিছে হৃদয়
"কোথায় পাইনি প্রকৃত প্রণয়
সে দুর্লভ ধন ত্রিদিব-ভূষণ
হরিলে সে ধন দেবতা রোষে।
মানব-মণ্ডলে সে সুখ বিরল
সুধা বিনিময়ে মিলে হলাহল,
ত্যজ কুল মান ত্যজ এসংসার
প্রণয়-নির্ঝরে অমৃত আশায়
কিছু না মিলিবে কেন পিপাসায়
না হবে শমতা জুড়াতে শেষে।"

কুমারসম্ভবম্।

নবমঃ সর্গঃ।

শ্যামাম্বুরুহপর্ণাভং
স্ফুটপঙ্কজ লোচনম্
রত্নাসনসমাসীনং
দিব্যাভরণভূষিতম্।
কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভক্ত্যা

বিনীতৈর্গীতকণ্ঠিভিঃ
অসুরাশঙ্কয়াত্রস্তৈঃ
সলক্ষ্মীকং স্তুতং সুরৈঃ ।

পারিষদৈঃ পরিমেয়ৈ
র্মণিস্তম্ভেষু বিম্বিতৈঃ
পরিবৃতনিবাসংখ্যৈঃ
স দদর্শ হরিং হরঃ ।

বিষ্ণুভূতৈঃ সুরৈর্ব্যাপ্তে
শ্যামলাভে সিতপ্রভঃ
চন্দ্রালোকইব নক্তং
সদা স প্রাবিশচ্ছিবঃ ।

উত্থায় গিরীশং শ্রীশঃ
প্রত্যুদ্গান্তুং সমুৎসুকঃ
আলিলিঙ্গযামুনেয়
প্রবাহ ইব গাঙ্গিকম্ ।

একাসনসমাসীনৈ
ভবতঃ স্ম চিরাৎ প্রভু
লক্ষ্যাঃ পদ্মাসনার্দ্ধেষু
চোপবিষ্টাদ্রিনন্দিনী ।

ক্ষণং নীরবনিঃস্তব্ধা
বীক্ষিতাগতদম্পতী
চিত্রার্পিতেবমহতী
পরিষৎপরিশোভিতা ।

কৌতূহলীপ্রকুর্ব্বংস্তান্
সদঃস্থান্ শ্রবণোন্মুখান্
আরেভে সস্মিতং বিষ্ণু
র্বক্তুং প্রফুল্ললোচনঃ ।

স্বাগতমপিতে যোগিন্
বর্দ্ধতে কিং তপোনবা
সস্ত্রীকং ত্বাং বিলোক্যাদ্য
মন্যে স্বর্গং নিরাপদম্ ।

আলিঙ্গিতোঽধিকপ্রেম্না
পুত্রস্নেহোঽপি ভবান্ মম
সাধারণহিতার্থং হি
বচনীয়োনঘাতকঃ ।

দাম্পত্যসুখমাস্বাদ্য
চিরাৎ সাংসারিকস্যতে
বেশোপকরণং হেয়ং
সাম্প্রতং নহি শোভতে ।

বারণেন্দ্রাজিনং বাসো
হারোজীবন্তুভুজঙ্গমঃ
চিতাভস্মাঙ্গরাগশ্চ
কপালং পানভোজনম্ ।

শ্রুত্বা মদ্বচনং বাগ্মিন্
ত্যক্তৈতদশিবং শিব
গৃহাণ ভূষণং ভুবাং
গৃহিনাং গ্রহণোচিতাম্ ।

কুমারসম্ভব ।

দিব্যাভরণভূষিত শ্যামলপদ্মনিভ স্ফুট-পঙ্কজ লোচন হরি, রত্নাসনে বিরাজ করিতেছেন । অসুরাশঙ্কিত সুরগণ বিনীত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গীত-কণ্ঠে লক্ষ্মীসমেত যাঁহাকে স্তুতি করিতেছে, পরিমেয় পারিষদগণ মণিস্তম্ভ সমূহে বিম্বিত হওয়াতে, অসংখ্য পারিষদে বেষ্টিত বলিয়া যিনি অনুমিত হইতেছেন, সেই হরি কে, প্রভু হর অবলোকন করিলেন ।

রজনীর অন্ধকার গর্ভে চন্দ্রের শুভ্র আলোক যেরূপ প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই প্রকার সিতপ্রভ প্রভু শিব, বিষ্ণুভূ

প্রাপ্ত সুর সমূহের বর্ণভাসে শ্যামায়মান সভাতে প্রবেশ করিলেন ।

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমনে সমুৎসুক শ্রীপতি গিরিশকে আলিঙ্গন করিলেন, বোধ হইল যেন গঙ্গাতরঙ্গ যমুনাপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। শিব ও বিষ্ণু একাসনে সমাসীন হইলেন, এবং লক্ষ্মীর পদ্মাসনার্দ্ধে গিরি-নন্দিনী উপবেশন করিলেন ।

ক্ষণকাল নীরব নিস্তব্ধভাবে নবাগত দম্পতী অবলোকিত হওয়াতে, সভা চিত্রার্পিতের শোভা ধারণ করিল, শ্রবণোন্মুখ সভাস্থগণকে কৌতুহলী করিয়া বিষ্ণু সস্মিত বদনে প্রফুল্ল লোচনে বলিতে লাগিলেন ।

যোগিবর ! তোমার মঙ্গল জানিতে ইচ্ছা করি, কেমন, তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে কি না ? অদ্য তোমাকে সস্ত্রীক অবলোকন করিয়া স্বর্গ-রাজ্য নিরাপদ বোধ হইল ।

তুমি আমার পুত্র-হন্তা হইলেও অধিক প্রেমে আলিঙ্গিত হইতেছ, যে হেতুক সাধারণ হিতানুরোধে ঘাতক ব্যক্তি কখনই নিন্দনীয় নহে । তুমি দীর্ঘ কালের পর দাম্পত্যসুখাস্বাদন পূর্ব্বক সাংসারিক হইয়াছ, সম্প্রতি তোমার এরূপ হেয় বেশোপকরণ শোভা পায় না ।

তোমার বস্ত্র স্থানীয় গজাজিন, হার স্থলে জীবন্তুজঙ্গ, অঙ্গরাগ স্থানে চিতা ভস্ম, এবং পানপাত্র নৃপাল হইয়াছে। বাগিন্ শিব ! আমার অনুরোধ বাক্যে অশিব ভূষণ সমুদয় ত্যাগ করিয়া গৃহী দিগের গ্রহণোচিত ভূষা গ্রহণ কর ।

হক্-কথা ।

কেম্বেলীয় সৃষ্টি ।

গীত ।

প্রভু কেম্বেল শিব অবতার,
নন্দী ভৃঙ্গী বার্ণার্ড ডেম্পিয়ার।
লম্বাদাড়ি দীঘল্ জটা,
বিয়ার ব্রাণ্ডী সিদ্ধিঘটা,
এজুকেশন দক্ষযজ্ঞ কচ্ছে ছারখার।
গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজায়
বুড়ো বৃষ উড্রো ডিরেক্টর।
বাঙ্গলার কাল রাঙ্গাল চোখদুটি,
তালে তালে নেচে বেড়ায়
ভূত প্রেত ডেপুটী,
তারা বয়ে ফেরে আইন কানুন
সিদ্ধিঝুলির ভার।
কণ্ঠে বিষ রাশি, চৌরঙ্গী কাশী,
হাতের কলম মহাত্রিশূল
সংসার বিনাশী।
চাকুরে কুল, ভয়ে আকুল,
চারিদিক্ চিতার ধোঁয়ায় অন্ধকার।
সার ভেইও বিল্বদলে,
পূজ পদ কুতুহলে,
মনে দৃঢ় ভক্তি কর সার।
হক্ কথায় ডেকে বলে
ভবসিন্ধু হবে পার।

অনেকে মনে করেন, শিব যেরূপ সংহারকর্ত্তা ইনিও সেরূপ বঙ্গদেশ সংহার কর্ত্তে এসেছেন, বস্তুত তা নয়, ইনি সংহার কর্ত্তে আসেন নাই, নূতন সৃষ্টি কর্ত্তে এসেছেন, নূতন গড়্তে গেলেই, আগে ভাঙ্তে হয়, এঁকে কলির বিশ্বা-

মিত্র বলা যায়, বিশ্বামিত্র মুনি যখন দেখ্‌লেন বিধাতার সৃষ্টি বড় পুরণো হয়েপড়েছে, মানুষ সব সাত হাত আট হাত সমান উচ্চ ছিল, কালে দিনং বানরের মত হয়ে আসুছে, গঙ্গা শত যোজন বিস্তীর্ণ ছিল, কালে লাফিয়ে পার হওয়ার উপযুক্ত কাশীনদী হয়েছে। পূর্ব্বকার তুল্‌সীপাতা এখনকার মানপাতার মত ছিল, যে বস্তু এক দিন না খেলে প্রাণ যায়; সেই চাল্‌ ইচ্ছা মাত্র হতো, সেরূপ আর হচ্ছে না, ধান জন্মাতে আট মাসের প্রয়োজন, তখন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ কল্লে, বিধাতার সঙ্গে বড় দলাদলি বেঁধে উঠল, ফলতঃ মানুষের সহিত মানুষের যোগে এতকাল মানুষ সৃষ্টি হওয়াতে, মানুষ গুলি অত্যন্ত শুষ্ক নীরস, স্বার্থপর, পাজি কৃশ, খর্ব্ব, হয়ে পড়েছে। গাছে মানুষের সৃষ্টি হলে এ সকল দোষ ঘটবার সম্ভব নাই। এখনকার "রিফরমারেরা" বলেন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুটুম্ববিবাহ, নানা রূপ নিয়ম লঙ্ঘন প্রভৃতি দোষে এ সব দুর্ঘটনা সর্ব্বদা ঘটে থাকে, মানুষের মন বড় চঞ্চল, নানা রূপ ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ দ্বারা বেঁধে রাখা কঠিন। গাছে বানরেরা চিরকালই এক রূপ, কখন পরদারপানে দৃষ্টি করে না। বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুনিয়ম ঘটতে পারে না, গাছে মানুষ হলে সে সব মানুষেরা হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হবে, মিথ্যা প্রবঞ্চনার নাম গন্ধও জানবে না, যে মানুষের সৃষ্টির গোড়াতেই পাপ রয়েছে, সেই মানুষকে কখন ধর্ম্মশাসন, রাজশাসন দ্বারা নিষ্পাপ রাখা যায় না। দেখ সীতা এত সতী লক্ষ্মী পবিত্র মেয়ে মানুষ কেন? ইনি যে মাটীফেটে জন্মেছিলেন। গাছে হলে আরও ভাল হতেন। প্রভু যীশুখৃষ্ট মানুষের পেটে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু আর এক প্রণালীতে হওয়াতেই ওরূপ সাধু ও পবিত্র হয়েছিলেন, গাছ হতে জন্মগ্রহণ কল্লে এককালে নির্দ্দোষ হতেন। এ সব দেখে শুনে বিশ্বামিত্র মুনি গাছে মানুষ সৃষ্টি কর্ত্তে মন দিলেন, মাথা মাত্র সৃষ্টি করেই কোন কারণবশতঃ ক্ষান্ত হলেন।

সেই মাথাই নারিকেল, অনেক পণ্ডিত বলেন, মাথার গুণেই লোক ধার্ম্মিক, জ্ঞানী ও পরিশ্রমী হয়ে থাকে, নারিকেলের ভিতর যেরূপ আশ্চর্য্য মধুময় পদার্থ দেখা যায়, তাতে অনুমান কর্ত্তে পারি, মানুষ গুলি যদি জন্মিত তাহলে যার পর নাই, সুন্দর, জ্ঞানী, সুশীল হতে পার্ত্তো, সব মানুষ রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ীর মত হলে আর কি চিন্তা ছিল, তা হলে আর পুলিসের দরকার হতোনা।

ফ্রান্স দেশে কম্‌টী নামে এক মহাত্মা জন্মে ছিলেন। তিনি নিজ দেশের মেয়ে মানুষদের অহঙ্কার আস্পর্দ্ধা, পাকামো গোঁড়ামি দেখে, মনে মনে চিন্তা কর্ত্তে লাগ্‌লেন, এ দের জব্দ কর্ত্তে হবে, বিধাতার সৃষ্টির রীতি অনুসারে যেরূপ সন্তান জন্মে থাকে, সে নিয়ম বজায় রাখ্‌তে গেলে, বেটীরা জব্দ হবে না; সৃষ্টির অন্য কোন উপায়ে সন্তান জন্মা-

বার কল আবিষ্কার কর্ত্তে হবে, কম্‌টী অনেক চেষ্টা করে দেখ্‌লেন, কিছুতেই নূতন সৃষ্টির পথ আবিষ্কার কর্ত্তে পাল্লেন না, শেষে নিরুপায় হয়ে মেয়ে মানুষের পূজা কর্ত্তে লাগ্‌লেন, বিশ্বামিত্র মুনি এত তপস্যা, এত যাগ যজ্ঞ, এত ব্রত, উপবাস করেও কিছু কর্ত্তে পাল্লে না, কম্‌টীর কেবল কল্পনা মাত্র।

আর একটী ইংরাজ নূতন সৃষ্টির মনন করে বঙ্গদেশে উপস্থিত হলেন, প্রথম নূতন সৃষ্টির মানস করে পুরণো সৃষ্টি নাশের চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। সাহেব যাতে হাত দেন তাতেই হতভাগা বাঙ্গালীরা ভয়ে কাঁপতে থাকে, আর "পরিত্রাহি" বলে চিৎকার কর্ত্তে থাকে, নূতন স্রষ্টা এসব দেখে শুনে পুরাতন সৃষ্টি সংহার না হতেই নূতন সৃষ্টি আরম্ভ কল্লেন। বিধাতার যত সৃষ্টি করা পদার্থ আছে, তার মধ্যে মানুষই সর্ব্ব প্রধান, মানুষ অপেক্ষাও মানুষের কথাবার্ত্তা প্রধান। বস্তুতঃ মানুষের ভাষাই মনুষ্যত্ব বলা যায়। বঙ্গদেশে মানুষের ভাষা সংশোধন কর্ত্তে লাগলেন। হুকুম দেওয়া হলো, সংস্কৃত বড় পুরাতন, শুকিয়ে শুকিয়ে হাড়ের মত শক্ত হয়েছে, সহসা বুঝে উঠা ভার। তার নাম গন্ধ থাক্‌লে, নূতন সৃষ্টি হবে না, পারশী, আরবী, উর্দ্দূ এগুলিও নূতন নয়, এগুলিকেও বাঙ্গালা থেকে তাড়াতে হবে, বাঙ্গলা ভাষাতে ঢেঁকি, কুলো, দা, কুড়ুল, ঘটি, খড়ম প্রভৃতি কতক গুলি আদিম শব্দ আছে তা নিয়েই কথাবার্ত্তা ও লেখা পড়া চালাতে হবে, খবরদার, আর কোন রূপ শব্দ হলে সৃষ্টির ব্যাঘাত হবে, অনেক বছর বর্ষাকালের বৃষ্টি পেয়ে পেয়ে ভাষা থেকে নূতন শিকড় বেরোবে, তা হলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাষা থেকে সব নূতন নূতন ডাল পালা বেরোবে, দিব্বি শোভা হবে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পাল্লেম অনেক দিনে বাঙ্গলা ভাষা নূতন হবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানষ সৃষ্টি কিরূপে হবে তা আমাদের মত লোকের বোঝা বড় সহজ নয়, অনেক বিবেচনা করে বড় বড় সম্পাদকদিগের নিকট অনেক উপদেশ পেয়ে জান্‌তে পেলেম, বাঙ্গালীদিগকে খেতে না দিয়ে শুকাতে হবে, শেষ যদি দেখা গেল, ইহারা নড়্‌তে চড়্‌তে পার্ব্বে না, তখন তাদের শরীর আর এক রকম বৃদ্ধি করা যাবে, তা হলেই নূতন সৃষ্টি করা যাবে, এই নিমিত্ত এদেশী লোকেরা যাতে অল্প অল্প আহার কর্ত্তে পায়, তার চেষ্টা আরম্ভ কল্লেন। যারা পাঁচ শত টাকা বেতন পাচ্ছিল, তারা মাত্র পঁচিশ টাকা বেতন পাবে, তারি উপক্রম হতে লাগ্‌ল, এদেশে চাকরি বৈ আহারের আর অন্য উপায় নাই, সেই আহার বন্ধ কল্লে, লোকের আর বাঁচবার পথ নাই, বাঙ্গলা দেশে কতকগুলি লোকের কিছু কিছু অতিরিক্ত ভোজন ছিল, তার দিগে সাহেবের দৃষ্টি পড়্‌ল, তাদের আর ভুঁড়ি থাকেনা।

সাহেব মহাত্মা দেখ্‌লেন বাঙ্গলা ভাষা সহজে সংশোধিত হবেনা,

বাঙ্গলা ভাষা ইংরাজির উপর অধিক নির্ভর করে, ইংজির সংশোধন না হলে বাঙ্গলা সংশোধন করবার উপায় নাই এদেশের ইংরাজি শিক্ষা ইঁচড়ে পেকে গিয়েছে, আবার এ, বি, সি, ডি, হতে আরম্ভ না কল্লে নিস্তার নাই, যেমন কোন বস্তুর পরমাণু মিষ্ট হইলে বস্তুও মিষ্ট হবে, পরমাণু তিক্ত হলে পদার্থটী তেতো হবে সন্দেহ নাই, সেরূপ ইংরাজির বর্ণমালা নির্দ্দোষ হলে ইংরাজি ভাষাও ভাল হবে, এইরূপ মত স্থির করে, ইংরাজি বর্ণমালা সংশোধন কর্ত্তে লাগ্‌লেন। এক২ জন ইংরাজি গুরু-মহাশয় মফস্বলে জেলায় ২ নিযুক্ত হলো, দা, কুড়ুল, কোদাল, ক্ষুর, ছুরি, হাতুড়ি, করাত প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রত্যহ প্রাতে বিকালে সব বাঙ্গালি ভদ্রদিগকে "নমোগনেশায়" বলে শিক্ষা দিতে লাগ্‌ল" সব জায়গায় এ, বি, সি, ডি, শিক্ষার বড় ধুম পড়ে গেল, যাঁরা সর্ব্বদা রাত জেগে জেগে বুড়ি২ ইংরাজি বৈ পড়েন, তাঁরা এখন সব ছেড়ে দিয়ে এ, বি, সি, ডি, লিখ্‌তে আরম্ভ করেছেন, মিল্টন, মিল, বকল, সরওয়াল্‌টরস্কট্‌ প্রভৃতির পুস্তকের নাম গন্ধও নাই কেবল এ, বি, সি, ডি, লেখার ধুম, যারা এম এ, পাস করেছিলেন, তাদের সব পড়া শুনা জলে গেল, আবার এ, বি, সি, ডি, হতে আরম্ভ। বড়২ হাকিম বড়২ হেড মাষ্টার, বড়২ কেরানি বড়২ আমলা সব ছেলেদের সঙ্গে শিখ্‌তে লাগ্‌লেন, এদের দেখাদেখি মুদি সরকার, মুটে, মজুর প্রভৃতি সব ছোট-লোকেরাও সেই স্কুলে ভর্ত্তি হলো। কোন২ জমিদারের ছেলেরাও সকের চুলকুনি চুলকুতে লাগ্‌লেন, হাকিম বাবুর মাথায় ছাতিধরে বেহারা মহাত্মা স্কুলে গিয়ে, বাবুর সঙ্গে বসে এ, বি, সি, ডি, শিখ্‌তে লাগ্‌ল, কিছু বলবার জো নাই, কেননা, সেও এক টাকা দিয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। কেহ কেহ চোকের দোষে চসমা ব্যবহার কচ্ছেন, কোন রূপেই "লাইন" ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছেন না, কেহ২ বা সরু ২ অক্ষর কিছুই দেখ্‌তে পাননা, কারু কারু পক্ষে এত ভোরে ঘুমেথেকে ওঠা বিষম দায় হয়ে উঠ্‌ল, সুতরাং রাত্রের লীলা খেলায় জেগে আমোদ করা বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল। "স্পিরিটের" গুণে কারু বা মাথা ঘোরে, কারু হাত কিছু মাত্র বশ নাই প্রাণপণে নাম দস্তখত করা হয়, সে সকল লোকের পক্ষে বড় দায় হলো, এই কেম্বেলীয় সৃষ্টির আরম্ভ। সৃষ্টিকর্ত্তার বিশেষ অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত এবং নিজের বিশেষ উন্নতির জন্যে অনেকে কলিকাতা গিয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হলো। এসময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বড় গৌরব বড় মান, বড় আদর বৃদ্ধি হলো এত কাল ইঞ্জিনিয়ারের দল মানুষ বলে গণ্য হতনা, আজ কাল তারা কাজের লোক। কলিকাতায় কিছু দিন আগে যেমন হাই-কোর্টের উকিল মোক্তারদের প্রভাব ছিল, তাদের কাছেই সমুদায় লোক পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যেতো, এখন তাদের আর তত গুমর নাই নূতন সৃষ্টির প্রভাবে

ইঞ্জিনিয়ার দিগের কিছু প্রভাব দেখাযায়।

একটী বাগান নূতন প্রস্তুত কল্লে সব নূতন জায়গায় যে সব গাছ জন্মায় তার ফল বেশ বড়২ ও সুস্বাদু হয়। অনেক পুরাণো হলে আর সে ভাব থাকে না ফল সব ছোট২ হয় পূর্ব্বের মতন স্বাদ থাকেনা। সেই রূপ সৃষ্টির নূতন কালে সব জীব জন্তু হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ থাকে, তার পর, ক্রমে সমুদয় গুণে বঞ্চিত হয়, বঙ্গদেশবড় পুরণো হয়েছে, মানুষ গুলির গায় কিছুই বলবীর্য্য নাই, কিছুমাত্র সাহস নাই, বিশ বৎসরের কালেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, বিশেষতঃ এখন লেখা পড়া শিখিবার যে প্রণালী বর্ত্তমান আছে তারি দোষে লোক জন আরও কুড়ে হয়ে পড়ে, এ সব দেখে শুনে নূতন সৃষ্টি কর্ত্তা নিয়ম কল্লেন—লোকেরা কেবল লেখা পড়ার গুণে চাকরি পাবেন না এক দমে ৫।৭ মাইল দৌড়ুতে পাল্লে, বিশেষ যোগ্য, কার্য্যক্ষম মনে করা যাবে, লাফিয়ে গাছে চড়তে হবে হঠাৎ না পাল্লে তাকে অনুপযুক্ত লোক বিবেচনা করা যাবে, পাঠক! গাছে চড়ার নিয়মটী বাঙ্গালীদের পক্ষে বড় উত্তম, বাঙ্গলা দেশে গাছের অভাব নাই, হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হলে গাছই বাঙ্গালীদের প্রধান সহায় ও বিশ্রামের স্থান, সব স্কুলের ছেলে দিগকে গাছে চড়ান শিক্ষা দেওয়া হবে, প্রথম বট গাছে, তার পর আম গাছে, পরে তেঁতুল গাছে, পরে সুপারি গাছে চড়বার শিক্ষা দেওয়া হবে। ছেলেরা কেতাব কলম, সেলেট প্রভৃতির ন্যায় এক এক গাছি দড়িও স্কুলে প্রত্যহ নিয়ে যাবে, কারণ, প্রথম তা পায়ে দিয়ে সুপারি গাছে চড়তে হয় যত সব বুনো লোক ধরে এনে এ বিষয়ের “প্রফেসরি” দেওয়া যাবে, আবার ভাল রূপ সাঁতার শেখান হবে, সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে না পাল্লে চাকুরি পাওয়া ভার হবে, অল্প দিনের মধ্যে সব জেলায় সাঁতার শেখাবার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসবে।

এখন যে সব চাকুরে লোক আছে তাদের দ্বারা ভাল রূপ কাজ কর্ম্ম চলে না, বেতন অধিক দিয়াও কায অল্প পাওয়া যায় এমন সব চাকরের সৃষ্টি কর্ত্তে হবে যে তারা অল্প খাবে অধিক খাটবে, প্রভুর অনুগত থাকবে, মুখে২ যবাব করবেনা, লেখা পড়াও কিছু২ না জানবে এমন নয়! আমরা ব্রহ্মার সৃষ্টি থেখে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি দেখেছি কিন্তু এপর্য্যন্ত কেম্বেলের সৃষ্টি দেখ্‌তে পাই নাই, বোধ হয় শীঘ্রই দেখ্‌তে পাব। এক জন কেম্বেলী সৃষ্টির মানুষে ব্রহ্মার সৃষ্টির দশ জনের তুল্য কায কর্ত্তে পারবে, এক জন কানুনগুই, যখন মাঠে যাবে তখন আমীনের কায কর্‌বে যখন চিঠী পত্র ও নথী নিয়ে দৌড়বে তখন পাঁচ জন “পিয়ন” ও হরকরার কায করবে, যখন জঙ্গলেতে যাবে তখন এক জনে তিন জন বুনো ধাঙ্গড়ের কায দেখাবে, যখন ঘাড়ে মোট বয়ে নেবে, তখন পাঁচ জন ঝাঁকা মুটের কায করবে, কখন২ অনায়াসে সাহেবদের খানসামার কাজ চালাতে পারবে, এই সৃষ্টির নিয়মে গবর্ণমেণ্টের অল্প

লোকের প্রয়োজন হবে, তাহলে ঢের টাকা বাঁচবে, কেবল সাক্ষীর স্থান বন্দীর নিমিত্ত যে মাসেহ পাঁচ শত ছয় শত টাকা বেতন দেওয়া যায় তাকি সহ্য হয়? সাহেবদিগকে যে অধিক বেতন দেওয়া যায় সে আলাদা হিসাবে। তারা অনেক কাল বনে বাস করে বড় কষ্ট পেয়েছে, আজকাল বাঙ্গালায় এসে একটু সভ্য হয়েছে পেট বেড়েছে-সকও বেড়েছে। বাঙ্গালী দিগকে অল্প খাইয়ে অধিক কায করাতে হবে, ব্রহ্মার বাবাও এমন সৃষ্টি দেখেন নাই।

সমালোচনা।

বঙ্গসুহৃদ।

মাসিকপত্র।

১ম ভাগ ১ম সংখ্যা।

এখানি একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা, ছাপা উত্তম হইয়াছে লেখাও মন্দ নয়। ডেভিড হেয়ারের জীবনোপাখ্যানটী হৃদয়-গ্রাহী। বঙ্গসমাজ প্রবন্ধটীতে নবীনতার অভাব দৃষ্ট হইল। "সুহৃদের জন্ম" প্রবন্ধে বাল-সুলভ বাচালতা দৃষ্ট হইল। যাহা হউক বঙ্গ সুহৃদ দীর্ঘজীবী হইয়া পতিত বঙ্গের সুহৃদ হউক এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন্।

শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এই ইংরাজি মাসিকপত্রিকা [illegible] অনেক অংশে উত্তম হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে মহাশয় এক জন প্রসিদ্ধ লেখক অতি অল্প লোকেই তাঁহার ন্যায় সুমিষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরাজি লিখিতে পারেন সুতরাং "বেঙ্গল ম্যাগেজিন্ যে কালে এক খানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা হইবে তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।

অধিকারতত্ত্ব

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত

মূল্য ৶০

আমরা এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার বিশুদ্ধ সাধু-ভাষায় আমাদের হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগিতা বিবর্ণিত করিয়াছেন। সমাজে থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনা করা উচিত, আমারা যে সমাজ-ভুক্ত হইনা কেন যথাসাধ্য হিন্দু সমাজের উন্নতি চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য—চন্দ্রশেখর বাবু অনেক যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের একং বার এই গ্রন্থ খানি পাঠ করা উচিত।

মুখর্যি'স্ ম্যাগজিন্

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শম্ভু বাবু উক্ত পত্রিকা খানি প্রকাশ করেন। নানা কারেণ এ যাবৎ ইহা অপ্রকাশিত ছিল, [illegible] প্রচারিত করি- [illegible] ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ [illegible] ইয়াছি।

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২য় খণ্ড]   শ্রাবণ সন ১২৭৯ সাল   [৮ম সংখ্যা

বঙ্গবাসী দিগের ব্যায়ামচর্চ্চা।

স্বাস্থ্য এবং বল মনুষ্যের প্রধান উন্নতি-সাধন, ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, বিভব প্রভৃতি সমুদয় স্বাস্থ্য ও বলাভাবে সুন্দররূপ দীপ্তি পাইতে পারে না। কোন রূপ শারীরিক হানি সঙ্ঘটিত হইলে আত্মা যে উদ্বেগগ্রস্থ হয়েন্‌ তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। পৃথিবীতে যে সকল জাতিকে উন্নত ও প্রভাবশালী দেখা যায়, তাহাদিগের বিষয় সমালোচনা করিলে জানা যাইবে, বলবীর্য্য সাহসই এরূপ দুর্ল্লভ রম্যস্থলে আনয়ন করিয়াছে। গ্রীক, রোমক, ইংরাজ, ফরাসী, প্রুসীয়ান জাতীয় ইতিহাসই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জর্ম্মান-দিগের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহের জ্যোতিতে পৃথিবী আলোকিত হইতেছে, কিন্তু প্রুসীয়ানদিগের বলবীর্য্য প্রভায় তাহা সর্ব্বদা নিস্প্রভ। এরূপ অসংখ্য অসংখ্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানরত্ন সত্বে ও যখন জর্ম্মানগণ প্রুসীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল, তখন দর্শন বিজ্ঞানাদি অপেক্ষা বল-বীর্য্যাদির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে যতপ্রকার জাতীয় লোক আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বীর্য্য ও হীনবল, বঙ্গদেশবাসী আর্য্যেরা কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে এক-বারে শ্রীভ্রষ্ট ও যৎপরোনাস্তি অপকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের অবনতির কতকগুলি কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

সভ্যতার ইতিবৃত্তলেখক মহাত্মা বকল্ বলেন, যে দেশের ভৌতিক প্রকৃতি বলবতী, সে দেশের মানব প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্ব্বল ; ভারতবর্ষের সমুদয় ভৌতিক স্বভাবই বলবান, হিমালয় সদৃশ উচ্চ, বিস্তৃত, বহুল জলস্রাবী পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই, বঙ্গ ও আরব্য উপসাগরের ন্যায় পৃথিবীর কোন সমুদ্রেই ভীষণ তরঙ্গমালা দৃষ্ট হয় না, ভারতবর্ষীয় ঝঞ্ঝাবাতের বিষয় সকলেই অবগত আছেন, নানাবিধ বিপুল শস্য দর্শনে ভারতভূমিকে অনেকে "রত্নগর্ভা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ্যের মধ্যে আবার বঙ্গদেশের ভৌতিক স্বভাব অপেক্ষাকৃত অধিক বলীয়ান্, বঙ্গদেশীয় ঝড়, বৃষ্টি, নদী, উদ্ভিদ্ ও অনায়াস--জাত শস্যের প্রকৃতি অবলোকন করিয়া অনেক বিদেশীয় লোক চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েন। এ অবস্থায় বকলীও মতানুযায়ী কারণে বাঙ্গালীরা যে এরূপ নির্ব্বীর্য্য, দুর্ব্বল ও অলস হইবে বলা বাহুল্য। ইউরোপীয় অতি বলবান উন্নত জাতীয় লোক সপরিবারে দুই চারি পুরুষ বঙ্গ দেশে বসতি করিলে ঠিক বাঙ্গালীদিগের ন্যায় হতশ্রী ও কোমলাঙ্গ হইয়া পড়ে, এই প্রাকৃতিক হেতুই জল, বায় বা "আব্‌হাওয়া" নামে কথিত হইয়া থাকে।

সামাজিক নিয়মলঙ্ঘন রূপ বিপ্লব তাহার অন্যতম কারণ। অনেক শত বৎসর হইতে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্যভিচার বিষয়ে সামাজিক-শিথিল-শাসন, শিশুবর্গের অযথা পালন, প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক দোষ সমুহ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তিন পুরুষের মধ্যে কোন না কোন রূপ অত্যাচারগ্রস্থ না হইয়াছে এরূপ বাঙ্গালী প্রায় দৃষ্ট হয় না, বাঙ্গালীদিগের যে কেবল সামাজিক কুসংস্কারই বদ্ধমূল এরূপ নহে, শরীর সঞ্চালন, গমনাগমন প্রভৃতি বিষয়েও নানাপ্রকার কুসংস্কার লক্ষিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে, ধনী, মধ্যবিত্ত, নিঃস্ব এই তিন শ্রেণীয় লোকের মধ্যে নিঃস্ব ভিন্ন প্রায় কাহাকে কোন পরিশ্রমকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে দেখা যায় না। ধনীদিগের মধ্যে কতকগুলি পৈতৃক বিত্ত কি ন্যস্ত ধনের উত্তরাধিকারী, কতকগুলি রাজকীয় কর্ম্মচারী, কতিপয় ব্যক্তি স্বকীয় বাণিজ্য---কৌশল প্রভাবে বিখ্যাত। পৈতৃক বিপুল বিত্তাধিকারীদিগের বিবরণ শ্রুতিগোচর হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। যাঁহারা অনেক পুরুষের বড় জমিদার, তাঁহাদের হস্ত, পদ, ও সমুদয় শরীরের মাংস-পেশী সকল এরূপ শিথিল ও অকর্ম্মণ্য যে, স্বহস্তে কি স্বকীয় বল কৌশলে কোন কার্য্যই করিবার ক্ষমতা নাই। অত্যন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ পরের সহায়তার আশ্রয়ে গাত্রোত্থান, অশন, ভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার নিষ্পাদন করিয়া থাকে, ইঁহারাও ঠিক সেই রূপ করিয়া থাকেন।

রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক বেতনভোগীরা বহুকালের পর, প্রায় জমিদার নন্দন দিগের সদৃশ হইয়া উঠেন। বেতন সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে

থাকে, ততই তাঁহাদের আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা প্রশ্রয় পাইতে থাকে। অল্প বেতন ভোগের সময়ে বহুদূর ভ্রমণ, নিজ হস্তে রন্ধন, ও কোন ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতির একরূপ অভ্যাস থাকে, কিন্তু পদ-মর্য্যাদা ও অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই সমুদয় বিস্মৃত হইতে থাকে। দেখা গিয়াছে অতি দুঃখী ও দরিদ্রের সন্তানেরাও কিঞ্চিৎ পদ ও ধন লাভ করিতে পারিলে, আর শিশুকালের স্বকীয় পরিশ্রম ও ক্লেশের কথা একবার মনেও করেননা।

উপার্জ্জক বণিক্-ধনীরা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ পরিশ্রমী ও ক্লেশ সহিষ্ণু, কিন্তু ইদানীং এই পূর্ব্ব নিয়মের অনেক ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক দোকানদারেরা, বঙ্গদেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকেরা, মর্য্যাদার অনুরোধে নিজ হস্তে অনেক কার্য্য করিতে প্রায় সম্মত হয়েননা। কলিকাতা নগরে ব্যয় বাহুল্য ও জনাকীর্ণতা বশতঃ আজ্ কাল অনেক মধ্যবিত্তগণ নিজ হস্তে বহুবিধ কার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন।

এদেশের দরিদ্রগণ অগত্যা নিজ হস্তে সমুদয় কার্য্য না করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। ভদ্র দরিদ্রেরা কোন রূপ অবকাশ ও সুযোগ পাইলেই আলস্য ও বিশ্রামাভিমুখে ধাবিত হয়। আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতাই বঙ্গদেশের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য। ইদানীং ইউরোপীয় শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত প্রভাবে অনেক কৃতবিদ্যগণ শারীরিক পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকিয়া সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বহু পুরুষের পাপ, অধোগতি, কুসংস্কার ও অভিরুচি অল্পায়াসে সহসা দূরীভূত হইবার নহে। অনেক বৎসরের অনেক চেষ্টায় কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধন হইবার সম্ভাবনা। এবিষয়ে সংশোধন করিবার ইচ্ছা হইলে, বাঙ্গালী শিশু ও যুবকদিগকে বিশেষ নিয়মানুযায়ী শরীর পরিচালনে ব্যাপৃত করা আবশ্যক। সম্প্রতি প্রায় সকলেই শারীরিক বলবীর্য্যের মাহাত্ম্য ও গৌরব জানিতে পারিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া অধিক বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

শরীর সঞ্চালন ক্রিয়া---ব্যায়াম, ক্রীড়ন, ব্যাপার, সম্বহন, এই চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রকৃত ব্যায়াম চর্চ্চা ভারতবর্ষের অনেক স্থলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশে ব্যায়াম ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যেরা এবিষয়ের বড় চর্চ্চা করে না। প্রসারণ, প্রবেষ্টন, সঙ্ঘাতন, ভারপ্রচালন, ন্যাস, শরীরের লঘুতা সম্পাদন এই. কতিপয় প্রকার প্রক্রিয়া অভ্যস্ত হইলে, দ্বৈরথ-যুদ্ধকৌশল ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ সঙ্কেত শিক্ষা করিতে হয়। প্রসারণ ক্রিয়া নানাপ্রকারে সংসাধিত হইয়া থাকে যথা— দুই হস্ত, ও জানু দ্বারা মৃত্তিকা অবলম্বন করিয়া তরঙ্গায়মানরূপে ক্রমে দ্রুতবেগে সঞ্চালনা, ক্রমশঃ পুরো বা পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক অতি দ্রুত পুনঃপুনঃ উত্থান ও উপবেশন, নিয়ত প্রবর্দ্ধনভাবে দ্রুতবেগে ঘন ঘন উল্লম্ফন, নিম্ন হইতে কোন ঊর্দ্ধ

স্থিত দৃঢ় পদার্থ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ তাহার উপর আরোহণ এবং দোলার ন্যায় আবার বার বার দোলিত হওন, প্রভৃতি অনেক প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীর বিধান বিদ্ (ফিজিয়লজিষ্ট) পণ্ডিতগণ বলেন-অতি মৃদুভাবে শরীর কিঞ্চিন্মাত্র চালন হইবামাত্র শরীরের স্থানবিশেষের অল্পপরিমান ক্ষয় প্রাপ্তহয়, ক্ষয়ের অব্যবহিত পরেই আবার সেই স্থান পূরণের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে পেশীবিল্ব উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রীয়া দ্বারাই শরীর বর্দ্ধিষ্ণু ও দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে সর্ব্বদা পরিপোষক প্রচুর আহারের আবশ্যক। নিয়তরূপে রক্তবৃদ্ধি না পাইলে প্রসারণ হেতুক ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা নাই। আহারের ত্রুটি হইলে প্রসারণকারী দিগের শরীর হঠাৎ রুগ্ন, ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে।

প্রসারণ ক্রিয়াতে কেবল শরীরের বর্দ্ধন শীলতা উৎপাদন করায়, তাহার সঙ্গে প্রবেষ্টন সংযুক্ত হইলে শরীর, দৃঢ়, পটু, ও সুদৃশ্য হইতে থাকে। কথ্যভাষাতে প্রবেষ্টনকে " মোড়ান " বলে, এই প্রবেষ্টন অনেক প্রকার প্রণালীতে সাধিত হইতে দেখাযায়, ঘর্ম্ম এবং চিক্কণতা নিবারক কোনরূপ চূর্ণ পদার্থ ব্যবহারের সহিত কখন কখন বেষ্টন ক্রিয়া সাধন করিতে হয়। ব্যায়ামাবিৎপণ্ডিতগণ এই স্থলে, ইষ্টকচূর্ণ, গৈরিকমৃত্তিকা, ভস্মবিশেষ, ব্যবহার ব্যবস্থা করেন! অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বাহুদ্বয় ও স্কন্ধের পেশী অধিক পরিমাণে প্রবেষ্টন করিবে। ভারতবর্ষীয় ব্যায়ামে যেরূপ প্রবেষ্টন চর্চ্চা দেখা যায়, সেরূপ কোন দেশেই নহে। বোধহয় ইউরোপীয়দিগের শরীর প্রসারণ প্রাপ্ত হইলে স্বতই দৃঢ় ও পটু হইতে থাকে প্রবেষ্টনের ততদূর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃতি সেরূপ নহে, প্রবেষ্টনে বিশেষ যত্ন না করিলে, কেবল প্রসারণ দ্বারা আশানুরূপ ফল প্রসবিত হয় না, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের পক্ষে প্রবেষ্টনই প্রধান ঔষধ। ভারতবর্ষীয় বাজিকরেরা নানা প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা দর্শক দিগকে কৌতুক্ দেখাইয়া থাকে, সেই বাজিকরদের শরীর সর্ব্বদা প্রসারণভাবে পরিচালিত হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রবেষ্টনের তাদৃক্ চর্চ্চা নাই। এই নিমিত্ত তাহাদের শরীর, ব্যায়ামকার (ডনগির) অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। প্রবেষ্টনক্রিয়ার একটী দোষ আছে--অভ্যাস হইলে যদি কতিপয় দিবস এই কার্য্য হইতে বিরত হওয়া যায়, তবে দূষিত রস নিহিত হইয়া শরীরকে অল্পকাল মধ্যে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে।

সঙ্ঘাতন--ব্যায়ামের তৃতীয় উপাদান, অভ্যাস না করিলে শরীর কখনই অতি সহিষ্ণু ও শ্রমশীল হয় না। এই নিমিত্ত সঙ্ঘাতনক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যক। অল্পে অল্পে শরীরে অগ্রে হস্ত দ্বারা পরে কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিতে হয়। স্কন্ধ বাহুদ্বয় অধিক সঙ্ঘাতন যোগ্য বলিয়া অনেক ব্যায়ামবিৎ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্যায়ামের পক্ষে ভার প্রচালন

নিতান্ত প্রয়োজনীয়, প্রসারণ প্রভৃতি দ্বারা কিঞ্চিৎ শরীর পটু হইলে পরে এই ক্রিয়া ব্যবহার করা আবশ্যক,মুদ্গারই ইহার একমাত্র যন্ত্র। মুদ্গার পরিচালনের অনেক প্রকার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে শিরোবেষ্টন, পার্শ্বসংবেষ্টন, সম্মুখভাগে স্থিরীকরণ প্রভৃতিই প্রধান, কোন কোন প্রদেশীয় ব্যায়ামেস্কন্ধে ভারবহনের রীতিও প্রচলিত আছে। ন্যাস বিষয়ে অভ্যাস না হইলে ব্যায়ামকারীর বহু-প্রাণতা জন্মে-না, ন্যাসের গুণেই লোক শীঘ্র পরিশ্রান্ত হয় না। যাঁহারা অধিকক্ষণ শ্বাস গ্রহণ ও রক্ষণে অসমর্থ, তাঁহারা কোন শ্রম সাধ্য কার্য্যই নিষ্পাদন করিতে পারেন না। এবিষয় অভ্যাস করিতে গেলে তন্ত্রোক্ত "কুম্ভকীয়" রীতি অবলম্বন করিলে ভাল হয়। কিন্তু ব্যায়াম-বিদ্‌গণ ভিন্ন প্রণালীতে উপদেশ দিয়া থাকেন--আমাদের মতে সে সকল প্রণালী বড় উৎকৃষ্ট নহে।

শরীরের লঘুতা সম্পাদন ব্যায়াম শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। এবিষয়ে বিশুদ্ধ প্রণালী ভারতবর্ষে অধিক প্রচলিত নাই। ইউরোপে এবিষয়টী সুন্দররূপে আলোচিত হইয়া থাকে। দৌড়ন, হঠাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণ, সহসা জলে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক কোন ভাসমান বস্তু আনয়ন, প্রভৃতি দ্বারাই বর্ণিত বিষয় সুন্দর শিক্ষিত হইতে পারে।

এতৎ সমুদয় উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে শেষে দ্বৈরথ-যুদ্ধ শিক্ষা করা আবশ্যক। নিরস্ত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ যেরূপ ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে এরূপ আর কোন স্থলেই নাই। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ ঢাকা নগরে দ্বৈরথ ব্যায়ামের অনেক প্রকার কৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কথ্য ভাষায় তাহাকে "দাঁও পেঁচ" বলে। সেই সকল কৌশলের এমনি প্রভাব যে একজন অপেক্ষাকৃত হীনবল মানুষ ও বলবত্তর ব্যক্তিকে অনায়াসে তদ্দ্বারা পরাস্ত-এমনকি ভ্রূক্ষেপে ভূপাতিত করিতে পারে। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা এবিষয়ে ঢাকাস্থ ব্যায়ামকারদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন্ সময়ে ঢাকা নগরে এবিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা হয় তাহার কোন নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

চর্ম্মধারণ অসিচর্য্যা, যষ্টিসঞ্চালন, এবং ভল্লক্রীড়া ব্যায়ামকারদিগের অবশ্য শিক্ষণীয়।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অসিচর্ম্ম ব্যতীত আর কোন অস্ত্রই অধিক ব্যবহৃত হয় না। বঙ্গদেশে যষ্টি ও ভল্লের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী ডনগিরেরা ইহা স্পর্শ করে না। পদ্মানদীর উভয় তীরবর্ত্তী কতিপয় নীচজাতীয় লোক আছে, তাহারা নিজ ব্যবসায়ের অনুরোধে ভল্ল ও যষ্টি ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক ইউরোপীয় রণপণ্ডিত ইহাদিগের লাঠি খেলার কৌশল দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্যায়াম দ্বারা শরীর সঞ্চালন পক্ষে যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, ক্রীড়ন তদপেক্ষা ন্যূন ফলপ্রদ হইলেও সকলের পক্ষেই তাহা অবশ্য করণীয়।

কন্দুক ক্রীড়াকে ব্যায়ামের কনিষ্ঠ সহো-

দর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কন্দুক খেলার বিবরণ আর্য্যদিগের পুরাতন পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের শিশুসময়ের কন্দুক ক্রীড়া বিস্তারিত বর্ণিত আছে রাম ভরতাদির কন্দুকখেলা কাহারই অবিদিত নাই। হিমালয়নন্দিনী উমার কন্দুকখেলার প্রস্তাব দ্বারা পূর্ব্বতন আর্য্য স্ত্রীলোকের কন্দুকক্রীড়ার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই খেলা ভারতবর্ষ হইতে যে রোম, গ্রীস, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই কন্দুক খেলার নামই "ক্রীকেট্" ইহা দ্বারা উত্তমরূপে প্রসারণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিশু ও নবযুবাদিগের পক্ষে এই খেলা নিতান্ত আবশ্যক। প্রকৃত ব্যায়াম চর্চ্চাতে শিশুদিগের শ্বাসরোগ উৎপাদনের আশঙ্কা আছে, কিন্তু এই খেলাতে কোনরূপ হানির শঙ্কা নাই। ইদানীং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ইহাতে ব্যাপৃত হইতে প্রায়ই দৃষ্টহয়। এবিষয়ে শিক্ষকদিগকে মনোযোগী হইয়া অধিনায়কতা সম্পাদন করা উচিত। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে প্রবেষ্টন ব্যতীত সমুদয় ব্যায়ামীয় ক্রিয়াই সম্পাদিত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বারোহণ ক্রীড়া দ্বারা যেরূপ প্রসারণ সম্পাদিতহইয়া থাকে, সেরূপ শরীরের লঘুতা জন্মিয়া থাকে। ইহা যেরূপ শরীরের তৈলীয় মাংসলতা নিবারণের মহৌষধ, এরূপ আর দ্বিতীয় নাই। স্বাধীন প্রকৃতি বীরত্বশালী জাতি মাত্রই অশ্বচালন প্রিয়। উৎকল ও বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্ব স্থলেই ইহার বিশেষ আদর দেখা যায়। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে অশ্বের সহায়তা ব্যতীত বহুদূর গমনের বিশেষ সুবিধা নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা এবিষয়ে আরব্যদেশীয় দিগের প্রায় সদৃশ, আরবেরা অশ্বচালনাকে সর্ব্বপ্রধান ব্যায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইউরোপেও বীর পুরুষদিগের নিকট ইহার যৎপরোনাস্তি সমাদর। নদী-মাতৃক বঙ্গদেশে ইহাদ্বারা বহুদূর গমনের বিশেষ সুবিধা নাই, এই নিমিত্তই বোধহয় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এবিষয়ের অধিক চর্চ্চা দেখাযায় না। সম্প্রতি বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী দিগের প্রতি এবিষয়ের আদেশ হওয়াতে, বঙ্গদেশে এক নূতনবিধ ব্যায়াম চর্চ্চার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অশ্বারোহণ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথম পেগু ও মণিপুরীয় শান্ত অশ্বই ব্যবহার করিবে। আরোহণে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ না হইলে আরবীয় ও জার্ম্মানিস্থ "হাঙ্গরীয়" ঘোটক চালন অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। পৃথিবীর অতি পুরাতন ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা যায়, আর্য্যেরাই প্রথম অশ্বারোহণে মৃগয়া করিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী আর্য্যসন্তানদিগকে পূর্ব্বপুরুষের উক্ত আবিষ্কৃত ব্যবহার পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

সন্তরণ আর একটী ব্যায়াম সম্বন্ধীয় ক্রীড়ন, ইহাদ্বারাও শরীরের প্রসারণ জন্মিয়া থাকে, এবং শরীর লঘু ও কার্য্যক্ষম হয়। বাঙ্গালী বালকদিগকে এবিষয়ে আর

অধিক উপদেশ দিতে হয় না।

নাগরিক লোকেরা এবিষয়ে প্রায়ই অনভিজ্ঞ থাকে ইহা সকলকেই শিশুকালে শিক্ষাকরা উচিত। শিশুদিগের অনেক প্রকার ক্রীড়া আছে তদ্দ্বারা শরীরের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে, প্রাচীন বাঙ্গালী মহাশয়েরা শিশুদিগকে পরিশ্রমিক ক্রীড়ায় ব্যাপৃত দেখিলে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উত্তেজন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ পাঠশালায় গুরুমহাশয়েরা বালকদিগকে পরিশ্রম ক্রীড়ার নিমিত্ত সর্ব্বদা শাসন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করেন। অনেক ধনী-লোকের শিশুকালে ওরূপ ক্রীড়া ব্যতীত আর কোনরূপ শারীরিক চালন হয় না। বস্তুতঃ বালকদিগকে নানাপ্রকার পরিশ্রমিক ক্রীড়া কৌতুক, হিত পরিণামদর্শী অভিভাবক মাত্রেরই অনুমোদনীয়।

বঙ্গদেশে অনেক প্রকার ব্যায়াম আছে, তদ্দ্বারাও শরীর সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূত্রধার, কাষ্ঠ ফলক কারক লৌহকার, শঙ্খবণিক্, নাবিক, প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা ব্যায়ামের ফল অনেকদূর প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

গোপ, মুটে, যানবাহক, প্রভৃতি কতকগুলি ভারবাহী লোক আছে তাহাদের স্বতন্ত্ররূপে ব্যবসা করিবার অধিক প্রয়োজন করে না। এস্থলে ইহাও কর্ত্তব্য যে, প্রকৃত ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা শরীর যেরূপ পটু ও তেজস্বী হয়, কিন্তু নানাপ্রকার ব্যবসায়িক পরিশ্রম দ্বারা সেরূপ কখনই প্রত্যাশা করাযায় না। ভারবাহী দিগের শরীর অত্যন্ত দৃঢ় কার্য্যক্ষম ও শ্রমসহিষ্ণু নয় বটে, কিন্তু সাহস, বীর্য্য, তেজস্বিতা, উৎপাদিত হয় না। ক্রীড়ন দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে তেজস্বিতা জন্মিয়া থাকে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে সম্প্রতি ব্যায়াম চর্চ্চার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে বিদ্যালয়ে শীঘ্রই এবিষয় প্রবর্ত্তিত হওয়া ও তাবৎ ১০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকদিগকে ক্রীড়নদ্বারাই শরীর সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতিরিক্ত বয়স্কদিগের পক্ষে প্রকৃত ব্যায়াম বিধেয়। বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ বালক দিগকেই শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অপটুতা দোষে বিদ্যালয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া পাঠহইতে নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়।

শিথিল রুগ্ন ভগ্ন অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়া কেবল সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা বাঙ্গালীরা কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে? যাঁহাদিগের অধিক বয়স হইয়াছে তাঁহাদের আশা নাই। যাহাতে পরবর্ত্তী লোকদিগের এই অভাব মোচিত হয় তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে মনোযোগী হওয়া উচিত, দেশীয় অধিকাংশ লোকের এবিষয়ে অভিরুচি জন্মিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা রাজকীয় বিদ্যালয় সমুহে অবশ্যই এবিষয় সংশোধিত করিয়া দিবেন।

প্রস্তাব উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে আমাদের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কেম্বল-সাহেব অনেক নূতন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছেন, সারভেইও ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ন্যায় এবিষয়ের প্রতিও মনোযোগী হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকরুন।

মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা।

[বিগত বর্ষের হিন্দুমেলার মাসিক সভায় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা পঠিত হয়]

সভ্য মহোদয়গণ! অদ্য আমি যে বিষয় আপনাদিগের সমক্ষে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা যদিও আমার একান্ত মনোনীত বিষয় বটে, এবং যাহাতে এতদসংক্রান্ত বিষয় সমুদয় আন্দোলিত হইয়া দেশীয় মুদ্রাঙ্কনের প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়, তাহা যদিও আমার একান্ত বাসনা, কিন্তু আমার এতাদৃশ কোন অভিলাষ ছিল না যে আমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া বক্তৃতা আকারে পাঠ করি। আমার বন্ধু ও হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র, যিনি দেশীয় উন্নতি ব্রতে একান্ত ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারই অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আমি এতদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, কারণ আমার এরূপ বিশ্বাস যে এক্ষণে বক্তৃতাদি করিয়া বাক্যব্যয় করা বালচাপল্য ও বহ্বারম্ভমাত্র। বস্তুতঃ তদ্দারা দেশীয় প্রকৃত উন্নতির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আমি বক্তৃতাদি করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। যাহাহউক অদ্যকার প্রস্তাবটি যদ্যপি কোন কার্য্যকর হয়, তাহাহইলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অপর; এক্ষণে দিন দিন এই কলিকাতা মহানগরে মুদ্রাযন্ত্রের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহাতে যে এই প্রস্তাবটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে এমত বোধ হয় না।

সভ্যগণ! কোন বিষয় উন্নতি করিবার পূর্ব্বে লোকদিগের মনোমধ্যে একটী অভাব বোধ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, এবং সেই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য উপায় সকল নির্দ্ধারণ করিয়া একেবারে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃতি উন্নতির সোপান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অস্মদ্দেশীয় বক্তিব্যূহের অন্তরে এ উভয়ই সমান ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত কোন অভাব দেখিতেছেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তৃক কোনরূপ উন্নতি ও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় যাহা কিছু সমুদায় আমরা ইংরাজ বাহাদুরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, হইতেছি ও হইব; তদ্বিষয়ে আর আমাদের কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; ইহার জন্য মস্তিষ্ককে আর পীড়ন করিতে হইবে না, এবং ইহার জন্য আর উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন নাই। অতএব এই সমুদয় ভ্রান্তভাব অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের মন হইতে একেবারে দূরীভূত করণানন্তর যাহাতে অভ্রান্তভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে তাঁহারা দেশীয় মুদ্রাঙ্কনের অভাব পরম্পরা অবগত হইয়া তন্নিরাকরণে সচেষ্টিত হয়েন, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

সভ্যগণ! কোন বিষয়ের উপর উত্তমরূপ প্রবন্ধ রচনা করা, কি নানাপ্রকার বাক্পটুতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করা, আমার অদ্যকার এই প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য নহে। আমার এই রূপ আকিঞ্চন যে,—যে মুদ্রাঙ্কন প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর অপরিসীম উপকার সাধন হইয়াছে,—যে মুদ্রাঙ্কন প্রভাবে মনুষ্যগণ ইহ-জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছে,—যাহার উদ্ভাবনে আমরা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভে সক্ষম হইয়াছি—ভাবিতে গেলে যাহার সমান মহোপকারী এই অবনিমণ্ডলে আর কিছুই লক্ষিত হয় না,—কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ভূগোল, কি খগোল, কি জ্যোতিষ, কি বাণিজ্য, কি ব্যায়াম, কি সঙ্গীত ইত্যাদি সমুদায়ের সহিত তুলনা করিলে, যাহাকে তৎসমুদায়ের বর্ত্তমান উন্নতির মূলাধার বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়,—যাহার অভাবে মনুষ্যসমাজ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকিত, সেই পরম শুভজনক মুদ্রাঙ্কনের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হয়—সেই "দেশীয়" মুদ্রাঙ্কনের বিষয় আলোচিত হইয়া যাহাতে তাহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়, তাহাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অদ্যতন প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে আর বাক্যব্যয় না করিয়া মুদ্রাঙ্কন ক্রমান্বয়ে কি রূপে আবির্ভূত হইল, প্রথমতঃ তদ্বিষয় সংক্ষেপে অনুসরণ করা যাউক।

জগৎপিতা জগদীশ্বর যখন মনুষ্যগণকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করিয়া এই অবনিমণ্ডলে প্রেরণ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের মানসিক ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত একমাত্র বাক্য ব্যতিরেকে অন্যতর উপায় নিরূপিত ছিল না। কারণ পৃথিবীর আদিম কালের লোকসংখ্যা অতিশয় ন্যূন ছিল; সুতরাং তৎকালে অন্যপ্রকার উপায়ের কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজন অভাব-বিমোচনকারক। অতএব ক্রমে ক্রমে যত মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল—ক্রমে যখন নানা লোক নানা স্থানে ব্যাপিয়া পড়িল, তখন তাহাদিগের মধ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অপর একটী উপায় নির্দ্ধারণের আবশ্যক হইতে লাগিল। সেই সময়ে "হাইরোগ্লিফিক্" অর্থাৎ পবিত্র লিপির আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা তৎকালের লোকদিগের এবং বর্ত্তমান সময়েরও অনেক উপকার দর্শিয়াছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এতদ্দ্বারা অতি পুরাকালের অনেকানেক কাল নিরূপণাদি সংঘটন হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই, এবং তদ্বিষয় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়াও অদ্যকার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব এতৎসম্বন্ধে আর দুই এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

এক্ষণে আমরা যেমন পুস্তকাদি প্রচার দ্বারা জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকি, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় সেই রূপ উপরোক্ত লিপি দ্বারা বিখ্যাত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল। সেই সকল লিপি কোন

বিশিষ্ট অক্ষর বদ্ধ নহে। উহা প্রতিমূর্ত্তি বা অন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমাধা করা হইত। সুতরাং আপামর সাধারণে তৎপাঠে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। তৎকালে মিসরী, সিরিয়নস্ ইত্যাদি অপরাপর জাতিদিগের মধ্যে উক্ত প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। যে সকল ঘটনা তৎকালের লোকেরা স্মরণীয় করিবার মানস করিতেন, তাহাই বৃক্ষে, স্তম্ভে, ইষ্টকে, এবং বিশেষতঃ প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখিতেন। কখন কখন ঐ সকল বস্তুতে পশু পক্ষির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করা হইত। উক্ত লিপি বহুকালাবধি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, কারণ উহাতে যে কি লিখিত হইয়াছে তাহা তৎকালোপস্থিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ পাঠ করিতে পারিতেন না। অধুনাতন বিচক্ষণ অনুসন্ধায়িকগণ দ্বারা উহার অনেক আবিষ্কার হইয়াছে। "মাষ্টার লেয়ার্ড" নামক জনৈক ইংরাজ এবং ফরাসিদেশীয় "মন্‌সীয়ার বোটা" নামক অপর এক ব্যক্তি, উভয়ে সিরিয়া হইতে কতকগুলি হাইরোগ্লিফিক্ নামক লিপি প্রাপ্ত হইয়া তৎপাঠে সমর্থ হওয়াতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। কারণ উহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সুপ্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে অপর জনৈক ফরাসি জাতীয় ইঞ্জিনিয়ার নীলনদীর পশ্চিমাভিমুখের সন্নিকটবর্ত্তী "রসেটা" নামক স্থানে একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহাতে তিন প্রকার অক্ষর খোদিত ছিল। তন্মধ্যে এক পংক্তি প্রাচীন গ্রীক্ অক্ষর; সুতরাং তাহা সহজে পাঠ্য। অপর দুইটী ভাষা কি তাহা কেহ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন নাই। এই প্রস্তর অদ্যাবধি লণ্ডনস্থ "ব্রিটিস্ মিউজিয়ম্" নামক চিত্র-শালায় স্থাপিত আছে। উহাকে ইংরাজি ভাষায় "দি রসেটা ষ্টোন" কহে। গ্রীক ভাষায় উক্ত প্রস্তরে রাজা "টলিমি ইপিফে-ন্সের" রাজ্যাভিষেক ও রাজকার্য্য বিবরণ সমুদায় বর্ণিত আছে। তিনি খৃষ্টাব্দের ১৯৬ বৎসর পূর্ব্বে 'মেম্‌ফিস্' নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। এই রূপহাইরো-গ্লিফিক্ লিপির আর আর বিবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুবিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক "কাউণ্ট ডি লেবর্ডী" আরব্য পেট্রীয়া নাম্নী পর্ব্বত শ্রেণীর বিষয় বর্ণনাকালে এরূপ লিখিয়াছেন, যে আমরা ওয়াডি মুকাটেব গিরির অভ্যন্তর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, যে সেই পার্ব্বতীয় শিলায় বহুদূর খোদিত লেখা রহিয়াছে। ইহাকে "লিখিত উপত্যকা" কহে। অতঃপর আমরা জাবেল এল্ মুকাটেব নাম্নী অপর একটী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী দিয়া গমনকালে দৃষ্টিগোচর করিলাম যে ভূমি হইতে ১০।১২ ফিট উচ্চে সেই পর্ব্বতের কঠিনতর শিলার উপর অসংখ্য২ লেখা খোদিত। উহাকে "লিখিত পর্ব্বত" নামে উক্ত করিলেও করা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকে আরব্য, হিব্রু, গ্রীক, সিরিক্, কপটিক, লাটিন, আরমানি, তুরস্ক, ইংরাজী, ইলিরিয়ম্, জর্ম্মাণি,

ফরাসি এবং বোহিমিয়ান ভাষা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ ভাষায় খোদিত তাহা কেহই স্থিরীকৃত করিতে পারিলেন না; বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে এতাদৃশ ভয়ানক স্থান যেখানে আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব সেখানে কি রূপে পূর্ব্বোক্ত সুকঠিন লিখনকার্য্য সমাধা হইল। এই রূপ হাইরোগ্লিফিক্ সংক্রান্ত ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জগন্নাথদেবের মন্দিরে ও অন্যান্য স্থান হইতে নানাপ্রকার প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে কি লিখিত আছে তাহা অদ্যাবধি কেহ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন নাই। যাহাহউক, হাইরোগ্লিফিক্ যদিও সকলকার বোধগম্য নহে, তত্রাচ ইহার দ্বারা যে পৃথিবীর কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অনেকানেক অনুসন্ধায়কগণ ইহার সাহায্যে ইতিহাসের তারিখাদি ও বিবিধ বিষয় নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যুত হাইরোগ্লিফিক্ লিপি যে পৃথিবীর প্রাক্কালেই প্রচলিত হয়, তাহা এক প্রকার সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কারণ তৎকালে নিয়মবদ্ধ লিখন-প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কদাপি পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছামত লিপির ব্যবহার থাকিত না।

অতঃপর অক্ষর-রূপ সূচকচিহ্নের উদ্ভব হইয় নিয়মবদ্ধ হস্তলিপির সৃষ্টি হয়। সেই লিপিই অদ্যাবধি ভূমণ্ডলের সর্ব্বজাতির মধ্যে সচরাচর প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার উদ্ভাবনে পূর্ব্বোল্লিখিত হাইরোগ্লিফিক্ অপেক্ষাকৃত কত গুণে যে মানবমণ্ডলীর সুবিধা জন্মিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব এতদ্বিষয়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র।

নিয়মিত অক্ষর দ্বারা হস্তলিপির প্রচার বিষয়ে অনেক প্রকার কপোল-কল্পিত-বাক্যের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহা এরূপ সমর্থন করেন যে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য কর্ত্তৃক এতাদৃশ সুপ্রণালীসিদ্ধ ও পরিশুদ্ধ নৈপুণ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ অক্ষরের সৃষ্টি কখনই সম্ভাবিত নহে। ইহা করুণাময় বিধাতা জনসমাজের কার্য্যসৌকার্য্যার্থে এই অবনিমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, মনুষ্য বুদ্ধি সংযোগেই ইহার উৎপত্তি। এই রূপ নানা লোকে নানা প্রকার বাক্বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। অতএব যখন ইহার কোন স্থিরতর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন এতদ্বিষয় লইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এস্থলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান সুশৃঙ্খলবদ্ধ হস্তলিপি প্রচার হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাধীন ও বিশৃঙ্খল লিপি অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুবিধা ও উন্নতি হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

(**ক্রমশঃ**)

কুমারসম্ভবম্।

নবমঃ সর্গঃ।

হরে বর্চ্চন মাকর্ণ্য
যোগী প্রত্যবদদ্ধরঃ
মন্যে দরীষু সিংহস্য
গর্জ্জনাৎ প্রতিগর্জ্জনম্
নির্দোষঃ প্রভুনাদিষ্টঃ
ক্রোধাৎ কামোহতোময়া
অক্ষিপৎ যুগপৎ রত্যাং
শোকঞ্চ মরিকল্মাস্।
অথবা মেতপো নাশো
মার মরণ মেবচ
বিধাতু রিতি মন্যেহং
নির্ব্বন্ধ দৃঢ় বন্ধনম্
তপ এব তপো হন্তুং
শশাক নরতি প্রিয়ঃ
তপোঘ্ন ইতি লোকেহয়ং
বৃথাখ্যাতস্ত বাত্মজঃ
ভবিষ্যতি তপো বৃদ্ধিঃ
কান্তয়াশেতি বৰ্দ্ধিতা
নহিস্যাদ্রিপুভোগার্থং
ভার্য্যাচেদ্যোগ সাধিনী
আবর্জ্জনা প্রপূর্ণস্য
ভবক্ষেত্রস্য মার্জনী
নকেবলং গেহিনাস্তু
যোগিনামপি গেহিনী।
চেতঃস্খলনমালোক্য
তপসোদৈব সাধনাৎ
দৃঢ়ায়ামিপুনর্ধ্যান
মাত্মন্যাত্ম নিবন্ধনম্
সংসারার্ণব সম্ভূত
বিষাকাঙ্ক্ষিনমে মনঃ
বিহরত্যাত্ম সন্ধানৈ
র্যোগামৃতরসং পিবৎ

হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগীবর শিব প্রত্যুত্তর করিলেন, বোধ হইল যেন পর্ব্বতগুহায় প্রতিহত হইয়া সিংহ-গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

স্বামীর আদেশানুরোধে নির্দ্দোষ মদন হত হইয়া রতিদেবীকে চিরদুঃখিনী ও আমাকে কুযশোভাগী করিয়াছে। অথবা মদনহত্যা ও আমার তপোবিনাশ বিধাতার দৃঢ় নির্ব্বন্ধ বন্ধন বলিয়া অনু-মিত হইতেছে।

তপস্যাদ্বারাই তপস্যার হানি হইয়া থাকে, কাম কখনই তপস্যার বিঘ্ন জন্মা-ইতে পারে না। তোমার তনয় তপোঘ্ন বলিয়া ভুবনে বৃথা খ্যাত হইয়াছে। তপোবৃদ্ধি হইবে এই আশা কান্তালাভ দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, যোগ-সাধিনী সতীভার্য্যা কখনই রিপুভোগের উপকরণনহে। গৃহিণী যে কেবল গৃহী-দিগের আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ ভবক্ষেত্রের মার্জ্জনীস্বরূপ এরূপ নহে, যোগীদিগের পক্ষেও তদ্রূপ বটে। দৈব বিপাকবশতঃ তপস্যা হইতে সহসা চিত্তস্খলন দেখিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে আত্ম মনঃসংযোগপূর্ব্বক ধ্যান ধারণ করিলাম। আমার মন সংসার সাগরসম্ভূত বিষাকাঙ্ক্ষী নহে, যোগামৃত পানপূর্ব্বক আত্মসন্ধান সহ-কারে বিচরণ করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পদ্মপুরাণ

(৬ষ্ট সংখ্যার পরিশিষ্ট)

পাতালখনণ্ড। এই খণ্ড শ্রীরামের বিবরণে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহা একেবারে কালিদাসকৃত রঘুবংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এমনকি স্থানে স্থানে কালিদাস ব্যবহৃত বাক্যগুলি পর্য্যন্ত গ্রহন করা হইয়াছে। এইজন্য এই পুরাণ রঘুবংশাপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থ। যদিও এইখণ্ডে নবীনতার অভাবদৃষ্ট হয়, তত্রাচ শ্রীরামের যজ্ঞীয়-অশ্বের ভ্রমণবৃতান্ত সম্বন্ধীয় প্রবাদ ও উপাখ্যানগুলি অনেক অংশে নূতন ও চমৎকার। কিন্তু কতকগুলি আবার বহুদেশ প্রচলিত প্রবাদ সমূহের রূপান্তর মাত্র। এইখণ্ড বর্ণিত গ্রাম দেশ ও নগর সমূহের উল্লেখ হইতেই এপুরাণের প্রাচীনতার সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে "কামাখ্যা" প্রাচীন তীর্থ নহে—জগন্নাথদেবের প্রাচীনতা-গৌরব কণ্ডুয়নের অধিকার নাই। গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে শালগ্রামশীলা, সাম্প্রদায়িক অঙ্গরাগ ও তুলসীবৃক্ষের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং এসমস্ত যে আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীদিগের অনুষ্ঠান তাহাবলা বাহুল্য। অনেক স্থলে, ভাগবৎপুরাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে, এই পরাণ ভাগবৎপুরাণের পরে প্রকাশিত হয়। সূর্য্যবংশাবলী কীর্ত্তন ব্যতিরেকে ইহাতে অন্য কোন রাজবংশের বিষয় উল্লেখনাই, এবং সৃষ্টিখণ্ডের সহিত যে এই ভাগের সাদৃশ্য আছে তাহাও সন্দেহের স্থল। পদ্মপুরাণের সমস্ত খণ্ডগুলি যে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ তাহা একপ্রকার বর্ণিত হইল। প্রথমখণ্ডে পুষ্করতীর্থের ও ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় তাহা সম্পুর্ণতঃ সম্প্রদায়িকতা দোষ বিবর্জ্জিত। কিন্তু তিন খণ্ডই বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য লিখিত হইয়াছে, এবিষয়ে তিন-খণ্ডের মতই একপ্রকার এবং তিনখণ্ডেই শ্রীরাম নায়ক। তিনখণ্ডই একসময়ে রচিত হয় তাহার অনেক প্রমাণ আছে। রামানুজ ও মাধবাচার্য্য নামা বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক দ্বয়ের মতাবলম্বী লোকদিগের দ্বারা যে এই পুরাণ রচিত হয় তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। এই দুইব্যক্তি ১১।১৩ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত খণ্ড বিবর্ণিত ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মবন্ধনগুলি যেরূপ মাধুর্য্যভাবে লিখিত হইয়াছে, উত্তরাখণ্ডে তদসমুদয় একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবং শ্রীকৃষ্ণও শিব ব্যতিরেকে অপর কোন দেবের পূজা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইখণ্ড কখনই পুরাণ পদবাচ্য হইতে পারেনা। ইহা একখানি প্রকৃত উগ্রভাবাপন্ন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। অধিকাংশই প্রবাদে পরিপূর্ণ—একমাত্র বিষ্ণুর পূজা প্রচার, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিজ্ঞাপক বিশেষ অঙ্গ-

রাগ ব্যবহার এবং বিষ্ণুর প্রসাদলাভ জন্য কালবিশেষের পবিত্রতা সংস্থাপন এতদ্‌সমুদয়েরে মুখ্য উদ্দেশ্য। কার্ত্তিক ও মাঘ মাসদ্বয় শুদ্ধ বিষ্ণুপূজার প্রকৃষ্ট কাল। এই বর্ণনাতেই এইখণ্ড পরিপূরিত।

এইখণ্ডের প্রকৃত মর্ম্মও ইহার বর্ণিত প্রবাদ সমূহের অভিনয় স্থলদ্বারা এই-খণ্ডের রচনা বিষয়ক কালের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেকালে বৈষ্ণবও শৈবেরা ভারত প্রায়োদ্বীপে আপনা-পন আধিপত্য সংস্থাপনজন্য ভয়ানক বিবাদ আরদ্ধকরে—সেই কালে যে এই খণ্ড রচিত হয় তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে। দ্রাবিড় দেশের জনৈক নরপতির রাজ্যবর্ণন প্রবাদ পাঠে অব-গত হওয়াযায় যে, সেই রাজা ধর্ম্মত্যাগি-দিগের (শৈবদিগের) ধর্ম্মনীতি শ্রবণে বিষ্ণুর মন্দির সকল ভূমিসাৎ করিয়া তন্মধ্য-স্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তপ্তমুদ্রা*-বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু এ অনুষ্ঠানটী অত্যন্ত আধুনিক। অষ্টম কি নবম শতাব্দী পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীরঙ্গ ও বিন্ধ্যাতাদ্রী বা ত্রিপতি নগরেই শুদ্ধ বিষ্ণু পূজার মন্দির ছিল। ত্রিপতি নগর প্রচলিত প্রবাদে এরূপ কথিত আছে যে, রামানুজের সময়ে এই স্থানে একটী শিব-মন্দির ছিল। রামানুজ বৈষ্ণবদিগের জন্য এই মন্দিরটী অধিকৃত করেন, সুতরাং উত্তরাখণ্ড এই ঘটনার ও দ্বাদশ শতাব্দীর পরে রচিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই এইখণ্ড বিবর্ণিত ঘটনাগুলি সংঘ-টিত হয়। টঙ্গভুদ্রানদী তীরস্থ "হরিপুর" তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এইস্থানই আবার অন্য স্থলে 'হরিহরপুর' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই "হরিপুর" যে হরিহর রাজবংশীয় নরপতিবর্গ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "বিজয়নগর" তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিজয়-নগর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এইখণ্ড কখনই অধিক পুরাকালে রচিত হয়নাই। বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ইহা বিরচিত হয়। 'ক্রিয়াযোগসার' উত্তরাখণ্ডের অনুরূপ প্রতিবিম্ব। সুতরাং ইহা উত্তরাখণ্ডের পরে রচিত হয়। শুদ্ধ জগন্নাথক্ষেত্রও গঙ্গার মাহাত্ম্য রচনার পরিপূরতি থাকায় ইহার আধুনিকতা প্রকৃষ্টরূপে দৃশ্যমান হইতেছে। উৎকল কিম্বা বঙ্গদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ বোধ হয় ইহার প্রণেতা। দাক্ষিণাত্য প্রদেশবাসীরা এইভাগের অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ।

* তপ্তমুদ্রা—উত্তপ্তলৌহ শলাকাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কৃত করা।

হৃদয় কাহার তুমি ?

"হৃদয় কাহার তুমি ?
দেহ-কুঞ্জে বাস কর, বিবিধ প্রকৃতি ধর,
কখন তরল কখন পাষাণ,
কখন জ্বলন্ত অনল প্রমাণ,
তুমি কি বিশ্বাস ভূমি ?

জন্মিয়া অবধি কিবা দিন রাতি,
এক সাথে বাস হয় বার মাস,
জানি মোর অনুগত,
তবে কেন পর রত ?
তবে কি সেজন প্রকৃত পর,
নাহি অধিকার যাহার উপর,
যাহার লালসা হবেনা সফল,
এরূপে দহিবে অনন্ত কাল ;
ত্যজিব জীবন খাইয়া গরল
ঘুচাব জঞ্জাল ডাকিয়া কাল।
লোক লাজ ভয় পরাণে কি সয় ?
কলঙ্ক গঞ্জনা স্বজন লাঞ্ছনা
ঘুচাব দেহ নাশে পরিণামে।”

এই কথা বলি অবনি উজলি,
চলিল ভাবিনী দ্বিরদ-গামিনী
অঞ্চলে মুছিয়া নয়ন-জল।
বদন মলিন মুদিত নলিন,
অতি দীন হীন সে চারু শোভা ;
এলায়ে কবরী রূপের মাধুরী,
চলিল সুন্দরী ভুবন--লোভা ;
চরণ যুগল পড়ি ধরাতল
যুগল কমল ফুটিল তায় ;
উদিল সত্বর কত শশধর,
যে দিকে মৃগাক্ষি ফিরিয়া চায়।
পীন পয়োধর, ভূধর-শেখর,
কাঁপে থর থর গমন-বেগে ;
মেদিনী কাঁপিল, তনু শিহরিল,
হিমাদ্রি অচল হইল শোকে।
ভুরু শরাসন, করি দরশন,
ইন্দ্রচাপ নভে প্রবেশে লাজে ;
সুগুরু নিতম্ব, ক্ষীণ কটি দম্ভ,
তাহে হেম কাঞ্চি মরি কি রাজে :
হেলিয়া দুলিয়া, ভুবন মোহিয়া,
কণক প্রতিমা ধীরি ধীরি গিয়া,
নয়ন-রঞ্জন উদ্যান মাঝারে
পশিল বিরলে প্রাণ ত্যজিবারে—
স্থির সৌদামিনী এভব ধামে।

হায়রে বিধাতা, নাহিক মমতা !
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর দেবতা-পূজিতা
এ হেন দুর্লভ রমণী রতন
রূপের মাধুরী করিয়া সৃজন
দুঃসহ যাতনা লিখিলি ভালে !
অথবা বিকচ কমল মৃণালে,
কণ্টক রোপণ কর কুতূহলে ;
অমল বিমল শশীর বদন
কলঙ্ক রেখায় দিল দরশন,
যবে তা ভাতিল কিরণ-জালে।

চলিল রূপসী ভাবনা ভরে ;
উষার সদৃশ রূপে মনোহরা
ভ্রমিছে উদ্যানে ভূপতিত তারা ;
উন্মাদিনী এবে কাহার তরে ?
সেই সুভাজন, হইবে কেমন,
যাহার বিরহ করিছে দাহন
কুসুম সদৃশ কোমল প্রাণ ?
সরসীর তীরে নয়নের নীরে
ভাসিয়া প্রমদা, অতি ধীরে ধীরে,
তিলেক চিতের দারুণ যাতনা
লাঘব করণে করিয়া বাসনা,
অশোকের মূলে বসিতে যান।
জ্বলিল দ্বিগুণ বিরহ অনল
সরসী অনিল হইল গরল ;

বিহগ সঙ্গীতে চিত বিচলিত,
সরোজ-সৌরভে হয়ে আকুলিত,
অধীর হইল তরুণী-প্রাণ।

শোকের আবেশে রঞ্জিল কপোল,
কুঞ্চিত হইল অধর যুগল,
আঁখি শতদলে হীরক মণ্ডল
ঈষৎ কম্পিত সরসী বায়।
জানুর উপরে অবনত শিরে
মগ্ন শশিমুখী ভাবনা-তিমিরে ;
অবস্থিত চিত্র পুতলী প্রায়।
এসোহে ভাবুক! যদ্যপি বাসনা
হেরিতে অবনী দুর্লভ রচনা,
যাহার রূপের নাহিক তুলনা,
বিজলী জিনিয়া তনুর ছটা।
অহে চিত্রকর! মেলিয়া নয়ন
দেখ একবার ললিত গঠন,
ঘুচিবে সন্তাপ জুড়াবে জীবন,
লিখ লিখ চিত্র করিয়া যতন
এ হেন চিত্রের বিচিত্র ঘটা।
কোথা হে ভাস্কর! হের নিরখিয়া
বিরাজে কে রামা ভুবন মোহিয়া!
শিখ এ চারুতা খোদিতে উপলে,
দিবে এই ভাব বদন কমলে,
রুচির কপোলে, নয়ন যুগলে,
তবে সে শিল্প নিখুত হবে।
এসহে কবি! কাব্যের কানন
করিতে উজ্জ্বল নারীর স্বজন!
গগন-সুধাংশু সরসী-কমল
এ সব তুলনা হইবে বিফল।
পলক-বিহীন নয়ন যুগল,
চারি যুগে রবে সম কুতূহল ;
তবু না তৃপ্ত হবে মনস্কাম ;
বারেক হেরিলে এরূপ ধাম।

কোমল বসনে বদন ঝাঁপিয়া,
অঞ্চলে অধর ঈষৎ চাপিয়া,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, প্রিয়জনে অভিলাষ,
নবনী পুতলী শোকের সাগরে,
মগনা, হায়রে! মগনা কাতরে!
দশ দিশ শূন্য দেখি, হত জ্ঞান বিধুমুখী
গুমরে গুমরে ফুলিয়া ফুলিয়া
চম্পক কলিকা করাঙ্গুলি দিয়া
কম্পিত অধর যুগল চাপিয়া,
নয়ন সলিলে তনুয়া ভাসিয়া,
তেয়াগি বিজনে লাজের ভীতি,
গাহিলা সরলা করুণ গীতি।—

"হায়রে বিধাতা, জগতের ত্রাতা,
নাহিক পরাণে তিলেক মমতা,
আয়স লেখনী বিষে কাল ফণি,
তাহার তীব্রতা করিয়া বাছনি
অসীম দুরন্ত বিচ্ছেদ যাতনা
লিখিলি এভালে পূরিয়া বাসনা ;
যাবত জীবন দহিব বলে।
রহিল জগত রহিল সংসার,
রহিল জনক জননী আমার,
ঘেরেছে যখন দুখ-পারাবার,
কিছুতে এবার নাহিক নিস্তার,
জুড়াব এ জ্বালা সরসী-জলে!"

কুসুম-হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে
অসীম সাহস ধরিয়া পরাণে,
অই কথা বলি চলিল মোহিনী,

আলু থালু বাস যেন পাগলিনী,
সরসী-জীবনে ত্যজিতে প্রাণ।
তীরদেশে তার হয়ে সমাগত,
নিরখি বারেক জনমের মত,
আকাশ অবনী আর চরাচর,
পুনরায় সতী হইয়া কাতর
গাহিল মৃদুল মধুর গান।—

"কোথায় প্রাণেশ, হৃদয় বল্লভ!
ত্যজিয়া ধরণী ত্যজিয়া বিভব,
চলিল অধিনী আজু লোকান্তর;
ভাঙ্গিয়া কঠিন এদেহ পিঞ্জর।
জনমের মত হইল বিফল
জীবনের আশা ভরসা সকল
উহুহু মিটিল প্রণয় সাধ।
হৃদয়-রঞ্জন! মানস-মোহন!
জীবনের ধন! কমল-বদন!
আর কি পাইব তব দরশন,
জুড়াতে নয়ন জুড়াতে শ্রবণ;
ঘুচাতে প্রণয় পিপাসা যাতনা,
আর কি হে সখে! পাবনা পাবনা
নিঠুর বিধাতা সাধিলে বাদ;

"কোথায় প্রাণেশ! প্রেমিক-হৃদয়!
দুখিনীর ভালে হইলে নিদয়!
অন্তিমে বারেক হৃদয়-রতন!
দেখে যাই তব সুধাংশু বদন—
কই প্রিয়তম! এখনো এলেনা?
শেষ দেখা বুঝি কপালে হলো না।
নাহোক—এখন জনমের মত
হইল অধিনী পরলোক-গত;
তাই করপুটে করি নিবেদন,
ত্বরিত বিদায়ে করহে তারণ;
তবে হে ঘুচাই সব বিবাদ।"

"কি কর কি কর, গতি পরিহর,
জীবন নিধনে কেন অগ্রসর?
কি দুখ তোমার অবনি-মণ্ডলে?
গৃহ অভিমুখে চললো সরলে!
জগমোহিনি এসো লো ফিরে!"

চমকি অমনি ফিরিয়া কামিনী
হেরিল জনৈক কুসুম-মালিনী
দাঁড়ায়ে পিছনে করে ফুল-সাজি,
কৌশেয় বসনে মনোমত সাজি,
অঙ্গের সৌরভে পূরিয়া কানন,
অনিমেষে তাঁরে হেরিছে সেজন;
ভাসিছে কপোল নয়ন-নীরে।

"কে তুমি সহসা আসি এ বিজনে
দিলে বাধা মোর সঙ্কল্প সাধনে?
এ পোড়া পরাণ করিতে শীতল
তাও কি পাবনা, হায়রে কপাল!!
প্রাণেশে বঞ্চিত হয়েছি যখন
সব সুখ গেছে জেনেছি তখন;
ছুটিছে অন্তর কৃতান্ত-সদনে
আশু প্রতিকার তথায় গমনে,
সেই মাত্র মম শীতল ঠাঁই!"

"বালাই ওকথা এনো না বদনে,
আর তা শুনিতে পারিনি শ্রবণে,
এসো প্রাণধন ভিতরে যাই।"
বলিয়া মালিনী, এ মধুর বাণী
মৃণাল সদৃশ সে ভুজ দুখানি
ধরিল সোহাগে সমীপে ধায়ি।

আরক্ত হইল বদন-মণ্ডল,
ভুরূ আকুঞ্চিত, নয়নে অনল
ভাতিল কিরণে কোপ হুতাশনে ;
গুলাব অধর কাঁপিল সঘনে।—
নেহারি এভাব দারুণ কাতরে
কুসুম-মালিনী কহিছে সাদরে
ধরিয়া কণ্ঠে হেমভুজ দাম।—
ভূতলে ত্রিদিব সুখের ধাম।—

"দেখলো প্রেয়সি, সম্বর-সূদন
করেছে অথির তোমারে যেমন,
তার শতগুণে পুড়ে মনঃ প্রাণ,
কুসুম সায়কে নাহি পরিত্রাণ !
দংশিছে সতত বিরহ ফণী।"
ই কথা বলি খুলিল কাঁচলি,
লুকাল সুদীর্ঘ চিকুর আবলী,
মদন জিনিয়া রূপ মনোহর
বিরাজে কাননে পুরুষ-শেখর
স্বজিলা বিধাতা রূপের খণি।

বিস্ময় মানিয়া পলক-বিহীনা
সানন্দে তাহারে নিরখে নবীনা,
বদনে বচন না হয় স্ফূরণ,
করিতে গমন না চলে চরণ,
দাঁড়ায়ে পাষাণ মুরতি প্রায় ;
হায় কি প্রেমের বিষম দায় !

"তবে কি বিধাতা হয়ে অনুকূল
দুখের সাগরে মিলাইলা কূল ;
তবে কি আবার আশার অঙ্কুর
দুখিনীর ভালে হইল প্রচুর ;
অথবা কেবল সুখের স্বপন
ভুলাতে ক্ষণেক হইল স্বজন ;
এই কি বিধির ছলনা তবে ?

"জীবনের ধন ! হৃদয়-রতন !
হলো কি করুণা শুনিয়া রোদন !
তাই কি অন্তিমে দিয়া দরশন
জুড়ালে পরাণ রাখিলে জীবন !
রাখিলে হে নামে কীর্ত্তি ভবে !!"

মধুর ভারতি, কহিয়া যুবতী
নাথের চরণে ধরিয়া সুমতি
গাহিল এবার সুখের গান।—
"যে দিনে হেরেছি ও চারু বয়ান
সঁপেছি জীবন সঁপেছি পরাণ।
তবে কেন নাথ ! এত প্রতিকূল,
দাসীর মিনতি হও অনুকূল,
পাই যেন চির চরণে স্থান !!"

ধরিয়া চিবুক করিয়া চুম্বন
কহিল সোহাগে রমণী-মোহন।—
"প্রাণের ললিত 'অনঙ্গ-মোহিনি' !
সুচারু-হাসিনি ! ফুল্ল কমলিনি !
জীবন যৌবন লহ উপহার,
কাহার এদেহে নাহি অধিকার,
ক্ষম অপরাধ করুণা বিতরি
চরণে ধরিয়া এ বিনতি করি ;
সঁপিনু তোমারে জীবন প্রাণ।"

অপূর্ব্ব সহবাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

সহসা গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল, সম্মুখেই পূর্ণকান্তি পূর্ণিমার শশধর অমল চন্দ্রখণ্ডে বিনির্ম্মিত কামিনীর কমনীয় মূর্ত্তি।—মহারাজ উদয়সিংহের সহধর্ম্মিণী প্রতাপ জননী দেবী বসুন্ধরা, পবিত্রবেশে পবিত্র মৃগচর্ম্মে আসীন রহিয়াছেন। সমস্ত দিবস অনাহার, ব্রোতোপবাসে অঙ্গ সাতিশয় দুর্ব্বল। তথাপি লাবণ্য চ্ছটায় মণিময় দীপশিখার দীপ্তি ও যেন মলিন মলিন বোধ হইতেছে। দেবীর গলে পটাঞ্চল কর—কমল অঞ্জলিবদ্ধ, নয়ন মুদ্রিত। স্থির মনে স্থির ভাবে দেবদেবের আরাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, দক্ষিণে পুষ্পপাত্র, ধূপ ও দীপাধারে ধূপদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে, বামে স্বর্ণথালে নানাবিধ পূজোপকরণ। সম্মুখে স্বর্ণকুণ্ডে রত্নময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান। পত্রপুষ্পে দেবদেবের অর্দ্ধাঙ্গ আচ্ছন্ন। অবশিষ্ট ভাগ দীপালোকে উদ্ভাসিত হইতেছে। সঙ্গা গললগ্নী কৃতবাসে অগ্রে দেবদেবের নমস্কার করিয়া পরে দেবীকে নমস্কার করিলেন। মুদ্রিত নয়ন উন্মিলিত হইল, নিদ্রিত হৃদয় জাগরিত হইল। সঙ্গার অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বোন্! যথার্থ রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, যথার্থ পতিব্রতাধর্ম্মে দিক্ষিত হইয়াছিলে, এই নশ্বরদেহ ধারণ করিয়া যাহা করিবার করিয়াছ, যতদিন পৃথিবী থাকিবে ততদিন কিছুতেই তোমার এই কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে না। এক্ষণে শৈলেশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি, ভগবান ভবানীপতি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে, অনুরূপ একটী পুত্ররত্ন প্রদান করুন"।

সঙ্গার নয়ন, জলে আবরিত হইল, কষ্টে মনোবিকার সংবরণ করিয়া বলিলেন, "দেবী! ঈশ্বর প্রতাপকে দীর্ঘজীবী করুন। তাহা হইলেই আমার পুত্রজন্য সকল কষ্ট দূর হইবে। আমার পুত্রে কায নাই, প্রতাপ আমার নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করুক, তাহাহইলে আপনার ন্যায় আমিও রাজার মাতা বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে শ্লাঘা করিতে পারিব"।

দেবী। "প্রতাপ জীবিত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে যে পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিবে, আমরা যে আবার রাজার মাতা হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিব, একথা স্বপ্নের অগোচর।"

সঙ্গা। "দেবি! আমরা মনে জ্ঞানেও এমন কোন অধর্ম্ম করিনাই যাহাতে আমাদিগকে ঐ আশায় বঞ্চিত হইতে হইবে। প্রতাপ অবশ্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে, আমরাও রাজমাতা হইয়া মনের সুখে কালযাপন করিব"।

দেবী। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "প্রতাপ এক্ষণে কোথায়"?

সঙ্গা। "আমার গৃহে।"

দেবী। "আজ তবে এখানে পাঠাইয়া দিও। বোধ হয়, আজ মহারাজ তোমার

গৃহে যাইতে পারেন"।

সঙ্গা। "এরূপ কল্পনা ছিল বটে, কিন্তু শুনিলাম, মতিবিবী নাকি মহারাজকে সেলাম দিয়াছেন"।

দেবী। "মহারাজকি এককালে অন্ধ হইয়া উঠিলেন"?

সঙ্গা। "হউন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শেষে আর কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলেই মঙ্গল"।

দেবী। "পদে পদে সম্ভব। কি আশ্চর্য্য একটা কুলটার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, আত্মীয় অনাত্মীয় বোধ নাই, কাহারমুখে ঘুণাক্ষরে মতিবিবীর নিন্দাবাদ শুনিলে আর উপায় থাকে না, এককালে খড়্গ হস্ত। শুনিলাম প্রধান প্রধান আমীর গণও নাকি রাজার উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছেন"।

সঙ্গা। "না হইবার বিষয় কি? একে কুলটা, তায় যবনী, তার প্রাধান্য, কে সহ্য করিবে? বিশেষ রাজকোষে যাহা কিছু মহার্ঘ্য বস্তু ছিল, সমুদয় মতিবিবীর আগ্রহে উহার গৃহে উঠিয়াছে। আমার বোধ হয় উহার ভিতরেও উহার নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে"।

দেবী। "তার আর সন্দেহ নাই। নতুবা উহাতে উহার অত আগ্রহ হইবে কেন? উহার বলেইত বিজয়ের বল, না হইলে বিজয় কি সাহসে মহারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? আকবর যে বিনা স্বার্থে বিজয়ের জন্য অর্থ ও বল ক্ষয় করিতেছে এরূপ বোধ হয় না। মতিবিবীর নিকট হইতে অনেক বস্তুই বিজয় আত্মসাত করিয়াছে। সখি! এক কুলের বিনাশ অন্য কুলের বৃদ্ধি বেগবতী নদীর স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। তাহাতে নদীর ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই, বরং আপন জলকেই কলুষিত করিয়া থাকে। ভাল যুদ্ধস্থলে বিজয়ের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই?"

সঙ্গা। "না, শুনিলাম, বিজয় মহারাজের বন্দীকর্ত্তা আকবরের নিকটে সম্বাদ দিবার জন্য আকবরের শিবিরে গিয়াছে-কই রাত্রি মধ্যেত আর তাহার দেখা পাই নাই। কেবল পৃথ্বিরাজ ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার বিরুদ্ধে তাদৃশ যুদ্ধ করেন নাই, বরং কৌশলে মহারাজকে বাহির করিয়া দিয়াছেন"।

দেবী। "আকবর কি সে কথা শুনিয়াছে?"

সঙ্গা। "জানি না, কিন্তু পৃথ্বিরাজের কৌশল আমি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে নাই। নান্নুখাঁ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু উহার সেনাগণ যুদ্ধে একান্ত অপটু ছিল, আকার প্রকার দর্শনে খঞ্জের ন্যায় বোধ হইয়াছিল"।

দেবী। "তাহা হইলে এই জয়লাভ পরাজয়েরই কারণ হইতেছে"।

সঙ্গা। "আমারও সেইরূপ বোধহয়"।

দেবী। "মহারাজকে সেকথা কিছু বলিয়াছিলে"?

সঙ্গা। "বলিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হইল মহারাজ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, কারণ আমার যাহা বক্তব্য, সমুদায় শেষ হইলে তিনি ঐ বিষয়ের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া কেবলমাত্র মতিবিবীর

কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ক্ষান্ত হইলাম। তাহার পর রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া অবধি সমস্তদিনের মধ্যে আর তাঁহার দেখাপাই নাই"।

দেবী। "ইন্দ্রিয়দেবীর রাজ্য রক্ষা অত্যন্ত কঠিন, তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত আকবর বৈরি"।

সঙ্গা। "উহাতেই ভয়। মহারাজের উদ্ধার বার্ত্তা শুনিলে কখনই সে নিশ্চিন্ত থাকিবে না"।

দেবী। "উদাসীনের অরণ্যই বাসস্থান"।

সঙ্গা। "মতিবিবী যাঁর উপাস্য দেবতা, তাঁর পক্ষে অরণ্যও যে সুখের হয় এরূপ বোধ হয় না। বিশেষ কোন অত্যাহিত না ঘট্‌লেই রক্ষা"।

দেবী সজল নয়নে বলিলেন, "বোন্ এ হতভাগিনীদের অদৃষ্টে যে বিধাতা কত দুঃখ লিখিয়াছেন, বলিতে পারিনা? যাও এক্ষণে গৃহে যাও, রাত্রিতে সাবধানে থাকিও, বোধহয় এই রাত্রিমধ্যেই শত্রুরা নগর আক্রমণ করিবে"।

সঙ্গা। "সম্ভব! প্রতাপ আমার নিকটেই থাকুক, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ উহার কোন ভয় নাই"।

দেবী। "আমি সেজন্য ভাবিতেছি না, দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে যে রাজপুত সন্তান আত্ম রক্ষায় সক্ষম না হইবে, তাহার জীবন মরণ উভয়ই সমান"।

সঙ্গা আপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। দ্বার পুনর্ব্বায় রুদ্ধ হইল।

হককথা।

শিক্ষা বিভাগ ও কেম্বল সাহেব।

বঙ্গদেশে লেখা পড়ার বড় ধুম লেগে গেল, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগ্‌দী, শেক্‌রা, সোণারবেণে, তাঁতি, প্রভৃতি সব জাতির লোকেই লেখাপড়া শেখবার তরে মন দিলে, ছেলে পুলে দিগকে স্কুলে ভর্ত্তিকোরে দিতে লাগ্‌ল. উচ্চ শিক্ষার প্রতি সকলেরই উচ্চ দৃষ্টি, উচ্চ শিক্ষার জন্যে লোকের বড়ই শক, কলেজে আর ছাত্র ধরেনা, মুটে, মজুর, মুদি, ময়রা, কাঁশারীরা পর্য্যন্ত এসে, এ পাশ কর্‌তে লাগ্‌ল, হাটে, মাঠে, সামান্য পল্লিতে সব স্কুল বসতে লাগল, সোনাউল্লা গাজি পণ্ডিতের সঙ্গে মাসে ২০ সের ধান দেওয়ার বন্দবস্ত করে গোয়াল ঘরে এক স্কুল বসালে, হরি কবিরাজ, তার তেঁতুল গাছের তলায় এক স্কুল খুলে পড়াতে লাগলেন, সোণা নাপ্তে স্কুলের পণ্ডিতি পেয়ে, কেবল রবিবার দিন নিজ ব্যবসা চালাতে লাগ্‌ল আর ছয়দিন পণ্ডিতি কত্তে লাগ্‌ল, কোন কোন সোম শুক্রবার প্রাতে "অপসনাল" রূপে নিজ ব্যবসা চালাতে লাগল।

পাড়াগাঁয় এত স্কুল হয়ে পড়লো যে তার হিসাব রাখে কে? স্কুলের সর্ব্ব উপরি কর্ত্তা, সে অতি বড়লোক, নাম দস্তখৎ করাই তার কায, রোজ দশটার জায়গায় বারটা নাম সই কত্তে হলেই প্রাণান্ত, স্কুলের বড় গণ্ডগোল দেখলে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে লুকায়ে থাকেন,

কায দেখবার জন্য বড় বড় কর্ম্মচারী কয়েকজন রাখাহলো, তাদের উদর সামান্য নয়, রোজ ১০।১২ মন আহার না হলে ক্ষুধা বারণ হয়না, একজন হতভাগা জাতি, (এদেশী)। বিদেশীদিগের মধ্যে এক জন বড় পুরণ ঘাগী, শিক্ষার বিষয়ে কোন একটা কথা হলেই অমনি লেজ ফুলিয়ে সেদিকে দৌড়োন, পাঠক ! এর বুদ্ধির কথা শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে, ঢাক অপেক্ষাও মোটা, এতবড় পেটের ভিতরে ও ভালরূপ ধরেনা, কোন খানে যেতে হলে কাযেকাযেই সেই বুদ্ধি বাড়ীতে রেখে যেতেহয়, কেবল "কোন মিটিংয়ে লেক্‌চার" দিতে যেতে হলে সেই বুদ্ধি দশজন মুটে দিয়ে বইয়ে নেযান। শুনেছি ষাটবছর পরে সেই বুদ্ধি পাক্‌তে আরম্ভ করেছে, এতকাল কাঁচাই ছিল।

আর একটী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধান বড় চমৎকার, অন্যেরা ছাত্রগণের এবং মাষ্টারদিগের তত্ত্বাবধান করেন, কিন্তু ইনি মাষ্টারদিগের "ওয়াইফ" পর্য্যন্তের খোঁজ নেন।

আর একটী সাদা রঙ্গের মহাত্মার কথা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, ইনি এক পুস্তক পাঠকোরে জানতে পাল্লেন, তাঁদের বংশ সাদা বানরের জাত, সে অবধি, পৈতৃক স্থান জঙ্গলের প্রতিই অধিক ভালবাসা জন্মিল, এক প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের উপরে গিয়ে আফিস্ খোলা হলো, কেরানীরা সব তেঁতুলের ডালে ঝুলে ঝুলে কাযকর্ম্ম কর্ত্তে লাগল, হঠাৎ দেখলে বোধহয় যেন কেরাণী নয়—বাদুড়। 'রোষ্ট' 'কাটলেটের' পরিবর্ত্তে কচু শাক, পাত, ধরা হলো, এতে আরো উপকার আছে,—কি ? ঢের টাকা বাঁচে। গাছে গাছে বেড়ান, গাছের পাতা কুড়ান বৈ রাতদিন আর কোন কর্ম্মনাই। দেখলাম, এর শরীরটা কিছু বিবর্ণ হয়েছে, আর সব লোম উঠে যাচ্ছে, কারণ জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পাল্লেম ইনি আদা ভেবে বিষ খেয়েছিলেন। এদেশী কর্ম্মচারীটীর বিষয় শুনুন্, ইনি আগে তেলা পোকা ছিলেন, বঙ্গদেশের বিধাতাকে অনেক স্তবস্তুতি কোরে সম্প্রতি ভ্রমর হয়ে গুণ গুণ কোরে উড়ে বেড়াচ্ছেন্, যে স্তবের প্রভাবে এরূপ পদ পেয়েছেন, পাঠক! তা শুনবে? তবে শুন—হে বঙ্গ বিধাতঃ তোমার কৃপাতেই বঙ্গদেশের এত মঙ্গল, উড়িষ্যাতে দুর্ভিক্ষে যে এত লোকের মৃত্যু হয়েছে সে তাদের কপালের দোষ, বৃথা তোমার উপরে সেই দোষারোপ হয়েছে

তুমি আছবলে উড়ে দু চারিজন লোক আজও দেখতে পাওয়া যায়, তুমি না থাকলে উৎকল একেবারে জনশূন্য মরুভূমি হত। আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার মত প্রভু পাই। গদাযুদ্ধে কোমর ভাঙ্গা দুর্য্যোধনের মত নিজ বাড়ীর সিংহাসনে বসেই সর্ব্বদা সিংহনাদ করেন, আর বাড়ী থেকে বেরুতে হয় না। স্কুলের তত্ত্বাবধান অপেক্ষা নিজ বাড়ীর কুটনো বাটনার তত্ত্বাবধানেই অধিক মনোযোগ।

যাদের কথা বলা হলো, তারা বড় লোক, সুখের শরীর, শকের প্রাণ, তাদের

দ্বারা, রৌদ্রে পুড়ে, বিষ্টিতে ভিজে, সর্ব্বদা ঘুরে ফিরে পাড়াগেঁয়ে স্কুল দেখা হয়না। ফলতঃ একায মানুষের দ্বারা হয়ে উঠবার নয়, এজন্য একরূপ জন্তু সব ধরে আনা হলো।

সে জন্তুগুলির বিষয় কি বল্‌ব ? যখন জলে চরে, তখন বোধহয় জলচর, যখন ডাঙ্গায় চলে তখন স্থলচর, বলতে কি- ঘোড়া, উট, এদের কাছে কোথা লাগে? যেসকল জায়গাতে কতক হেঁটে যেতেহয়, কতক নৌকায় যেতেহয়, সেস্থলে উভচর, কোন কোন পল্লীগ্রামে এত- সুপরি বাগান আছে, যে মাটিদিয়ে হেঁটে যাওয়ার পথনাই, কাযে কাযেই সুপরি গাছের উপরদিয়ে বানরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে থাকে, তখন তাদিগকে লম্ফচর বলাযায়, কখন কখন এত ছুটে দৌড়তে হয় যে মাটীতে বড় পা পড়েনা, তখন তাদিগকে খেচর বলা যায়। বড় বড় কর্ম্মচারীদিগের বিষয় যে পূর্ব্বে বলা হয়েছে সেই কর্ম্মচারী এক একটীর অধীন এরূপ আট দশটী জন্তু আছে, প্রত্যেক জন্তুর নাকে ছেঁদা করে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি প্রধান কর্ম্ম- চারী ধরে রেখেছে, জন্তুরা যতদূর যাক না কেন দড়ি ছাড়াবার জো নাই, কর্ম্ম- চারীদের যখন ইচ্ছে, তখন জন্তুদিগকে টেনে লয় এত শাসন তবু জন্তুরা জব্দ হয়না। পাঠক! এদের সোজা পথে চল্‌- বার অভ্যাস নাই, কিছু বাঁকা হয়ে চলে। দুই চারিটী জন্তু ভালও আছে, তাদের ওরূপ রোগনাই। যে পল্লিতে যখন সেই জন্তু উপস্থিত হয়, তখন সে পল্লীর লোক সব তটস্থ হয় .মেয়েরা সব কলসী ফেলে, ঘাটথেকে ছুটে পালায়, কেউ বলে দারোগা, কেউ বলে কনেষ্টবল, কেউ বলে জমাদার,—যখন দেখে গরুর ঘরের একপাশে পাঠশালায় ঢুক্‌চে তখন তাদের কারু ভয় ভাবনা থাকেনা, মনেকরে—পণ্ডিতদিগের রাখাল। জন্তুটী ঘরের ভিতর ঢুকে ঘরের চারিদিগ্‌ ৮।১০ বার চেয়ে স্কুলের খাতাপত্র দেখে, ছেলে গুণে, ৫ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যায়। কোন কোন জন্তুর আবার "পণ্ডা" খুঁজে দেখবার রোগ আছে। "পণ্ডা" আছে বলেই যারা ছেলে পড়ায়—তাদিগকে পণ্ডিত বলে থাকে। কোন কোন মহাত্মা স্কুলে এসে কেবল হাত দিয়ে দিয়ে "পণ্ডা" খুঁজে বের করেন, কোন কোন টীকীধারীর ১৫।২০ সের পণ্ডা বেরিয়ে পড়ে।

বৎসরের শেষে যখন ছেলেদের "এক্‌- জামিন্‌" হয়, তখন সেই জন্তু-বাবুদিগের বড় গোলোযোগ—ঠিক যেন পিতৃশ্রাদ্ধ, সামান্য শ্রাদ্ধ নয় দানসাগর, ১০ দিন পূর্ব্বহতেই তারি আয়োজন, পালে পালে সব পণ্ডিত উপস্থিত হতে থাকে, কেউ ভোগ নৈবিদ্দি সাজায়, কেউ রেও বিদা- য়ের ভার নেয়, কেউ ফলারের "বেঞ্চ" সাজায়। সেই বাবুটী কখন কখন হাত জোড় করে এসে বলেন, আমার কি সাধ্য আপনাদের দশজনের চেষ্টা ও উদ্‌যোগ। সব প্রস্তুত হলে, শ্রাদ্ধদিনে নিজে উচ্ছু- গের ষাঁড় সেজে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

সেই সময় ইনি দুচার দিন রাজা বিক্রমাদিত্যের পদ পান, বিক্রমাদিত্য যেরূপ আটজন পণ্ডিত নিয়ে নবরত্নের সভা কত্তেন, ইনিও সেরূপ ১৮জন পণ্ডিত নিয়ে নবরত্নের সভা করেন। সম্প্রতি এদের উপর আর একটী কাজের ভার পড়েছে,—ছেলেদের দাড়ি গোঁপ প্রভৃতি উঠেছে কি না তারি অনুসন্ধান কত্তে হয়।

যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই স্কুল, যে স্কুলে ঢোকে সেই, বাবুহয়ে বেরোয়। যারা একবার স্কুলে পড়েছে তাদের দ্বারা আর সংসারের কোন কর্ম্মই হয়না, চাসার ছেলেরা চাস বাস ছেড়ে চাকরির চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল, ছুতোরের ছেলেরা একেবারে কাট কাটা ভুলেগেল, কুমারের ছেলেরা হাঁড়ি গড়ান অপমান বোধ কত্তে লাগ্‌ল, মাছধরা, মাটিকাটা, নৌকাগড়ন, একেবারে বন্দ হওয়ার উপক্রম—সব স্কুলের ছোঁড়াদের আর কর্ম্ম নাই, কেবল সরুধুতি ও পিরান পরে, ইংরাজি জুতো পায়ে দিয়ে লম্বাচৌড়া টেড়ি বাগিয়ে এখানে ওখানে বাবুসেজে ঘুরতে লাগ্‌ল, আর হা চাকরি হা চাকরি কত্তে লাগল। ছোটলোকের অকুলন হওয়াতে দেশের সকল কাযকর্ম্ম বন্ধ, জন মজুর প্রায় পাওয়া যায়না। ভদ্রলোকের মরণ, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, হায়! শিক্ষার গতিকে দেশ উচ্ছন্ন যায়, "গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়" এখন শিক্ষা না থাম্‌লে আর মঙ্গল নাই। বিধাতা অনেক রকম চেষ্টা কল্লেন কিছুতেই বঙ্গদেশের শিক্ষা কমাতে পাল্লেননা। অনেক ভেবে চিন্তে এক উপায় স্থির করে ফেল্লেন, সেই উপায়দ্বারা অবশ্যই বঙ্গদেশের শিক্ষা বিনাশ হবে, উপায় এই—বিধাতা বঙ্গদেশে এক সয়তান পাঠাইলেন।

"কেম্বল নামেতে এক ভীষণ অসুর *
শক্তিমান ধাতা তার পদযুগ ধরি
নিক্ষেপি ফেলিলা বঙ্গ ভীষণ নরকে,
যথায় দারিদ্র্য অগ্নি জ্বলে ধক্ ধক
অধীনতা কৃমিজাল বিচরে আবরি,
কোটি কোটি পাপী তাপী নিবসে নিয়ত,
কুলাঙ্গার কুলীন কুলের কুলাঙ্গনা,
বিধবা, দরিদ্রবধূ আর শিশু ভার্য্যা,
অবিরত ছট্ ফটি করে হাহাকার,
তেজোরবি ঐক্য চন্দ্র নাহি উদে কভু,
ক্লেশ দরশন উপযোগী মন্দআলো,
জ্ঞানালোক শিখাভাসে মাত্র আলোকিত
এঘোর নরক মাঝে কেম্বল বলজ্জা, †
পড়িল হইয়া স্বর্গ হারা মহাবীর,
ভীম পৃষ্ঠদেশে বিরাজিল মহাঢাল,
"গালিলিয়" যেন দূরবীক্ষণ সাধনে,
হেরিল বিশাল শশধর গিরি শিরে।
পোতধ্বজ দণ্ড জিনি করে যষ্টিবর,
মস্তক উন্নমি নিরখিল চারিদিগ,
নারকীয় গণ সব ভয়ে বিমোহিল।"

সেই অসুরের প্রথম একটী বিদ্যালয়ের প্রতি নজর পড়ল, তার ভিতর প্রবেশ করে দেখে কতকগুলি টীকিধারী ভটাচার্য্য হাত নেড়ে নেড়ে পড়াচ্ছে, তা দেখে তার মনে বড় ভয় হতে লাগ্‌ল, ভাবতে

* Milton's Paradise Lost Book I.
† Beelzebub.

লাগ্‌ল এই "কলেজটা" সমুদয় অনর্থের মূল, এটা উঠাতে পাল্লে ক্রমে ক্রমে সব উঠিয়ে ফেলা যাবে। যখন মুসলমানেরা এদেশের পুস্তক পুড়িয়ে লেখা পড়া বিনাশ করে ছার খার করেছিল, তখন এ ভট্টাচার্য্য বেটারাই অনেকগুলি পুথি লুকিয়ে রেখে বিপদ ঘটিয়ে রেখেছে, তা নাহলে কোন দিন লেখাপড়া পুড়ে— ছাই ভস্ম হয়ে উড়ে যেত।

অতএব আগে ভট্টাচার্য্যই তাড়ান উচিত, তারপর অধিক পড়ার নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া হবে, তাহলে ক্রমে ক্রমে অল্প পড়া আপনা আপনি লোপ হয়ে যাবে। সেই অসুর দেখতে পেলে তার পক্ষে কেউ নাই, তাকে একাকী সমুদয় কাজ কত্তে হচ্চে, সমুদয় লোকেই তার বিপক্ষ এই নিমিত্ত কতকগুলি নিজ সহচর সৃষ্টিকল্লে। সেই জীবগুলি বড় অদ্ভুত।

গীত।

সুর বাউলে।

বঙ্গদেশে নূতন সৃষ্টি দেখ ভাই।
কেম্বল যেন বিশ্বামিত্র,
সৃষ্টি তারসব বিচিত্র,
বালাই নিয়ে মরে যাই।
হাতে চোক, কোমরে লেজ,
কম্পাস আর শিকল,
মাঠে মাঠে চরে ফিরেভোগে কর্ম্মফল,
আবার পশু হয়ে ঘোড়ায় চড়ে
এমন কখন দেখি নাই।
মাথায় পাগড়ি গায়েতে চাপকান,
কত কর্‌ব পোশাকের বাখান,
নহে কখন নিমক হারাম,
হুজুরের করে আরাম।
লম্বা সেলাম, বন্দা গোলাম,
এমন আর কোথায় পাই।

সমালোচনা।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ*।

প্রবন্ধকার ভাষা ও অলঙ্কারের প্রতি যেরূপ মনোযোগ করিয়াছেন, বর্ণনীয় বিষয়ে তাহার শতাংশও নয়, কতকগুলি সমাস, বিশেষণ, ও সংস্কৃত অপ্রচলিত শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই, যে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় কাদম্বরী, বেতালপঞ্চবিংশতি, প্রভৃতি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালাভাষায় এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আদৃত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে বিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, সমুন্নতি এবং তদ্বিষয়ক গ্রন্থাদির বিষয় বর্ণনা করিতে হয়, কোন্ কোন্ বিজ্ঞান ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া ইদানীং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের যত্নে উন্নতিলাভ করিয়াছে তদ্বিষয় বর্ণনা আবশ্যক, কি উপায় অবলম্বিত হইল্লে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুন্নতি হইতে পারে তাহার পথ প্রদর্শন করিতে হয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বাবু প্যারিচরণ সরকার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উক্ত প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত হইল।

"১ম। লেখাটী উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এখানি অলঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে গ্রন্থকার বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়া-

* তমোলুক ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীতারানাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রণীত। মূল্য।৵ বাল্মীকি যন্ত্র।

ছেন, তাহা করিয়াও তুলিয়াছেন, এখানি বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এই গ্রন্থের "বিজ্ঞানশিক্ষা" নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন কথারই উল্লেখ নাই ; কেবল বিজ্ঞান শিক্ষা করা উচিত এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখার মত হইয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের কিছু কথা থাকিলে ভাল হইত। দুই একটী স্থানে অত্যুক্তি আছে। ফলতঃ গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার নিজের বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। বাঙ্গালাটী ভালও হইয়াছে।"

ভাষা মন্দ হয়নাই বটে, কিন্তু ওরূপ ভাষা এসময়ের উপযোগী নহে, কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল পাঠকবর্গ অনায়াসে দোষ গুণ বিচারে সমর্থ হইবেন।

"তাঁহারা অপার চিন্তা সমুদ্রে চিরভাসমান হইয়া অনন্ত দুঃখরাশি অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞান বিভাকরের উজ্জ্বল জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, এবং প্রকৃতি শাস্ত্রের বিশৃঙ্খল, অবিশুদ্ধ ব্যাখ্যা দর্শনে পরিতাপিত-হৃদয় হইয়া অলোক-সামান্য বুদ্ধি-প্রভাবে ঐশ নিয়মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া লোক মণ্ডলীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কেহবা মর্ম্মান্তিক পরিশ্রমে ক্লান্ত-শরীর হইয়া চিরাগত ভ্রান্তি নিরসন পূর্ব্বক বিজ্ঞানোপদেশের জটিল, সংকীর্ণ পথ সুখ-গম্য করিয়া বিজ্ঞান সরিতের অবরুদ্ধ প্রবাহ সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন ; কেহবা প্রমাদপূর্ণ অরিষ্টটল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ভ্রান্ত মত বিশোধিত করিয়া পৃথিবীর অনন্ত উপকার সাধন করিয়াছেন। কেহবা অসংখ্য গজবাজি-সাধ্য কার্য্য, অচেতন ধাতু-সাধ্য করিয়া কি অত্যদ্ভুত বুদ্ধি-নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; কেহবা বাষ্পের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যন্ত্রসমূহের জীবন্যাস সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। কেহবা ভাস্কর দুঃসহ প্রভাবতী বিদ্যুতের অমোঘ শক্তি পরিজ্ঞাত হইয়া তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া সহস্রক্রোশ দূরস্থিত মিত্রকে নিরন্তর প্রণয়-সম্ভাষণ প্রেরণের প্রশস্ত উপায় আবিষ্কৃত করিয়া অনুভূতপূর্ব্ব অচিন্তিত পূর্ব্ব বিস্ময় দ্বারা মানবকুলকে হর্ষক্লিন্ন করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মনোবেগ-শালী বাষ্পীয়রথ, বাষ্পীয়তরণি, অতীন্দ্রিয় পদার্থ গোচর অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ আশ্চর্য্য বোধক যন্ত্র নিরীক্ষণ করিলে যে অসম্ভব বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন সভ্য জাতি পরম্পরা হইতে এই পরম হিতকর বিষয় পরম্পরার সম্যক উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহাদিগকে মানব বংশ-সম্ভূত বলিয়া বলিতে লজ্জিত হইতে হয়, সন্দেহ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, ইউরোপ আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থানেই বিজ্ঞান শিক্ষার্থ সুচারু বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যথায় তদ্দেশীয় বালকগণ সুখে পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি সুকঠিন শাস্ত্র সকলের মর্ম্মাবগত হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধীত ও আয়ত্ত বিষয় নিবহে নৈপুণ্য লাভ করিয়া পঠিত বিষয়ের

উত্তরোত্তর উপচয় করিতেছে, যখন এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করা যায়, তখনই আমরা ধিক্কৃত হইয়া থাকি। অধুনা ভারতবর্ষে বিদ্যাশিক্ষার যাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের এরূপ আশা করা অসম্ভব নয়, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ বিজ্ঞান-শাস্ত্রাস্বাদনে অধিকারী হইয়া দেশের মলিন হীন-কান্তি মুখশোভা সম্পাদন দ্বারা শিক্ষাগৌরব রক্ষা বিষয়ে ব্যগ্রভাব প্রদর্শন করেন, কিন্তু এই বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে নিতান্ত নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না, কেবল সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাবৃত্ত অলঙ্কার, ব্যবহারিক, ভুগোলাদি পাঠদ্বারা পৃথিবীর উপকার অতি অল্পাংশই সাধিত হইয়া থাকে'।"

পণ্ডিত মহাশয় যে এরূপ হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমাদের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি যে বিষয়ের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ নহে, তাহার সে বিষয়ে হস্তার্পণ অনুচিত। আমরা অনুরোধ করি প্রবন্ধকার ভবিষ্যতে কাব্য, নাটক, গল্পাদি লিখিতে চেষ্টা করিয়া লোকরঞ্জন করিবেন। যাঁহাদের কণ্ঠস্বর একান্ত নীরস ও কর্কশ, তাঁহাদের যন্ত্রে সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত।

দীপ্ত শীরা।

Oh ye woods, spread your branches apace
To your deepest recesses I fly,
I would hide with the beasts of the chase
I would vanish from every eye.
Shenstone.

——————————————দেরে
উদাসীন যোগী বেসে সাজায়ে আমায়!
পারিনে পারিনে আর, হৃদি হলো ছারখার,
অনন্ত জ্বলন্ত জ্বালা সহা নাহি যায়!
——————————————তবে
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়!

কে বলে দুঃখের পরে সুখের উদয়!
কে বলে দুঃখের দিন চিরদিন নয়!
কইরে শোকের নদী এঅবধি সুখালনা
এখনো যে নিরবধি অশ্রু ধারা বয়!
এখনো যে চারি ধার, ঘন ঘটা অন্ধকার,
আশার বিজলি ছটা প্রকাশে না তায়!
—————————————— তবে
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়!

মনে করি কাঁদিব না, মন দুঃখ রটিব না,
মরমের ব্যথা মম মরমেই ঢাকিব।
বাণ বিদ্ধ বাজ সম, হৃদয়ের শেল মম,
পাখার অন্তর দেশে লুকাইয়া রাখিব॥
কইরে কইতা পারি, আপনি যে অশ্রুবারি,
পূর্ণ-উৎসইতে উঠে অনন্ত ধারায়।
মন ভোরে না কাঁদিলে, মূর্চ্ছাপ্রায় পলে২,
দেহের বাঁধুনি যেন খসে খসে যায়!
তাই যে রে কাঁদি শোকে, তবে কেন হাঁসে লোকে,
তবে কেন হানে বিষ বাক্যবাণ তায়?
——————————————তবে
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়!

নাহি আর প্রয়োজন, গৃহ ধর্ম্ম পরিজন,
মিটেছে অন্তরে ছিল যত সাধ আশা।
সংসার গরল পানে, জ্বরে আছি দেহেপ্রাণে
নাহি আর সন্নিপাত দুরন্ত পিপাশা;
সুখ্যাতি শিখরে রব, ভক্তির ভাজন হব,
দাপটে সুমেরু ফেটে হবে চূর্ণ মান—
নাহি রে সে অভিলাষ, সকলি হয়েছে নাশ,
মস্তকে উঠেছে বিষ যায় যায় প্রাণ!
প্রণয় গরল তীব্র পিব নারে আর।
খেয়েছি জেনেছি যত যাতনা তাহার,
যারে করি প্রাণ পণ, করি প্রাণ সমর্পণ,
সেই যে রে করে দ্বেষ প্রাণের উপর,
সেই যে সুতীক্ষ্ণ শেলে বিদরে অন্তর।
করিয়ে মণির লোভ, পেয়েছি দারুণ ক্ষোভ,
অহির জ্বলন্ত বিষে জ্বলিছে শরীর,
শীরে শীরে বহে বিষ বিষাক্ত রুধির।
আর কিরে জেনে মনে, সুজলন্ত হুতাশনে,
পড়িরে প্রমত্ত হয়ে পতঙ্গের প্রায়?
————————————তবে
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়!

—একিরে যাতনা ঘোর ঘেরেছে আমারে!
স্তিমিত শরীর মন, দৃষ্টিহীন দুনয়ন,
শূন্যময় দশ দিক আচ্ছন্ন আঁধারে!
সর্ব্বাঙ্গ শোণিত যেন মিলি একতরে
তরঙ্গিছে, আস্ফালিছে বিদরি অন্তরে!
গেল ফেটে গেল বুক, বেঁধে দেরে একটুক,
—ছেড়েদে ছেড়েদে, ফেটে যাক্‌রে হৃদয়,
শূন্য হোক বক্ষঃস্থল আর নাহি সয়!
দারুণ মরম জ্বালা কারে বা জানাই।
—কেনই বা কারে কব, বিদ্রুপ আস্পদ হব,
চাইনে গরল ভরা লোকের শান্তনা।
চাইনে রে "আহা" "উহু" লোকের ছলনা!
আমার হৃদয় শোক, কেন তা জানিবে লোক
ফাটুক বা থাক্ বুক, কব না কাহায়!
————————————তবে
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়!

ওরেরে দুরন্ত মায়া রাক্ষসী দুর্জ্জয়!
এখনো দলিতে সাধ দলিত হৃদয়!
যা রে যা রে নিশাচরি, ধরাধাম পরিহরি,
অনন্ত অনল দীপ্ত নরক গহ্বর রে।
প্রেত ভূমে প্রেত সনে, অবাধে আপন মনে,
যা খুসি করিবি তাই কে তোরে নিবারে।
দুর্ভেদ শৃঙ্খল দিয়া, বাঁধিয়ে বিক্ষত হিয়া,
দশনে দংশন কেন করিস পামরি,
পারিস তো কর্ গ্রাস, তাহে কিছু নাহি ত্রাস,
জিয়ন্তে যাতনা আর সহিতে না পারি।
একিরে ভীরুতা মোর এত যে যাতনা ঘোর,
তবুও কি কষ্টে স্বষ্টে সকলি সহিব—
নত শিরে রাক্ষসীরে এখনো সেবিব?
কখন কখন নয়, পাসরিব সমুদয়,
হানিব অব্যর্থ বজ্র পিশাচী মাথায়,
————————————দেরে
উদাসীন যোগী বেসে সাজায়ে আমায়

সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রসঙ্গ।

আমাদের সমাজের মধ্যে যে সকল ব্যবহার দেখা যায়, বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিলে, সে সমুদায়ের উপযোগিতা প্রতীয়মান হয়। শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণকে দান ও ভোজন করান ইহার

একটী দৃষ্টান্ত স্থল। যেকালে ব্রাহ্মণগণ নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, যে কালে তাঁহারা কয়েক বর্ণের উপদেষ্টা হইয়া, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং যে কালে তাঁহারা আধ্যাত্মিক গুণে দেবতার স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেন সেই কালেই এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণ কোন বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন না— সংসার নির্ব্বাহের ও কোন চেষ্টা করিতেন না। ভূপতি বা ধনী ব্যক্তিগণ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা অপর কার্য্যোপলক্ষে, তাঁহাদের আহ্বান করিয়া, প্রচুর ধন ও খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতেন। ইহার দ্বারা অনায়াসেই তাঁহাদের সাংসারিকব্যয় নির্ব্বাহ হইত। সেই রীতি পূর্ব্বাবধিই চলিয়া আসিতেছে, এবং তদনুসারে ব্রাহ্মণগণেরও যথাযোগ্য সমাদর করা হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার প্রতি কাহার ও লক্ষ্য নাই: এবং পুরাকালে যাহা সম্যকরূপে উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইত, এখন যে তাহা বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা প্রায় কেহই অনুধাবন করিয়া দেখিতেছেন না। এখন ব্রাহ্মণগণ আর সে উচ্চ পদবীতে স্থান পাইতে পারেন না তাঁহারা একেবারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়াছেন—অনেকেই মসীজীবী হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। অতি অল্প ব্রাহ্মণেই শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিয়া থাকেন। সমাজের এরূপ বিরূপ অবস্থায়, কি ব্রাহ্মণমাত্রকেই পূর্ব্বকার ন্যায় সম্মান করা, এবং ধনী ও নির্ধন নির্ব্বাচনা না করিয়া, দান করা কর্ত্তব্য?

আজ্ কাল শ্রাদ্ধ বা কোন মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে, "দলস্থ" ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান, এবং সঙ্গতি থাকিলে, তাঁহাদের দক্ষিণা, প্রদান অথবা তৈজসাদি বিতরণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে না। ধনী ব্যক্তিদিগের বাটীতে, সমারোহের সহিত ক্রিয়া কলাপ হইলে, অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হয়েন বটে, এবং সম্মানস্বরূপ কিছুং প্রাপ্তও হয়েন, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহার দ্বারা, তাঁহাদের অভাব কোন প্রকারেই দূর হইতে পারে না। এরূপ সমারোহ সর্ব্বদা হয় না—সুতরাং বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের অতি অল্পই উপার্জ্জন হইয়া থাকে। আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেতে, ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার যে প্রকার রীতি, এপ্রকার কোথাও নয়নগোচর হয় না। স্বোপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া, স্বীয় সাংসারিক অভাব সত্ত্বেও, কোন্ স্থানের অধ্যাপক, তাঁহার ছাত্রদিগকে ভরণ-পোষণ করাইয়া বিনা ব্যয়ে তাহাদের শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন? এরূপ নিস্বার্থভাবে পরোপকার, পৃথিবীর কোন স্থলেই নয়নগোচর হয় না। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, এমন সুচারু পদ্ধতি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কোন বিদ্যার্থী আগমন করিলে, অধ্যাপক মহাশয় সমাদরের সহিত তাহার সমুদয় ভার

গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং ছাত্রের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই আপনাকে ধন্য বিবেচনা করেন। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই যে, নিতান্ত অর্থাভাবপ্রযুক্ত, অনেক অধ্যাপককে আন্তরিক দুঃখের সহিত নবাগত ছাত্রগণকে বিদায় দিতে হইতেছে। ইহা অপেক্ষা ভারতের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাদের রত্নপ্রসূ প্রদেশে ধনীর অভাব নাই। তাঁহারা মনে করিলে, অনায়াসেই অধ্যাপকদিগের অভাব সকল বিদূরিত করিতে পারেন এবং যাহাতে পূর্ব্ব প্রচলিত সংস্কৃত অধ্যাপনা-কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যায় তাহার ও উপায় ধার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু, ধনীদিগের নিকট হইতে সে প্রত্যাশা করা বিফল। তাঁহারা আপন আপন অভিলষিত আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত—সামান্য অধ্যাপকদিগের দুঃখে কেনই বা দুঃখিত হইবেন? এবং নানাপ্রকার সুখজনক ব্যাপারে অর্থ ব্যয় না করিয়া, চতুষ্পাঠী সংরক্ষণ জন্য কেনই বা কোষ শূন্য করিবেন? মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের উপরই আমাদের আশা নির্ভর করিতেছে, এবং আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, শ্রাদ্ধ বা অন্যান্য ক্রিয়া উপলক্ষে, ব্রাহ্মণমাত্রকেই ভোজন করান হয় এবং তাঁহাদিগকে তৈজসাদি বিতরণ করাও হয়। কিন্তু, অতি অল্প ব্যক্তিই অধ্যাপকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন। যে সকল ব্রাহ্মণ বিষয় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভোজন করান, অথবা তৈজসাদি দান করা নিষ্ফল বলিতে হইবে। যেহেতু তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণ পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদের ভোজনাদি করাইলে, অথবা দান করিলে, শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, তাঁহাদেরই ভোজন করান ও দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই প্রাচীন উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। আমাদের বিবেচনায়, অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া ও তাঁহাদের দক্ষিণাদি না দিয়া, প্রত্যেক প্রধান কার্য্যোপলক্ষে, অধ্যাপকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে অর্থের দ্বারা আনুকুল্য করা উচিত। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্রিয়া কলাপ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ নিয়ম ধার্য্য হইলে তাঁহাদের অভাব মোচন হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহা হইলে তাঁহারা চতুষ্পাঠী রাখিতে সহজেই সক্ষম হইবেন।

উল্লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, সময়েঃ তাঁহারা যে বিবিধপ্রকার উপাদেয় সামগ্রী আহার করিতে পান, আমরা সে সমুদয় হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিৎ করিবার উপায় স্থির করিতেছি—অথবা আত্মীয় স্বজনসহ আমোদ প্রমোদ করিতে বাধা দিতেছি। এরূপ কখনই হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আমাদেরও কোন্ না সে সমুদয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে? এবং

আমরা হঠাৎ সে আমোদ উপেক্ষা করিতে পারি? কোন কার্য্যোপলক্ষে ৩।৪ শত ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপার সামান্য নহে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে করিতে অপরাহ্ন হইয়া পড়ে, এবং সে সময়ে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাঘাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত অনেকে এরূপ ভোজনঅনুমোদন করেন না, এবং অনেককে এ সমারোহে যোগ দিতে দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রাম সমূহে যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এরূপ অসময়ে ভোজন তৎপক্ষে সহায়তা করে সন্দেহ নাই। আমরা এবম্প্রকার আমোদের প্রতিবাদ করি, এবং ইহার পরিবর্ত্তে আত্মীয় স্বজনকে লইয়া আহার করিবার এবং অধ্যাপকদিগকে মুদ্রা ও তৈজসাদি বিদায় স্বরূপ দিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে সম্পূর্ণ অনুরোধ করি।

আমরা এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতে পারিনা। সমাজের অনুরোধে, সামান্য ব্যক্তিগণকেও পিতামাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচুর ব্যয় করিতে হয়। অনেকে প্রতিবাসী র্গণের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়া, এরূপ ঋণ জালে জড়িত হয়েন যে, তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন তাহার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এবং জীবনান্তে তাঁহাদের পুত্রগণকেও তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? তুচ্ছ লোক নিন্দার আশঙ্কায় ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যকে সমাদর করা, সামান্য মূঢ়তার কর্ম্ম নহে। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এবম্প্রকার ব্যাপারে জ্ঞানি ব্যক্তিগণকেও জড়িভূত হইতে দেখা যায়। ঋণি হইয়া থাকা অপেক্ষা আর পাপের কার্য্য কি আছে? উত্তমর্ণের উত্তেজনায় কেনা ব্যতিব্যস্ত হয়েন, এবং তাহাতেই অব্যাহতি পাইবার জন্য কেনা নিজে ক্লেশ স্বীকার করিতে এবং পরিজন গণকে বিবিধ সুখ হইতে বঞ্চিৎ করিতে বাধ্য হয়েন? ইহা সামান্য অধর্ম্ম নহে। আর ঋণ রাখিয়া পরলোক গমন করিলেও ধর্ম্মের চূড়ান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু, স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষা করা, অনেকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য? সমাজভুক্ত বিজ্ঞ জনগণ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, কোন উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, বিবাহ উপলক্ষে প্রচুর ব্যয় হয় বলিয়া তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঐক্য হইয়া তাহা হ্রাস করিবার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ব্যক্তিগণের অবস্থানুসারে, ব্যয়ের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিদ্যাভিমানী ও সভ্যতাভিমানী বড় বড় ব্যক্তিগণ কি একবাক্য হইয়া কোন নিয়ম স্থির করিতে পারেন না? আমাদের সমাজের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে ও দিন দিন হইতেছে তাহাতে শীঘ্র ইহার প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে আমাদের উপায়ন্তর নাই। "মান

রক্ষা" করাই আমাদের সমস্ত অনিষ্টের মূল হইয়াছে। "মান" রক্ষা করিতে গিয়া আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি মানের অনুরোধে ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতেছি, মান রক্ষার জন্য আপনাদের অনভিমত হইলেও কতশত কার্য্য করিতেছি তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রকৃত মান কিসে হয় আর কিসে যায় তাহা আমরা জানিনা—সত্য বটে মান রক্ষার জন্য ব্যক্তি মাত্রেরি প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি মানের দায়ে আপনাদিগকে বিপদে নিপতিত করিব। কোন বিদেশী আসিয়া আমার পরিবারের অবমাননা করিল আমি ভিন্ন স্বভাব বশতঃ অম্লান বদনে সেই অপমান সহ্য করিলাম। কোন দুরাত্মা আসিয়া আমার সমক্ষে আমার বন্ধুকে প্রহার করিল—পাছে আমার সেই দশা ঘটে বলিয়া আমি, তস্করের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। অথচ পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন, পুত্রের অন্নপ্রাশনে ব্রাহ্মণ ভোজন, পুত্রের বিবাহে তৈজস বিতরন করিতে পারিনা বলিয়া আপনাদিগকে একেবারে অপমানিত বোধকরি। এই জন্যই আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে—এই জন্যই আমাদের দেশের এত অমঙ্গল ঘটিতেছে। আমাদের এস্থলে ইংরাজদিগের অনুকরণ করা উচিত। তাঁহারা যেমন বৃথা অর্থব্যয় করেননা আমাদেরও সদ্ সদ্ বিবেচনা করিয়া অর্থব্যয় করা উচিত। "আমাদের বারমাসে আঠার পার্ব্বণ" আছে বলিয়াই আমাদের এত অর্থব্যয় হইয়া যায়। সাধারণ দান আমাদের দেশে একটী নূতন ব্যাপার। যদিও কোন কোন মহাত্মা সময়ে সময়ে কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যদি সকলে বৃথা ব্রাহ্মণ ভোজন "কাঙ্গালী ভোজন" "কাঙ্গালী বিদায়" প্রভৃতি নিকৃষ্ট দান ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধারণ হিত কর কার্য্যে দান করিতে কৃত সংকল্প হয়েন তাহাহইলে আমাদের এত অনর্থক অর্থব্যয় হয়না ও আমরা যথাসাধ্য দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারি! মনে করুন একজন ব্যক্তি ৪।৫ শ টাকা ব্যয় করিয়া ৮।৯শ দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্দ্ধসের পরিমাণে তণ্ডুল বিতরণ করিল সে অর্দ্ধসের তণ্ডুলের দ্বারা দরিদ্রের দৈন্যতা দূর হইলনা—তজ্জন্য তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলনা অথচ উক্ত ব্যক্তির ৫ শত টাকা ব্যয়িত হইল। আমরা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এই পাঁচশত টাকা কি যথার্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইল? কখনই না—বরং যদি সেই ৫০০শত টাকাদ্বারা একটী কোন মুলধন করা যায় যাহার শুধ হইতে অন্যূন মাসে মাসে ২ টাকা পাওয়াযায় তাহাহইলে সেই দুই টাকা হইতে একটী দরিদ্রের কথঞ্চিৎ জীবনোপায় হইতে পারে। যতদিন আমাদের দেশে এরূপ দানের প্রথা প্রচলিত নাহয় ততদিন আমাদের দেশের কোন মঙ্গল নাই।

হালিসহর পত্রিকা।

(পাক্ষিক পত্রিকা।)

২য় খণ্ড]　　ভাদ্র সন, ১২৭৯ সাল　　[৯ম সংখ্যা

মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হস্তলিপির উদ্ভাবনে জ্ঞানালোচনার এক প্রকার পথ পরিষ্কৃত হইল। এরূপ কিম্বদন্তি অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যখন মুনি ঋষিরা গিরিগুহায় ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখন শিষ্যদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সময়ে সময়ে শ্লোকাদি রচনা করতঃ অপরিশুষ্ক বৃক্ষপত্রে নখ অথবা শলাক দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিতেন। কিন্তু এইরূপ লিপি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় শিষ্যেরা ক্রমে তালপত্রে লৌহময় লেখনী সংযোগে লিখন প্রণালী প্রচার করিয়া জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন ; এই জন্যই বোধ হয় অদ্যাবধি পুস্তকের এক এক "ফর্দ্দ" কাগজ পত্র শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে উড়িষ্যাদেশস্থ অনেক ব্যক্তি পাল্কির আড্ডায় বসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তালপত্রে লিখনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে, ইহা বোধ হয় সভ্য মহাশয়েরা অনেকেই দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকিবেন। তালপত্রে লৌহ শলাকা দ্বারা লিপিবদ্ধ করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দিন স্থায়ী হইল বটে, কিন্তু উহা পাঠ কালে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল কারণ পত্র ও লিখন উভয়েরই এক বর্ণ, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র পাঠ করিবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাৎ জন্মিতে লাগিল। এইজন্য তাৎকালিক লোকেরা লিখিত তালপত্রের উপরে গেরিমাটী অথবা অঙ্গার চূর্ণ ঘর্ষণ করিতেন। তদ্দ্বারা অক্ষর সকল রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত ও সুস্পষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠের বিস্তর সুবিধা হইয়া উঠিল।

কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি কখন এরূপ সামান্য উন্নতিতে নিরস্ত থাকিবার নহে। মানবজাতি ক্রমে ক্রমে এক উন্নতি হইতে অন্যতর উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিতে লাগিল। অবশেষে ত্রেটপত্র, লেখনী ও মসী এই তিন বস্তু সংযোগে লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার হইল। এতদ্দ্বারা যে কীদৃশ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতিব, কি ভূগোল সমুদয় বিষয় এতদসাহায্যে আলোচিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে সেই দিন অবধি সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল।

সভ্যগণ! পূর্ব্বোক্ত ত্রেটপত্র কিরূপ তাহা বোধ করি আপনারা অনেকেই দৃষ্টিগোচর করেন নাই, এতন্নিবন্ধন আমি উহা সংগ্রহ করিয়াছি। উহা তিন প্রকার হইয়া থাকে; তাহা এইরূপ। (প্রদর্শন।) ইহা কাগজ অপেক্ষা স্থায়ী। কাগজে জল লাগিলেই গলিয়া যায় এবং পোকায় সহজে নষ্ট করে, কিন্তু এই ত্রেটপত্র শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা অযত্নেও বহুকাল স্থায়ী হয়। এদিকে যেমন ত্রেট পত্রের প্রচার হইল, অন্য দিকে আবার তদুপযুক্ত মসীরও সৃষ্টি ইল। এক্ষণে যাঁহারা এক মাত্র ইংরাজি মসীর স্থায়িত্বের বিষয় প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত পূর্ব্বতন প্রাচীন হিন্দুদিগের মসী প্রকরণ হইতে এস্থলে একটী উদ্ধৃত হইল, যথা—

"তিন ত্রিফলা করি মেলা,
ছাগ দুগ্ধে দিয়া ভেলা,
লোহাতে লাহা ঘষি
জলে ঘষিলে না উঠে মসি।"

এই মসীর এরূপ চমৎকারিত্ব যে বহুকালেও উহা বিবর্ণ হয় না, বরং বারি প্রয়োগে দ্বিগুণতর উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। আপনাদের গোচরার্থ উল্লিখিত মসীদ্বারা লিখিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পত্রও এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। (সভ্যগণের হস্তে প্রদান ও সকলের দৃষ্টি)। ইহা প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত মসী কিঞ্চিৎমাত্র বিবর্ণ হয় নাই, যেমন তেমনই আছে।

সভ্যগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিলেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা কিরূপ মসী ব্যবহার করিতেন এবং তাহা কিরূপ বুদ্ধি কৌশলে প্রস্তুত করা হইত। একদিকে যেমন লিপিবদ্ধ প্রণালী পরিশুদ্ধরূপে চলিল, অন্যদিকে আবার তদনুরূপ নানাপ্রকার উন্নতির স্রোতও প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক এক ব্যক্তি অম্লান বদনে বৃহৎ বৃহৎ পুঁথি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং তাঁহাদের অপরিসীম ধৈর্য্য গুণের ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। কেহ কেহ এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারিতেন যে রামায়ণ কিম্বা মহাভারত একখানি পত্র মধ্যে সমাপ্ত করিয়া সেই সকল লিপি মাদুলী অথবা কবজ মধ্যে স্থাপন করতঃ কণ্ঠে

কিম্বা বাহুতে ধারণ করিতেন এইরূপ নানাবিধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা এক প্রকার সপ্রমাণিত হয় যে তৎকালে যদিও মুদ্রাযন্ত্রের স্মৃষ্টি হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষীয় লেখকগণ এক-মাত্র লেখনীদ্বারা জ্ঞানালোচনা যত দূর হইতে পারে, তাহার যে শেষ সীমা অতি-ক্রম করিয়াছিলেন, ইহা কেনা স্বীকার করিবেন? (এস্থলে শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের লিখন পারিপাট্য প্রদর্শন ও সকল-কার আহ্লাদ ও আগ্রহ প্রকাশ।)

অনন্তর হস্তলিপি প্রচারের অব্যবহিত পরেই মোহরাদি দ্বারা ছাপ প্রচলন ও পুস্তকাদিতে চিত্র করা প্রচলিত হয়, কিন্তু তাহা ঠিক কত কাল পরে তাহার কোন স্থিরতা নাই। উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ অথবা রাজকর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা ব্যব-হার করিতে পারিতেন না। এইরূপ দুইটী প্রাচীন পিত্তলের মোহর অদ্যাবধি "ব্রিটীস্ মিউসিয়ম" নামক চিত্রশালায় এবং 'নিউ-কাস্টলস্থ 'এন্‌টিকোয়েরিয়েন্' নামক সমাজে স্থাপিত আছে। একটী গ্রীক্ ভাষায় অপ-রটী রোমকীয় ভাষায় খোদিত। অস্মদ্দে-শীয় অনেকানেক রাজা অঙ্গুরীতে আপন আপন নাম খোদিত করাইয়া পত্রাদিতে মুদ্রিত করিতেন। পূর্ব্বোক্ত মোহর নিম্ন-লিখিত অনুসারে বিশেষতঃ ব্যবহৃত হইত। প্রথমতঃ যে সকল উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তি বিবিধ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন, অথচ তাঁহারা আপনাদের বিষয় কার্য্যের ভার লাঘব করিবার মানস করিতেন; দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা লিখিতে জানিতেন না, অথচ যাঁহাদের বিবিধ কাগজ পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত। অতঃপর পুস্তকাদি চিত্রিত প্রথা, ছবি ও খেলিবার তাস মুদ্রিত করণ উপায় এবং অক্ষর সম্ব-লিত মুদ্রা প্রস্তুত করিবার পন্থা প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার সামান্য সামান্য উন্নতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চীনদেশেমুদ্রাঙ্কনের প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহা কোন্ সময়ে কি প্রকারে এবং কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, তাহার কোন স্থিরতর মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে চীনদেশীয় একটী সুবিখ্যাত প্রাচীন প্রবাদবাক্য পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে বাদসাহ ভেন ভং জন্মাইবার খ্রীঃ ১১২ বৎসর পূর্ব্বে কোন একটী বস্তু খোদিত করেন, তদ্বিষয় ঘটিত এরূপ বর্ণনা আছে যে, মসী * যেমন খোদিত অক্ষরকে কৃষ্ণ-বর্ণ করিয়া ফেলে এবং কস্মিন কালেও শুভ্রবেশ ধারণ করে না সেইরূপ যে হৃদয় একবার পাপরূপ মসীতে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা চিরকালের নিমিত্ত তদবস্থাপন্ন থাকিবে। এতদ্ভিন্ন আর কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না যদ্দ্বারা উক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতে পারে। চৈনদিগের অক্ষর পূর্ব্ব-কথিত হাইরোগ্লিফিক সদৃশ। উহার অক্ষর সংখ্যা ৮০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ পর্য্যন্ত। কিন্তু ডাক্তার মরিসনের অভিধানে ৪০,০০০ মাত্র বর্ণিত আছে। যে যে জাতির মধ্যে প্রথমাবস্থায় হাইরোগ্লিফিক্ লিপি প্রচ-লিত ছিল, তাঁহারা সকলেই কাল সহ-কারে উক্ত লিপির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে চৈন

* "As the *me* (ink) which is used to blacken the engraved characters can never become white, so a heart black-ened by vice will always retain its blackness."

দিগের কোন উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়না। তাহারা আপনাদিগের আদিম হাইরোগ্লিফিক লিপির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহাতেই এক অপূর্ব্ব সংস্কার করণান্তর চালাইয়া আসিতেছেন। চৈনদিগের মুদ্রাঙ্কন-অক্ষর ও হস্তাক্ষর উভয়ই সমান। চীনদেশে আদৌ মুদ্রাঙ্কনের সৃষ্টি হয়, এজন্য তাহাদের মুদ্রাঙ্কন প্রণালী অবগত হইবার নিমিত্ত আমাদিগের পাঠকবর্গের স্বভাবতঃ কৌতুক জন্মিতে পারে, এজন্য এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। চৈনেরা যেসকল বিষয় মুদ্রিত করিতে অভিলাষ করে, প্রথমতঃ তাহা একখানি পাতলা স্বচ্ছ কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া অতি নমনশীল কাষ্ঠোপরি উলটাইয়া বসাইয়া দেয়। কাগজ অতি পাতলা ও স্বচ্ছ বলিয়া লিখিত কাগজের অপর পৃষ্ঠা সুস্পষ্টরূপে দেখাযায়। পরে সেই সকল লিপিখোদিত করিয়া মুদ্রাঙ্কনের উপযুক্ত হইলে তদুপরি একখানি ব্রুস সংযোগে মসী প্রয়োগ করণান্তর ছাপিবার কাগজ বসাইয়া দিতে হয়। অতঃপর আর একটী নরম লোম-বিশিষ্ট ব্রস উক্ত কাগজের উপরিভাগ দিয়া এরূপ কৌশলে টানিয়া লইতে হয় যে তাহাতে কাগজের কোনরূপ হানি না হইয়া অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ডচ্‌দেশস্থ ডিউ হাল্‌ডী নামক জনৈক পর্য্যটক এরূপ বর্ণনা করেন যে উক্ত প্রকারে চৈনেরা সমস্ত দিনে ১০,০০০ তা কাগজ মুদ্রিত করিতে পারে, কিন্তু উহা পাঠে আমার অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ যখন বর্ত্তমান সুপ্রণালীসিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্রে সমস্তদিনে উৎকৃষ্ট রূপে ছাপিত হইলে পাঁচশত কাগজ দুই পৃষ্ঠা ছাপা সুকঠিন হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা-জনক প্রণালী অনুসারে কি প্রকারে উক্ত সংখ্যক কাগজ ছাপা হইতে পারে। অতএব তাঁহার সে বর্ণনা যে বিষম অশুদ্ধ তাহার আর সন্দেহ কি? আমার হিসাবে চৈনেরা সমস্তদিনে ৭০০ বা ৮০০ কাগজ এক পৃষ্ঠামাত্র ছাপিতে পারে। উল্লিখিত মুদ্রাঙ্কন বহুব্যয়সাধ্য ও তাহাতে বিস্তর সময় আবশ্যক করে, এজন্য তদ্দারা পৃথিবীর বিশেষ উপকার দর্শে নাই। যে মহাত্মা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ এই অদ্ভুত শিল্প বিদ্যাকে মানবজাতির মহোপকারিণী করিয়া তুলিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ রীতিও প্রথমে চীনদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। "ষ্টানিসলাম্‌ জুলিয়েন" নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এবিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, খৃষ্টীয় শকের ১০৪১ অবধি ১০৪৮ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে চীনদেশীয় জনৈককর্ম্মকার দগ্ধ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত কতকগুলি অক্ষর ব্যবহার করিয়াছিল।

কিন্তু ইদানীং ইয়ুরোপে এবিষয়ের নূতন সৃষ্টি হওয়াতে যেরূপ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা

যায় না। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দ অবধি ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ষ্ট্রাসবুর্গ নামক নগরনিবাসী গটেনবুর্গ এবং হায়েরলেম নগরনিবাসী কোস্‌টর এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রাবিদ্যার উদ্ভাবন করেন। কোস্‌টর উল্লিখিত হায়েরলেম নগরের নিকটবর্ত্তী এক বন মধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলেন, সহসা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষের ত্বকে কতকগুলি অক্ষর খুদিয়া তাহা কাগজে মুদ্রিত করিলেন। সামান্য মসীতে মুদ্রিত করিতে গেলে কাগজ আর্দ্র ও অক্ষর সকল অপরিষ্কৃত হয়, ইহা দেখিয়া তিনি এক প্রকার ঘন মসী প্রস্তুত করিলেন, এবং এক এক কাষ্ঠ ফলকে বহুশব্দ একত্র খুদিয়া একেবারে এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে মহোপকারী যন্ত্রদ্বারা ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার এবং সুখ স্বচ্ছন্দ্য সংবর্দ্ধন বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপে দুই এক মনুষ্যের কৌতুকাবেশ হইতে তাহার সূত্রপাত হয়।

গটেনবুর্গ ও কোস্‌টর উভয়েই প্রথমে কাষ্ঠফলকে অক্ষর খুদিয়া মুদ্রিত করিতেন। পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাষ্ঠময় অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। পরিশেষে যখন শেফর নামে এক শিল্পকুশল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তখন এ বিষয়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

বহুকাল পর্য্যন্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই যন্ত্রের নাম "ব্লেউস যন্ত্র।" উইলেম্‌ জসেন ব্লেউস নামক জনৈক বিচক্ষণ শিল্পকুশল ব্যক্তি এমেষ্টার্ডম নগরে কাষ্ঠযন্ত্রের প্রকৃত উন্নতি সাধন করেন. এইজন্য উক্ত যন্ত্র তাঁহার নামেই আখ্যায়িত হইয়াছে। কথিতযন্ত্রের আকৃতি কিরূপ, বোধহয়, সভ্যগণ সকলেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। অতএব এস্থলে এবিষয় বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যূনাধিক ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইল এই মহানগরী কলিকাতার বটতলা নামক স্থানে উক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে যাহা কিছু ছাপিবার প্রয়োজন হইত উক্ত প্রকার যন্ত্রে তৎসমুদয় মুদ্রাঙ্কিত করা হইত। উল্লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র অদ্যাবধি কোন কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ে "প্রুফপ্রেস" স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাতে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। পরে ষ্টান্‌হোপ নামে এক শিল্পনিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করত মুদ্রাকার্য্যের পথ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ঐ যন্ত্র ষ্টান্‌হোপ মুদ্রা-যন্ত্র নামে খ্যাত। তদনন্তর "এলবিয়ন্," "ইম্পিরিয়ল" এবং "কলম্বীয়ন নামক লৌহযন্ত্রের সৃষ্টি" হয়। তন্মধ্যে কলম্বিয়ন অর্থাৎ যাহাকে চিলেপ্রেস কহে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পরিশেষে বিবিধ প্রকার বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যসমাজের যে কতদূর জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সভ্যগণ! আপনারা পৃথিবীর আদীম কাল

হইতে ক্রমান্বয়ে মুদ্রাঙ্কনের কীদৃশ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, তাহা একপ্রকার সংক্ষেপে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতা পদে আরোহণ করিয়াছে; যে ভারতবর্ষ এক সময়ে অতি প্রতাপান্বিত ও গৌরবান্বিত রাজপুরুষদিগের নিবাসভূমি ছিল; যে ভারতবর্ষে মহান মহান জ্ঞানচূড়ামণি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার জ্যোতি অদ্যাবধি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে; সেই ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত ছিল কিনা তদ্বিষয়ে একবার আলোচনা করা যাউক।

সভ্যগণ! আপনারা সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে ভারতের যথাযথ প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা সুকঠিন। কেবল রমায়াণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের ইতিহাস, মনুসংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকে ভারতবর্ষের যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, নচেৎ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আরো দুঃখের বিষয় এই যে এতাদৃশ গ্রন্থ সকল সত্ত্বেও তন্মধ্যে মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদ্ব্যতীত অদ্যাবধি এক খানিও অতি প্রাচীন কালের মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ কাহার ও নয়ন পথে পতিত হয় নাই।

সকলেই পূর্ব্বকার হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের কিরূপে মীসাংসা হইতে পারে। অতএব এই কারণে এরূপ স্থির করিয়াছি যে প্রাচীন ভারতবর্ষ যখন তৎকালে সকল জাতিকে সভ্যতা ও আর আর বিবিধ বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন যে ভারত মধ্যে কোন প্রকার মুদ্রাঙ্কনের সৃষ্টি হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তৎকালে কোন না কোনরূপ মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত ছিল ইহা অনেক কারণেই উপলব্ধি জন্মে। বিশেষতঃ তৎকালে যেরূপ বিদ্যাচর্চ্চা ছিল, যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ সকল বিরচিত হইয়াছিল যাহা অদ্যাবধি আমাদের নয়নপথে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এবং তৎকালের লোকদিগের যেরূপ বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যে তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র করিতে পারেন নাই, কি করেন নাই, ইহা আমার কখনই বিশ্বাস জন্মে না।

ভগ্ন মনোরথ।

"...............Thus with a kiss I die"
Rom. and Jul.

চালায়ে মহান বিশ্ব অচিন্ত্য কৌশলে
ঘুরিছে অনন্ত কাল বেগে অনিবার;
ঘুরিয়া শরদঋতু আসিল ভূতলে
কপালে বিমল শশী জ্বলিছে যাহার।

নামিল সোণার চাকা; রবি তেজোহীন
দাঁড়াইলা ক্ষণ যেন অনিচ্ছুক গমনে;
বসুধার মুখ যেন—এবেরে মলিন,—
ক্ষেপিলা চরম দৃষ্টি সজল নয়নে।

বহিল মলয় বায়ু মন-কুতূহলে
নাচাইয়া পত্রিকারে গেয়ে মৃদুস্বরে :
কুসুমের কাণে কাণে মাগে পরিমলে
বিনিময়ে মধু, মুখ চুম্বি প্রেমাদরে।

কে মোরে কহিবে বল এমর্ত্ত্য ভবনে
পারদ পাহাড় কেন তুলা রাশি প্রায়,
কেমনে বা, ভাসিয়াছে সুনীল গগনে ?—
তুষারে লেপিত কিম্বা, কিবা শোভা পায়:

দেখ ওই বাহিরিল সুর নারিগণ
হেম পথে সায়ন্তন সমীর সেবনে,
শ্বেত রক্ত যবনীতে ঢাকিয়া গগন—
না পড়ে ওরূপ যেন মানব নয়নে।

লোহিত কোমল করে সুরবালাদলে
মেঘের মরাল মালা বিবিধ বরণ
ভাসাইছে নভোদেশে অতি কুতূহলে :
হায়রে শৈশবখেলা সুখের সদন !

সুমেরু সমান কত হেম জলধর
সহসা ঢাকিল আসি পশ্চিম অম্বরে :
সাজায়ে যৌবনমদে যেন কলেবর
হেরে বিম্ব কাদম্বিনী স্বচ্ছ সরোবরে।

হায় নিশি ঈর্ষা করি মসিমাখা হাতে
মুছিল রে ব্যোমচিত্র শোভার ভাণ্ডার !
দূরে গেল পীতপ্রভা শ্বেত রক্ত তাতে ;
প্রকৃতির রূপরাজি রহিল না আর !

ঈশের প্রতিমা নভঃ মেলিয়া নয়ন
চেয়ে আছে স্নেহভরে শুপ্তশিশুগণে ;
বিস্তারি অনিল-হস্ত স্নিগ্ধ বিমোহন
শীতল করিছে শান্তি দানে শ্রান্ত জনে।

এমন সময়ে শশী ভুবনমোহন
দেখাইলা শ্বেতচক্র পূরব আকাশে ;
হাসিল জগৎ সুখে, হাসিল গগন ;
ভুলিল বিহগ তৃষী শশীর সুহাসে !

সুমন্দ শীতল বায়ু সেবিয়া উষায়
ডুবিতেন অনিরুদ্ধ যে ভাব-সাগরে
কেন যে শরদ শশী নিরখি তোমায়
উথলিল সেই ঢেউ আমার অন্তরে ?

দেখিয়াছি কতবার, কহিব কেমনে,
বিমল রজত-কান্তি তব কলেবর,
ষোড়শ সুখেতে কিংবা শোভা মনোহর ?
কভুত এমন ভাব উঠে নাই মনে।

হেরিয়াছি অর্দ্ধচন্দ্র গিরিবর শিরে
শোভিয়াছে, হীরা চূড়া, শিবের যেমতি ;
কিম্বা রৌপ্য থালাখান সাগরের নীরে
খেলিয়াছে দুলিয়াছে ঢেউর সংহতি।

কভু তোমা হেরি নাই হেন মধুময় :
এত হর্ষ, এত হাসি আজ কি কারণ ?
কেনইবা সুধাদানে এতই সদয় ?
আনন্দে মাতিল মোর দেহ প্রাণ মন !

কহ শশী, তুমি কিহে সে সরদ শশী—
উজ্জ্বল জীবন মম যাহার কিরণে—
ফুটালে প্রেমের কলি, মনঃ সরে পশি
বিরাজে যে সৌম্যমূর্ত্তি সে চারু জীবনে ?

মূর্ত্তিমতি সরলতা সম দরশন,
ক্ষীণা, নীল বাসে ঢাকা, মেঘে তব প্রায় :

ভ্রমে যে নয়ন পথে সম অনুক্ষণ,
ছায়াপথে তুমি যথা,—মধুময় কায় !

ভূতলে অতুল সেই ভব-মনোহর,
তরল সোণার বর্ণ বিমল শরীর :
শোণিতে কোমল ত্বক ভেদি সূক্ষ্মতর
পদ্মরাগ আভা যেন হ'তেছে বাহির,
ভেদি যথা প্রভাতের হেম মেঘমালা
প্রকাশে অরুণ ভাতি ভুবনে উজ্জ্বলা !

আহা ক্ষুদ্র মুখখানি কেমন সুন্দর,
নাহি যাহে এক বিন্দু, অতি সুকোমল !
দ্বিগুনিত গৌর কান্তি দোলে রম্যতর
গুটিকত মুক্ত কেশ কপালে বিমল,
মিশায়ে ভ্রূযুগে মন কালিমা আপন
তারাও শৈশব খেলা খেলিছে যেমন !

কিংশুক-লোহিত মৃদু-অধর যুগল :
আবার নয়ন দুটী কেমন চঞ্চল,
লুকায়ে যৌবন যাহে চাহে উঁকি দিয়া—
নাহিক সাহস আজো আসে বাহিরিয়া !
যৌবনের পূর্ব্বক্ষণ বড় মনোহর
প্রভাতে অরুণ যথা নব কলেবর।

ওই যে অসংখ্য তারা তোমারে দেখিয়া—
অপমানে যেন শশী, সজল নয়ন,
অধোমুখে রহিয়াছে ভূমি নিরখিয়া—
জানিবে অবলাকুল গঞ্জিত তেমন।

অথবা কথায় মোর কে করে প্রত্যয় ?
জানিহে প্রেমের চক্ষু সুচারু দূরবীন্
যাতে ক্ষুদ্র তারাটীও বড় অতিশয়
যার কাছে প্রিয় শশী হইবে মলিন !
ধরায় কোথায় বল তাহার উপমা,
রূপের গরিমা সেই প্রেমের প্রতিমা !

তুমি যদি সেই মম হৃদয় রতন
তবে কেন কলঙ্কে অঙ্কিত কলেবর
কেমনেহে কুল লজ্জা দিয়ে বিসর্জ্জন
দেখাইছ সবাকারে দেহ মনোহর ?

হে শশাঙ্ক তব সনে কি কাজ বিবাদে ?
শোভে সে শোভন শশী অন্তর আকাশ,
যে রূপের নব কলি নিরখি বিবাদে
সুখায় শরীর নাকি তব অর্দ্ধ মাস ?

কেবলে সুধাংশু তুমি বড় মধুময়
রসিছ বরষি সুধা বসুধার মন ?
উজলি সুহাস জালে জগত-আলয়
নবীন চকোরে সেকি তোষেনি তেমন ?

কোথাহে কৌমুদ শশী হৃদ নিবাসিনী
ভাসমানা রাজহংসী মানস সরসে
মেঘের হৃদয়ে কিম্বা স্থির সৌদামিনী ?
অথবা এরূপে ডাকি কেমন সাহসে ?

কি কানন কি নগর কি গিরিশিখর
যথা যাই কতবার কতই জতনে
মধু মাখা নাম তব মধুর সুস্বনে
ডাকিয়া বিকল-কণ্ঠ মনঃ-পিকবর।

কতবা বিনতি বাক্য কহিনু পবনে
কহিতে তোমার কাছে এমোর বারতা ;
গেল চলি সমীরণ শুনিলনা কাণে,
শুনিবে বা কেন মেঘ অভাগার কথা ?

হৃদয়ের গূঢ়তম অন্তরে মহান
জ্বলিছে প্রবল শিখা কে করে বারণ ?
কে করে ? কেহকি তার পায় পরিমাণ ?
কে বুঝে প্রেমিক বিনা প্রেম জ্বালাতন।

উগ্র সুরা আর রূপ নয়ন রঞ্জন
মানব হৃদয়ে করে সম ফলোদয় ;
উভয়ে অধীরপ্রায় মানুষের মন
দূরে দৃষ্টি ক্ষেপিতে দুর্ব্বল অতিশয়।

রূপের কুহুকে হেন ভুলেনা যে মন
কেন স্বতঃ তবপানে নিমেষ বিহীন ?
বহিছে দুর্দ্দম বেগে সিকতী জীবন
বিমল প্রেমের স্রোতঃ হৃদয়ে নবীন।

কেন রে অবোধ প্রাণ এতই চপল ?
প্রেমারণ্যে প্রেম অশ্রু ত্যজিলে বিফল ?
প্রেমঝড়ে মহার্ত্তের শুনিয়া রোদন
কঠোর কুরীতি দুর্গ খোলে কি কখন ?

এ নহে সুসভ্য সেই দেশ সুখময়
যার জন্যে কাঁদ সে যে বুঝিবে রোদন ;
কিন্তু সে বুঝিত যদি, জানিবে নিশ্চয়—
সে দেশীয়া হইতে—যাইত গলি মন।

বিষাদ বচন মুম করিতে শ্রবণ
সে করিল সুভগের-প্রতিমা সোণার ?
কে করিল হেন হৈম হৃদয় ভবন
নিবায়ে জ্ঞানের দীপ সতত আঁধার ?

কাহার কঠিন হৃদি গঠিল পাষাণ ?
কে বাঁধিল সে বিহগে পিঞ্জরে লোহার?
উড়িতে অক্ষম আহা ! আকুল পরাণ !
দেশাচার তুই বিনা কেহ নাই আর।

নিরাকারে নিরখিতে মানস নয়ন ;
বিফল হইলে তাহা পাপের ধূলায়,
কেমনে হেরিব সেই অনাদি কারণ
এবিশ্ব আলোক ময় যাহার প্রভায় ?—

সে হেতু হেরিতে তাঁরে যুগল নয়নে
মানবে উদ্বাহ-সূত্র করিছে বন্ধন ;
কিন্তু হায় ! ভারতের দুঃখের কারণে,
একচক্ষু দেশাচার করিল ঘাতন।

বিমল প্রেমেতে বাহি জীবন তরণী
যাইতে সে প্রেমময় সুখের সদন,
যথা হোতে বহিতেছে প্রেমের তটিনী,
বাস যোগ্য করি ভবে—দুখের কানন,

তুষিতে নিকটে বসি দুঃখের সময়ে,—
মুছিতে নয়ন জল সজল নয়নে,
সুখে দুখে সমভাগ নিতে সুহৃদয়ে
মানব আবদ্ধ যেই স্বর্গীয় বন্ধনে—

পাত্রাপাত্র নাজানিয়া দাম্পত্য যোজনে
পিতার কর্ত্তব্য কভু—সাধিত নাহয় ;—
মিলন অবশ্যম্ভাবি জানিলে কেমনে
এতভিন্ন দেখ কবে মানব হৃদয়?

কোথায় প্রণয়—যদি না মিলিল মন ?
কোথায় জীবন-ঐক্য প্রণয় বিহনে ?
অনৈক্য একত্র বাস ঘটে কি কখন ?
ঘটে কি দাম্পত্যভাব বারি হুতাশনে ?

কে কবে পেয়েছে স্বাদ পরের জিহ্বায় ?
কোথা পাবে প্রতিনিধি প্রণয় কারণ ?
কি সাহসে হেন ভাব করিছ গ্রহণ
বিশেষতঃ সন্তানের—কি বলিব হায়।

খেলহে বঙ্গীয় জন স্বেচ্ছা অনুসারে,
যে পর্য্যন্ত নহে লোক বিষতের প্রায়!
পরের আদরে, কহ কে আদরে কারে?
সাজে কি এ খেলা নিতে জীবন সহায়?

যখন এ সব হয় মানসে উদয়—
কত যে অশুভাশঙ্কা—আসে আর যায়!
কিন্তু সে মনের কথা মনে পায় লয়—
সাগরের ঢেউ যথা সাগরে মিশায়।

কে করিল অপবিত্র এহেন বিবাহে
আলিঙ্গি প্রেমের ভ্রমে ভোগ বাসনায়?
কে বহায় অন্যপথে জীবন প্রবাহে
প্রেমের সরল পথ ছাড়িয়া হেলায়?

শিশু বিহারের ক্ষুদ্র লৌহ পাদুকায়
প্রকৃত পদের বৃদ্ধি কে করিল হ্রাস?
সতেজ উন্নতি বীজ চাপিয়া গোড়ায়
ঘটাইল দেশাচার হেন সর্ব্বনাশ!

হে বঙ্গ নিবাসী এই সাজে কি তোমায়—
বালক বালিকা লয়ে হেন ব্যবহার?
স্বেচ্ছামত পরাইছ প্রণয়ের হার
শৈশবে মেয়েটী যথা পুতলী খেলায়।

চোক বেঁধে দুজনারে দেও ভাষাইয়া,
মিলিলে মিলুক নহে কি যাবে তোমার
মেয়ে দিয়ে হাত ধোও, কহ কি ভাবিয়া
কি ফল ফলিবে তাহে ভাবিলেনা আর?

বঙ্গদর্শনের পঞ্চমখণ্ড
ও
উত্তরামচরিত সমালোচনার অভিনয়।

সংস্কৃত ভাষার যতই বিলোপ দশা হইয়া আসিতেছে, ততই এই সকল মহাত্মাদিগের মতও মতের মধ্যে গণ্য হইতেছে, আজ কাল দুই একখানি ইংরাজি পুস্তকের শুদ্ধ নাম করিতে পারিলেই তাহার উপর লোকের আর শ্রদ্ধার সীমা পরিসীমা থাকে না। কিন্তু বোধাবোধের বিষয় কেহই দেখিতে চান না। যে দুপাত ইংরাজী পড়িয়াছে, সে পৃথিবীস্থ সমস্ত ভাষায় এককালে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছে, একথা বলিলে কেহ অবিশ্বাস করিতে চান না, কিন্তু সেই ইংরাজীতেই বা সমালোচকের মত লোক কতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও বিবেচনার স্থল। সমালোচক উত্তররামচরিত যেমন বুঝিয়াছেন, ইংরাজীতেও ত ইঁহার সেইরূপ ব্যুৎপত্তি? ভবভূতির ন্যায় সেক্‌সপিয়ার প্রভৃতি উত্তম উত্তম ইউরোপীয় কবিগণও ত সমালোচকের হস্তে হাবু ডুবু খাইতেছেন? পরিণামে যে ভাষার এরূপ দুর্গতি হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর, যে রত্ন সিংহাসন বিক্রমাদিত্যের বসিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালগতিকে কি বন্য পুলিন্দের বসিবার আসন হইল? কে কি বলিবে? ইচ্ছা স্বাধীন, পুস্তকও সুপ্রাপ্য, সমালোচক ঘরে বসিয়া পুস্তকের প্রতি পত্র

উলটাইতেছেন, ও যেরূপে পারেন আপনার মনকে চিত্রিত করিতেছেন। যদি এই অবৈধ আচরণের জন্য রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ওরূপ ভাবজ্ঞ সমালোচক কারাগারের সর্ব্ব প্রথম আসন অধিকার করিতেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের একটী কৌতুকাবহ গল্প মনে পড়িল, তাহা পাঠকগণের গোচর না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এক গোঁসাই বাংলা হাতে লেখা একখানি ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শিষ্যগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শুনিতেছিল, এক স্থলে "সকল কারণ তুমি তুমি সে কারণ" লেখা আছে, গোঁসাই বুঝিতে না পারিয়া "মকল কাবল ভুসি ভুসি সে কাবল" পড়িলেন। পড়িবামাত্র গোঁসাই-এর দুই চক্ষু দিয়া অবিরতধারে জলধারা পড়িতে লাগিল, শিষ্যগণের অর্থবোধ হইল না, কাযেই উঁহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, প্রভু! কাঁদিতেছেন কেন? কে উত্তর দেয়! প্রভু কেঁদেই অস্থির। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে বল্লেন, বাপুহে! কি বলিব, এমন ভাব কখন দেখি নাই।

শিষ্য। যদি কৃপা হয় ত অমধদিগকে বুঝাইয়া দিন।

গোঁসাই। বাপুহে! কি আর বল্ব, একটী ওলের কোঁড়া!

আমাদের সমালোচক মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ, নিজে কিছুই বুঝিতে পারেন না, অথচ কেঁদেই অস্থির।

সমালোচক মহাশয় পঞ্চম খণ্ডের সমালোচনে উত্তর চরিতের এক স্থলের অর্থ করিয়াছেন।

" অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে। আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া কাতর্য্যাদরবিন্দ কুটমলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।" (১)

"সীতা গোদাবরী সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন।"

পাঠকগণ সমালোচকের ভাবুকতা দেখুন, অর্থ করিতেছেন "পদ্ম কলিকাতুল্য অঙ্গুলি দ্বারা" কি সুন্দর উপমা (মূলে অঙ্গুলির নাম গন্ধ নাই) কবিবর নিজের ভাবুকতা দেখাইতে গিয়া অঙ্গুলির আরোপ করিয়াছেন। পরিণামে ভবভূতির যে এমন সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর, একি দন্ত দ্বারা স্বর্ণময় হার চর্ব্বণের ন্যায় হয় নাই? পদ্মের কলিকার মত যদি কোন কামিনীর অঙ্গুলি হয়,

(১) সীতা যে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইটী পদ্ম কলিকা তুল্য। দুইটী হস্তে অঞ্জলিবদ্ধ করিলে পদ্মকলিকার অনুরূপ দেখায়। কবি সেই জন্যই ঐরূপ উপমা দিয়াছেন।

তাহা হইলে দেখিতে কিরূপ ভয়ঙ্কর দেখায়, ভাবুকবর বোধ হয় সীতাকে অধিক রূপবতী করিবার মানসে আপনার প্রণয়িণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই অঙ্গুলির আকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "না বুঝিতে পারাও বুদ্ধির কর্ম্ম" কিন্তু আমাদের সমালোচকের তাহাও নাই। বোঝা না বোঝা উভয়ই সমান।

২। লব লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রকেতু যুদ্ধার্থ তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি চন্দ্রকেতুর অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থলে,

"স্তনযিত্নুরবাদিভাবলীনামবমর্দ্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।"

" যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহশিশুও হস্তি বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ!"

পাঠক ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলেন? যদি ঠিক অর্থ করাই উদ্দেশ্য, ভাবার্থ লিখিবার আবশ্যক নাই, এরূপ হয়? তাহা হইলে দৃপ্ত সিংহশিশুও এরূপ লিখিবার আবশ্যক কি? সিংহশিশুও, "ও" টীত মূলে নাই, সমালোচক কোথায় পাইলেন? "ও" টী দিয়াই ঐ বাক্যটীর অর্থ ছার খার করিয়াছেন, "ও" শব্দটী থাকাতে এইরূপ বোধ হয় যে, সিংহত মেঘের শব্দে হস্তী পরিত্যাগ করেই থাকে, সিংহশিশুও বালক হইয়া সেইরূপ করে। এখানে যদি ওরূপ ভাবের আভাষমাত্রও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও ভবভূতির মস্তকে বজ্রাঘাত করা হয়। (২)

"পাতালোদর কুঞ্জপুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈরুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিসজ্যোতির্জ্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ। কল্পাক্ষেপকঠোর ভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে মীলন্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব।" (৩)

অর্থ, 'পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতিবিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্র গুলির দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

'পাতালভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে' ইহার অর্থ কি? পাতালে সূর্য্যের আলোক প্রবিষ্ট হয় না, কাযেই পাতালতল গাঢ়তমসাচ্ছন্ন তাহাতে কুঞ্জের মধ্য ও বাহির কি? অন্ধের নিকট দিবারাত্রির তারতম্য কি? "উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতিবি-

(২) দৃপ্ত সিংহশাবক মেঘশব্দে হস্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম হইতে সেই মেঘের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হয়, সেই রূপ।

(৩) পাতালোদররূপ কুঞ্জে একত্রিত অন্ধকার তুল্য শ্যামবর্ণ, অথচ গলিত অতএব প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত দীপ্তি বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্র সকল প্রলয় কালীন কঠোরভয়ঙ্কর বায়ুচালিত এবং রাশীকৃত মেঘ বিদ্যুৎ প্রদ্যোতিত পূর্ণ কুহরবিশিষ্ট বিন্ধ্যাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় নভোমণ্ডলে আকীর্ণ হইয়াছে।

শিষ্ট” অর্থ কি বুঝিতে পারিলাম না, যদি বৎ অর্থ ন্যায় হয়, তাহা হইলে পিত্তলের পিঙ্গলের ন্যায়, জ্যোতিবিশিষ্ট জলদ্দীপ্তি কোথায় ? আর কাহার সহিতই বা অর্থ হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই এই স্থলটী একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, সমালোচক কি বাতুলের ন্যায় বকিতেছেন। “বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে” সামান্য মানব বুদ্ধির অগম্য, মূলে কি, অর্থে কি ? কিছুই ত বুঝা যায় না, অথচ সমালোচক ভাবে গদগদ।

এই পঞ্চম খণ্ডে উত্তররাম চরিতের অতি অল্প অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, এই জন্য অভাবেই আমাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইল। এক্ষণে সমালোচকের মতামত সম্পর্কে দুই একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বোধ হইতেছে। কারণ এই বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া একখানি মূর্খতার নৌকা গর্ব্বের পাইল উড়াইয়া চলিয়া যাইবে অথচ নৌকার মাথায় “এই দেখ” বলিয়া যে স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকিবে, ইহা কোন মতেই সহ্য হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই বাতুলতা বলিয়া উহাতে হাসিতে পারেন, কিন্তু যাহাদিগের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগের অন্তরে কেন মরুভূমির প্রতি সমুদ্রজ্ঞান সঞ্জাত হয় ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, “নাটকে প্রকাণ্ড২ সমস্ত পদ দূষণীয়,” (কিন্তু সমালোচক যেরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ কথাটি তুলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা বিদ্বেষ বুদ্ধিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। নচেৎ ওরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত না।) যাহাহউক, অভিনয়কালে যাহা একবারের অধিক দুইবার উচ্চারিত হইবে না, তাহার অর্থবোধের জন্য কাগজ কলম ও ব্যাকরণ খুলিয়া বসা কিরূপে সম্ভবে? রেলওয়ের শকটমালা বেগে চলিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে অভীষ্ট ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যদি কঠিন না হয়, তাহা হইলে সমালোচকের মত কতক অংশে গ্রাহ্য হইতে পারে। ভাল, সমস্ত পদগুলি সুন্দরভাবেই পূর্ণ, স্বীকার করিলাম, কিন্তু এক জন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেখাইবার জন্য আড়ম্বরশালী রেলওয়ের আবির্ভাবে আবশ্যক কি? কৃতবিদ্য সমালোচক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মূর্খরূপে প্রতিপন্ন ও আপনাকে পণ্ডিত রূপে দেখাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু প্রথম এইটিই বিবেচ্য, যে সংস্কৃত সমালোচন বিষয়ে কোন্ মূর্খ ঐ রূপ আত্মশ্লাঘী বর্ণজ্ঞান হীন ধৃষ্টের কথা গ্রাহ্য করিবে,যাহার মর্ত্ত্যলোকে অবতারণা কেবল ভাঁড়ামির জন্য, সে যদি নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দিতে আইসে, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে কি ফল ফলিতে পারে ?

আমরা সমালোচককে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে কয়টী সমস্ত পদের উল্লেখ করিয়া দাপটে সুমেরুর শৃঙ্গ অবধি কম্পিত করিয়াছেন, সেই কয়টীর নিজে অর্থসঙ্গতি করিতে পারিয়াছেন ? কখনই না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি কখনই না। পেঁড়োর মন্দির কখন দূরবীক্ষণ লক্ষ্য ক্ষুদ্রতম

পরমাণুদ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে না। এক ফুট অপেক্ষা বৃহৎ ইষ্টকই উহার উপকরণ। ভাল জিজ্ঞাসা করি,কি জন্য উনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন? "আমি কেমন বাহবা লেখা পড়া শিখিয়াছি, তোমরা দেখ।" এই জন্য? এটী উহাঁর বুদ্ধির অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে।

সমালোচকের লেখার ভাব দৃষ্টে বোধ হইতেছে ইহাঁর আবার রত্নাবলীও (বোধ হয় বাঙ্গালা) পড়া হইয়াছে। যাহা হউক, সমালোচক যে স্থলে সমস্ত পদ লইয়া লাফালাফি করিতেছেন, সেই স্থলের কিয়দংশ তুলিয়া আমরা পাঠকের সম্মুখে দিতেছি, ভাল মন্দ উহাঁরাই বিবেচনা করিবেন।

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাস ঘটিত রচনা আছে, যে তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।' ভবভূতির অসাধারণ! দোষ নির্ব্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভক মধ্যে ঐ রূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটী উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টিঃ;—

"অবিরলললিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্ততিঃঅমরতরুতরুণমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি;—

"উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালাসম্ভারভৈরবো ভগবান্ উষর্ব্বুধঃ"

পুনশ্চ, বারুণাস্ত্র সৃষ্ট মেঘ;—

"অবিরলবিলোলধুম্মন্তবিজ্জুল্লদাবিলাসমণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।"

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা;—

"প্রবলবাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্ একবারবিশ্বগ্রসনবিকচবিকরালকালকণ্ঠকন্দরবিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ব্বদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে।"

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনার দোষ মধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থ বোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা যে বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেন, ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়।(৪) এ সকল কথা স্বীকার করিয়াও আমরা বরং উত্তরচরিতের অনেক সরলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি এই সমাস গুলিন ত্যাগ করিতে পারি না। কেন পারি না? যিনি এ কথায় উত্তর জানিতে চাহেন, তিনি এই সমাস গুলিন ত্যাগ করিয়া সরল পদে তন্নিবিষ্ট ভাব

(৪) সন্নিসীঠাকুরের রাগটুকুও আছে সুখ টুকুও আছে।

ব্যক্ত করিতে যত্ন করুন। দেখুন, কয় পৃষ্ঠা লাগে। দেখুন, তাহাতে রসের হানি হয় কি না। (১) যদি হয়, তবে ভবভূতির দীর্ঘ সমাস নিন্দনীয় নহে। ভবভূতির এই কয় সমাসের মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি আছে, রত্নাবলী নাটকের একটি সমগ্র অঙ্ক মধ্যে তাহা আছে কি না, সন্দেহ।"

পাঠক ঐ ধৃষ্ট সমালোচকের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য আমরা এস্থলে রত্নাবলীরও কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম. উত্তর চরিতের ঐ কয়টী সমস্ত পদ ও রত্নাবলীর এই কয়টী স্থল পাঠ করিয়া দেখুন, হৃদয় কিসে আর্দ্র হয়?

সাগ। তা অহংপি ইমেহিং কুসুমেহিং ইহ ট্ঠিদা জ্জেব্ব ভঅবন্তং কুসুমাউহং পূঅইস্সং। ইতি কুসুমানি প্রক্ষিপতি। নমো দে ভঅবং কুসুমাউহ, সুভদংসণো মে ভবিস্সসি. দিট্ঠং জং দট্ঠব্বং; অমোঘদংসণো মে ভবিস্সসি। ইতি প্রণমতি। অচ্চরীঅং! দিট্ঠোবি, পুণো পেক্খিদব্বো, তা জাব ণ কোবি মং পেক্খদি দাব জ্জেব্ব গমিস্সং।

উদয়গিরিতটান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্নিশানাথম্। পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী।

সাগ। হিঅঅ! পসীদ, পসীদ, কিং ইমিণা আআসমেত্তফলেণ দুল্লহজণপ্পত্থণাণুবন্ধেণ। অন্যঞ্চ। জেণ এব্ব দিট্ঠেণ দে ঈদিসো সন্তাবো ণং বট্টদি, তং জ্জেব্ব পেক্খিদুং অহিলসসিত্তি? অহো দে মূঢ়দা। অই ণিসংস হিঅঅ! জম্মদো পহুদি সহ সংবড্ডিঅং ইমং জনং পরিচ্চইঅ, ক্খণমেত্তদংসণপরিচিদং জণং অণুগচ্ছন্তো ণ লজ্জেসি? অহবা কো তুহ দোসো, অণংগসরপড়ণভীদেন তুএ এব্বং অজ্জ ব্যবসিদং। ভোদু দাব, অণংগং উবালহিস্সং। সামর্ষম্। ভঅবং কুসুমাউহ! ণিজ্জিদসঅলসুরাসুরো ভবিঅ, ইত্থিআজণং পহরন্তো কধং ণ লজ্জেসি?। অহবা অণংগো সি। সব্বথা মম মন্দভাইণীএ ইমিণা দুন্নিমিত্তেণ মরণং জ্জেব্ব উবট্ঠিদং। তা জাব ইহ ণ কোপি আঅচ্ছদি, দাব আলেক্খসমপ্পিদং তং অভিমদং জণং পেক্খিঅ, জহা সমাহিদং তহা করিস্সং। সাবষ্টম্ভমেকমনা ভূত্বা নাট্যেন ফলকং গৃহীত্বা নিশ্বস্য। জইবি মে অদিসদ্ধসেণ বেবদি অঅং অতিমেত্তং অগ্গহত্তো, তহপি তস্স জণস্স অণ্ণো দংসণোবাঅো ণত্থিত্তি, তা জহা তহা আলিহিঅ ণং পেক্খিস্সং।

সাগ। সহি! অবণেহি ইমাইং ণলিণীপত্তাইং মুণালবলআইং অ; অলং এদিণা, কীস অআরণে অন্তাণং আআসেসি ণং ভণামি।

দুল্লহজণঅণুরাঅো; লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।

পিঅসহি! বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং।

"(১) সেই আশঙ্কায় আমরা এই কয়েকটী পদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, অন্যের কৃত অনুবাদও গ্রহণ করি নাই।" পারি না বলিয়া নয়।

হ্রিয়া সর্ব্বস্যাগ্রে নয়তি বিদিতাস্মীতি বদনম্
দ্বয়োর্দৃষ্ট্বালাপং কলয়তি কথামাত্মবিষয়াম্
সখীষু স্মেরাসু প্রকটয়তি বৈলক্ষ্যমধিকম্
প্রিয়া প্রায়েণান্তে হৃদয়নিহিতাতঙ্কবিধুরা।

সন্ধ্যা কৃষ্টাবশিষ্টস্বকযরপরিকরৈঃ
স্পৃষ্ট হেমারপংক্তি
ব্যাকৃষ্যাবস্থিতোস্তক্ষিতিভূতি
নয়তীবৈষ দিক্‌চক্রমর্কঃ॥
অধ্বানং নৈকচক্রঃ প্রভবতি
ভুবনভ্রান্তিদীর্ঘং বিলঙ্ঘ্য
প্রাতঃ প্রাপ্তুং রথো মে পুন-
রিতি মনসি ন্যস্তচিন্তাতিভারঃ।
যাতোঽস্মি পদ্মবদনে সময়ো মমৈষ
সুপ্তা ময়ৈব ভবতী প্রতিবোধনীয়া।
প্রত্যায়নাময়মিতীব সরোরুহিণ্যাঃ
সূর্য্যোঽস্তমস্তকনিবিষ্টকরঃ করোতি।

আরুহ্য শৈলশিখরং
ত্বদ্বদনাপহৃতকান্তিসর্ব্বস্বঃ।
প্রতিকর্ত্তুমিবোর্দ্ধকরঃ স্থিতঃ
পুরস্তান্নিশানাথঃ।

সাগ। উপস্থত্য। তা জাব ইমাএ মাহ-বীলদাএ পাসং বিরইঅ ইহ জ্জেব্ব অসো-অপাদবে অপ্‌পাণঅং উব্বন্ধিঅ, বাবা-দেমি। ইতি লতাপাশং রচয়ন্তী। হা তাদ! হা অম্ব! এসা দাণিং অহং অণাধা, অসরণা, বিবজ্জামি মন্দভাইণী।

সুসং। সকরুণম্ নিশ্বস্য। হা পিঅসহি সাঅরিএ! হা লজ্জলএ! হা সহীগণবচ্ছলে হা উদারসীলে! হা সোম্মদংসণে! কহিং গদা দাণিং তুমং মএ পেক্‌খিদব্বা। ইতি রোদিতি। ঊর্দ্ধমবলোক্য নিশ্বস্য চ। হংহো দেব্বহদঅ! অকরুণ! অসামণ্ণরূঅসোহা তাদিসী তুএ জই ণিম্মিদা, তা কীস উণ ঈদিসং অবথন্তরং পাবিদা। ইয়ঞ্চ রঅণ-মালাবি, জীবিদণিরাসাএ তাএ, কস্মবি বহ্মণস্স হত্থে পড়িবাদেস্সুত্তি ভণিঅ, মম হত্থে সমপ্‌পিদা; তা জাব বহ্মণং অণ্ণে-সামি। নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য। অএ কহং এসো ক্‌খু বহ্মণো বসন্তও ইধ জ্জেব্ব আঅচ্ছদ্দি; তা ইমস্সিং এব্ব পড়িবাদেমি।

বিদূ। গৃহীত্বা, নিরূপ্য সবিস্ময়ম্। ভোদি! কুদো উণ ইদিসস্স অলঙ্কারস্স সমাগমো?।

সুসং। অজ্জ! মএবি কোদূহলেণ পুচ্ছিদং জ্জেব্ব।

বিদূ। তদো তাএ কিং ভণিদং?

সুসং। তদো সা উদ্ধং পেক্‌খিঅ, দীহং ণিস্সসিঅ, সুসঙ্গদে কিং দাণিং তুহ ইমাএ কধাএত্তি ভণিঅ, রোইদুং পউত্তা।

রত্নাবলি! উদয়নের জীবনসর্ব্বস্বে সাগরিকে! পরিণামে কি তোমার এই দশা ঘটিল? নলগেহিণী দময়ন্তী অব-শেষে কি ব্যাধের হস্তে পতিত হই-লেন! কি স্বদেশে কি বিদেশে এত কাল যে তুমি সকলের যারপরনাই আদরের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে, সেই তোমার কি এই অবস্থা ঘটিল? যে একেবারের জন্যও তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, সেই আপ-নাকে ধন্য বলিয়া মানিয়াছে, সেই তুমি আজ কাহার করে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, জানি-

তেছ না। তোমার কোমল অঙ্গ লৌহ নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া “বঙ্গদর্শনের” সমালোচক তোমার পৃষ্ঠে কঠিন বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে বঙ্গসমাজ! তোমরা ঐ মহাত্মাকে ক্ষান্ত হইতে বল, রত্নাবলীর এ দুর্দ্দশা আর চক্ষে দেখা যায় না।

প্রাপ্ত

কার্ডিনেল উলজি।

উপরোক্ত মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত পাঠে যেরূপ প্রীতি ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ আর কোন জাতীর কোন ব্যক্তির জীবনচরিত বা পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উলজি যেমন নীচ বংশোদ্ভব কিন্তু সময়ানুক্রমে তেমনি উচ্চ পদাভিষিক্ত এবং আবার কালের কুটীল গতিতে পক্ষান্তরে ততোধিক দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিলেন। যখন তিনি পৃথিবীর একটী সুসভ্য বুদ্ধিমান স্বাধীন জাতির শাসন ভার স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কত শত বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী ভূপালেরা যে তাঁহাকে সম্যকরূপে কতদূর প্রশংসা করিতেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কার্ডিনেল উলজির জীবন ইতিবৃত্ত পাঠে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায় যে জগতের সম্মান, সুখ্যাতি ও প্রশংসা কোন একটী ভীষণ প্রবাহিত তরঙ্গিনীর বালুকা বাঁধের ন্যায়, এ সকল জানিয়াও অজ্ঞ লোকেরা মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করে, উহাই অত্যাশ্চর্য্য।

উলজি ১৪ ৭১ খ্রীষ্টাব্দে উলউইচ নামক স্থানে কোন একটী সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না; কিন্তু উলজি শৈশবাবস্থাতেই অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিমত্তার‌ও তীক্ষ্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করায় তাঁহার পিতা তাঁহার শিক্ষার বিষয়ে সমধিক যত্নবান হয়েন। অনন্তর উলজি স্বীয় বিদ্যার প্রভাবে ডরসেটের মারকুইসের নিকট পরিচিত হইলে তিনি তাঁহাকে নিজ বাটীর শিক্ষকের পদে নযুক্ত করেন। এইরূপে উলজি অনেক-সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত পরিচিত হইলে তখনকার ইংলণ্ডের সম্রাট্ সপ্তম হেনরির অনুকম্পায় তাঁহার প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। হেনরি উলজির দক্ষতার সহকার্য্যকলাপ সমাধা সন্দর্শনে কি পর্য্যন্ত যে আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তিনিই বিশেষরূপে জানিতেন। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় অনুতাপের বিষয় এই যে, ঐ নগরের রাজ কারগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন, সুতরাং উলজির সুপ্রসন্ন ভাগ্য (ভাগ্যং ফলতি) কিছু কালের জন্য পশ্চানুমার্গে ধাবিত হইল।

কিছু দিন অন্তে ফক্স নামক উইনচেস-টারের বিসাপ (ধর্ম্মাধ্যক্ষ) দ্বারা উলজি রাজকুমারের নিকট পরিচিত হইলেন। অষ্টম হেনরি সরের “আর্লকে” সাতিশয় অনুগ্রহ করিতেন, ফকস তাহা ভাল বাসিতেন না, সুতরাং তিনি বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া সরের “অর্লের” সমুদায় কার্য্য ভার উলজির উপর ন্যস্ত করিতে পরামর্শ দিলেন।

আহ্লাদের বিষয় এই যে ইহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উলজি স্বাভাবিক আগ্রহাতিশয় সহকারে ভূপতিকে এমন সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে, বিসাপ পরে উলজির প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন কারণ—ফকস কখন কুত্রাপি আশা করেননাই, এমন ঘটনা সকল উলজির দ্বারা সংঘটিত হইবে।

উলজি ক্রমশঃ সম্রাটের সাতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং রাজার সমভিব্যাহারে অনুক্ষণ কাল হরণ করিতেন। যে সময় কোন কর্ম্মকায না থাকিত উলজি নানা-বিধ উপহাসজনক গল্প ও আমোদজনক ক্রীড়ায় ভূপতির মনোরঞ্জন করিতেন। ক্রমান্বয়ে অষ্টম হেনরি উলজির প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাকে সভাসদের পদ হইতে একেবারেই সচি-বের পদে নিযুক্ত করেন। বস্তুতঃ উলজি যদিও একজন প্রসিদ্ধ সুরসিক ছিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য সমগ্ররূপে বুঝিতেন, সুতরাং দিন দিন রাজার সমধিক প্রণয়ভাজন হইতে লাগিলেন।

উলজি লিনকনের ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করতঃ ইউরোপের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি ডরহেম, উইনচেষ্টর ও ইউরোপের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া পড়িলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে উলজি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়াতেই 'পোপ' তাঁহাকে 'কার্ডিনেলের' উপাধি প্রদান করিলেন। তৎকালে উলজির যেরূপ সম্মান ও গৌরব দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এমত আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। প্রায় অষ্টশত লোক তাঁহার পারিষদ ও সম-ভিব্যাহারী ছিল, ইহার মধ্যে অনেকেই নাইট উপাধি ধারী ইংলণ্ডের ভদ্রলোক। তাঁহারা উলজির পরিবারের মধ্যে সন্তান সন্ততীবৃন্দকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য প্রেরণ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা মনে করিতেন যে বিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত উলজির পরি-জনবর্গের সহবাস অত্যুৎকৃষ্ট। উলজি স্বভাবতঃ এমন দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন যে তিনি বড়লোকদিগের সন্তান অপেক্ষা মধ্যবিত্ত লোকদিগের সন্তানের বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিতেন এবং কার্য্যেও তাহা পরিণত হইয়াছিল। ইংরাজদিগের মধ্যে স্বর্ণের ও রৌপ্যের ব্যবহার উলজির সময় হইতে প্রারম্ভহয় এরূপ জনশ্রুতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। তিনি কেবল তাঁহার পরিধেয়ে উপরোক্ত ধাতু সকল ব্যবহার করিতেন না, তাঁহার অশ্ব সজ্জায়ও স্বর্ণ ও রৌপ্যে সুসজ্জিত ও শোভিত করা হইত। তিনি যখন বায়ু-সেবনার্থে রাজপথে বাহির হইতেন তখন এক জন দীর্ঘকায় যাজক রৌপ্যের "ক্রুশ" লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিত। বর্ণিত সজ্জা অপেক্ষা তিনি আরো অনেকানেক বাবুগিরি সম্ভোগ করিয়াছেন, ইংরাজী পুস্তকাদি পাঠে এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

উলজির ক্ষতি ও উপভোগ এই স্থানেই নিঃশেষিত হয় নাই। উলজির এবম্বিধ প্রাধান্য অবলোকনে তাঁহার সহযোগীরাও

বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া অনেকে রাজসভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ নরফোকের ডিউক, ও সফোকের আর্ল প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা ক্রোধান্ধ হইয়া রাজভবনে আগমন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ব, 'অসীম ক্ষমতা, বিশ্বাস এবং অনিবার্য্য, গৌরব কেবল যে ইংলণ্ডময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল এরূপ নহে, ইউরোপের অন্যান্য নরপতিরাও তাঁহার যথোচিত প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিতেন। কার্ডিনেল যদিও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন, কিন্তু তিনি আপন মুখে এরূপ প্রকাশ করিতেন যে হেনরি তাঁহা অপেক্ষাও চতুর ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা।

অনেকে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ বর্ণন করেন, ভারতবর্ষে যে কত বিভিন্ন প্রকার আচার, ব্যবহার, রীতি, পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ বহু-প্রকৃতিময় দেশে যে বহুপ্রকার ভাষার প্রচলন হইবে বলা বাহুল্য। বঙ্গীয়, ঔৎকলিক, প্রাগ্‌জ্যোতিষীয়, বৈহারিক, পঞ্জাবীয়, সৈন্ধবীয়, কাশ্মীরীয়, মহারাষ্ট্রীয় পৌর্ব্বোপকূলিক প্রভৃতি অনেক প্রকার ভাষা অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সংস্কৃতকেই ভারতবর্ষীয় সমুদয় ভাষার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ভারতবর্ষীয় সমুদয় ভাষারই ভাব, তাৎপর্য্য ও অলঙ্কার কৌশল এবং পদ-যোজনার প্রণালী বিভক্তি প্রয়োগপদ্ধতি সমুদয়ই প্রায় সংস্কৃতানুযায়ী, বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃতের এত নিকট সম্বন্ধ যে বিভক্তির রূপ ভেদ ব্যতীত পরস্পর কিছুই বিভিন্নতা নাই। কোন কোন স্থলে অতি দীর্ঘ বাক্যে কেবল অনুস্বর কি বিসর্গের বিভিন্নতা মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, "নবীন দূর্ব্বাদলপূর্ণ দেশে" এই বাক্যটী হ্রস্ব দীর্ঘানুযায়িনী আবৃত্তি দ্বারা সংস্কৃত হইবে, অন্যথা বাঙ্গালা বলিয়া সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন, "সখে পুণ্ডরীক" এই বাক্যটিতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কোন বিভেদ নাই।

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ জানেন তাঁহারা কিঞ্চিদভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই অনায়াসে অনেকদূর প্রাঞ্জল সংস্কৃত বুঝিতে পারেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত, তাহার সহিত সংস্কৃতের অতি অল্পই সংস্রব ছিল, ইদানীং ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের নিকটবর্ত্তিনী হইতে চলিয়াছে প্রাগ্‌জ্যোতিষীয় (আসামী) ও ঔৎকলিক (উড়ে ভাষা) বাঙ্গালা হইতে অধিক বিভিন্ন নহে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই তিন দেশের এক ভাষা হইতে পারে।

হিন্দী ভাষা প্রদেশ বিশেষে কিঞ্চিদংশে বিসদৃশ হইলেও মূলতঃ পৃথক নহে। আর্য্যাবর্ত্তে প্রায় সমুদয় স্থলেই

হিন্দীর প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে নানাপ্রকার কথ্য ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সাধারণ ভাবে হিন্দী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দী অনেক আরবী ও পারশী শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া "উর্দ্দু" এই নাম ধারণ করিয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে উর্দ্দু দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে, ইংরাজেরাও অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিচারালয় প্রভৃতিতে ইহা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছিলেন। উর্দ্দুতে বিদেশীয় ভাবাদি সমাবেশিত থাকিলেও বহুকালের ব্যবহারে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট তাহা ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বোধ হয় না, যাহা হউক উর্দ্দু ও হিন্দীকে, আমরা এক ভাষা বলিয়া বর্ণন করিতেছি, বস্তুতঃ অতি অল্পমাত্র বিভিন্নতায় পৃথক্ নাম দেওয়া বিধেয় নহে, বর্ণিত উভয় ভাষা "হিন্দী" নামে অভিহিত হইল।

সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যা ও বেহারের কিয়দংশে সাধারণ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। বঙ্গভাষা হিন্দীর ন্যায় অধিক পরিধিব্যাপিনী না হইলেও সংস্কৃতের সাহায্যে ভারতবর্ষের সমুদয় উপভাষা হইতে শোধিত, পরিমার্জ্জিত ও বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কৃত, হিন্দী, ও বাঙ্গালা, ভারতবর্ষীয় এই প্রধান ভাষাত্রয়ের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা অনেকের মতে এই ভাষা পৃথিবীর সমুদয় ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সংস্কৃত ভাষা, বৈদিক, পৌরাণিক, কাব্যময়, এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বৈদিক সংস্কৃত আধুনিক কাব্যময় সংস্কৃতের সহিত অনেকাংশে বিসদৃশ, এমন কি সহসা এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। নিতান্ত অপ্রচলিত, দুর্ব্বোধ্য ও অব্যবহার্য্য বলিয়া তৎ সমালোচনা পরিত্যক্ত হইল।

পৌরাণিক সংস্কৃত অনেকাংশে প্রাঞ্জল ও বঙ্গভাষার অনেক সদৃশ, মনুর রচনাই এই পৌরাণিক প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ। অভিনিবেশপুর্ব্বক মনুর রচনা-সমালোচন অনুধাবন করিলে, বৈদিক সংস্কৃতের কিয়দংশে সদৃশ বলিয়া অনুমিত হইবে। সমুদয় পুরাণ "ব্যাস" প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ সকলের রচনার বিসদৃশতা, ভাবের বিভিন্নতা, ও সময়ের অসামঞ্জস্যতা দৃষ্টে এক লেখনী মুখ নিঃসৃত বলিয়া কোন রূপেই অনুমিত হইবার নহে। "রামায়ণ" মহাভারতাদি অপেক্ষা অনেক পুরাতন বলিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনে দৃঢ় সংস্কার আছে, কিন্তু "হুইলার" সাহেব রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক গুলি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, বস্তুতঃ অনেক অংশে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবিষয় মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, যাহা হউক মহাভারতের রচনা যে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, তন্ত্র, স্মৃতি

প্রভৃতির আদর্শ স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই প্রণালীতেই অধিকাংশ সংস্কৃত বিজ্ঞানাদি প্রণীত হইয়াছে।

রামায়ণ যদিও কাব্য হউক, কিন্তু ইহার রচনাপ্রণালী পৌরাণিকী। কাব্যময় সংস্কৃত কাহার কর্ত্তৃক প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহার কোন নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই।

কবিকুলচূড়ামণি—কালিদাসকেই আমরা এতদ্রীতি প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করি, কালিদাস প্রথম কোন্ পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহার নিশ্চয় নাই, "মেঘদূত" ভিন্ন সমুদয় প্রণীত কাব্যই একরূপ প্রাঞ্জল পুরাণের কিঞ্চিৎ সদৃশ। অনেক পুরাণ অতি আধুনিক, অনেক কালিদাসের কাব্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। "পদ্মপুরাণ" যে "রঘুবংশ" দৃষ্টে রচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "শিবপুরাণ" অংশতঃ "কুমারসম্ভবের" অনুকৃত, অনেকগুলি পুরাণ ও তন্ত্র কতিপয় কাব্যের পরে প্রণীত হইলেও তাহার বিরচন-রীতি কাব্য অপেক্ষা অনেক পুরাতন। "ভবভূতি" কালিদাসের অনেক পরে কাব্য প্রণয়ন করেন, তাঁহার রচনাপ্রণালী কিঞ্চিৎ প্রগাঢ় ও তেজস্বিতাসম্পন্ন। "ভারবির" রচনা উহা অপেক্ষাও প্রগাঢ় দুর্ব্বোধ্য। "মাঘ" ইঁহাদের অপেক্ষা জটিলরূপে সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন। "নৈষধকার" শ্রীহর্ষপণ্ডিত মাঘ অপেক্ষাও অধিকাংশ স্থলে ভাষাগত জটিলতা ব্যবহার করিয়াছেন, "কাদম্বরী," "দশকুমারচরিত" ও "বাসবদত্তার" রচনাও প্রাঞ্জল নহে, বিশেষসমালোচনা করিয়াদেখা যায় সংস্কৃত ভাষা ক্রমে অসরল হইয়া আসিয়াছে, ইদানীন্তন লোকেরা যে সংস্কৃত শ্লোক কিম্বা গদ্য রচনা করেন, তাহা নিতান্ত কর্কশ ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে ইহা কোনরূপেই ভারতবর্ষের সাধারণভাষা হইতে পারেনা, আর্য্যরাজাদিগের সময়ে সংস্কৃত ভাষাদ্বারা রাজকার্য্য ও দেবকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, অদ্যাপিও ভারতবর্ষীয়েরা সমুদয় দেবকার্য্যে সংস্কৃত ব্যবহার করিয়া থাকেন, দেব-স্তোত্রাদির অর্থগ্রহ হউক আর নাই হউক, সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার না করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবার নহে। "এখানে এস" স্থলে "ইহাগচ্ছ" বলিতে হইবে। "গ্রহণকর" স্থলে "গৃহাণ" না বলিলে দেবতা কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার নয়, এরূপ সংস্কার অদ্যাপি ভারতবাসীদিগের অন্তঃকরণে দৃঢ় নিবদ্ধ আছে। অনেক কাল ভারতবর্ষে সংস্কৃত দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে, আবেদন, নিষ্পত্তি ও নানারূপ লেখ্য আজ্ঞা নিয়োগ পত্র এবং চরমলেখ প্রভৃতি সংস্কৃত দ্বারা লিখিত হইত। এই নিমিত্তেই বোধহয় এত বিপ্লবেও সংস্কৃত দীপ এককালে নির্ব্বাপিত হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃত কোন কালেই জন-সাধারণের কথ্যভাষা ছিলনা, তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। বিশেষতঃ "সংস্কৃত" এইনাম দ্বারাই এতৎ পোষকতায় যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। যাহাহউক ইদানীং কাব্যে যেরূপ সংস্কৃত ব্যবহৃত

হইয়া থাকে এরূপ সংস্কৃত কোনরূপেই রাজকার্য্যের উপযোগী নহে, পূর্ব্বে অতি প্রাঞ্জল পৌরাণিকী রীতির সংস্কৃত রাজকার্য্যে নিযোজিত হইত।

মুসলমানদিগের রাজত্ব কাল হইতেই হিন্দী ভাষার বিশেষরূপে প্রচলন আরম্ভ হয়, ক্রমে ক্রমে বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া রাজণ্যগণের শ্রদ্ধা ভাজন হইয়া উঠে। হিন্দীভাষায় পূর্ব্বে কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিলনা। আকবর বাদসাহের উৎসাহে অনেক পুস্তক পারশী ও সংস্কৃত হইতে হিন্দীতে অনুবাদিত হয় "আইন আকবরী" প্রভৃতি দুএকখানি মূল গ্রন্থও প্রণীত হয়। বাহাদুরসাহা, কয়েকখানি সাহিত্য মূলগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিন্দীর অভুদয় কালেই দেশের শ্রীভ্রংশ হওয়াতে উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইল। যাহাহউক ইদানীং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হিন্দী ভাষাকে অত্যন্ত অসম্পন্ন বোধ হইবে না, যদিও মূলগ্রন্থ সংখ্যা অল্প হউক, কিন্তু অনুবাদদ্বারা অনেকদূর অভাব দূরীভূত হইয়াছে। পারশীতে এরূপ পুস্তক নাই, যাহা হিন্দীর অনুবাদে গৃহীত না হইয়াছে, আরবীরও অধিকাংশ সাহিত্য অনুবাদিত হইয়াছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমুদয় অনুবাদিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দীতে আরবী পারশী শব্দ অধিক ব্যবহৃত হইত, ইদানীং দেশীয় শব্দ অধিক ব্যবহৃত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক হিন্দী যেরূপ সরল, গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, সেইরূপ ওজোগুণসম্পন্ন, কোন কোন স্থলে পারশীও সংস্কৃতের ন্যায় মধুর, কোন কোন স্থলে জারমানও ইংরাজি ভাষার ন্যায় তেজস্বী।

হিন্দী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের অমূল্য মহারত্ন লাভ মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ বাসীরাই অতি অল্পায়াসে হিন্দী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। যে পরিমাণ সময়ে ইউরোপীয় কোন ভাষা শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেক সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা, পারশী কি সংস্কৃত অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়। হিন্দীভাষাতে এতদপেক্ষাও অল্প সময়ে অতি সুচারুরূপে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে, এমনকি বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে এক বৎসর কালের অধিক সময় ব্যয়িত হয় না। অধুনা বিজ্ঞান চর্চ্চার সময়; কতকগুলি ভাষা লইয়া কালক্ষেপের কাল অতীত হইয়াছে। হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় লোকেরা পরকীয় ভাষা অভ্যাস করিতেই জীবনের অর্দ্ধেক সময় অতিবাহন করিয়া ফেলে; বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিবার আর অবকাশ থাকেনা, হিন্দীভাষা সম্পন্ন হইলে ভারতবাসীদিগের পক্ষে যে কত সুবিধা বিধান হয়, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায়না।

পাঁচশত বৎসরের অনধিক কালমধ্যে বাঙ্গলাভাষা সংশোধিত হইয়া প্রধান প্রধান ভাষার সমকক্ষ হইতে চলিয়াছে। প্রথমে বাঙ্গলাভাষাতে অধিকাংশ হিন্দিয়ার পদ্য মাত্র ব্যবহৃত হইত, পরে একরূপ

বিশৃঙ্খল গদ্য প্রচলিত হয়। পরে সংস্কৃতাধিক দীর্ঘসমাসিত জটিল বিশুদ্ধ ভাষা প্রচলিত হইল, ক্রমে ইদানীং বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে প্রায় ওজোগুণ দৃষ্ট হইত না এখন অনেকাংশে সে অভাব নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, কোন দেশের কোন ভাষাই ললিত রচনা বিষয়ে বঙ্গভাষাকে পরাস্ত করিতে পারেনা। সম্প্রতি নানা বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি অনুবাদিত হইতেছে, দুই একখানি মুল গ্রন্থও রচিত হইতেছে। এই ভাষা বাঙ্গলা, আসাম ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশে সাধরণতা লাভ করিতে পারে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, বর্ণিত প্রদেশ ত্রয়ে এক ভাষার পরিবর্ত্তে তিন প্রকার ভাষা প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। আসাম ও উড়িষ্যার লোকেরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্লেশ করিলেই বাঙ্গালীদের সদৃশরূপে বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী হইতে পারে।

উড়িষ্যাবাসী লোক দ্বারাই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়। আসামের লোকেরা কোন নূতন স্বতন্ত্র ভাষার প্রতি সচেষ্ট না হইয়া বাঙ্গালার প্রতি মনোযোগী হইলে অল্পকাল মধ্যে বিশুদ্ধ সাধু বাঙ্গালা তাহাদের মাতৃ ভাষা হইতে পারিত। সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালার বিষয় উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত অপ্রচলিত হইয়া গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কখনই ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। জ্ঞানচর্চ্চার অনুরোধে সংস্কৃত অভ্যাস করিতে হইবে, সাধারণ কথাবার্ত্তা কি বক্তৃতা কি রাজনীতি বিষয়ক চর্চ্চা করিতে হইলে অন্যতম ভাষার আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষা সম্যক ভারতবর্ষে সাধারণ রূপে প্রচলিত হইবার যোগ্য নহে। বাঙ্গালী ভিন্ন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশীয় লোকই বাঙ্গালা দ্বারা প্রকৃতরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে—কি বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ নহে। হিন্দী ভাষা, ভারতবর্ষীয় সমুদয় লোকের পক্ষেই সমান উপাদেয় ও আশু শিক্ষণীয়। "ফ্রেঞ্চ" ভাষা যেরূপ ইউরোপের সমুদয় প্রদেশেই প্রচলিত, এরূপ হিন্দিভাষাও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সকলের বোধ যোগ্য। বিশেষ এই যে, ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝিতে ও ব্যবহার করিতে, ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশীয় লোকের যতদূর আয়াসকর হয়, ভারতবর্ষীয় কোন প্রদেশীয় লোকেরই হিন্দী শিক্ষা করা ততদূর আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। উপরোপীয় কোন২ মহাত্মা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এসিয়ায় কোন ভাষাই হিন্দীর ন্যায় সহজ শিক্ষণীয় ও ওজোগুণসম্পন্ন নহে। হিন্দী বক্তৃতা দ্বারা ইংরাজি অপেক্ষাও অধিক উত্তেজনা হইতে পারে, সংশোধিত ও বিস্তৃত হইলে হিন্দী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভাষা হইতে পারে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে যে সকল পত্রিকা ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে প্রচারিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে যদি হিন্দী ভাষায় প্রয়োজিত হইত তাহা হইলে এত দিনে কিছু কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিবেন যে এইক্ষণ ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়। স্বাধীনতা লাভের যতগুলি কারণ আছে তাহার মধ্যে, সাধারণ ভাষা প্রচলন যে প্রধানতম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরস্পর মনোগত ভাব প্রকাশিত না হইলে কোনরূপেই ঐক্যতা স্থাপন হইতে পারে না।

ঐক্যতার সাহায্য ব্যতীত কোন দেশেই স্বাধীনতা রত্ন আহৃত হয় না, জাতিভেদের ন্যায় ভাষা ভিন্নতা ভারতবর্ষে ঐক্যতার অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী দিগের সহিত পঞ্জাবী দিগের আলাপ সম্ভাষণ করিতে হইলে বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। কাশ্মীরীয় লোকের সহিত আবার মহারাষ্ট্রীয় লোকের, অযোধ্যার লোকের সহিত মহীশূরস্থ লোকের এবং উড়িষ্যাবাসী দিগের সহিত সিকিম নিবাসীগণের পরস্পর মনোগত ভাব বিকাশন পূর্ব্বক প্রণয় স্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানীয় লোকদিগের অনেক দূর পরস্পর ঐক্যতা দেখায়, কিন্তু উহারা বাঙ্গালীদিগের এককালে বিভিন্ন দ্বীপস্থ জাতির ন্যায় মনে করে। বাঙ্গালীরা যে রূপ পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক দিগকে নির্ব্বোধ মেড়ুয়াবাদী বলিয়া তুচ্ছ করে, উহারাও আবার বাঙ্গালীদিগকে ধূর্ত্ত প্রতারক বাঙ্গালী বলিয়া শতগুণে প্রতিবিদ্বেশ প্রকাশ করে।

বাঙ্গালী দিগের মধ্যে যাঁহারা পারশী ও হিন্দী জানেন, তাঁহাদিগের সহিত পশ্চিম ভারতবর্ষীয়গণের সহিত কিঞ্চিদংশে ঐক্যতা সংঙ্ঘটন হইয়া থাকে। পরস্পর ভাষার বৈষম্য যে এরূপ অনৈক্যের প্রধান কারণ, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বে যে সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকেরা পারশী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল তখন হইতে মুসলমানদিগের সহিত বিদ্বেষভাব ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, দেখা যায় এইক্ষণে ও যে হিন্দুরা পারশী ভাষা জানেন তাহাদের সহিত মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে ঐক্যতা ও আত্মীয়তা জন্মে। মুসলমান ও হিন্দু জাতীর পরস্পর আত্মীয়তা ও ঐক্য স্থাপনের কারণেই আকবর বাদসাহ ভারতবর্ষে উর্দ্দু ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যতপ্রকার দেশ সংস্করণ আছে তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। ইংলণ্ড, আয়রলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের ভাষাতে বিভেদ দিন দিন দূরীভূত হইতেছে—জার্ম্মণির নানাপ্রদেশের নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সম্প্রতি এক রূপ ধারণ করিতেছে। যে রাজার বিস্তৃত রাজ্যে নানাপ্রকার বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকে, একটী সাধারণ ভাষা প্রচলিত করাই সেই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে কোনরূপেই লক্ষ্মী দীর্ঘকাল অচলা থাকেন না। আমাদের রাজাস্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে একটী সাধারণ ভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ভাষা বিষয়ে সাধারণতা লোপ করিবার চেষ্টা করিতে-

ছেন, এমন কি বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে এক বাঙ্গালাই প্রচলিত। উড়ে, আসামী ও বাঙ্গালার সহিত অতি সামান্য প্রভেদ, এই প্রভেদ অতি অল্প দিনে ও অতি অল্প আয়াসে তিরোহিত হইতে পারে।

যাহাতে এই তিন ভাষার চিরবিচ্ছেদ হয়, সম্প্রতি তাহারই চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থাকিলে কোন কালেই পরস্পর ঐক্যতার সম্ভাবনা নাই। পরস্পর ঐক্যতা না হইলে মনুষ্যত্ব লাভের আশা করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রজাগণ দীর্ঘকাল অনৈক্যভাবে থাকিলে রাজ্য চিরনিষ্কণ্টক থাকিবেক—এই আশায় যদি এরূপ কৌশল-জাল প্রসারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৌশলকারী বড় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যখন এ দেশে "রেইল ওয়ে" হওয়াতে সর্ব্বত্র অল্প সময়ে অনায়াসে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে তখন স্বতঃই কালে ভাষা—সাধারণতা উৎপাদিত হইবেক, কেবল প্রতিবন্ধকগণ কুযশোভাগী হইয়া চিরকলঙ্কিত থাকিবেন। গবর্ণমেণ্টের মুখ প্রেক্ষী হইয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়, গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, সে বিষয় অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ সংস্করণ বিষয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

হে ভারতবাসিগণ! আলস্য নিদ্রা ত্যাগ কর। আর বৃথা সময় ক্ষেপের সময় নাই। পর-নির্ভরতার কাল অতীত হইয়াছে আত্ম নির্ভর ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

বিজ্ঞান, শিক্ষা, নৌবিদ্যা, যুদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি চর্চ্চার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই।

পরস্পর ঐক্যতারই নিতান্ত আবশ্যকতা অনুমিত হইতেছে। ঐক্যতার মূল, ভাষা-সাধারণতার প্রতি দৃষ্টিই তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

আমরা উচ্চৈঃস্বরে সমুদয় বঙ্গদেশীয় হিতৈষী দিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করুন।

এস্থলে ইহা বক্তব্য যে আমরা সংকল্প করিয়াছি এই **হালিসহর পত্রিকার** কিয়দংশ হিন্দী ভাষায় পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া জনসমাজে উপস্থিত করি, কতদূর পূর্ণমনোরথ হইতে পারি বলিতে পারি না।

আমাদের আশা ভরসা কেবল হিতৈষী বিদ্যোৎসাহীদিগের কৃপা ও উদ্যমের অধীন।

হক্ কথা।

কলকাতার শকবাজি।

একটী প্রশ্ন এই—**হক্ কথায়** খুসী হন কে? এ শকেরজলপান নয় যে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা মড়্ মড়্ করে চিবাবে আর রস পাবে, হিরে কাটা সোণার বালাও নয় যে সোণার চাঁদমুখীদিগের

মন ভুলাবে। ব্রহ্মসঙ্গীত বা নিধুর টপ্পা নয়, যে ভক্ত রসিক বা সাধু রসিকদিগের মন হরণ করিবে। এ যদি শনিবারের বাগানবাড়ী বা—বোতল হতো—তাহলে হাজার হাজার বাবু লোকের মন কেড়ে নিতে পাত্তো।

আমাদের **হক্ কথা** কাগজে লেখা, লেখা পড়ে আমোদ পেতে কেউ এগোয় না, লেখা-পড়ার নামে ভয় হয়। বড়২ সৌখীন বাবুদিগের লেখা পড়ার নামে গায়ে জ্বর আসে, চূণ খেয়ে একবার মুখ পুড়েছে, এ-দুই দেখ্‌তে ও ভয় হয়। আমরা সব সৌখীন বাবুদিগকে অনুরোধ করে বলি এতে বড় মজা আছে একবার পড়ে দেখুন।

"এম্‌টি হাউসের" উড়ে বেহারারা যে যাওয়ার জন্যে বাবুদিগকে অনুরোধ করে তাতে বাবুরা তাদের কথায় আগে বিশ্বাস করেন না, পরে একবার ঘরের ভিতর ঢুকে বুঝতে পারেন * * * একবার টের পেলে আর ভুলতে পারা যায় না। আমরা ও সেরূপ বলি একবার **হক্‌কথা** "টেষ্ট" করে দেখুন। কলিকাতাতে অনেক রকম শকবাজী দেখা যাচ্ছে, যাদের শক নাই, কলিকাতাতে তারা মানুষের মধ্যে গণ্য নয়। যাদের এক খানি বাগানবাড়ী নাই, তাদের সংসারে কিছুই নাই, (যথারণ্যং তথা গৃহং) ফাষ্ট ক্লাশ শক—রূপ লাবণ্য থাক্ আর না থাক্ বাবুর পেট মোটা চাই, ঘরের গিন্নীর সঙ্গে শকের সম্পর্ক অতি অল্প—একটী হলে পুরো শকবাজী হয় না। এক জাত হলে ও চলেনা ইহুদী সর্ব্ব-প্রধান। কাশ্মিরী তার পর। বিলিতী হলে ভাগ্যের পরিসীমা থাকে না, ইয়ার, মোসাএব, দুপাঁচ জন সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে মন যুগিয়ে ফেরে। দিনের অধিক সময় ঘুমিয়ে কাটাতে হয়, রাতের বেলা নিশাচর হতে হয়।

বাবু স্বয়ং গান বাজনা জানুন আর না জানুন, বুঝুন আর না বুঝুন, গাওনা বাজনার মজলিস সরগরম রাখ্‌তে হবে, যদি বল ফাষ্ট ক্লাশ শকে আনন্দ কোথায়? আনন্দ আমোদ প্রমোদ সব বোতলের ভিতর, বোতলের কাক্ খুলে আনন্দ বের কোরে নিত্তে হয়। সব বোতলে সমান আনন্দ মেলে না, বোতলের ভিতর কতক গুলি-পলাশপুষ্প, দেখতে সুন্দর গন্ধ নাই, অর্থাৎ খেতে মিষ্টি, দর অধিক, আনন্দ অল্প, কতকগুলি কেতকী ফুল—পাপড়িতে কাঁটা, দেখ্‌তে তত সুন্দর নয় কিন্তু বেশ গন্ধ আছে, অর্থাৎ—খেতে মিষ্টি নয়, নাকে চোখে গলায় ঘা মারে, কিন্তু অপার আনন্দ, কতকগুলি নিমের ফল, আগে তেতো, পরে মিষ্টি, অর্থাৎ জিহ্বায় তেতো লাগে, চোখে মিষ্টি লাগে। এক এক জন "অগস্ত্যমুনি" রাখ্‌তে হয় যে এক চুমুকুড়িতে একটী সমুদ্র শুষ্‌তে পারে। পাঠক মহাশয়! বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কথা শুনে থাক্‌বেন, ফাষ্টক্লাশের বাবুরাও নবরত্ন গুচিয়ে সভা করেন। যিনি সর্ব্বদা কাছে থেকে মন যুগিয়ে জল উঁচু নীচু বলেন, তিনিই সেই সভার **কালিদাস।** অন্যেরা যাই শুনুক এরকথা

বাবুটীর কাণে কালিদাসের কবিতার ন্যায়। বাবু স্বয়ংই প্রধান রত্ন, রত্নমালার মধ্যে মণি। বরাহ মিহির প্রভৃতি অপর কয়জনের, কেহ বাগানবাড়ীর মেনেজার; কেহ চাঁদমুখী-বাগানবাসিনী-প্রেয়সীর খবর বার্ত্তা ও সমাচার দাতা; কেহবা বাই, খেম্‌টা মহলের কর্ত্তা; কেহ গায়ক, কেহ বাদক, কেহ কেহ বা সুরসিক বিদূষক। বৈঠকখানাতে তাশ, পাশা, দাবাখেলার উনন রাবণের চিতার ন্যায় রাত দিন জ্বল্‌ছে।

ইচ্ছা হলো-লাক টাকা জলে ফেল্‌তে হবে, তাই কচ্ছেন, ইচ্ছা হলো ছেলের হাতের সন্দেস, জিলিপি কেড়ে খেতে হবে, তাতে তিলমাত্র বিলম্ব নাই। এদিগে অনেক দূর সাহেবী আছে, এদিগে প্রথম সেনের (বল্লাল সেন) সামাজিক নিয়মাদি রক্ষা করা আছে, আর দিগে দ্বিতীয় সেনের (উইলসেন) হোটেলে গিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও আছে। অন্যদিগে তৃতীয় সেনের (কেশব সেন) গিরজায় মাঝে২ যাওয়ার রীতি আছে। পাঠক মহাশয়! তিন সেন হাতে আছে, এর সঙ্গে আর এক সেন জুটাতে পাল্লে এক **হন্দর** মারা হয়। ফাষ্ট ক্লাশের সৌখীন লোক আজ কাল কলিকাতায় বড় নাই দুই এক জন আংশিক রূপে আছে। কলিকাতার শকবাজীর দুরবস্থা দেখে **সিঙ্গী দাদা** মহা কুম্ভীপাক থেকে মাথা উঁচু কোরে উকি মেরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছেন, আর মুচ্‌কে হাঁস্‌ছেন।

সেকেণ্ড ক্লাশের শকবাজি।—দু চার জন মোসাহেব ও আছে দু এক খানি বাগান-বাড়ীও আছে "ফকীর ও খালি নয় জঙ্গল ও খালি নয়'। যখন বাগান আছে তখন সব আছে, গান বাজনা ও নাচ উপলক্ষে সর্ব্বস্ব খরচ কত্তে প্রস্তুত। ফাষ্ট ক্লাশের সৌখীন বাবুরা কলিকাতা ছেড়ে কোন জায়গায় স্নানযাত্রা কি রথযাত্রায় যান্‌না। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাশের বাবুরা কোন বিদেশে পর্ব্বের নাম শুন্‌লে অমনি রণ মুখো বীর ও মধু মুখো ভোমরার ন্যায় ছুটে যান, **দাদা** মহাশয় বলেছেন "টাকা কড়ির অকুলন হলে কেবল সুদ্ধু প্রেমে মজে হতভাগী নির্ব্বংশের বেটীরা সঙ্গে যায় না বাড়ীর মাসী কি পিসীকে সাজিয়ে নিতে হয়" আজ কাল আর সেদিন নাই ওতে শক-বাজী হয় না ওরূপ কল্লে অধিক বাহবা মেলেনা এখন, আর এক "ফেসন" হয়েছে ফ্রেণ্ডের সহিত বদল কোরে শকবাজী কত্তে হয়।

থার্ড ক্লাশের শকবাজী—টাকা কড়ির অভাবে ফাষ্ট ক্লাশে ঢুক্‌তে যে না পারে, অথচ সেকেণ্ড ক্লাশে যেতে ও ইচ্ছে হয় না তারাই মনের দুঃখে শরীরের জ্বালায়, বিবেকী উদাসীন হয়ে এই ক্লাশে প্রবেশ করেন। এই ক্লাশের এমনি গুণ, ভাল ভাল সাজ পোষাক কত্তে ইচ্ছে হয় না, পমেটম দিয়ে টেড়ি বাগান হয় না, আতর গোলাপ, ও ল্যাভেণ্ডর মাখ্‌তে ইচ্ছে হয় না, কোন এক জায়গা ঠিক কোরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, আর নিমন্ত্রণ পত্র বিলি কোরে কতকগুলি ছোঁড়া জুটিয়ে লিখে, মুখে "লেকচার',

দেওয়া হয়। বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি লক্ষ্য কোরে কাঁদতে হয়। ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া কাপড় পরে, চুল এলিয়ে, নাকে চস্‌মা দিয়ে ফিলজফার সেজে রাস্তায় বেড়ান হয়। ওই পল্লীতে এপিডেমিক হয়েছে, অমুক জায়গায় লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই, অমুক জায়গায় নাইট স্কুল কল্লে ভাল হয়-এসব কথা নিয়ে রাত দিন জ্যেঠামি পাকামি। এই গলিতে পাদরি সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া ওই মেলাতে "কন্সারভেটিব" ব্রাহ্ম মতের পোষকতা, রামমোহন রায় কিছু নয়, বিদ্যাসাগর কিছু নয়, দেশে কিছু হচ্ছে না, এসব কথা নিয়ে সর্ব্বদা গুমর করা হয়। বিনা পয়সায়—"**চেরেটিতে**" লুকিয়ে চুরিয়ে না করা হয়, এমন কুকর্ম্ম সংসারে অতি অল্প আছে। এদের মধ্যে ও অনেক মত ভেদ আছে, কেহ কেহ খৃষ্টকে অবতার বলে মানেন। মাতা পিতা ভাই বন্ধু সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌তে পাপ বোধ করেন। গলার পৈতে ছিঁড়ে ফেলে বাহ্যিক পৌত্তলিকতা হতে মুক্তি লাভ করেন। কেহ কেহ বাড়ীর মায়াও ছাড়েন না, পৈতেও ছেঁড়েন না, হিন্দুরা বোঝে হিন্দুওয়ানীতে বিশ্বাস আছে অনেকে আবার বিশ্বাস নাই বলে জানে। কেহ কেহ আবার এর কিছুই মানে না ঈশ্বর উপাসনা মানেন—ঈশ্বর মানে না। স্ত্রীপূজা, মেয়েপূজা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, এরা এই ক্লাশের মধ্যে ইদানীং বড় প্রধান হয়ে উঠেছে, এদের শক বড় অদ্ভুত, এই ক্লাশে আজ কাল অনেক ছেলে ছোঁড়াকে ঢুক্‌তে দেখা যায়, হঠাৎ এগুলি শিখ্‌তে পারা যায় না। গোপনে নির্জ্জনে জেঠামির তালিম দিতে হয়, আগে বেশ কোরে পাকাম শিখ্‌তে পাল্লে পরে প্রকাশ্যে থার্ড ক্লাশের শকবাজি করা যেতে পারে। সেই ছেলেদের জ্যেঠামি তালিম দেওয়ার সভাকে "**সঙ্গত**" বলা যায়। যাত্রা, পাঁচালি, আখড়াই প্রভৃতি গানের তালিমে যেমন একজন অধিকারী অর্থাৎ গুরু থেকে সব শিক্ষা দেয়, সেরূপ সঙ্গতে ও এক এক জন গুরু থেকে ছোঁড়াদিগকে আন্তরিক, বাহ্যিক, পারিবারিক, দাম্পত্য বিষয়ক প্রভৃতি বেশ কোরে শিখিয়ে দেয়।

ফোর্থ ক্লাশের শক—যত পাজি পাঁজরা, সব এই ক্লাশের মধ্যে। এরা পয়সা না থাকার গতিকে মদ কিনে খেতে পায় না, তাড়ি খেয়ে পিত্তি রক্ষা করে। গাঁজা, গুলি, চরস ও সিদ্ধিতে সর্ব্বদা ভক্তি, রোজ ঘাটে পথে লোকের সঙ্গে দাঙ্গা। মাছ ধরা, কুকুর পোষা পিস্তল দিয়ে পাখী শিকার করা, দাঁও, পেঁচ, কুস্তি, ডন্ অভ্যাস কত্তে বদমাএসদের আড্‌ডায় ফেরা, আজ সোণাগাজির অমুক জায়গায় বাপান্ত হয়েছে, তারি মুখে ডাঁড়িয়ে * * * হবে, কাল মেছো বাজারের অমুক জায়গায় চৌদ্দ পুরুষের মুখে পিণ্ডিদান হয়েছে তারি জন্যে গুণ্ডা জুটিয়ে দাঙ্গা কত্তে যাওয়া হবে। কোথা খেতে হয় কোথা শুতে হয়, কখন খেতে হয়, কখন শুতে হয়, কখন চলতে হয়, কখন বিশ্রাম কত্তে হয় তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই।

অনেক কাল পূর্ব্বে ফার্ষ্ট ক্লাশের সৌখী-নেরাই হাতীতে চড়ে বন্দুক নিয়ে হরিণ বাঘ শিকার কত্তে সুন্দর বন প্রভৃতি জায়-গায় যেতো, আজ কাল সেরূপ শকের গুমর নেই বলে তারা এখন ওরূপ শক "এবলিস" করে দিয়েছে। ফোর্থ ক্লাশের হতভাগারাই পাখী শিকার করে করে বন্দুক পিস্তলের মান রেখেছে। এদের গান বাজানার শক নাই, যাত্রা পাঁচালী শুন্‌তে না গিয়ে ডন্‌গিরের লড়াই ও গুণ্ডার বদমাএসী দেখতে যায়—কখন শক কোরে চুরি, ডাকাতি করে।

ফিপ্‌থ ক্লাশের শক—এই ক্লাশে যত স্কুল বয় দেখতে পাওয়া যায়। সেই সতী লক্ষ্মীর ঘরের ছেলে গুলিকে ঈশ্বর নিজ হাতে বানিয়েছেন। মাথায় লম্বা টেড়ি, হাতে ছু চার খানি কেতাব, টেঁকে পয়সা ও পানের খিলি, চোখ ছুটি লাল, দেখলে বোধ হয় যেন পেটের ভিতর স্পিরিটের বাবা ঢুকেছে, প্রত্যহ দশটার সময় প্রায়ই স্কুল ঘর অপবিত্র কত্তে যাওয়া হয়। "ফ্রেণ্ড" দিগের উপর এত প্রেম যে মেছো বাজারে যাওয়ার আর অবকাশ হয় না। এ ক্লাশে গান বাজনা শিক্ষা হয়ে থাকে। ডন্, কুস্তি, দাঁও পেঁচ, অভ্যাস হয়ে থাকে, কখন টাকা কড়ির অভাব হলে বাপ খুড়োর সিন্দুক, বাক্‌স, ভেঙ্গে না বলে টাকা ধার করা হয়, ছেলের ফ্রেণ্ডদলের দৌরাত্ম্যে মা বাপের বাড়ী টেঁকা ভার। ভাল কাপড় চোপড় না দিলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবার ভয় দেখান হয়।

সিক্‌স্থ ক্লাশ—এই ক্লাশে যুবক প্রায় দেখা যায় না, সমুদয় "ওল্‌ড" হিন্দু। এদের কোন হিন্দুয়ানী পর্ব্ব দিনেই শক একবারে গঙ্গার জোয়ারের মত ফুলে উঠে। নাচ, গান ও আর আর তামাসার প্রতি শক যায় না, কতকগুলি গরিব, দুঃখি, কাণা, খোঁড়া, বৈরাগী, ভাট, রেও, আর দু চারি ধামা চাল নিয়ে হুড়োহুড়ি, মারামারি, পেটাপিটি, দাঙ্গাদাঙ্গী। এক মুটো চাল ছড়িয়ে দেয় আর হাজার কেঙ্গালী হুড়োহুড়ি করে খুন জখম হয়ে যায়। কারু চোক কানা হয়, কারু নাক ভেঙ্গে যায়, কারু মুখে রক্ত ওঠে।

শকের বিষয় বিস্তারিত লিখ্‌তে গেলে অনেক লিখ্‌তে হয়, অনেককে চটাতে হয়, আজ লেখবার সময় নাই, সংক্ষেপে কিছু বলা হলো অবকাশমতে ভাল কোরে বিস্তারিত বলা হবে।

গীত।

স্থর বাউলে।

দুনিয়া দারি ভোজের বাজি।
তাতে সার কেবল শক বাজি॥ ধুয়া।
শক নাই যার সেই মরা,
সৌখীনের নাই মৃত্যু জরা,
শকের নৌকায় সুখেরই ভরা,
হয়েগো তাতে সৌখীন মাঝী।
শক এমন চিজ, সাধনের বীজ, এক-বারে মন ঠাণ্ডা করে। গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা মতিচুর যেন মন্‌টা হরে॥

শক বিনা কি জুড়ায় প্রাণ, শকে মুক্তি শকে ত্রাণ, শকের সিদ্ধ পিঠস্থান হাড়-কাটা আর সোণাগাজি।

হায় মরি হায়, দিন বয়ে যায়, শক কর এই বেলা। রস ছড়িয়ে, ভাব গড়িয়ে, খেলাও শকের খেলা॥

শকের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে, নেচে বেড়াও তাল ঠুঁকে, বাপের টাকা দেও ফুঁকে, মোসাহেবের সঙ্গে সাজি।

ওরে মন পাজি, শকে হও রাজি, শোনরে আজি, দয়া করবেন গুরু আর গাজি। শকে মজ, শকে ভজ রসিকের এ কার সাজি।

সমালোচনা।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত। *

রাজতরঙ্গিণীই ভারতবর্ষ মধ্যে এক-খানি ঐতিহাসিকগ্রন্থ। কিন্তু রাজ-তরঙ্গিণী শুদ্ধ কাশ্মীর প্রদেশের ইতিবৃত্ত মাত্র সুতরাং তাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদে-শের ইতিহাস সমগ্ররূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে অষ্টাদশ পুরাণকেই আমা-দের সমস্ত ইতিহাসের মুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী এত অসম্ভব বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে তাহাকে কোন প্রকারে ইতিহাস বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। কাল ও সময় নির্দ্দেশই ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ। সময় নির্ণয় করিতে পারিলে কোন ঘটনার যতার্থতা কথঞ্চিৎরূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। যখন অষ্টাদশ পুরাণে কালের কোন নিদর্শন নাই সেস্থলে পুরাণ বর্ণিত ঘটনাবলীকে কি প্রকারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমা-দের ভারতবর্ষের কোন বিশ্বাস যোগ্য ইতিহাস না থাকাতেই পুরাকালের সমস্ত ঘটনাই লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণ বর্ণিত ঘটনাবলী এত দূর পরিমাণে অত্যুক্তি জালে আবরিত যে, তাহা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করা অতি দুরূহ কার্য্য। ব্যাস ও বাল্মীকি যদি কিঞ্চিদংশে প্রকৃত স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন তাহা হইলে আমরা কখনই এই কালে তাঁহাদের গ্রন্থ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারিতাম না। প্রকৃত ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতেই "হোমর" বর্ণিত ট্রয়ের যুদ্ধ সত্য বলিয়া পৃথীবিতে গৃহীত হই-য়াছে। কে বলিতে পারে যে রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কার যুদ্ধ ও হোমর বর্ণিত ট্রয়ের যুদ্ধ এক মানস সম্ভূত। গ্রিক-দেশের ইতিহাস বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে বাল্মীকি হোমর দৃষ্টে রামায়ণ রচনা করেন। আমাদেরও যদি কোন ইতিহাস থাকিত আমরাও তাহা হইলে স্পর্দ্ধা করিয়া

* মহাত্মা লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত। মিবার প্রথম সংখ্যা। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র মুল্য চারি আনা।

বলিতে পারিতাম যে হোমর বাল্মীকির গ্রন্থ দৃষ্টে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সমুদ্র মন্থন করিয়া নানা রত্ন আহরণ করিতেছেন আমরা জড়ের ন্যায় সেই পরকীয় পরিশ্রমের ফলভোগ করিতেছি। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ভারত বর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কিছুই নাই। মিল্, ষ্টুয়ার্ট, এলফিন্‌ষ্টন, মরে, মার্সমান, টামসন, গেরেট প্রভৃতি মহাত্মারা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস রচনা করিয়া দেশ বিদেশে যশোস্বী হইয়াছেন তৎসমুদায়ই অসম্পূর্ণ। মিল ইংরাজদিগের বিষয়ই অধিক লিখিয়া গিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট বঙ্গদেশের ইতিহাসই বিস্তীর্ণ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। এলফিনিষ্টন হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিয়াছেন। মরে সমস্ত বিষয়ই কিছু কিছু লিখিয়াছেন। মার্সমেন ইংরাজদিগের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। টমসন পাঠানদিগের ইতিহাস মাত্র লিখিয়াছেন, তাহা ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ, গেরেটের ইতিহাস মিল ও ষ্টুয়ার্ট, প্রণীত ইতিহাস সমূহের অনুকৃতি মাত্র। সুতরাং কোন ব্যক্তিই কোন প্রদেশের বিশেষ ইতিহাস লেখেন নাই।

লেফটেনেণ্ট কর্ণেল টড সাহেব প্রায় ত্রিংশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাজপুত্র দেশের "পলিটিকেল এজেণ্টের" পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রাজপুত্র দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত উদ্ভাবন করাই বোধ হয় তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। রাজকার্য্যের গুরুভারে তাঁহার মস্তক সর্ব্বদাই অবনত থাকিত। বিশেষতঃ তৎকালে রাজপুত্রগণ সাতিশয় দুর্দ্দমনীয় ছিল, সুতরাং সে সময়ে সেই দেশের-সেই পূর্ব্বতন ক্ষত্রীয়-বংশ-সম্ভূত রাজপুত্রদিগের দুর্ভেদ্য মনোদুর্গ মধ্যে ইংরাজ শাসন, ইংরাজ রাজনিয়ম সংস্থাপন করা নিতান্ত অল্পায়াস সাধ্য কার্য্য ছিল না। যে মহাত্মা এসমস্ত কার্য্য করিয়া যে অবকাশ পাইতেন বোধ হয় সেই সময়ে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অতীব প্রয়োজনীয়। রাজপুত্রগণ অনেকেই সেই পূর্ব্বতন ক্ষত্রীয়দিগের সন্তান সন্ততি। সেই যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম, দুর্য্যোধন, দুশাঃসন, কর্ণ, ভীষ্ম, প্রভৃতি বিখ্যাত নামা ক্ষত্রকুল তিলকদিগের শোণিত অদ্যাবধি অধুনাতন রাজপুত্রগণের শরীরে বহমান রহিয়াছে। রাজপুত্রদেশ সমস্ত ভারত বর্ষের আকর। রাজপুত্রগণ পুরুরবার কাল হইতে অদ্যাবধি সমস্ত জাতীয় সেনানী [illegible] আছে। পূর্ব্বকালীন রোমক জাতীয়দিগের যেরূপ সিথিয়া, এথিনিয়ন জাতীয়দিগের যেরূপ স্পার্টা—গ্রিক জাতীয়দিগের যেরূপ ফিনিসিয়া মাসিডোনিয়ানদিগের যেরূপ থিবস্ অধুনাতন ইংরাজদিগের যেরূপ আয়র্লেণ্ড, রুসিয়ানদিগের যেরূপ পোলেণ্ড জার্ম্মাণদিগের যেরূপ [illegible] রিয়া ভারতবর্ষেরও সেইরূপ রাজ পুত্রদেশ সৈন্য নিবেশের স্থল [illegible] পুত্রগণ অসীম সাহসী, অকুতোভয় [illegible], নিতান্ত বিশ্বাসী। বোধহয় তাহাদের

ন্যায় বিশ্বাসের পাত্র আর কুত্রাপি নাই।

টড সাহেবের ইতিবৃত্তের বিষয় (মূলের) আমারা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিনা। অনুবাদক মহাশয়কে আমরা দুই একটী কথা না বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না।

টডসাহেব একজন বিদেশী, এতদ্দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি তিনি যে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা আমরা স্বীকার করিনা। তাঁহার কতকগুলি অসুবিধা ছিল। তিনি একে বিদেশীয়, তৎকালে রাজপুত্র দেশের অবস্থা অতীব বিশৃঙ্খল, ভারতবাসীরা স্বভাবতঃ তত্ব জুগুপ্সু সুতরাং তথ্যানুসন্ধান ও ইতিহাস সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম হইয়াছিল। এ-কারণেই তদ্‌রচিত গ্রন্থে যে কিছু দোষ দেখা যায় তৎসমুদয়ই মার্জ্জনীয়। কিন্তু, অনুবাদকের সেই সমস্ত অসুবিধা কিছুই নাই। তাঁহার সমুখে টডসাহেবের বিস্তীর্ণ ইতিহাস—টড সাহেবের পরে ও অনেক মহাত্মা ভারতবর্ধের অনেক ইতিহাস লিখিয়াছেন এসমস্ত সুবিধার স্থলে গ্রন্থকার যে শুদ্ধ টডসাহেবের গ্রন্থ দেখিয়া রাজস্থানের ইতিহাস প্রকটন আরদ্ধ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। টডসাহেবের গ্রন্থের দোষও আছে গুণও আছে যথারীতিক অন্ধের ন্যায় সেই সমস্ত অনুবাদ না করিয়া স্থানেং নিজমত সহকারে ও পারসিক প্রভৃতি অন্যান্য ইতিহাস দৃষ্টে রাজস্থানের ইতিহাস লেখাই দেশহিতৈষি মাত্রের প্রধান কার্য্য। আমরা ভরসা করি অনুবাদক ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রাজস্থানের অপরাপর স্থানের ইতিহাস রচনা করিবেন। অনুবাদকের বিষয় আর কিছু না বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম পাঠক বর্গ তাঁহার রচনার দোষগুণ বিবেচনা করুন।

"বাপ্‌পার বাল্যকাল সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। [illegible] যদিও সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র, তথাচ [illegible] নুরোধে প্রতিপালক ব্রাহ্মণগণের গোচারণ করিতেন। কথিত আছে, একদিন শরৎকালে গোচারণার্থে কানন মধ্যে গমন করিয়া বাপ্‌পা এককালে ছয় শত কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের বালক বালিকাগন [illegible] দোলায় আরূঢ় হইয়া ঝুলনা খে[illegible] থাকে। তদনুসারে নাগেন্দ্র [illegible] শোলাঙ্কী বংশীয় রাজপুত রাজ[illegible] কুমারী কন্যা তথাকার অন্যান্য বালি[illegible]গণ সহ বন মধ্যে ঝুলনা খেলিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহাদের দোলা বান্ধিবার রজ্জু ছিল না। বাপ্‌পাকে দেখিয়া কন্যাগণ তাঁহার নিকট রজ্জু প্রার্থনা করিলে বাপ্‌পা কহিলেন, অগ্রে তাঁহার সহিত "বিবাহ খেলা" না খেলিলে রজ্জু দিবেন না। বালিকাগণের নিকট সব[illegible] ক্রীড়ার তুল্য সমাদর; সুতরাং [illegible] বাপ্‌পার ইচ্ছানুসারে বিবাহ খে[illegible] এক-লিতে আরম্ভ করিল। রাজক[illegible] বাপ্‌পার পরিধেয় বসন গ্রন্থি-বন্ধন কর[illegible] কুমারীগণ হাত ধরাধরি করিয়া প্রথানুসারে বাপ্‌পাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিল।"

পূর্ব্বে ছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

প্রথমতঃ, মনে করুন আমরা এক স্থানে ব্যক্তিচতুষ্টয় উপবেশনান্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছি, এমত সময় সহসা অপর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া আমাদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। আগন্তুক ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার নাম কি? কি কাজ কর্ম্ম করা হয়।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার নাম '—' আমি কথবর্টসেন্ হারপারের দোকানে রাইটরগিরি করিয়া থাকি।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমার নাম '—' আমি রবাটসেন্ কোম্পানির জুতার দোকানে কাজ করি।" তৎপরে তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমার নাম '—' আমি রেলওয়ে কোম্পানির আপিসের রাইটর।" অবশেষে আগন্তুক ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়াতে তিনি এইরূপ উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমার নাম ——ক, আমি ছাপাখানায় কাজ করিয়া থাকি।" সভ্য মহাশয়গণ! যেমন তিনি ছাপাখানা শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন সেই বাক্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিয়াছে—অমনি তঁ অন্তঃকরণে তুচ্ছতাচ্ছল্যের উদয় ঽ অমনি তিনি এক প্রকার মুখভঙ্গি : বলিলেন—"ছা-পা-খা-না!" স এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয় ছাপাখানা বলিবামাত্রই সে ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে এতাদৃশ ভাব সঞ্চারের মূলীভূত কারণ কি? মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান কি এত হীন, এত নিকৃষ্ট, যে তাহা শিক্ষা করিতে বিদ্যা বুদ্ধির লেশমাত্রও প্রয়োজন করে না? তবে "ছাপাখানা" শব্দটী একবার উচ্চারিত হইলে আর তাহাতে গুরুত্ব থাকে না কেন? মুচির দোকানে রাইটরগিরি এবং গাড়োয়ানের নিকট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা অপেক্ষা কি ছাপাখানার কার্য্য এত হেয়?

সভ্যগণ! পূর্ব্বোক্ত কারণে আমার এরূপ বোধ হয় যে ছাপাখানা এদেশে নূতন নহে, উহা ইংরাজের ভারতবর্ষে আগমন করিবার বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। সময়ে কোন প্রকার উপপ্লবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ছিপিখানা অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকাতে ছাপাখানার যে মাহাত্ম্য তাহা তাহাতেই বিলীন হইয়াছে। এজন্য সর্ব্বসাধারণে ছাপাখানার কার্য্যকে অতি হেয় জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ ছাপাখানায় যদিচ অনেক সামান্য সামান্য লোক কার্য্য করে বটে, কিন্তু রেলওয়ে, রবার্টসেন স্মেকো, ও রাইটরগিরি বলিলেও স্বভাবতঃ কাহারো মনে তাদশ ভাবের সঞ্চার

মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটী অখণ্ড প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল—গত ১লা মার্চ্চের **জেণ্টেলম্যানস্ মাগ্যাজিন** নামক ইংরাজি পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিং-সের ভারতবর্ষের রাজ্যকালীন বারানসী জেলার এক স্থলে দেখা যায় যে মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে। মেজর [illegible]বেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া দেখা যায় যে তথায় একটী খিলান রহিয়াছে এবং খিলানের মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হয়, যে তথায় একটী মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও অক্ষরাবলি মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সে সকল একালের নয়, অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হইবে।

সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা শুনিলেন যে জননী ভারতভূমী মধ্যে এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল। যদিচ পুরাকালের কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় না: কোন গ্রন্থে মুদ্রাযন্ত্রের নাম গন্ধও নাই, এবং অবগতির নিমিত্ত অন্য কোন উপায়ও ছিলনা; কিন্তু একমাত্র গবেষণা দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইল, অতএব এই-রূপে ভারতবর্ষীয়েরা এক সময়ে কীদৃশ সুখ সৌভাগ্যশালী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তাহার আর বিচিত্র কি?।

ই এক্ষণে দুঃখের বিষয় এই যে আমরা মাতৃসম্পত্তি তিলার্দ্ধও প্রাপ্ত হই নাই। আমরা যে বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রাক্ষর সম্পর্কীয় নানাপ্রকার উপকরণ সম্ভোগ করিতেছি তৎসমুদায় ইংরাজেরেরা আমাদের দেশে আনয়ন করিয়াছেন: এবং যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মুদ্রাক্ষর আমরা ব্যবহার করিতেছি তাহাও তাঁহাদের আনুকূল্যে সৃষ্টি হইয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশে বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর ব্যবহার হয়। মাষ্টার এনড্রুস্ নামক জনৈক পুস্তক-বিক্রেতা হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হেলহেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইতি-পূর্ব্বে বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকাদি কিছুই ছিলনা, এবং বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও কেহ অবগত ছিলেন না।* অতঃপর মাষ্টার উইল-কিন্স (যিনি সার্ চারলস্ নামে খ্যাত) সাহেব বহুযত্ন সহকারে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিবার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গ-দেশের অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই মহাত্মাকে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না ইষ্টইণ্ডিয়া কো-ম্পানির সিভিল সারভিস [illegible] এক জন মেম্বর ছিলেন, এবং এতদ্দেশীয় বিবিধ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক গবর্ণজেনরেল ওয়ারিন্‌

* See the Life and Times of C[illegible], and Ward. Vol. I., p. 70.

হেষ্টিংস্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনিই প্রথমতঃ সংস্কৃত ভগবৎগীতা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া ইউরোপের বিজ্ঞসমাজে প্রচার করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তিনি এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ছয় সাত বৎসর কাল এতদ্দেশে অবস্থিতি করণানন্তর স্বয়ং মুদ্রাক্ষরের ছেনী প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করিয়া স্বহস্তে এক সেট বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। অতঃপর সোপার্জিত ছেনী প্রস্তুত পন্থা এতদ্দেশীয় পঞ্চানন কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তিকে শিক্ষাইয়া দেন। এই ব্যক্তি বাঙ্গালা-মুদ্রাক্ষর-প্রস্তুত-বিদ্যা স্বল্পকাল মধ্যে সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা সুদূরপরাহত। তিনি উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করাতে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আর অসদ্ভাব রহিল না। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-স্রোত একেবারে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাষ্টার হেলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই সার্ ইলাইজা ইম্পী লিখিত ইংরাজি ব্যবস্থা [illegible] জনেথন ডন্কেন * দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া ১৭৮৫ খ্রীঃ অঃ "কোম্পানীর প্রেস্" নামক যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু এতাবৎকাল অর্থাৎ বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর যখন কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থা মাষ্টার ফষ্টর সরল ও চলিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া যে গ্রন্থ উপরোক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত করেন, তাহাতে যে সকল অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চানন নূতন এক সেট ছেনী নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুত করেন। সেই মুদ্রাক্ষর তৎকালে উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের নিকট আদরণীয় ছিল। অবশেষে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের যতদূর উন্নতি তাহা শ্রীরামপুর নামক স্থানে সংসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা এপর্য্যন্ত সেই উন্নতিরফল সম্ভোগ করিতেছি। (সীসক গলাইয়া সভ্যগণকে বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষর ঢালাই প্রথা প্রদর্শন ও সকলের কৌতুহল প্রকাশ।)

বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি হইলে পর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে দেবনাগর মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি হয়। যে ভাষার সমান সুমধুর ভাষা ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না—যে ভাষা ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া খ্যাত—এমন উৎকৃষ্ট ভাষা মুদ্রাক্ষরাভাবে অন্ধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল। পরে যখন শ্রীরামপুরস্থ মিসনারিগণ এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া দেবনাগর মুদ্রাক্ষর সৃষ্টি করাইলেন, তখন যে কি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপকার সাধন করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিসনারিগণ প্রথমে শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। সে যন্ত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত যন্ত্র স্থাপিত হইলে তিন

* ইনি অতঃপর বোম্বাই নগরে গভর্ণরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।

বৎসর কাল পরে সার্ চার্লাস্ ওয়েলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্ম্মকার এক্ষণে উল্লিখিত মিসনারিগণ মহাশয়দিগের ছাপাখানায় কার্য্য করিবার মানসে উপস্থিত হন। সুবিখ্যাত পাদরি কেরি সাহেব সেই সময়ে এক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ আহরণ করিয়া মুদ্রাক্ষরাভাব প্রযুক্ত কিরূপে তৎকার্য্য সংসিদ্ধ হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি পঞ্চাননের আগমন সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পঞ্চানন স্বল্পকাল মধ্যে অর্দ্ধেক ছেনী প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দেবনাগর একটী সামান্য ভাষা নহে, ইহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ৭০০ শতাধিক ছেনী আছে; এবং সেই সকল ছেনী এক জনের দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে বহুকালের আবশ্যক। এজন্য তাঁহার জামাতা মনোহর কর্ম্মকারকে উক্তকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা হয়। এই যুবা এতদকার্য্যে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করেন। মিসনারিগণ তৎপরে তাঁহাকে শ্রীরামপুরস্থ মুদ্রাযন্ত্রে একেবারে চত্বারিংশৎ বৎসর কাল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুদ্রাক্ষরনির্ম্মাতা মনোহর বাঙ্গালা, দেবনাগর, পারস্য, আরবি, চিনে ও নানাবিধ মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করাণানন্তর বঙ্গদেশের বহুল মুদ্রাযন্ত্রে যোগাইয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বঙ্গদেশ এক প্রকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছেন, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে আমাদের দেশের কেম্লন বা ফিগিন্স বলিলেও হয়।

এদিকে যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগর মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি হইল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরও প্রচার আরম্ভ হইতে লাগিল। ১৮১৮ খীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরে প্রথমতঃ মিশনরি মার্শমান সাহেব কর্ত্তৃক "দিগদর্শন" নামক এক খানি বাঙ্গালা মাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও নানাবিধ সংবাদ প্রকটিত হইত। ঐ দিগদর্শনের দুই সংখ্যা বহির্গত হয়। পরে উহা "সমাচারদর্পণ" নামে সাপ্তাহিক পত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।*

"সমাচারদর্পণ" বহির্গত হইবার কিছুকাল পরে "তিমিরনাশক" নামক আর একখানি সংবাদ পত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এক জন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি উহার প্রচার করেন। ঐ পত্র স্বল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল।

কিয়ৎকাল পরে "সমাচার চন্দ্রিকার" প্রচার আরম্ভ হয়। উক্ত প্রাচীনতম সংবাদ পত্র দেশের হিতসাধনোদ্দেশে সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এপর্য্যন্ত বঙ্গে জীবিত রহিয়াছে। স্বর্গীয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার জন্মদাতা। অধুনা বিদ্যালোচনা এবং সংবাদ পত্রের এত উন্নতি হইয়াছে যে, পূর্ব্বের সহিত এক্ষণকার অবস্থা তুলনা করিলে [illegible] বলিয়া বোধ হয়।

* *See* The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward., Vol. II., p. 163.

সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা মুদ্রাযন্ত্রের কেমন উন্নতির অবস্থা দর্শন করিতেছেন। এক্ষণে আর সে অসদ্ভাবের কাল নাই। এক্ষণে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে এবং দিনে দিনে কত শত বাঙ্গালা পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে ইংলণ্ড হইতে আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্র, মসী, কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আসিতেছে। আমরা তাহার যথাযথ মূল্য প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা আমাদের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য এক প্রকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছি। আমাদের আর তজ্জন্য কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে না, মস্তিষ্ককেও বিলোড়ন করিতে হইতেছে না এবং তজ্জন্য কোন উদ্ভাবনী-শক্তিরও প্রয়োজন নাই। ইংরাজেরেরা আপনাদের মার্জ্জিত বুদ্ধিকৌশলে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার উপকরণের চূড়ান্ত উন্নতি সংসাধন করিয়া রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র আমাদের তাহা ব্যবহার করিলেই হয়। কিন্তু সভ্যগণ! ইহা আমাদের বিষম ভ্রম। কারণ ইংরাজদিগের মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় যাহা যাহা প্রয়োজন তৎতৎবিষয়ে তাঁহারা অপরিসীম সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যথা, মুদ্রাযন্ত্র, বিবিধ রঙের মসী, কাগজ, অন্যান্য মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় উপকরণ,ইত্যাদি; কিন্তু যাহাতে তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাহার উন্নতি কল্পে কেন তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন? যেমন বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আবশ্যকীয় সংস্কার ও তদুপযুক্ত "কেশ" অর্থাৎ অক্ষরাধার।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আবার উন্নতি কি? বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর ত বিবিধ প্রকার রহিয়াছে। ডবল গ্রেট প্রাইমার, ডবল পাইকা, গ্রেট প্রাইমার, ইংলিস, পাইকা, এস্মল পাইকা, বর্জ্জেস এবং ব্রিভিয়া। অবয়ব ভাগ সংযোজন করিবার নিমিত্ত ইংলিস, পাইকা এবং এস্মল পাইকা রহিয়াছে। টিকার জন্য ছোট ছোট অক্ষর অর্থাৎ বর্জ্জেস ও ব্রিভিয়া রহিয়াছে এবং শীরনামের জন্য দোভাষি এবং গ্রেট রহিয়াছে। উপাধি পত্র (Title page) সাজাইবার জন্য ৫। ৬। প্রকার অক্ষর রহিয়াছে। তবে আবার বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের জন্য ভাবনা কি? আর দেখা যাইতেছে কোন একটী বিষয় রচনা করিয়া মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিলেই অচিরাকাল মধ্যে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে আবার আমাদের দেশের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কিসের অসদ্ভাব?

সভ্য মহাশয়গণ! ইহা সত্য বটে, আপনারা নানা পুস্তকের চাকচিক্য দর্শনে এক প্রকার বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যদ্যপি আপনারা একবার ইহার অন্তরসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের মুদ্রাক্ষর ও অক্ষরাধার (Case) এ উভয়ই কীদৃশ হীনাবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহার জন্য আমাদের কতদূর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার

করা কর্ত্তব্য—ইহার জন্য কতদূর উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন। এক্ষণে যেরূপ প্রণালীতে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত হইতেছে ও যেরূপ প্রণালীতে অক্ষর সকল 'কেশে' সাজান হয়, তাহা যে নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অশুদ্ধ, ইহা কোন্ ব্যক্তি না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন? পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অক্ষর রাখিবার ধারা। কাহার সহিত কাহার ঐক্যতা নাই—নানাপ্রকার পার্থক্য, একে ইংরাজি মুদ্রাক্ষর রাখিবার ঘরে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর রাখিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আবার অক্ষরাধারে অক্ষর রাখিবার একটী সর্ব্ববাদী সম্মত সুপ্রণালীসিদ্ধ নিয়ম নাই। অপর অক্ষর-নির্ম্মাণ প্রণালীতেও অনেক অপরিশুদ্ধতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অস্মদেশীয় মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে যে কীদৃশ প্রতিবন্ধক জন্মিয়া রহিয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। পূর্ব্বকথিত সার্ চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স মহোদয় যেরূপ তৎকালোপস্থিত কার্য্যগত অসংস্কৃত প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। যন্ত্রাধ্যক্ষেরা কিরূপে স্ব স্ব মুদ্রাযন্ত্রালয়ে লাভ হইবে তাহার প্রত্যাশায় বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও অস্মদ্দেশীয় অপরিপক্ক মুদ্রাঙ্কনের সংস্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতেছি না। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে অনেকে চিন্তা করেন না ও জানেন না যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়দ্বয়ে কতদূর উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। যন্ত্রাধ্যক্ষেরা যদ্যপি এতৎসম্বন্ধে দৃঢ়পরিকর না হয়েন, তবে আর কে হইবে? বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগেরও এতদ্‌সম্বন্ধে ঔদাস্য প্রকাশ করিলে চলিবে না; কারণ উভয় পক্ষের সংযোগ ব্যতিরেকে এই সুমহৎ কার্য্য সংসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন।

সভ্যগণ! আমাদের দেশের বর্ত্তমান মুদ্রাঙ্কণের অবস্থায় কোন প্রকার গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, আলোচনা করিয়া দেখুন। অধুনাতন যাঁহারা মাতৃভূমির উন্নতিসাধন করিয়া বিব্রত, তাঁহারা যদ্যপি কোন একদিন "ইংলিসম্যান" অথবা "ডেলিনিউস" নামক ইংরাজি পত্রিকা সদৃশ বৃহদাকারের প্রাত্যহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে উদ্যত হন তাহা হইলে আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে টাকার অসদ্ভাব নাই, লেখকেরও অসদ্ভাব নাই, দৈনিক পত্রিকার যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমস্ত আয়োজন হইলেও কেবল বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষর এবং অক্ষরাধারের (Case) বিস্খলতা দোষে তৎসমুদায়ই বিফল হইবে। কারণ কেসের প্রত্যেক ঘরে অক্ষর রাখিবার কোন ঐকমত্য নিয়মবদ্ধ প্রণালী না থাকা প্রযুক্ত সময় বিশেষে নিশাকালে অপর মুদ্রাযন্ত্রালয়স্থ অক্ষর সংযোজকগণ (Compositor) দ্বারা উক্ত পত্রিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে, কিরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যুষ সময়ে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে? কারণ তাহারা নিশীথ সময়ে কোন্ দিকে আক্ষর সাট, কোন্ দিকে

আক্ষর সাট, কোথায় স্ত, কোথায় প্র, কোথায় র্দ্দ, ইত্যাদি হাতড়াইতে থাকিবে' না শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে অক্ষর সংযোজন-কার্য্য (Compose) নির্ব্বাহ হয় তাহাই করিবে? একে রাত্রিকাল তাহাতে আবার এইরূপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাজ করিতে হইলে স্বভাবতঃ কিরূপ বিরক্তি জন্মে ও কত সময় আবশ্যক করে তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অবগত হইতে পারেন। বিশেষতঃ অত্যল্প ব্যয়ে স্বল্প কাল মধ্যেঅধিক কার্য্য সম্পন্ন করাই সংবাদপত্রের জীবন শুদ্ধ সংবাদপত্রের কেন সাধারণ মুদ্রাঙ্কণের প্রধান রীতি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সুবিধা আমাদের বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের কোথায়? এতদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের কি এক অপূর্ব্ব সুশৃঙ্খলবদ্ধ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। কি ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, কি ভারতবর্ষে, যেস্থানে ইংরাজি ভাষা প্রচলিত সেই স্থানেই একরূপ অক্ষরাধার ও একরূপ অক্ষর সংস্থাপন ধারা, সুতরাং কার্য্য সুলভ যতদূর হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত সুসার হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে সেরূপ কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করাতে যে কতদূর কার্য্য-সৌকর্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

উপসংহার কালে কেবল মাত্র আমার এই বক্তব্য যে আপনারা যদ্যপি মাতৃভূমির উন্নতি করিবার অভিলাষ করেন; আপনাদের মধ্যে যদ্যপি কাহার লেশমাত্র স্বদেশানুরাগ-প্রিয়তা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে যাহাতে বাঙ্গালা "কেশ" ও বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হউন। ইহাতে শুদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় উন্নতি হইবে এমত নহে, বাস্তবিক ইহার উপর আমাদের সমস্ত বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

রামায়ণ।

সংস্কৃত ভাষায় কাব্যপ্রণালী বাল্মীকি কর্ত্তৃকই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি অনেকে ইঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কাব্য প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করেন। বাল্মীকি ও হোমারের কৃতি সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন এক অন্যতরের অনুকৃত ব্যতীত নহে, বস্তুতঃ নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা দ্বারা এরূপ সম্যক সাদৃশ্য সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ব্বে গ্রীশ্ দেশের সহিত যে ভারতবর্ষের বাণিজ্য কাজ সম্পাদিত হইত তাহার অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষস্থ অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ সময়ে যে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের উন্নতি লক্ষ্মীর চঞ্চলাবস্থার সময়ে গ্রীশ্ দেশের অভ্যুদয় আরব্ধ হয়, সেই সময়ের পূর্ব্বে কখনই হোমার জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই সকল নিদর্শন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে হোমার রামায়ণ অবলম্বন করিয়া হেলেনা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন এতদনুকূল পক্ষে আরও নানারূপ সময় নিরোপক

নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। "হোমার" প্রণীত গ্রন্থই ইউরোপীয় কাব্য শাস্ত্রের মূল স্বরূপ, এরূপ স্থলে বাল্মীকি প্রণীত কাব্য ইউরোপীয় সমগ্র কাব্যশাস্ত্রের মূল বলিলে অন্যায় হয় না। আমেরিকার সভ্য লোক সমূহ অতি অভিনব। ইউরোপীয় অতি নূতনং ভাষা ও কাব্যই তাঁহাদের নিকট পুরাতন। চীন, আরব্য ও মীশর এই তিন দেশ ভারতবর্ষের অনেক পরে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সেই সকল দেশে পুরাতন মূল কাব্যগ্রন্থও কিছু দৃষ্ট হয় না, এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিষয় উল্লেখ করা বৃথা। এইরূপ নানা নিদর্শনের সমালোচনা দ্বারা মহাত্মা বাল্মীকিকে পৃথিবীর কাব্যাবিষ্কর্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট, সাদী, ফরদুসী, হাফেজ, ডাণ্টে, মীলটন, সেক্সপিয়ার, বায়রণ প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় কবিগণই বাল্মীকির প্রচলিত মতানুবর্ত্তী।

ভাষাই মনুষ্যের প্রধান গুণ—কাব্যদ্বারাই ভাষার এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কাব্য হইতে দর্শন, ন্যায়, ধর্ম্ম, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদয় ঔপপত্তিক শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ঔপপত্তিক সংস্কার হইতে যে সমুদায় বিজ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বিষয় গুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। কাব্য শাস্ত্র যদি আমাদের সমুদয় বিদ্যার মূল স্বরূপ হইল, তবে কাব্যের আবিষ্কর্ত্তা যে কত দূর কৃতজ্ঞতা ভাজন ও পূজনীয় তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা গ্রহ নক্ষত্রগণ, পৃথিবীর গতিবিধি, মাধ্যাকর্ষণ, আলোকের গুণ-ধর্ম্ম, এবং দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ইনি সহস্রগুণে অধিকতর কীর্ত্তিমান। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিশুখীষ্ট অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য অধিকতর রূপে প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। বাইবেলের কতকগুলি নীতিময় উপদেশ দর্শনে অনেকে তাহার অলৌকিকত্ব স্বীকার করিয়া চরণাবনত হইয়া থাকেন মহাত্মা বাল্মীকি স্বপ্রণীত কাব্যখানি নীতি রত্ন-হারে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। রামায়ণে যেরূপ পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রণয়, প্রকৃত মৈত্রভাব, নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি, অলৌকিক সতীত্ব প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। বাইবেলে "পর-দ্বার করা পাপ" এই একটী বাক্য মাত্র উল্লিখিত রহিয়াছে, রামায়ণে একদিগে সীতা ও অপর দিগে শূর্পণখার প্রস্তাব বর্ণন দ্বারা তদপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা প্রকাশ হইয়াছে। রামায়ণের ন্যায় প্রতিজ্ঞা পালনের দেদীপ্যমান উপদেশ, কোনদেশের কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাম, খ্রীষ্ট মহম্মদ, এইব্যক্তি ত্রয়ের চরিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে শ্রীরামকে অপেক্ষাকৃত উদার, শান্ত, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, সত্যপ্রিয় বলিয়া বোধ হইবে। রামায়ণানুভিজ্ঞ কুতার্কিকগণ অনেকে রামের প্রতি সীতাত্যাগ, বৈরনির্য্যাতন ও পশুহত্যা প্রভৃতি কয়েকটী

দোষারোপ করিয়া থাকে, কিন্তু রামায়ণের প্রস্তাব সমাবেশ দেখিলে কেহই আর এরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে প্রস্তুত হয়েননা। বিশেষতঃ বাল্মীকি কখনই মেরীনন্দনের ন্যায় ঈশ্বরপদলোলুপ নহেন, ঈশ্বরম্মন্য গর্ব্বিত ব্যক্তি কিরূপে বাল্মীকি সদৃশ নিরহঙ্কৃত লোকের তুল্য ভক্তিভাজন হইতে পারেন। খ্রীষ্ট নিজের বাক্য প্রমাণ দ্বারা নিজেই ঈশ্বরাবতার সজ্জিত হইয়াছেন, বাল্মীকি অজ্ঞ জন সমাজের ধর্ম্মোদ্দীপনানুরোধে অপরের প্রতি ঈশ্বরত্বা সমারোপ করিয়াছেন।

বাল্মীকি রাম জন্মিবার ষষ্ঠিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামলীলা বর্ণন করিয়াছেন, খ্রীষ্ট অলৌকিক শক্তি দ্বারা একটুকু রুটির অংশ দ্বারা সহস্র লোকের উদর পূর্ত্তি করাইয়াছেন, ইত্যাদি অদ্ভুত ঘটনা আজ কাল বিজ্ঞসমাজের বিশ্বাস যোগ্য নহে। এই রূপ নানা বিষয়ে তুলনা করিয়া দেখিলে বাল্মীকিকে বাইবেল প্রণেতা অপেক্ষা অনল্প উপকারক বলিয়া বোধ হইবে। খ্রীষ্টের সহিত বাল্মীকির তুলনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

বাল্মীকি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তাহার কোন নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ নাই। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তন্নিবসতির কতিপয় চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রদেশ তাঁহার নিবাস ভূমি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, বাল্মীকি পর্ব্বত অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে বাল্মীকি তপস্যা করিতেন বলিয়া অদ্যাপি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে এবং আরও কতকগুলি গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্মীকি রামলীলা সমকালীন লোক বলিয়া রামায়ণে নির্দ্দেশ আছে, এমন কি ইনি স্বয়ং স্বপ্রণীত কাব্যের এক অভিনেয় ব্যক্তি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দশরথ হইতে কুশী লবের উত্তরাধিকারিগণ পর্য্যন্ত রামলীলার ব্যাপক কাল অন্ততঃ এক শতাব্দীর কতিপয় বর্ষ অধিক হইবে, এতকাল এক ব্যক্তি প্রকৃতাবস্থা থাকিয়া তদনুলীলা সম্পাদন করা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। ঐতিহাসিক প্রমাণানুসারে বাল্মীকি কখনই রামলীলার সমকালীন লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। অন্যান্য কবিগণ যেরূপ অতীত ঘটনা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইনি ঠিক সেইরূপ পথের যাত্রিক হইয়া গিয়াছেন সন্দেহ নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ মানসেই বোধ হয় এরূপ বর্ণন করিয়া থাকিবেন, কোন কিম্বদন্তী কিম্বা গ্রন্থ অবলম্বিত হইয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছে কিনা এবিষয় মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বাল্মীকি-রামায়ণ অপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থে রামলীলার প্রসঙ্গ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন শিব প্রণীত এক রামায়ণ ছিল তাহা অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। হুইলার সাহেব বলেন:- রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা আধুনিক, মহাভারতীয় বনপর্ব্বের রামলীলা অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের আধুনিকতার বিষয়ে হুইলার সাহেব কর্ত্তৃকযে কয়েকটী যুক্তি

প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই স্থানে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথম—ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ। ঋগ্বেদের অনেকপরে অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সমুদয় বৈদিক সংস্কৃত প্রায় এক রূপ। বৈদিক ভাষার সহিত মহাভারতের ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে. বৈদিক ভাষা ও ব্যাকরণ ক্রমে সংশোধিত হইয়া অপর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সজ্ঘটিত হইয়াছে, বৈদিক সংস্কৃত অত্যন্ত জটিল, ক্রমে প্রাঞ্জল হইয়া লোকের আশু-বোধ ও ব্যবহারোপোযোগী হইয়াছে, মহাভারতের ভাষা অপেক্ষা রামায়ণের ভাষা অনেকাংশে প্রাঞ্জল ও আশুবোধ-নীয়, ভারতবর্ষীয় আধুনিক কথ্য ভাষা সমূহের অনেক সদৃশ।

দ্বিতীয়—আদিম সময়ে মনুষ্যের আচ-রণ, রীতিনীতি ও ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণিত, লজ্জাকর ও বিশৃঙ্খল ছিল, ক্রমে মনুষ্য সমাজের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয় সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে, আদিম সময়ের লোকেরা দাম্পত্য ব্যভি-চার প্রভৃতি দোষগুলিকে পাপ বলিয়া বোধ করিত না, অনায়াসে এক স্ত্রী অনেক পুরুষ বৈধভাবে গ্রহণ করিত, ক্রমে ক্রমে সময়ের প্রভাবে উল্লিখিত দোষগুলি পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, দাম্পত্য ব্যভিচার ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে কুন্তী সতী নিজ পতির বিদিতসারে ইন্দ্র, যম. বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বারা পঞ্চপুত্র উৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন। দ্রৌপদী সতী পঞ্চ জনের নিকট পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াও কুযশোভাগীনী হয়েন নাই। এই সকল প্রস্তাব কাল্পনিক হইলেও লেখকের অভি-রুচির দ্বারা সে সময়ের লোক সাধারণের প্রকৃতি ও আচার পদ্ধতি অবগত হইতে পারা যায়। মহাভারতীয় ঘটনাবলী সত্য হউক আর কাল্পনিক হউক, কুন্তী ও দ্রৌপদীর প্রস্তাব দ্বারা সে সময়ে দাম্প-ত্য ব্যভিচার যে নির্দ্দোষ বলিয়া গৃহীত হইত তাহা সুন্দর রূপ প্রমাণিত হইতেছে। এদিগে সীতা দেবী দীর্ঘকাল পরগৃহে ছিলেন, তদাশঙ্কায় অগ্নিপরিশুদ্ধি-কাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রজাগণ উঁহাকে রাজ্ঞী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না, অতি সামান্য কলঙ্কস্পর্শ দোষের আশঙ্কায় বনবাস পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে। রামায়ণ কল্পিত প্রস্তাব হইলেও, কবি কখনই সাময়িক আচার ব্যবহার রীতির ব্যত্যয় ঘটাইয়া কল্পনা করেন নাই। এই রূপ পরস্পর আচার ব্যবহার তুলনা করিয়া হুইলার সাহেবের মতে মহাভা-রত, রামায়ণ অপেক্ষা আদি বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তৃতীয়—মহাভারতীয় বনপর্ব্বে যেরামায়ণ বর্ণিত হইয়াছে,তাহার রচনা মহাভারতের অন্যান্য অংশের রচনার সহিত ঐক্য হয় না। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণকে পুরা-তন বলিয়া জনসমাজে প্রতীয়মান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ দিগের অত্যন্ত যত্ন ছিল, ভারতবর্ষীয় লোকেরা নূতন মত ও ব্যবহার অপেক্ষা পুরাতন মত ব্যবহার

প্রভৃতির প্রতি অধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, নূতন বিষয় অতিউৎকৃষ্ট হইলেও নিঃসন্দেহ রূপে ভক্তি সহকারে ভারতবর্ষীয়েরা গ্রহণ করে না মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের আচার ব্যবহার,রীতি নীতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র, মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ পুরাতন বলিয়া প্রতীত হইলে ভারবর্ষীয়েরা মহাভারত অপেক্ষা ইহার প্রতি অতিশয় ভক্তি প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহার সংশোধনের অধিক সম্ভাবনা— এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ এরূপ উপকারক কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সামান্য ও জটিল বলিয়া উল্লিখিত হইল না।

হুইলার সাহেবের এই কয়েকটী যুক্তি দ্বারা কোন রূপেই লক্ষ্য প্রতিপাদিত হইবার নহে। যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেও ভারত বাসীদিগের চিরসংস্কার অপনীত হইবেক না। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তিগুলির সমালোচনা করিতেছি। সংস্কৃত ভাষা ক্রমে সরল হইয়াছে কি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে এবিষয়ে অনেক সন্দেহ বিদ্যমান আছে। বৈদিক সংস্কৃত ইদানীন্তন লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্ব্বোধ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈদিক ইদানীন্তন লোকের ভাষার সহিত অনেক ভাষা বিভিন্ন ও চর্চ্চার অতীত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এরূপ বোধ হয়, বস্তুতঃ বৈদিক ভাষার প্ররচন প্রণালী অতি প্রাঞ্জল,অল্প সমাসিত পদাবলী, অনলঙ্কৃত বাক্য সমূহ, তার্কিকতা শূন্য ভাব সকল দৃষ্টে, বৈদিক ভাষা কখনই দুরূহ বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা যেরূপ অপঠিত বৈদিক গ্রন্থ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, দর্শন ও কাব্য সমালোচকগণ কখনই সেরূপ সমর্থ হয়েন না।

কালিদাসের ভাষা অপেক্ষা ভবভূতির ভাষা কিঞ্চিৎ দুরূহ, ভবভূতি অপেক্ষা ভারবির, ভারবি অপেক্ষা মাঘ ও নৈষধের রচনা দুরবগাহ, জটীল প্রণালীতে প্রযোজিত, এরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তন দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত ভাষা ক্রমে দুরূহ ও জটিল হইয়া আসিয়াছে। কালিদাসের ভাষা অপেক্ষা মহাভারতের ভাষা কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল, মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ অনেক সরল, এরূপ পরিবৃত্ত প্রমাণ দ্বারা মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণকে পুরাতন বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষীয় সমুদয় ভাষা ক্রমে সরলতা ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাস যেরূপ সরল বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়াছেন কাশীরামদাস আর সেরূপ সরল বাঙ্গালা ব্যবহার করেন নাই, ভারত চন্দ্র রায় তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রগাঢ় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তৎপর মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ তদপেক্ষাও জটিল বাঙ্গালা প্রচার করিয়াছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তদপেক্ষাও প্রগাঢ়তম ভাষা সংযোগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের পদ্য লেখক গণ প্রগাঢ়তা

বিষয়ে মাইকেলকে অতিক্রম করিতেছেন, হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষাও এইরূপ। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে গদ্যের পরিবর্ত্তন রীতি পদ্যের ন্যায় নহে, গদ্য প্রথম কিছু অপ্রাঞ্জল দুর্ব্বোধ্য জটিল থাকে, পরে সরল প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হইয়া আইসে, কেবল গদ্য প্রণালীর প্রতি অন্ধ লক্ষ্য থাকাতেই উক্ত মহাত্মার এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণ গদ্য নহে, নিরবচ্ছিন্ন পদ্য কাব্য, আদিম সময়ে মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদয় সরল ও অল্প কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, বিষয় ব্যপারেরও অধিক বাহুল্য থাকে না, তদনুসারে ভাষাও প্রাঞ্জল ও নিরলঙ্কৃত থাকে, যতই মনুষ্যের কার্য্যকলাপ, বৈষয়িক ব্যাপার ও নানারূপ পার্থিব সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তদনুযায়িনী ভাষাও অসরলতা, বহুভাব প্রকাশতা ও পরিণাম পরিদর্শকতা অবলম্বন করিতে থাকে। রামায়ণের রচনা অপেক্ষা মহাভারতের রচনার চাতুর্য্য, যুক্তি কৌশল, অনেক গুণে গরিষ্ট, লঙ্কা সমর কালে সুগ্রীব অঙ্গদ জম্বুবান প্রভৃতির পরস্পর যুদ্ধ কৌশল বিষয়ক মন্ত্রণার সহিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কালে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামার রাজনীতি বিষয়ক সমালোচনার তুলনা করিলে মহাভারত অনেক নূতন বলিয়া বোধ হইবে এমনকি শ্রীকৃষ্ণের রণ মন্ত্রণা চাতুরী অনেক স্থলে প্রুসিয়ান মন্ত্রিবর বিস্‌মার্কের কৌশল অপেক্ষা ন্যূন বোধ হয় না, রামায়ণের সেতুবন্ধন ও মহাভারতের জতু গৃহ দাহ, পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলেই লেখকের কল্পনা কৌশল তুলনা করা যাইতে পারে, সাগর বন্ধন ব্যাপার আদ্যোপান্ত অলৌকিক অসঙ্গত কল্পনাতে পরিপূর্ণ, আধুনিক লোক সমূহের ভাব সংস্কার হইতে অনেক ব্যবহিত। জতুগৃহ দাহ কাল্পনিক হইলেও লৌকিক ঘটনায় সম্পূর্ণ সদৃশ, কুম্ভকর্ণের বীরত্ব সমালোচনা করিয়া দেখিলে কোন রূপে লৌকিক বলিয়া বোধ হয় না, ভীমের বীরত্ব বর্ণন শ্রবণ করিলে আধুনিক মহাবীর দিগের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বলিয়া মাত্র বোধ হয়, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে মনুষ্যের বুদ্ধি ক্রমে পরিমার্জ্জিত ও চিন্তাশীল হইয়া আসিয়াছে আদিম সময়ের লোক অপেক্ষা আধুনিক লোকদিগের সমুদয় কার্য্যেই বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ পাইয়া থাকে, ধনুর্ভঙ্গ অপেক্ষা মৎস্য লক্ষ্য ভেদ অনেক গুণে বুদ্ধি কৌশল বিশিষ্ট। কৌশল্যা ও সীতা অপেক্ষা কুন্তী ও দ্রৌপদীর চরিত্র কলুষিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এতবড় বিস্তৃত গ্রন্থদ্বয়ের মাত্র দুই চারিটী স্ত্রী চরিতের দ্বারা এইরূপ গুরুতর মীমাংসার প্রমাণ হইতে পারে না, মহাভারতের সাবিত্রী ও চিন্তাদেবী, সীতার ন্যায় নির্ম্মল রূপে অতি পবিত্রভাবে বর্ণিতা হইয়াছেন, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্রের ধর্ম্ম ও ভক্তিভাব রামলীলা অপেক্ষা অনেক গুণে গরিয়াণ্, হুইলার সাহেব বলেন, "দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি বরণ, সে সময়ের লোকেরা দোষ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই" এইটী সাহেব মহোদয়ের সম্পূর্ণ ভ্রম, দ্রৌপদীর একাধিক পতি গ্রহণ দোষ পরিহারের

নিমিত্ত ব্যাস দেব নানা প্রকার যুক্তি কৌশল সঙ্কলন করিয়াছেন। "গান্ধীর শাপ" "শিবের পঞ্চবার বর প্রদান" পঞ্চদেবতার নিকটঅঙ্গীকার প্রভৃতি অনেক গুলি দোষ দোষশোধনীয় মার্জ্জনীয় ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, পূর্ব্বতন লোকেরা শাপ ও বর সমুৎপন্ন দোষে দূষিতদিগকে প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দোষ মনে করিত, বস্তুতঃ অশক্তীকৃত কি অনিন্দা জাত দোষ, দোষ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, রামের বালিবধ অপেক্ষা, যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" অধিক দোষাশ্রিত বলিয়া অনুমিত হয় না, বনপর্ব্বের রাজনীতি ও গার্হস্থ নীতি, ভীষ্মপর্ব্বের যোগ সম্বন্ধীয় ভগবদুপদেশ, শান্তিপর্ব্বের, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শান্তি উপদেশ প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

আদিপর্ব্বে অনেক আদিম সময়োচিত ব্যভিচার ময় আচার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব সৃষ্টির আদি সময়ের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ বলিয়া মহাভারতে কথিত আছে, এখন যদি কোন কবি সৃষ্টি প্রকরণ বর্ণন করে, তাহা হইলে কি তাঁহার সেই পুস্তককে পুরাতন বলা যাইবে? আদিপর্ব্বের শেষাংশ হইতে মহাভারতের প্রস্তাব আরম্ভ হয়। অনেকে আবার, মহাভরতকে একব্যক্তির প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেননা, ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন, এবিষয়ের সত্যতা নিরূপণের উপায় অতি সঙ্কীর্ণ ও এপ্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য নহে।

বনবর্ব্বের রামলীলা পরে সংযোজিত হইয়াছে কি বনপর্ব্বের রাম চরিত দৃষ্টে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিবার কোন উপায় নাই হুইলার সাহেবের এতৎ সম্বন্ধীয় যুক্তি গুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সামান্য, তদ্দ্বারা এই গুরুতর মীমাংসা হইতে পারে না, মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণে কবিত্ব ও কল্পনা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে, মাহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের প্রস্তাব অধিক হৃদয় গ্রাহী সন্দেহ নাই, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মহাভারতকে প্রকৃত কাব্য বলিয়া বোধ হইবে না, মহাভারতের কবিত্বে প্রতিপাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিলনা মহাভারতকে নীতি ও দর্শনময় ভারতাখ্যান বলা যাইতে পারে, অনেক স্থলে বীর ও করুণা রস প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। অংশতঃ রসাত্মক বর্ণনা আছে বলিয়া কখনই ইহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলা যাইতে পারে না, ভারত প্রেণেতা যে একজন কবি তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ লক্ষিত হয় না, কিন্তু কাব্য উদ্দেশ্যে মহাভারত প্রণয়ন করেন নাই।

সংক্ষেপে কয়েকটী যুক্তি দ্বারা হুইলার সাহেব মহোদয়ের ভ্রমাত্মক মত কতদূর নিরাকৃত হইল তাহা পাঠক বর্গই বিবেচনা করিতে পারেন। এইক্ষণে রামায়ণের বিষয় কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা যাউক।

সপ্তকাণ্ডময় রামায়ণের প্রস্তাব বর্ণনা ভারতবর্ষীয় প্রায় সমুদয় লোকের মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয় বিস্তারিত

বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণের নায়ক, প্রতিনায়ক, প্রধানা নায়িকা প্রভৃতি ভারতবাসী কাহারই অপরিচিত নহে। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত কাব্য নাটক প্রচারিত হইয়াছে প্রস্তাব কল্পনা, রসাত্মক বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে রামায়ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোন দেশের কোন কবিই আমাদের বাল্মীকির ন্যায় যশোভাজন হইতে পারেন নাই, ইহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম পুস্তক বলা যাইতে পারে। রামের সদৃশ পবিত্র বীর-নায়ক বোধ করি আর কোন দেশের কোন কাব্যে কি গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামকে, কবিবর এরূপ শান্ত সুধীর, পরম রূপবান, অদ্বিতীয় পিতৃভক্ত, মাতৃ সেবক, সত্য পরায়ণ, পাপপরাঙ্মুখ, হিংসাদ্বেষবিহীন, লোক প্রিয় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে কি অভিনয় দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তি না মোহিত ও চমৎকৃত হন? সীতার ন্যায় রূপবতী পতিপরায়ণা বিশুদ্ধা স্ত্রীর বৃত্তান্ত শ্রুতি গোচর হয় নাই। লক্ষ্মণের ন্যায় অনুগত ভ্রাতার বিবরণ আর কোথা প্রাপ্ত হওয়া যায়? রাবণের ন্যায় উদ্ধত মহাবল পরাক্রান্ত পাপীয়ান প্রতি নায়ক অতি অল্পই শ্রুত হইয়া থাকে। রাম সীতার দাম্পত্য প্রেম, যেরূপ পবিত্রভাবে বিশুদ্ধ ভাবে, অনাড়ম্বর ভাবে, অনাদি-রসাত্মক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এরূপ আর অন্যত্র প্রাপ্ত হইবার আশা করা যাইতে পারেনা। মীল্টন যেরূপ মানব বর্গের আদি মাতা পিতাইভ ও আদমের দাম্পত্য প্রেম অতি নির্ম্মল ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, বাল্মীকি তদপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। শকুন্তলা দুষ্মন্ত, রত্নাবলী বৎসরাজ, মালতী মাধব, কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়, রোমীয় জুলীয়ট, ইসফ জেলেখা, বিদ্যাসুন্দর, প্রভৃতির দাম্পত্য প্রেমের সহিত সীতা ও রামের দাম্পত্য প্রেম তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিভেদ বোধ হইবে। বাল্মীকি, সীতা রামের বন বিহার, জল বিহার, মনাবিরহ, বিশ্রস্ত আলাপ প্রভৃতি প্রেমের উপাদেয় বস্তু সমুদয়ই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় তাহাতে কিছুমাত্র অশ্লীল দোষ প্রবেশ করিতে পারে নাই। জানকী রাঘবের প্রেম বর্ণন পাঠ করিয়া আদিরস অবতরণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, মনে একরূপ পবিত্র প্রণয়ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। রাম বনবাস, সীতা বনবাস, লক্ষ্মণবর্জ্জন এই স্থল ত্রয় পাঠ কি অভিনয় দর্শন দ্বারা কোন ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে? অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ের ও অন্তঃকরণ বিগলিত হইয়া যায়। লঙ্কা সমরের বীর রসের বিষয় উল্লেখ করাই বাহুল্য, কুশীলবের প্রস্তাব বর্ণন দ্বারা বাৎসল্য রসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণের ঘটনা বাস্তবিক কি কল্পনাসম্ভূত তাহা নিশ্চয় করা বড় দুষ্কর। পুরাকালে ভারতবর্ষে রাম নামে যে একজন প্রভাব-শালী নৃপতি ছিলেন তাহার কতিপয় প্রমাণ পাওয়া যায়, এমন কি রাম নামের মুদ্রা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, সেই রাম রামায়ণ বর্ণিত রাম কি না এবিষয়ে অনেক

সন্দেহ আছে, লঙ্কাতে রাবণালয়াদির কিছু মাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, লঙ্কা বাসী লোকেরা রাবণাদির নাম মাত্রও অবগত নহে, লঙ্কা দেশীয় ভাষায় এতদ্বিষয়ক কিছুই নাই, সে দেশে রামায়ণ প্রচারিত নাই। যদিও দেশে বিদ্যা চর্চ্চার অভাবে লিখিত পুস্তকাদি বিদ্যমান নাথাকুক কিন্তু এরূপ প্রসিদ্ধ ঘটনার কিম্বদন্তী অবশ্যই দেদীপ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা। সে দেশীয় লোকেরা, রাম, রাবণ, সীতা, লক্ষ্মণ, কুম্ভকর্ণের বিষয় বিন্দু বিসর্গ ও জানে না, এসব ঘটণা শুনিবামাত্র মুক্তকণ্ঠে কাল্পনিক বলিয়া উঠে। রামায়নে যে প্রস্তরময় মহা সেতুর উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপের ব্যবহিত মান্নার প্রণালীস্থ মগ্ন পর্ব্বত শ্রেণী দেখিয়া অনেকে সেই সেতুর সত্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, সেতুর যেরূপ প্রকৃতি হওয়া উচিত তাহাতে সেই সকল গুণ ও ধর্ম্ম কিছুই লক্ষিত হয় না, পুরাতন ভারত বর্ষীয় লোকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, কোন নূতন বিষয় কল্পনা করিতে হইলে কোন কোন ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির গয়ায় পিণ্ড দানকালীন ভীমের জানুছিন্ন ও দত্ত গো বৎসাদির চরণ চিহ্ন প্রভৃতির অদ্যাপি বিদ্যমানতা যে অসম্ভব তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় দেবলীলা ভক্তগণ কতকগুলি কৃত্রিম চিহ্ন দেখিয়াই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। অনেক স্থলের উষ্ণপ্রস্রবণকে সীতা কুণ্ড অর্থাৎ সীতার অগ্নি পরীক্ষা কাণ্ডের অংশ বিশেষ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা কল্পনা মূলক ব্যতীত নহে, অদ্যাপি অনেক স্থলের বিবর বিশেষ বিদ্যাসুড়ঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, লোকেরা বিবর দেখাইয়া বলে এই পথ দ্বারা সুন্দর মালিনীর বাড়ী হইতে বিদ্যার মন্দিরে যাইতেন।

মেঘদূতের প্রস্তাব কল্পনাতে অনেক প্রকৃত স্থল যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অযোধ্যা নগরীতে যে প্রাচীন হর্ম্ম্যাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়তাহা কোন্ রাজার সময়ের কত কালের তাহার নিশ্চয়রূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাল্মীকির রচনা যত পুরাতণ বলিয়া বোধ হয় সেই সকল অট্টালিকা তদপেক্ষা অনেক নূতন অনুমিত হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা রামায়ণের সত্যতা স্থির করিবার উপায় নাই। প্রস্তাবটী অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে অলীক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, কিন্তু ভারত বর্ষীয় লোকেরা রামায়ণকে কাল্পনিক প্রস্তাব বলিয়া স্বীকার করিতে নিতান্ত কেল্ল বোধ করিয়া থাকে। বস্তুত কবির এমনি কল্পনা কৌশল, এমনি বর্ণনা চাতুর্য্য যে, সহসা জাজ্বল্য মান সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অভিনয় কালে প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যাঁহার প্রতিভাময়ী কল্পনা হইতে রামলীলা সদৃশ প্রস্তাব আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি যে কীদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা শালী লোক তাহা

বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

রামায়ণের ভূমিকাতে লিখিত আছে পূর্ব্বে, ক্রৌঞ্চ মিথুন হনন কালে বাল্মীকির মুখ হইতে সহসা এক অনুষ্টুপ ছন্দের কবিতা নির্গত হয়। ভারতবাসীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই প্রথম কবিতা, ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় কি অন্য কোন ভাষায় কবিতা ছিল না, মন্ত্রে কতিপয় বৈদিক ছন্দের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়, বস্তুতঃ সে সমুদয় কবিতার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, এইটী অতি গুরুতর বিষয়, ইহার মীমাংসা অনায়াস সাধ্য নহে, মনুর শ্লোকাংশ ও শ্লোকভাব রামায়ণে উদ্ধৃত হইয়াছে মনুকৃত গ্রন্থ সমুদয় অনুস্টুপ্‌ছন্দে প্রয়োযিত, এরূপ স্থলে মনুর প্রণীত গ্রন্থ রামায়ণের পূর্ব্ব সময় জাত, অনুষ্টুপ্ ছন্দ তৎপূর্ব্ব হইতে প্রচারিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বাল্মীকি ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা হউন আর নাই হউন, রসাত্মক বাক্য তাহারই লেখনীর মুখ হইতে প্রথম নিঃসৃত হইয়া থাকিবে, রামায়ণের পূর্ব্বে যে পৃথিবীতে কোনরূপ প্রকৃত কাব্য ছিল তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, রামায়ণ নিরবচ্ছিন্ন শ্রব্য কাব্য নহে, কথিত আছে রামায়ণ প্রণীত হইলে ভরত মুনি অপ্সরা দিগের সহিত স্বর্গে তাহা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন কুশী-লব যে নানা রাগ রাগিনী সহকারে বীণাস্বরসংযোগে রাম রাজার সভায় রামায়ণ গান করিয়াছিল, তাহা সকলেরই বিদিত আছে, বাল্মীকিকে এককালে কাব্য, নাটক, ও গীতময় কাব্যের আবিষ্কর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না এই নিমিত্তেই বোধ হয় বাল্মীকির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য দৈব প্রসাদ লব্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, এই নিমিত্তেই বোধ হয় বাল্মীকিকে কবিগুরু বলিয়া ভারতবর্ষীয়েরা অশেষ ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

আধুনিক আলঙ্কারিক দিগের লক্ষণানুসারে রামায়ণ মহা কাব্য মধ্যে পরিগণিত নহে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বর্ণিত মহা কাব্যসমুদায় অপেক্ষা রামায়ণ অনেকাংশে গৌরবান্বিত, পৃথিবীর মধ্যে যত গুলি কাব্য গ্রন্থ আছে তাহার মধ্যে বাল্মীকি, হোমার মীলটন প্রণীত প্রসিদ্ধ কাব্য ত্রয়ই প্রধান আদরণীয় ও জগৎবিখ্যাত। একটী মূল বিষয় অবলম্বিত হইয়া আদ্যোপান্ত সঙ্ঘটিত হইবে, সর্ব্ব প্রধান রূপে ধর্ম্মভাব প্রকাশিত থাকিবে, গ্রন্থ বহু বিস্তৃত হইবে, ধর্ম্মের প্রাধান্য রাখিয়া বীর করুণাদি নানারস বর্ণিত হইবে, ইত্যাদি রূপে গ্রন্থ প্রণীত না হইলে তাহাকে মহা কাব্য বলা আলঙ্কারিকগণের অনুরোধ রক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রঘুবংশ কুমার সম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ প্রভৃতিকে মহাকাব্য নাম ধারণের অধিকারী করিয়াছেন। এই সমুদয় গ্রন্থ রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিলে অতি যৎসামান্য বোধ হইয়া থাকে। রঘুবংশ ব্যতীত প্রায় সমুদায় সংস্কৃত মহাকাব্যই এক মূল বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে বটে কিন্তু, ধর্ম্ম বর্ণনার

অভাব ও ক্ষুদ্র কলেবরতা বশতঃ সেই সমুদয় গ্রন্থের আদর কালে তাদৃশ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষ রসাত্মক রূপে বর্ণিত হইলে, তাহাকে মহান্ কাব্য গ্রন্থ বলা যাইত। বস্তুতঃ সংস্কৃত অপরাপর কাব্য সমুদায় মহাভারত ও রামায়ণের আংশিক প্রতি-বিম্ব ভিন্ন নহে।

বাল্মীকির অদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে ভবভূতি তাঁহার উত্তর-রামচরিতকে এত মনোহর করিতে পারিতেন না।

সকলেই কালিদাসের অলৌকিক প্রতি-ভাময় কবিত্ব শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে কবিবর অনেক গুলি ভাব বাল্মীকি হইতে গ্রহণান্তর নানালঙ্কারে ও নানারূপ শব্দ কৌশলে বিভূষিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। কবিকুলতিলক কালিদাসের, প্রতিভা অপেক্ষা সঙ্কলী করণ শক্তি অধি-কতর ছিল, কালিদাসের বর্ণনা ও রচনা শক্তি যে অদ্বিতীয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রস্তাবকল্পনাশক্তি বাল্মীকি অপেক্ষা ন্যূনতম স্বীকার করিতে হইবে, বাল্মীকির রচনাতে কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় শব্দাড়ম্বর অলঙ্কার চাতুর্য্য, ছন্দ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না; স্থানে স্থানে পুনরুক্তি, বৃথা বিশেষণ প্রয়োগ প্রভৃতি অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যখন বাল্মীকির কল্পনা ও প্রতিভা শক্তি স্মরণ করা যায়, তখন উল্লিখিত সামান্য দোষ গুলি আর দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে শ্রদ্ধা হয় না। যিনি সর্ব্ব প্রথম কাব্যপ্রনয়ন করিয়াছেন, যাঁহার রচনা কালে সংস্কৃত ভাষাতে কোন রূপ কৌশল প্রদর্শন করিবার উপায় ছিল না. তাঁহার গ্রন্থ যে কয়েকটি আদিম সময়ো-চিত দোষ লক্ষিত হইবে বলা বাহুল্য।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা ভিন্ন কালিদাসের অন্যান্য কৃতি সমূহের প্রস্তাব কল্পনা তাদৃশী চমৎকারিনী নহে। অভিজ্ঞান শকু-ন্তলের প্রস্তাবটী মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার রস-সমাবেশ কৌশলাদি রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। গর্ভবতী সীতার নির্ব্বাসন, কতিপয় কাল মুনির তপোবনে জানকীর অবস্থিতি কালে চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব, পরে আবার রামের সীতারজন্য অনুতাপ ও বিলাপ, এই সকল প্রস্তাবদ্বারা বাল্মীকি যেরূপ করুণা রসের অবতরণা করিয়াছেন কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তলেকরুণ-রস সঞ্চারার্থ সেরূপ ইহার অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন। যথা—গর্ভবতী শকুন্তলার নির্ব্বাসন, তপোবনে কতিপয় কাল অব-স্থিতি কালে চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত সন্তান প্রসব. পরে শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের অনু-তাপ ও বিলাপ রামের সহিত তপোবন-পালিত তৎ পুত্রের সহিত পরিচয়, আর দুষ্মন্তের সহিত তৎপুত্রের সহিত পরিচয়, পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে কালিদাস যে রামায়ণ হইতে মুল গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ-কাম হইয়াছেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কালিদাস স্বীয় কবিত্ব ও

অসাধারণ বর্ণন পরিমার্জ্জন শক্তি প্রভাবে এরূপ অলক্ষিত ভাবে নিপুণতর রূপে রামায়ণ হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং-ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহা সহসা অনুভবনীয় নহে। অভিজ্ঞান শকুন্তলের যে যে অংশ গুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী-মনোহর, তৎসমুদয়ই রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাল্মীকির কল্পনার সহায়তা গ্রহণ না করিলে কালিদাস তাঁহার শকুন্তলাকে এত মনোহর ও সর্ব্বদেশে আদরণীয় করিতে পারিতেন না।

ভবভূতি বাল্মীকির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পৃথিবী-ব্যাপ্ত কবি-কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা বাল্মীকি রাজাধিরাজ স্বরূপ, তাঁহার দ্বারে ভিক্ষা লাভ করিয়া কত ব্যক্তি রাজা হইয়া গিয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না, মেঘনাদবধ রচয়িতা প্রভৃতি তৎদৃষ্টান্তের অন্যতম স্থল।

নানা দেশীয় নানা প্রস্তাব এপর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু রাম লীলার ন্যায় কিছুই চিত্ত হরণে সমর্থ হয় না। রামলীলার কি চিত্তহারিণী শক্তি, যখন শ্রবণ ও অভিনয় দর্শন করা যায়, তখনই নূতন ও সুকুমার বোধ হয়। রামায়ণ দ্বারা যেরূপ লোকের স্বভাব পরিমার্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা এরূপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। যদি কাহার ও ভারতবর্ষীয় অমূল্য রত্ন দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি কাহার ও সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রের মূল জানিবার ইচ্ছা থাকে, যদি কাহার ও সৎ পুরুষ স্ত্রী, সাধু ভ্রাতা, অকৃত্রিম মিত্র ও সেবকের প্রকৃতি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে আদ্যোপান্ত বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ পাঠ করুক, তাহা হইলে অনায়াসে বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে॥

কুমারসম্ভবম্।

নবম স্বর্গঃ।

সম্ভাষ্য মধুবং বিষ্ণুং
সসৈন্যঃ সহ ভার্য্যয়া
বিনি বৃত্য হরস্তস্মাৎ
যযৌ ব্রহ্ম পুরং প্রতি।
স্ফটিক স্বচ্ছকীলালং
পাটল গন্ধি মারুতম্
অযত্ন শস্যদ ভূমিং
যজ্ঞেন্ধ মোচিতানলম্।
চন্দ্রকান্ত মণে দীপ্ত্যা
নিত্যমা লোকিতং নিশি
সূর্য্যকান্তে দিবাকান্তং
প্রদীপ্ত মাতপাদৃতে।
সপ্রসূন লতা গুল্ম
মবন্ধ্য বন পাদপম্
বসন্ত নির্ব্বিশেষেণ
প্রকূজৎ কোকিলং সদা।
দিবা রজন্য ভেদেন
ফুল্ল কুমুদ পঙ্কজম্
স্বেচ্ছা সাদিত সম্ভোগ
মযাচিত সুখ প্রদম্।
মৃদুধ্বনিত কল্লোল
মন্দাকিনী তট স্থিতম্

সৌবর্ণেয় বেশ্ম মালং
রত্নাভি সজ্জিতান্তরম্।
কিল্বিষ বিষসংস্পর্শ
বিবর্জ্জিতা মরপ্রজম্
প্রবিবেশো ময়া সার্দ্ধং
ব্রহ্মলোক মুমাপাতিঃ।
প্রবিশ্য ভবনং স্তোকং
পদ্ম যোনে র্মহেশ্বরঃ
স্বোত্থানাহিত মর্য্যাদ
মালিলিঙ্গ প্রজাপতিম্।
বিদিত মপি বৃত্তান্তং
প্রশ্নোত্তরৈঃ পরস্পরম্
সংলাপং চক্রতুঃ প্রেম্না
পুনরুক্ত মিবোভয়ৌ।
গাম্ভীর্য্য বত্তয়া.ধীরান্
মাধুর্য্যেণ বিলাসিনঃ
ভস্মাজিনাদি ভূষাভি
র্ভোগ বিরাগিনঃ সুরান্।
যোগ শাস্ত্র সমালাপৈ
র্যোগ ধ্যান পরায়নান্
শিবঃ সংমোহয় মাস
ব্রহ্মলোক নিবাসিনঃ।

বিষ্ণুকে মৃদু মধুর সম্ভাবণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া মহাদেব ভার্য্যাসহ সদেস্থে ব্রহ্মলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে—সলিল স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ; মারুত পাটল গন্ধ ময়, যত্ন ব্যতিরেকে ভূমি হইতে অনর্গল নানা শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, যজ্ঞ ও রন্ধন ব্যাপারেই অগ্নির দাহিকা শক্তি ব্যাপৃত আছে; রজনী চন্দ্র কান্ত মণি বিভায় সর্ব্বদা সমভাবে আলোকবতী, সূর্য্য মণি জাল কিরণে দিবস সর্ব্বদা আলোকিত বটে কিন্তু সাধারণ দিনের ন্যায় উত্তাপ কর আতপ শালী নহে;

লতা গুল্ম সমূহে সর্ব্বদা কুসুম জাল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে: বন তরু সকল নিয়ত অবন্ধ্য ভাবে ফল প্রসব করিতেছে কোকিল কুল বসন্ত নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা গান করিতেছে;

দিবা রাত্রি অভেদে পদ্ম কুমুদ দাম প্রফুল্লভাবে বিরাজ করিতেছে ইচ্ছা মাত্র সম্ভোগ সম্পাদিত হইতেছে এমন কি অযাচিত রূপে স্বয়মাগত হইতেছে;

মৃদুধ্বনিত কল্লোল ময়ী মন্দাকিনীর তট স্থিত সৌবর্ণ ভবন ময়ূ্গা শোভা পাইতেছে, অভ্যন্তর ভাগ নানা রত্নে সুসজ্জিত রহিয়াছে।

প্রজাগণ পাপ সংস্পর্শ রহিত হইয়া অমর ভাবে বসতি করিতেছে। সেই ব্রহ্মলোকে উমাপতি উমাসহ উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ গমনান্তর ব্রহ্মার ভবনে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন মহেশ্বর ও পদ্ম যোনিকে আলিঙ্গন করিলেন! উভয়ের সমগ্র বৃত্তান্তই উভয়ে অবগত আছেন, তথাপি যথা পদ্ধতিক প্রশ্নোত্তর দ্বারা পরস্পর পুনরুক্তির ন্যায় যেন আলাপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

প্রভু শিব সেই স্থলে গাম্ভীর্য্য দ্বারা গম্ভীর প্রকৃতি দিগকে, মাধুর্য্য গুণে বিলাসি গণকে ভস্মাজিন প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা ভোগ বিরাগী সমূহকে যোগ

শাস্ত্র আলাপ দ্বারা যোগ ধ্যান পরায়ণ যোগি গণকে পরমাহ্লাদিত ও বিমোহিত করিতে লাগিলেন।

সময়ে কি না হয়।

(৭ম সংখ্যার পর)

হরনাথ আস্তে ব্যস্তে কাছারি গৃহে প্রবেশ করিলেন। হরনাথ চলিয়া গেলেন তাঁহার গৃহের দ্বারটী খোলা রহিল।

হরনাথ কাছারি গৃহে যাইয়া দেখেন নায়েব মহাশয় গৃহে নাই। ভাবিলেন নায়েব মহাশয়রাত্রে "বাহিরে" গিয়াছেন। তবে শব্দ কিসের? নায়েব মহাশয় কি কোন বিপদে পড়িলেন? এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় নিজ গৃহে যাইয়া এক গাছি লাঠী লইয়া কাছারির প্রাঙ্গনে আগমন করিলেন। চারিজন আপাদ মস্তক বস্ত্রাবৃত লোক আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমন করিল। হরনাথ কিছুই করিতে পারিলেন না। এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া কোথায় লইয়া গেল। চক্ষু দুইটী ও মুখ এক খানি বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিয়া তাঁহাকে অনেক দূরে লইয়া গেল। তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাঁহার অদৃষ্টে কি আছে কিছুই জানিতে পারিলেন না। বোধ হইল যেন তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া যাইয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তথায় রাখিয়া গেল। হরনাথ সেই খানে রহিলেন।

নায়েব মহাশয় কাছারি বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই দেখেন তাঁহার রন্ধন শালায় অগ্নি লাগিয়াছে। ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে দ্রুত গমনে সেই দিগে গেলেন। কেন হঠাৎ এরূপ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল তাহারই অনুসন্ধানে গেলেন। ভাবলেন ব্রাহ্মণের অমনোযোগেই এরূপ হইয়াছে। হলধর ও তাঁহার সহিত ছিল। হলধর দেখিল নায়েব মহাশয় পুনরায় কাছারি গৃহাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত, কি ভাবিয়া সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠে একঘা লাঠী মারিল। নায়েব মহাশয় "বাপরে" বলিয়া ভূতলশায়ী হইলেন হলধর ও সেই অবকাশে প্রস্থান করিল। হলধর কোথায় গেল? হরনাথের গৃহদ্বার খোলা ছিল চারিজন লাঠিয়াল আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কাছারি গৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, যেমন আস্তে ২ সেই ঘরে প্রবেশ করে, সেই সময় এক জন প্রহরির শয্যার উপর যাইয়া পড়িল প্রহরির নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রহরী "কোন্ হ্যায়" বলিয়া চিৎকার করিল, এক জন লাঠিয়াল অমনি এক গাছি সড়কী লইয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল, দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, প্রহরী রক্ত নির্গমে ক্ষীণ বল হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মরিল না-অচেতন হইয়া রহিল। লাঠিয়ালেরা ক্রমে গৃহে প্রবেশ করিয়া কোন সুযোগে একটী আলো জ্বালিল। গৃহস্থিত সমস্ত বস্তুই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। এক জন একটী মশাল জ্বালিয়া নায়েব মহা-

শয়ের "পোষাকের সিন্ধুকের" দিগে গেল, এক পদাঘাতে সিন্ধুকের ডালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এটী নায়েব মহাশয়ের আস-বাবের সিন্ধুক কয়েক খানি হেয়ার ব্রস কয়েক খানি চিরুনী, একখানি আয়না কয়কটী পমেটমের বাক্স, এক ডজন হাফমোজা, একটী গাঁটরীতে তোয়ালে বাঁধা কতকগুলি বস্ত্র, সমুদায়ই প্রায় শান্তিপুরে ও ঢাকাই দুই এক খানি বিদ্যাসাগর পেড়ে কাপড় ও ছিল। আর একটী বোঁচকায় কতক-গুলি চাদর শান্তিপুরে, কলমে, ঢাকাই। কয়েকটা নানা প্রকার কামিজ রং বে রং। একটী গাঁটরীতে এক খান নামাবলী একটী গরদের জোড়। একটী ছোট বাস্কে চার পাঁচ রকমের বিলিতি "এসেন্স' ৭।৮ রকম আতরের শিশি, এক কোণে কতকটা তুলো, গুটীকত মাথায় তুলো বাঁধা খড়কে। আহা! নায়েব মহাশয় অনেক যত্নে অনেক টাকা খরচ করিয়া এসমস্ত আয়োজন করিয়া ছিলেন, লাঠি-য়াল নির্দ্দয় চিত্তে তাহাতে অগ্নি দিল বস্ত্রগুলি ক্রমে সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আতর এসেনসের শিশিগুলি চূর্ণ করিল। গন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। নায়েব মহাশয় যে গরদের ধুতি পরিধান করিয়া, যে নামাবলি গাত্রে দিয়া সন্ধ্যা করিতেন লাঠিয়াল তাহা ছিন্ন করিয়া মশাল করিল। অগ্নির প্রতাপে হরিনাম গুলি দগ্ধ হইয়াগেল। দস্যুরা ক্রমে নায়েব মহাশয়ের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিল। কিছুই লইলনা, খাজানার সিন্ধুকটী স্পর্শ ও করিল না। লাঠিয়ালেরা কাছারি বাড়ীর সমস্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নষ্ট করিল। চারি দিগে ভাঙ্গা ঘটী, ভাঙ্গা থালা ভাঙ্গা হাঁড়ি, ভাঙ্গা জালা, চাল ছড়ান, ডাল ছড়ান, তৈল ঘৃতাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত জল প্রাঙ্গনে আসিতে লাগিল। হলধর নায়েব মহাশয়কে অচেতন রাখিয়া ডাকাতদের দলেগিয়া মিশিল। হলধর এটা দেখে ওটা দেখে ক্রমে সকল জিনিস দেখিল কিছুই মনোমত হয়না শেষে নায়েব মহাশয়ের একটা রূপার পানের ডিবে লইয়া আস্তে ২ প্রস্থান করিল।

হলধরের একটী প্রণয়িনী ছিল, নাম চাঁদি। চাঁদি পূর্ব্বে এক জন জমাদারের স্ত্রী ছিল; কাযেই চাল চুলোটা কিছু লম্বা ছিল। বয়স ৩০।৩৫ রংটা মন্দনয়, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ বলিলে ও বলা যাইতে পারে। চাঁদির বরাবর একটু শক ছিল, ভাল কাপড় পরবো, ভাল বিছানায় শোবো ভাল সাজগোজ হবে চাঁদির এসবের দিগে ভারি নজর ছিল। জমাদার সাহেবের সময় তার একটা রূপার পানের ডিবে ছিল, কিন্তু জমাদারের মৃত্যু কালীন সেটী বাঁধা পড়ে, শুদে আসলে অধিক টাকা হওয়াতে সেটী বিক্রীত হইয়া যায়। চাঁদির সেই অবধি একটী পানের ডিবার জন্য ভারি ভাবনা ছিল, হলধরকেও তার জন্য সর্ব্বদা উত্তেজনা কর্‌ত। হলধর আজ ডিবেটী পাইয়া ভারি আহ্লাদিত হইল। ভাবিল যে এডিবেটী দিলে চাঁদি ভারি খুসি হবে। আমাকে অধিক ভাল বাস্‌বে। কিন্তু চাঁদির গৃহ কুটী থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ, এতরাত্রে সেখানে যাও-

য়া, সম্ভব নয় কি করি এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে কুটীর বাহিরে আসিয়া পদ্মার ধার দিয়া চলিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া একটী গৃহস্থের বাটী দেখিল। হলধর ভাবিল, এ গৃহস্থের সঙ্গেত আমার আলাপ আছে, আচ্ছা এর কাছে কেন ডিবেটা রেখে যাইনে। এই ভাবিয়া গৃহস্থের উঠানে প্রবেশ করিল। গৃহিনী বাহিরে আসিয়াছিল, কুটীর দিগে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া অনেক খন বাহিরে দণ্ডায় মানা ছিল এক্ষণে হলধরকে হঠাৎ সন্মুখে দেখিয়া ভয়ে দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। হলধর আস্তে ২ গৃহস্থের দ্বারের নিকট যাইয়া অনুচ্চস্বরে গৃহস্থকে ডাকিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে গৃহস্থ সচকিত ভাবে দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"কেও"

"আজ্ঞে আমি হলধর"

"এত রাত্রে কেন ? ব্যাপার কি ? আর কুটীর দিগে ও রূপ ভয়ানক অগ্নি জ্বলিতেছে কেন ?"।

"আজ্ঞে ভারি কাণ্ড হচ্ছে, আপনি একবার চকমকি খানা বাহির করুন সব বল্‌ছি, গৃহস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া আনিলেন, আপনি দুই এক টান টানিয়া হলধরকে কলিকা দিলেন। হলধর দুচার বার কেশে চার পাঁচবার থু থূ ফেলে শেষে বল্লে।

"বামণ ঠাকুর আজ কুঠিতে সর্ব্বনাশ হয়েছে ডাকাতি !!!

নায়েব মহাশয়কে বোধ হয় মেরে ফেলেছে, রান্না ঘরে আগুন দিয়েছে সব জিনিস পত্র তছরূপ করেছে, কিছু আস্ত রাখেনি। শুন্‌গে আমি চল্লাম। কাল সকালে সব বলবো" বলিয়া ডিবেটী গৃহস্তের হস্তে দিয়া বলিল।

"মশাই এটী নায়েব মহাশয়ের শকের জিনিশ, তিনি এটী ঢাকাথেকে ফরমাস দিয়ে এনেছিলেন. বেটারা এটী ভাঙ্গতে পারেনি আমি তাই এটী নিয়ে এইছি আজ রাত্রে কোথায় রাখ্‌ব আপনার কাছে থাক কাল নিয়ে জাব" বলিয়া এক লম্ফে বাহিরে আসিয়া দ্রুত বেগে কুটীর দিগে চলিল।

এদিগে লাঠিয়ালেরা নায়েবের সমস্ত দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া এক্ষণে তাঁর অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। চারিদিগে খুঁজে কোথায় আর দেখা পায় না. শেষে সকলে যেমন হতাশ হইয়া যাইবে এমন সময়ে এক জনের পায়ে একটা কি ঠেকিল, সে তখনি চিৎকার করিয়া বলিল "ওরে জল্‌দি আলো নিয়ে আয় একটা মানুষ পড়ে আছে" লাঠিয়ালেরা তৎ ক্ষণাৎ সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল "ওরে পেয়েছি, শালাকে পেয়েছি, এ যে শালা নায়েব পড়ে আছে দেখ্‌ দেখি শালা বেঁচে আছে কিনা !" একজন যাইয়া নায়েব মহাশয়ের কলপ দেওয়া গোঁপে মশাল ধরিল, পড় পড় করিয়া গোঁপ পুড়িয়া গেল, নায়েব মহাশয়ের কিছুই সাড় নাই। লাঠিয়ালেরা ভাবিল নায়েব মহাশয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। একজন বলিল

"ভাই একায কে কল্লে আমরাত কেউ করিনি, বোধ হয় হলা শালাই একায করেছে। যাহোক, শালা ভারি যোগাড়ে, কেমন শালাকে এখানে মেরে ফেলে গিয়ে আমাদের কায হাঁষিল করবার সুবিধা করে দিয়েছে। যাহোক শালাতো মরে গেছে, এস এখন এই খানেই শালার শেষ কাযটা করে যাই"।

সকলে তারি যোগাড় করতে লাগ্‌ল। লাঠিয়ালেরা কতক গুলি পাট লইয়া নায়েব মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল তার পর কতকটা "কোল টার" লইয়া তার উপরে ঢালিয়া দিল। সমস্ত প্রস্তুত অগ্নি দিলেই হয়, এক জন একটা মশাল লইয়া যেমন নায়েব মহাশয়ের গায়ে লাগাতে যাবে এমন সময়ে কোথা থেকে একটী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লোক আসিয়া সজোরে লাঠিয়ালের হস্ত হইতে মশালটা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল ও গভীর স্বরে কহিল।

"বেটারা এখনি পালা-না হলে তোদের সকলকে যমালয়ে পাঠাব"

লাঠিয়ালেরা যেন স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। হঠাৎ দূরে নাগরার শব্দ হইল লাঠিয়ালেরা চকিতের ন্যায় সকলে প্রস্থান করিল।

ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিটি কার পাঠক ইহাঁকে চিনিতে পারিয়াছ ইনি সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আস্তে ২ নায়েব মহাশয়ের সমস্ত বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া কাছারি গৃহে লইয়া গেলেন। অনেক যত্নে নায়েব মহাশয়ের চেতনা হইল। অপূর্ব্ব সংবাদ

আলোকময় স্তম্ভের উপরিভাগে কাহার এই সুধাধবলিত, মনোহর পুরী বিকাশ পাইতেছে? পুরী কি স্বপ্নে কল্পিতা?—অমরাবতীর প্রতিকৃতি? না প্রকৃতই মর্ত্ত্যলোকে নব সৃষ্টির নূতন আবির্ভাব! যাহা নয়নে দেখি নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করি নাই, তাহা কি সহসা স্বপ্নে উদ্ভূত হইতে পারে? না সূক্ষ্ম দর্শনের বিষয়ীভূত হয়? পুরীর এক ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অন্য ভাগ যখন জ্ঞানের [illegible] হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন [illegible] নির্ম্মাণ-পরিপাটী কি রূপে স্বপ্নময়ী কল্পনাতে বিরচিত হইবে? নয়ন মুদ্রিত করি, শুভ্রবৎ জড়পিণ্ড মাত্র; নয়ন উন্মীলন করি, সেই পুরী, একবার—বারংবার যাহা দেখিয়াও তৃপ্তি বোধ হয় না; সেই পুরী অগ্রে পরিদৃশ্যমান,—এই বিজন কাননে স্বচ্ছ সরসীর বিমল বক্ষে কাহার এই বিচিত্র অট্টালিকা বিকাশ পাইতেছে প্রশ্নের উত্তর নয়?—মৃদঙ্গ ধ্বনি!—বেণু,—বীণালয় মিলিত মুরজ ধ্বনি? সঙ্গে বামা স্বর!—তান লয় পরিশুদ্ধ বামার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি, এই বিজন কাননে এই পুরী-মধ্যে কাহারা এই সুস্বর স্বর লহরী বিকীরণ করিয়া অমৃতোপম সমীরণকে অন্যবিধ অমৃতে রঞ্জিত করিতেছে?—কি ষোড়শী! পূর্ণযৌবনা ষোড়শী কান্তি সুন্দর! লোকে জন্ম জন্ম তরুণ বয়েসে যে সকল পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে,

বিধাতা এই স্থলেই কি তাহার ফলের পরিণাম একত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন সুন্দর অতি সুন্দর ; তরুণিমা সার্থক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, যে এলন আকারেও আস্পদ লাভে অধিকারী হইয়াছে। ষোড়শী পূর্ণকান্তি!—করে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, বাজিতেছে, কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিয়া বাজিতেছে। আঃ—আজি যাহা শুনিব[illegible]লাম, যাহা দেখিবার দেখি[illegible]তে আর কি আছে যে [illegible] করিয়া তাহা দেখিব? [illegible]খিবার বটে, সুন্দর কারুকার্য্যে [illegible]ত্র রত্নাসন। উপরে?—ক[illegible]মানবাকার!—নারি মূর্ত্তি! দেখিলাম!

চাক্ষুষ নয়নে ভসিতেছে, জ্ঞানে উপলব্ধি হইতেছে না। কি সুন্দর! বিধাতার সৃষ্টি! লাবণ্য জলে সিঞ্চিত কল্পনালতার একমাত্র বিকসিত কুসুম! বিধাতার নির্ম্মাণচতুরতার উপমাস্থল উপমেয় স্থল! কি দেখিলাম! লক্ষ্মীর মূর্ত্তি কল্পনাময়, রতির মূর্ত্তিও কল্পনায় গঠিত। কিন্তু যাহা দেখিতেছি, ইহা কল্পনার নয়, প্রকৃতই সৃষ্ট পদার্থ—রমণী-মূর্ত্তি! কল্পনার নয়, রমণীর মূর্ত্তি! ইন্দ্র যদি তখন এরূপ উপকরণ পাইতেন, তাহা হইলে কি দেবদেবের তপস্যা ভঙ্গের জন্যই অনঙ্গ সাহায্য আবশ্যক হইত। হইলেও এমোহিনী মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিতে কি হরনেত্র হইতে দাহিকা শক্তির উদ্ভব হইতে পারিত। ভস্মী সুন্দরি তুমি কে? সত্যই কি মর্ত্ত্যকাননের প্রফুল্ল কল্পলতিকা? না ইন্দ্রাণীর ঈর্ষ্যা-জনিত শাপে স্বর্গভ্রষ্টা সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা? সুন্দরি! বল, সত্য পরিচয় দেও, তুমি কে! কি জন্য এই তুচ্ছ মর্ত্ত্য ভূমে অবতীর্ণ হইয়াছ! কেনই বা এই বিজন কাননে আসিয়া বাস করিতেছ? জগতে কি এমন কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষ বিদ্যমান আছেন? যাঁহার অঙ্কে এই এই চপলাকান্তি বিকাশ পাইতে পারেও যদি থাকেন, তাঁহার!—পরিচয় দেও, শুনি, মর্ত্ত্য-লোকে কে এমন সার্থক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন? যাঁহার করে এই অঙ্গও সমর্পিত হইয়াছে!

লজ্জামুকুলিত উর্ব্বশীর করকলিত বীণাযন্ত্রে উত্তর হইল।

"মতিবিবী, উদয় সিংহের উপভোগ্য দাসী।"

এই সৌন্দর্য্যের কি সেই আচরণ!—জানিলাম জগতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বস্তুর অভাব কখনই ঘুচিবে না!

গৃহ পার্শ্বে পদধ্বনি হইল, মতিবিবী উঠিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কবাট রুদ্ধ হইল।

গৃহমধ্যে বিজয় সিংহ, মতিবিবী সাদরে বিজয়ের কর ধারণ পূর্ব্বক আপন পর্য্যঙ্কে বসাইয়া বলিলেন ;

"বিজয়! কি করিয়া এমন সময় এই নগরে প্রবেশ করিলে?"

"দূতের বেশে।"

"কেহ চিনিতে পারে নাই?

"সে বেশ পরিধান করিলে তুমিও

চিনিতে পারিতে না, তা অন্যে কিরূপে চিনিবে? মতি! কপটীর কাপট্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুষ্কর।"

মতি, "ভাল আমিযে পত্র খানি দিয়াছিলাম, তাহাত আর কাহারও হস্তে পড়ে নাই?"

বিজয়। "না, এককালে আমার হস্তেই পড়িয়াছিল, কার্য্যেও সেইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু অনবধাতনা দোষে সমুদায় বিফল হইয়াছে! যাহা হউক, সে এক প্রকার মঙ্গলই হইয়াছে।"

মতি "কেন?"

বিজয়। "আজ আকবরের সহিত কথায় কথায় তোমার কথা উঠিয়াছিল, তাহাতে আকবরের কথার আভাসে স্পষ্ট বোধ হইল যে, তোমার উপইর ঐ পামরের বিশেষ লক্ষ্য!

মতিবিবী প্রফুল্ল বদনে বলিলেন "কেন,—আমার কথা উঠিয়াছিল কেন?"

বিজয় আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিলেন!

মতি "তবে এক্ষণে উপায়?"

বিজয়। "সেই জন্যই আসিয়াছি। এই রাত্রিতেই মহারাজের সহিত তোমাকে পলায়ন করিতে হইবে।"

মতি বিবীর বদন বিষণ্ণ হইল, বলিলেন "কেন?"

বিজয়। "মতি! আর কি দেখিতেছ!—এতদিনের আশা পূর্ণ হইল! আজ রাত্রিশেষে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী কাত্যায়নী শ্মশানকালীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন। এই রাত্রি মধ্যেই নগরী প্রেতভূমি হইবে, এই আনন্দ প্রাতে হাহা রবে পরিণত হইবে। এই সকল সুখ পূর্ণ অট্টালিকারও নামমাত্র থাকিবে না,—সমুদায় ভূমিসাৎ হইবে। আমি তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি। রাত্রিতে নিদ্রা যাইও না, গোলোযোগ শুনিবামাত্র মহারাজের সহিত পলায়ন করিও। পরে যেরূপ হয় করিব, আমার কথায় তাচ্ছিল্য করিও না। আকবর দলবল সমেত দক্ষিণ দ্ব [illegible] করিয়া বসিয়া আছে। [illegible] ত্রিশূল করে স্বয়ং সা [illegible] নিস্তার নাই। যেরূপ [illegible] তাহাতে বিনাক্লেশে [illegible] প্রবেশ করিবে।"

মতিবিবীর বদন ম্লান হইল, করুণবচনে বলিলেন "কোথায় পলায়ন করিব?"

বিজয়। "মহারাজ যখন তোমার সঙ্গে থাকিবেন, তখন তোমার সে বিষয়ে চিন্তা কি? প্রাণসত্ত্বে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবেন না। মহারাজ আজ এখানে আসিবেন?"

"হাঁ।"

বিজয়। "তবে আমি চলিলাম, কুলপালিকার গৃহেও একবার যাইতে হইবে, কুলপালিকা পরিণীতা পত্নী বটে, সে যদি যবনের হস্তগত হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ অপমান। অতএব আর অধিক বিলাপ করিবনা এক্ষণে চলিলাম, কিন্তু সাবধান!

মতি! আমার শরীর মাত্র বাহিরে রহিল কিন্তু জীবন যেখানে থাকিবার সেই খানেই রই।

মতি। "ওমরাও যে ঝালোর রাওর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছে।"

বিজয়। তাহার রক্ষায় আমি রহিলাম, সেজন্য চিন্তা নাই। কিন্তু তুমি যেন আত্মসাবধানে তাচ্ছিল্য করিও না। আমি চলিলাম, বাদ্য গীত বন্দ করিয়া দেও, পলায়নের চেষ্টা দেখ। সাবধান একথা যেন প্রকাশ না হয়।" বিজয় সত্বর পদে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

অভিমান।

কোন পণ্ডিত কহিয়াছিলেন, আমরা কোন বিষয়েই গর্ব্ব করিতে পারি না। যদি বিদ্যার গর্ব্ব করি, তাহা হইলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শিক্ষকের উপদেশ ব্যতীত আমরা বিদ্যা লাভ করিতে পারিতাম না, যদি রূপের গর্ব্ব করি, ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। আমরা এস্থলে বলিতেছি যে, বংশমর্য্যাদার জন্যও আমরা অহঙ্কার করিতে পারি না যে হেতুক আমাদের মহাভাগ্য পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ হইতেই আমরা এ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু, অভিমান, সকল জাতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সকলকেই স্বস্ব প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র দেখা যায়। ইহার দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদন হয়, অভিমান মদে উন্মত্ত হইয়া কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না। এই অভিমান আমাদের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, প্রস্তাবে, তাহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াগেল। কি বৈষয়িক কি সামাজিক উভয় প্রকার অভিমানই, উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে।

আজকাল বৈষয়িক সাম্রাজ্যে যে প্রকার বিপ্লব উপস্থিত, তাহা পাঠক বর্গের অবিদিত নাই। কিন্তু ইহা অবলোকন করিয়াও কাহাকে সতর্ক হইতে দেখা যাইতেছে না। "চাকরিই" সকলের উপজীবিকা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিম্বা কেরাণী হইতে পারিলেই, তাঁহারা আপনা আপনি ধন্যবাদ করেন। এতদিন নিদ্রিত রেইলওয়ে কোম্পানির কৃপায় কেরাণী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কোন চিন্তা ছিলনা। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা 'শয়ন' হইতে গাত্রোত্থান করাতে সমূহ বিঘ্ন উৎপাদিত হইতেছে। কেরাণীগণের মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত। কে কোথায় যাইবেন এবং কেকি করিবেন, এই ভাবনায় সকলে ব্যাকুল। বেতন অল্প হইতেছে, তথাপি সাধের "কেরাণীগিরি" পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছেন না: কর্ম্মচ্যুত হইতেছেন তথাপি স্থানান্তরে অনুরূপ কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছে না। প্রভু কর্ত্তৃক সামান্য বিষয়ের জন্য শ্রুতিকটু বাক্য শুনিতেছেন, কিন্তু তাহা তাঁদের নিকট পুষ্প-বৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট অপমান সূচক, কিন্তু প্রভুর পরুষ বাক্য তাঁহাদের অভরণ স্বরূপ।

যদ্দ্বারা মনুষ্য সর্ব্বকালে সমৃদ্ধিশালী, ও গণ্য হয়েন, তাহা তাঁদের নিকট অমর্য্যাদাকর প্রতীয়মান হইল অথচ স্বাধীনতাকে বিক্রয় করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। আমি ব্রাহ্মণ, আমা কর্ত্তৃক কি কৃষি কিম্বা শিল্প কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে? ইত্যাকার অহঙ্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে তাঁহারা বিলক্ষণ তৎপর। কিন্তু এবম্প্রকার অহঙ্কার যে আর তাঁহাদের শোভা পায় না, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্তও বিবেচনা করেন না। তাঁহারা কি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেছেন যে এরূপ জাতি গৌরব সংরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন? "ম্লেচ্ছ জাতির" দাস্য-বৃত্তি করিয়া এ প্রকার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। দাসের আবার জাত্যভিমান কি? ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে যে তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন না ইহাই বিচিত্র এতদ্দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মণ কুলে কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা তাঁহাদের একবারও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। ব্রাহ্মণদিগের এক্ষণ হইতে সতর্ক হওয়া উচিত। কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আমরা যেমন ব্রাহ্মণদিগকে এবম্প্রকার পরামর্শ দিতেছি জাতি-সম্বন্ধে যাঁহাদের উপরি উক্ত স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাল তিপাত করা উচিত, তাঁহারা যে তৎ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়। কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি স্ব স্ব জাত্যুচিত কার্য্য উপেক্ষা করিয়া ইংরাজী ভাষায় সামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ কেরাণীগিরির প্রসাদে সভ্যের পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন ইহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? কোথায় পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রভাবে, আরও স্বদেশীয় কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষতা সংসাধিত হইবে, কোথায় ভারত-সন্তানগণ উদ্যোগী হইয়া উৎকৃষ্ট প্রণালী সকল শিক্ষা করত ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব বৃত্তিতে পারদর্শিতা লাভ করিবেন, না সভ্যতাভিমানী হইয়া সমুদায় বিস্মৃত হইতেছেন। কিছুকাল এইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইলে, আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা এখন উপলব্ধি করা যায় না। কেরাণীগিরির উপর লোকের অনুরাগ এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহারা মাসিক ১০ টাকা বেতনের কর্ম্ম করিতেও প্রস্তুত তথাপি কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা তাহার দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ উপার্জ্জন করিতে উদ্যোগী নহে। এঅবস্থা অতীব শোচনীয় এবং ইহা অনুধাবন করিয়া ভারতের হিত-চিকীর্ষু ব্যক্তিগণের তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় হইতেছে না। কেরাণীগিরিকে সকল উন্নতির অন্তরায় বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে যত্নবান হওয়া উচিত। এবং স্বাধীন বৃত্তির উচিত মত গৌরব রক্ষা করা শ্রেয়স্কর।

অভিমান সমাজ মধ্যে অল্প বল প্রকাশ করে না—ইহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমুদায় দগ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইয়াছে। আমিশ্রেষ্ঠ কুলেউদ্ভব অপর সকল আমাপেক্ষা নীচ, এই অভিমান রূপ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া দিগ-দাহ আরম্ভ করিয়াছে। এবং এই অনলে ধর্ম্ম ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া ভস্মাবশেষ হইয়া যাইতেছে। এই অভিমান হইতেই ভূপতিগণ স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য, সমর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া, ভীষণ—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন,—সুগ্রাম-সম্পন্ন নগর সমদায় লুণ্ঠন, সুরম্য হর্ম্ম্য-নিচয় নিপাতিত, পুস্তকালয় দগ্ধীভূত এবং সমস্ত উন্নতি চিহ্ন উন্মূলিত করিতেছেন, নর-রক্তে পৃথিবী প্লাবিতা হইতেছে, এবং মানবজাতি দেব ভাবাপন্ন হইয়া পশুর ন্যায় কার্য্য করত অতীব হীন রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। ভূপতির কথা দূরে থাকুক, সামান্য মানব মণ্ডলীর মধ্যে অভিমানের কার্য্য সামান্য নহে—ইহা জাতি মধ্যে কলহ উপস্থিত করিতেছে, এবং তাহার সঙ্গে২ উভয় পক্ষের উন্নত ভাব অবগত হইতেছে। আমি কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট, ইহা কেহই সহজে স্বীকার করিতে চাহেননা। শ্রেষ্ঠতার ভার সকলেরই অন্তঃকরণে নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে এবং বৈশ্য শুদ্রকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া ঘৃণা করিতেছে এবং যেখানে এবম্প্রকার শ্রেষ্ঠতার অভিমান বিদ্যমান সেখানে সৌহার্দ সংস্থাপন কোন মতেই সম্ভব নহে। এই অভিমান কুলীনগণকে সামান্য উত্তেজিত করিতেছেনা। তাঁহারা শ্রোত্রীয় বা বংশজগণকে কি সামান্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন? তাহাদিগকে পদতলে বিদলিত করিয়াও সুস্থির হইতে পারিতেছে না। বংশ-গৌরব রক্ষা করা সামান্য অধর্ম্মের কার্য্য নহে। যে প্রকার উচ্চ বংশোদ্ভব, তৎবংশোচিত গুণগ্রামে বঞ্চিত হইয়া অপরকে হেয় জ্ঞান করা, অল্প স্পর্দ্ধার কার্য্য নহে? ইহা মূর্খতার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। বংশ বা জাতি সম্ভূত মর্য্যাদার উপর নির্ভর করিয়া, এবং নিজে সেই মর্য্যাদার যোগ্য না হইয়াও, শ্রেষ্ঠতার ভাণ করা মূঢ় ব্যক্তিকেই শোভা পায়। কদাচারী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম শ্লাঘা, এবং নবগুণ শূন্য কুলীনের কুলগৌরব হাস্যকর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অভিমানের যতই ন্যূনতা হইবে, ততই আমরা মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে অক্ষম হইব। কিন্তু অভিমানকে পরিত্যাগ করা সামান্য অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে? যদিও জাত্যভিমান, হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষ আধিপত্য প্রকাশ করিতেছে তথাপি ইহা যে, অন্য জাতির মধ্যে বিদ্যমান নাই এরূপ বলা যাইতে পারে না। যখন সভ্যতম ইংলণ্ড দেশে, ইহার প্রকৃষ্ট প্রবলতা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তখন আর অন্য জাতির কথা কি উল্লেখ করিব? ইংরাজগণ এতদ্দেশের জাতিভেদের প্রবলতা অবলোকন করিয়া আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ইহা যে অলক্ষিত ভাবে অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিতেছেন না। আমাদের মধ্যে, বংশ মর্য্যাদা অনুসারে জাত্যভি-

মান লক্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যে পদও অবস্থা অনুসারে অভিমানের কার্য্য প্রকাশ পায়। আমাদের শাস্ত্রীয় শাসন অনতিক্রমণীয় বলিয়া, আমরা জাতি ভেদ রক্ষা করিতে বাধ্য হই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংরাজমধ্যে সে শাসন অবর্ত্তমানেও, তাঁহারা পরস্পর ভেদ ভাব রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য, অনায়াসে আহার করিতেছেন, কিন্তু, তাঁহার অপেক্ষা সামান্য অবস্থার ব্যক্তির সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ কোন প্রকারেই শূদ্রের প্রস্তুত অন্ন, ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন না, অথচ প্রকাশ্য স্থলে অতি সামান্য, নিম্ন ব্রাহ্মণের সহিত অনায়াসে একত্রে ভোজন করেন। ইংরাজদিগের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি একজন একবংশ সম্ভূত নিম্ন ব্যক্তির সহিত সহসা বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হইতে পারেন না, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন প্রবল ধনী বা উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ অনায়াসে একজন দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণকে নিজ দুহিতাকে সমর্পণ করিতেছেন।

জাত্যভিমান যে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে, ইহা আমরা দর্শাইলাম বটে, কিন্তু ইহা যে প্রকার প্রবলরূপে আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে, এবং আমরা তাহার বশীভূত হইয়া যে প্রকার কলুষিত হইতেছি, এরূপ আর কুত্রাপিও নয়নগোচর হয় না। কুলীনদিগের মধ্যে এই অভিমানের আবির্ভাব হওয়াতে, কত কুলীন কন্যা যোগ্য বংশ সম্ভূত পাত্র ভাবে অনূঢ়াবস্থাতে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, কত কুলীন কন্যা বৃদ্ধ পতি লাভ করিয়া মনের দুঃখে কালযাপন করিতেছে, কত কুলীন কন্যা সপত্নী কলহে জর্জ্জরীভূতা হইতেছে, এবং কত কুলীনকন্যা বৃদ্ধপতি বিয়োগান্তর পূর্ণযৌবনাবস্থায় বা যৌবন কালের পূর্ব্বে বৈধব্য-দশায় নিপতিতা হইয়া যন্ত্রণার একশেষ সহ্য করিতেছে। এবম্প্রকার বিসদৃশ বৈবাহিক সম্মিলন হইতে যে, কুলীন কন্যাগণের কেবল যন্ত্রণার আধিক্য হইতেছে এমন নহে—কত কুলীন কন্যা যৌবন সুলভ চপলতায় দোদুল্যমানা হইয়া, পাপ পঙ্কে নিমগ্না হইতেছে পরপুরুষ সহ সহবাস করতঃ আপনাদিগকে কলুষিত করিতেছে ও পবিত্র কুলে কলঙ্ক রোপ করিতেছে, এবং বলিতে কি অভিমানের বেগ এরূপ প্রবল যে, পাছে বংশ গৌরব হ্রাস হয় এই আশঙ্কায়, এবম্প্রকার প্রণয় প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিবার জন্য কুলীন কন্যাগণ, ভ্রূণ-হত্যা পর্য্যন্ত করিতেও শঙ্কুচিত হইতেছে না।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, ক্রমে ক্রমে অনেক সুশিক্ষিত কুলীন কুল-গৌরব কে অকিঞ্চিৎকর এবং নানা প্রকার পাপের আকর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে, আশানুযায়িক ফল পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সঙ্গীত

রাগিনী বেহাগ—তাল একতালা।

ওমা ভারত ভূমি ছিমা একেমন ধারা,
বুক ফেটে যায় মা দুখে দেখে তোর
চোখে দুখের ধারা।—ধুয়া।

মায়ের নয়নে বারি যদি ঝরে,
অমনি সহস্র শররূপ ধরে,
আসিয়া সুতের হৃদয় বিদরে,
মাতোর অশ্রু বিন্দু পাষাণ বিদারী,
কঠোর হৃদে ও সহিতে না পারি,
নয়নে যাঁদের নাহিএসে বারি,
সুত নয় সুত নয় গো তাঁরা——১।

সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা যমুনায়,
কল কল রবে সদাজল ধায়,
আমি ভাবি তব অশ্রু বহে তায়,
আকাশে গরজে কভু কাদম্বিনী,
আমি ভাবি তোর রোদনের ধ্বনি,
যে দুখ তোর গো অন্তরে জননী,
বুঝিবে সুজন তনয় যাঁরা——২।

অন্নের কাঙ্গালী হইলে সন্তান,
মায়ের সুখের নিশীঅব সান,
স্নেহময় মুখ সদা রয় ম্লান,
ভিখারিণী বেশে ফিরি দ্বারে দ্বারে,
অন্নদেন মাতা তনয় সবারে,
সে দশা তোর কি হলো মা এবারে,
দুঃখী তনয় মোরা লক্ষ্মীছাড়া—৩!

কি অভাব তোর বল্ গো জননী,
ও ভাণ্ডারে কত রতনের খনি,
শস্য রাজি যেন বিরাজিত মণি,
বিদেশী কাঙ্গালী সাগরেতে ভাসি,
ধনলোভে তোর রাজ দ্বারে আসি,
ভিক্ষা করি নেয় ধন রাশি রাশি,
মহা রাণী রূপে দরিদ্রতা হরা—৪।

ছিল পূর্ব্বকালে আহা মরি মরি,
অযোধ্যা দ্বারকা মথুরা নগরী,
যার শোভাযশঃ এজগত ভরি,
কোথা গেল সব কালের চলনে,
তাই বুঝি সদা ভাবিতেছ মনে,
কিহবে কিহবে গতানু শোচনে ;
খসিয়াছে সেই সুখময় তারা—৫

রাম যুধিষ্ঠির আদি বীর জন,
বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি তপোধন,
কালিদাস আদি যত কবিগণ,
বিক্রম আদিত্য বিক্রম তপণ,
শমন শাসনে হয়েছে নিধন,
ফিরে পাইবে কি সেসব রতন,
কপাল গুণেতে হয়েছে হারা—৬।

তব সুত গণ পর অনুরাগে,
পর দ্বারে যেয়ে সদা ভিক্ষা মাগে,
এই দুখ বুঝি মনে তোর জাগে,
বৃথা কথা কেন সদা মনে কর,
প্রবোধ বচনে ধৈরয ধর,
রোদন সম্বর তাপপরি হর,
তোর দুখে মাগো ভেবে হনু সারা-৭।

রয় চির দিন সমান কাহার,
পৃথিবীতে ভ্রমে আলো অন্ধকার,
এসে যায় সুখ দুখ বার বার,

দুখেতে কেবল যাবে নাকো দিন,
জগদীশ পুনঃ দিবেন সুদিন,
দয়া ময় তিনি অদিনের দিন,
অন্ধেরি সুন্দর নয়ন তারা—৮।

সমালোচনা।

দারোগো মহাশয়।

হালিসহর নিবাসি শ্রীহরিগোপাল
মুখোপাধ্যায় প্রণীত
কলিকাতা গুপ্তপ্রেস।
মূল্য।৶

মফঃসলে দারোগা (পুলিস সবইন্‌স-পেকটর) দিগের অত্যচোর বর্ণন করা এই গ্রন্থখানির প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থ-কার নিজে একজন পুলিস দারোগা; প্রায় ৫।৬ বৎসর পুলিসে কর্ম্ম করিয়া নিজে যে সমস্ত বিষয় চাক্ষুষ দেখিয়াছেন তাহাই এই ক্ষুদ্র নাটকখানিতে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এখানি যে দারোগাদিগের অত্যাচারের প্রকৃত অনুকৃতি তাহা বলা বাহুল্য। কলিকা-তায় এত কঠিন নিয়ম সত্বেও যখন পুলিস কর্ম্মচারিরা সর্ব্বদা অনেক বিধিবহির্ভূত কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন মফঃসলে—যেখানে জ্ঞানালোকের কণামাত্র প্রবেশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ, যেখানে লোকেরা রাজনিয়মাদির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বিধি প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, সেখানে পুলিসের কর্ম্মচারিরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। নিরীহ নির্দ্দোষী লোকেরা যে সর্ব্বদা তাঁহাদের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত তাহা অনেকেই বিদিত আছেন।

লেখক যথা সাধ্য সেই সমস্ত বিষয় গ্রন্থস্থ করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একখানি দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে পুলিসের লোক-দের গোপনীয় অত্যাচার স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তম রচনা চতুর্য্য আছে পদ্য গুলিও উত্তম হইয়াছে। গ্রন্থে অনেক গুলি উত্তমোত্তম গীত দেওয়া হই-য়াছে তৎসমুদায়ও উত্তম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থে করুণ রসের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হইল। গ্রন্থকার একজন নূতন লেখক, এটী তাঁর প্রথম উদ্যম ভরসা করি তিনি ভবিষ্যতে উত্তমোত্তম পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাধারণ মনোরঞ্জন করিবে।

করিয়াই চক্ষু মুদিত করিলেন। তাহাই যথেষ্ট। দারোগা মহাশয় তাঁর রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল; চক্ষুদ্বয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল হস্তপদ অবশ প্রায় হইয়া পড়িল সুতরাং তাঁহার করাল গ্রাস হইতে রমণীর হস্ত পরিত্রাণ পাইল। রমণী পুনর্ব্বার অব গুণ্ঠন বতী হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন দারোগা মহাশয় অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন।

"এদের দুজনকে কুঠীতে লইয়া এস আজ সেখানেই আহারাদি হইবে।"

দারোগা মহাশয় অগ্রে অগ্রে চলিলেন ক্রমে সকলে কুঠীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

ভগ্নমনোরথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শশিরে তোমার রূপে হোয়েবিমোহিত
অম্বরে বারিধি তোমা চুম্বিবারে ধায়;
তেমতি এ পোড়া মন হোয়েউচ্ছ্বসিত
ধাইল শরদশশি চুম্বিতে তোমায়।

আসিল শরদ যদি, কেননা ভুবন
হাসিবে শশাঙ্ক তব প্রেমের সুহাসে
প্রেমের জলধি এব অভাগার ধন
না হেরি অভাগা মাত্র মজিনু হতাশে।

খনির তিমির গর্ভে হীরকের প্রায়
কত আর প্রিয় শশী কাঁদিবে আমার
নাহি কি এমন কেহ নাহি কি সহায়
অন্ধকার হোতে তারে করিতে উদ্ধার!

বল হে কৌমুদ শশি হৃদয় রতন
ধরায় আদরে তোমা নাহি হেন জন?
শিঙ্গার আলোকে দীপি ওমন আঁধার
দলিছে যে পদতলে পাপ দেশাচার।

তবে কি নীরবে তুমি থাকিতে অন্তরে?
শোভিত না মুক্তা বিন্দু ও নেত্র কমলে
নাচিত লাগিত কি হে নয়নের জলে?
জাগিত না প্রতিধ্বনি প্রতি প্রত্যুত্তরে

হায়রে এমন দিন হবে কি আবার,
আর কি দেখিব ওই মধুর বয়ান?
জুড়াব মনের জ্বালা জুড়াবে পরাণ!
গিয়াছে সেদিন হায়! ফিরিবে কি আর?

নাজানি সেদিন আমি যাপিনু কেমনে
অনঙ্গে লইয়া কোলে সরল গমনে
পড়িলে মোহিলে যবে নয়নে আমার!
গিয়াছে সুখের দিন ফিরিবে না আর

গিয়াছে সুখের দিন ফিরিবে কি আর?
গিয়াছে নদীর জল আসিছে জোয়ার;
পড়িছে গাছের ফুল ফুটিবে আবার;
আমিকেন কাঁদি বলি ফিরিবে না আর,

সৌরভে আমোদি দিক মৃদু মন্দ বায়
ফুটে যে কুসুম রত্ন প্রেমের উদ্যানে

অবচরি কেহ যদি লয়ে তারে যায়।
বিমূঢ় দুর্ব্বল মন প্রবোধ কি মানে?

কি হেতু অস্থির এত রে বিমূঢ় মন,
বাঁধা সে তোমার সহ যে দৃঢ় বন্ধনে
ছিঁড়িবারে পারে তাহা কে আছে এমন?
কি শক্তি মানব ধরে সে পাশ ছেদনে?

করিলে অনেক শক্তি দুরন্ত শমন
কাড়িয়া লইবে আর যা কিছু নশ্বর;
কিন্তু সে শরদ ইন্দু অনন্ত রতন
শোভিবে অপ্সরা যথা মনঃ সরোবর;

ঐ রূপে মগন হোয়ে গভীর চিন্তায়
সুপ্রসন্ন প্রাঙ্গনেতে করিনু শয়ন
হাসিছে অনন্ত নভঃ ফুল্লচন্দ্রিকায়,
জ্যোৎস্নামাখা পত্রগুলি তারার মতন

আহারে শরদশশী বড় মনোহর!
এই ত সুহাস্য রসে জগতে ভাসায়,
আবার "মসলিন" রূপ মেঘ সূক্ষ্মতর
টানিয়া কৌতুকে মুখ লুকাইতে চায়!

রজনী গভীরা এবে; নীরব ধরণী;
তরুচ্ছায়া সুরক্ষিত খদ্যোতের শ্রেণী
হাসে দেখি হিম করে ম্লান অন্যদল,
শরীরে প্রকৃতি বস্ত্র কাঁপিছে চঞ্চল।

শ্রমে
নিদ্রাতে চাপিল নেত্র, পড়িল যবনী;
অন্তরে অমনি খোলে নব রঙ্গস্থলী;

কিকুক্ষণে প্রবেশিল একটী রমণী,
নিবাইলে কল্পনার চারুদীপাবলী।

উজলি আঁধার গৃহ রূপের ছটায়
দাঁড়াইলা হেমাঙ্গিনী সুস্মিত আননা;
জিজ্ঞাসা না করিতেই কে তুমি হেথায়
গম্ভীরে জাগিল ধ্বনি "তুমি কি জাননা!

"বাড়াতে অন্তিম জ্বালা বিরহিত জনে
"প্রিয়সঙ্গ রঙ্গে আমি হাসাই রঙ্গিনী;
"কাঞ্চন উদ্যান সম বঞ্চিয়া নয়নে
"সম্ভাষে অম্বরে, যথা হেম কাদম্বিনী!

'যে মূর্ত্তি জাগিছে সদা অন্তরে তোমার
"কেটে বুক কাল তাহা করিবে হরণ
"খেয়েছো আশার মধু ভুগরে এখন
"নিরাশার ছুরি কায় আছে কত ধার!

"পড়িছে শরদ ইন্দু দেখরে চাহিয়ে
"ছাড়ায় হিমের রাজ্য কৈলাস গহ্বরে
"বড়ই আনন্দ আজি সে গিরির ঘরে
"আসিছে প্রসন্ন তায় হাতে চাঁদ পেয়ে

"উজ্জ্বল কৈলাস চূড়া, ফুল্ল পরিবার
"হাসে দেখ উপত্যকা, হাসে গুহা চয়;
"কেন না প্রসন্ন মুখে দিবে হে সাঁতার
"ওই শুন জয়ঢাক বাজে জয় জয়!"

নীরবিল দৈববাণী; হৈল বজ্রপাত
থর থরি দিঙ্মণ্ডল, গগন, মেদিনী!

কল্লোলিল পয়োনিধি, লাগিল আঘাত
শীহরিয়া ঘোরনাদে জাগিনু অমনি।

কি কহিলিরে স্বপন বল রে আবার!
অস্থির পরাণ মোর শুনি তোর কথা!
সংশয়ের শূলে বিঁধি কেন দিস্ ব্যথা?
বল রে স্বপন, বল্ শুনি পুনর্ব্বার!

কি কহিলিরে স্বপন আবার আবার!
"কেটে বুক কাল তাহা করিবে হরণ?
চিরাপেক্ষী প্রেম গিরি করি পরিহার
খণিলোভে তথায় কি হইল পতন!

কে শুনিবে মোর কথা—অভাগা মানব
আকাশের গুণমাত্র আকাশে মিশিল!
চৌদিগে নিরখি মনে ভয় উপজিল,
পূর্ব্বের সমস্ত ভাব হলো তিরোভব!

যমদূতা কৃষ্ণমেঘ ঢাকিল গগন,
ভৈরব পুষ্করাবর্ত্ত প্রলয়ে যেমনি!
আকাশে মুদিল চক্ষু ভয়ে তারাগণ
ক্রমশঃ তিমিরে মোর ডুবিল অবনী।

অন্তরীক্ষে চারিদিগ করি নিরীক্ষণ
শোভিতচন্দ্রমা আর দেখিতে না পাই!
কোথা সেই জ্যোৎস্নিকার উজ্জ্বল বদন
কোথা এই কাল মুখ ভেবে মরে যাই!

চমকি চাহিনু ফিরে অন্তর আকাশ,
না দেখে নয়নমণি পাইনু তরাশ;
ভীষণ নৈরাশ মেঘে ছন্ন দিশ পাশ,
থেকে থেকে হাসে আশা-বিদ্যুতেরহাস

দেখাতে নারিলে যদি পথিকের পথ
রে আশা! চঞ্চল দ্রুতআলে কেতোমার
দ্বিগুণ আঁধার কেন বাড়াও বিপৎ
লুকাইল প্রিয় শশী দেখিব না আর!

কত যে পরাণ মোর উতলার প্রায়
না দেখে নয়নচাঁদে কাঁদেরে বিষাদে,
হায় আর কারে কই? কে বুঝে ধরায়
কেন যে কাঁদিছে প্রাণ মসি অবসাদে?

শূন্য শূন্য দেখিযেন যে দিকেতে চাই
শূন্যময় এ সংসার শূন্য সর্ব্ব ঠাঁই
নীরস ভীষণমরু দেখিবারে পাই!
জীবজন্তু তরু নীর বিলুপ্ত সবাই!

একাকী রয়েছি আমি কোথায় পড়িয়া
একাকী কাঁদিতে দুঃখ সাগরে ডুবিয়া
শোকের প্রলয় সূর্য্য তাপেতে তাপিয়া
যাবৎ না যায় চক্ষু অশ্রুতে গ'লিয়া।

আহা কোথা পড়িলাম একি মরুপ্রায়?
হেথাকে ফেলিল মোরে হেন নিরুপায়
মরি মরি মরীচিকা ভাঁড়িল আমায়,
নিরাশার বালুকায় বুক ভেঙ্গে যায়!

কিকুক্ষণে হেরিলাম, ভাল বাসি যারে
চিরদিন, কুক্ষণে বা কহিব কেমনে?
সেই ত কুক্ষণ, যবে হেরি নাই তারে,
কাঁদিয়াছি বাষ্পাকুল দীন দুনয়নে,

ভালই নয়ন যদি না থাকিত মোর
এখন যাদের দোষে যায় যায় প্রাণ!

কেমনে তুমিবি মন নিতান্ত কঠোর,
দুঃখ সুখ ভাগী কোথা তাদের সমান?

কবে কি তোমার দুখে কাঁদেনাই তারা
তাহারাই দেখায়াছে তোমার সে ধন
জগতের সেই এক আনন্দ বর্দ্ধন,
কেনা চাহে পেতে যার ক্ষণ দরশন
ছেড়ে হয়, হয়ে মর্ত্তে সর্ব্বসুখ হারা?

হায়রে আমার সম দুখী কোথা আর,
আমার দুখের কি হে আছে পরিমাণ
অন্যান্য দুখের মত কিম্বা প্রতীকার?
জীবনের সহ যদি হয় অবসান!

হায়রে মনের কথা কব আর কারে?
কহিলে নির্ব্বাণ অগ্নি উঠেরে জ্বলিয়া!
কিন্তু শোক মনোমধ্যে থাকিতে কি পারে
উচ্ছ্বাসিত বারি প্রায় যায় বাহিরিয়া।

(ক্রমশঃ)

বহুকাব্যরসজ্ঞের প্রতি।

কি সুখে তোমার গত হয়েছে সময়,
অজস্র অমৃত ধারা বহে শ্রুতি পথে,
সুপ্রসাদ সুললিত,
আহা কিবা মৃদু কি গীত.
শুনি পূর্ণ কর মনোরথে
সদা কত দেখ কবিকুল অভিনয়।

দেখায় তোমারে কবি কমল লোচন.
নব নীল কমলজ—দল—শ্যাম—রাম.
শিরে জটা করে ধনু,
নাতি ক্ষীণ পীনতনু
কার না নয়ন অভিরাম?
অধরে মধুর হাসি সীতাবিনোদন।

কি ভীষণ ঘোর মূর্ত্তি পাও দেখিবারে,
নীলাচলোপম বপুঃ সমরের সাজে,
দশ মুখ ভীমাকার,
শিরে ঘন কেশ ভার,
কিরীটেতে চপলা বিরাজে,
সুরাসুর ভয়ে থর থর একে বারে।

বিংশতি মদিরারক্ত বিশাল লোচন,
নীল নভস্তলে যেন শোভে তারাদল
বিংশতি বিশাল কর অস্ত্রে শস্ত্রে ভয়ঙ্কর
ভারে ধরা যেন টল টল,
শত গজ নাদ নিন্দি হুঙ্কার গর্জ্জন।

আবার দেখিলে শক্তি ঘাতে প্রাণ হারা
শুয়েছে লক্ষ্মণ শোণিতার্দ্র ধরাতলে
চারিদিকে সেনাগণ, মহামোহে বিচেতন
আবরিলে শোকমেঘ দলে,
প্রবাহিল দেবনর পশু অশ্রুধারা।

দেখিলে জাহ্নবী তীরে জনক নন্দিনী
সহসা শুনিয়া বল্লভের অনুমতি
দাঁড়াইল সংজ্ঞাহীন,নয়ন স্তিমিত দীন
ঠিক যেন পাষাণ মূরতি
কার না বিদরে হিয়া শুনিএ কাহিনী?

দেখিলে সমরস্থলে রঘুকুলমণি
বালক যুগল পানে চাহিয়া রহিল,
মরি কিবা অভিরাম, ঘনশ্যাম একরাম

যেন দুই দর্পণে বিম্বিল,
বৎসল করুণ রসে ভাসিল ধরণী।

দেখাইল ব্যাসদেব তোমারে আবার
চক্রব্যূহে সপ্তরথি বালক বেড়িল,
দৃঢ় পণ দৃঢ় প্রাণ, দৃঢ় করে ধনুর্ব্বাণ
দৃঢ় পদে মধ্যে দাঁড়াইল,
দুই চক্ষুঃ সপ্তদিকে সপ্ত শতবার।

দেখিলে দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভাস্থল,
ঊর্দ্ধ করে ধরি ধনু প্রয়োজিত গুণ
নীলবপুঃবিশাল আঁখি.অধোদিকে মুখ রাখি
বাণে লক্ষ্য ভেদিল অর্জ্জুন
অদ্যাপি ও শুনি যেন সেই কোলাহল।

কালিদাস ভারত কমল বন অলি,
গাইল তোমার কানে গুণ গুণ স্বরে,
কত যে প্রেমের গীত, মান কেলি
(বিলসিত,
মধুবর্ষে ভাবুক অন্তরে,
উঠে রসিকের রস-তরঙ্গ উথলি।

দেখিলে সে লতা গৃহে কণ্বতপোবনে
নির্ব্বচনে অধোমুখে বসিছে সুন্দরী
রাজা ধরি তুলে মুখ, শঙ্কা লজ্জা হাসি
(সুখ,
বদনে বিরাজে আহা মরি
ধিক দুষ্মন্তের কাঠ বিরচিত মনে।

আবার দেখিলে রাজা বসি সভাস্থানে
বিস্ময়েতে অঙ্গুরীয় দেখিতে চাহিল,
বিফল হইল ফলে, দুঃখিনীরে সঙ্গীদলে
একাকিনী ফেলিয়া চলিল,
চাহিল সজল নেত্রে গৌতমীর পানে

শুনিলে নেপথ্যে অনুরাগ বাঁধা গীত,
চূত মঞ্জরীরে আগে কত ভালবাসি
পাইয়া নলিনী মধু, তারে কি ভুলিলে
(বঁধু?
মধুকর নব অভিলাষী
শুনি চমকিল যত বিরহ রচিত,

দেখিলে হে স্বয়ম্বর সভাতে সুন্দরী
অনেক ভ্রমিয়া এক স্থানে বিরমিল,
মন বুঝি সহচরী, বলে পরিহাস করি
চল চল সময় বহিল
অসূয়া কুটিল বিলোকিল কৃশোদরী

আবার দেখিলে যক্ষ বিরহ বিকল,
বিষণ্ণ মলিন সানুগত মেঘে কয়
আমার বচন ধর হরি, সন্দেশহর
যাও প্রাণ প্রিয়ার আলয়,
আকাশেতে মেঘ.বিরহীর নেত্রজল,

বারিধর নিজ সহ করিও তুলন,
তব সম সেই হর্ম্ম্য মণিতে শীতল,
তব নাদ সমগণি, তাহাতে মৃদঙ্গ ধ্বনি
সৌদামিনী রূপে বামাদল,
তব ইন্দ্র চাপ সম বিচিত্র তোরণ।

দেখিলে জটিল যোগিবর ত্রিলোচন,
সতী শোকানল তাপে তপস্যায় রত
কামহানি ফুলবাণ বিঁধিল তাঁহার প্রাণ
কোপানলে হইল নিহত
রতীর রোদন স্বরে মোহিল ভুবন।

পুন দেখিলে হে পুরুরবা যশোধন

প্রেয়সীরে হারাইয়া পর্ব্বত কাননে,
কাঁদি কাঁদি বার বার জিজ্ঞাসিল সদাচার,
পশু পাখী তরুলতাগণে,
হায়! বিরহীর কথা কে করে শ্রবণ?
রাজাকবি দেখাইল আবার তোমায়,
বসিয়া কদলী গৃহে দাসী রত্নাবলী
যেরূপ হৃদয়ে জাগে, চিত্রিল তা অনুরাগে
পটেতে পড়িছে অশ্রু গলি
বিন্দু বিন্দু স্বেদ যেন রসিকের গায়।
ভবভূতি দেখাইল চিত্রি রামায়ণ
অপূর্ব্ব আলেখ্য পটে, দেখিলে আবার
বাল্মীকি আপন ধামে, সাজায়ে দেখায় (রামে,
আত্মহত্যা গর্ভিণী সীতার।
বজ্রে বিদারিল যেন সে পাষাণ মন।
রাক্ষস খাইছে সব দেখিলে হে ফিরে
টানি ছিঁড়ি তুলি উপরের মাংসলেশ,
দন্তগুলি প্রকটিয়া, মধ্যে দেখে উঁকি দিয়া
কচ কচ করি সব শেষ
দৃঢ় হাড় কড়মড়ি চিবাইছে ধীরে।
ভারবি তোমায় দেখাইল বীর কেলি
ব্যাধ বেশ ভস্মাবৃত মহেশ আগুনে
ক্রোধাহুতি ঢালি ঢালি, ঘন দিয়া বাহু (তালি
টঙ্কারিল পার্থ ধনুর্গুণে
হাসিলেন ভোলানাথ তিন আঁখি- (মেলি।
মাঘ দেখাইল কত রচনা কৌশল
ভর্ত্তৃহরি কহিল ছাড়রে মোহমায়া
বিবেকের পন্থাধর, কন্থাঝুলি সারকর
ত্যজ ভাই বন্ধু সুত জায়া
প্রবহিল শান্তরস ধারা অনর্গল
কেহ দেখাইলা ভীম যেন ক্রোধাকুল,
কুরুকৃত অপমান তাপে জর জর,
বিকটাঙ্গ থর থর, করেতে কচালে কর,
ত্রিশিরা ভ্রুকুটি ভয়ঙ্কর,
যমালয় দ্বারে যেন অঙ্কিত ত্রিশূল,
সাজাইল কবি এক দেহে দুইরূপ,
একবার জটা চীর ধনুর্ব্বান ধারী
আবার মুরলীধর, পুচ্ছ চূড় পীতাম্বর
গোপীরম নিকুঞ্জবিহারী
রাসলীলা মাঝে শ্যামলীলা অপরূপ
* জয়দেব কহে ব্রজ রসগুণ শংসী,
যমুনা পুলিনে বিলসন রসশালী
নব রসিক রঞ্জন, নবজলদ গঞ্জন
নবনীপ তলে বনমালী
শিখিপুচ্ছ শিরে করধৃবিলসিত বংশী
শুনিয়া মুরলী, বিচলিত কুল বালা,
দহিলে দহিলে বলি বলি চলিয়ায়ে
মধু অসুর নাশন, পিকমধুর ভাষণ,
বৃষ ভাণু সুতাগুণ গায়ে
রসিকে জপিছে হরি রস জপমালা।
হরিষে হরিষে বিহরিত মধুকুঞ্জে
ললনা সকলে বিচরিত বন দেশে
হরি মনস লাসিনী, মধু সরস হাসিনী
ব্রজগোপ বধূ নব বেশে
মধুপে নলিনী মধু মধু মধু ভুঞ্জে

* ইহার আবৃত্তি গীত গোবিন্দের ন্যায় হইবে।

লইয়া মহিলা, করিত সলিল খেলা,
হরিয়া বসনে বিহরিত কভু নীপে
ভব ভবন হেলন, বন ভবন খেল
বন শোভিত রেকর দীপে
স্মরিয়া মহিমা কর ভব অবহেলা

শুনিলে হে কোন গোপী পদাঙ্কে কহিল
রাজকুলে থাকি কেহ স্মরে কি রাখাল
বসি রাজসিংহাসনে বন কিরে পড়ে মনে
কোথা গরু, কোথা ধেনুপাল
সরলা আমরা, তারে কুঞ্জে জড়াইল।

শুনিলে কহিল হংস কাঁদিবার বার
জরাতুরা জননীর আমা বিনা নাই—
মণি নই মুক্তা নই, তবে কেন ধৃত হই
হংস তুমি বুঝ নারে ভাই ?
মেধনের কাছে মণি মুক্তা কোন ছার ?

দেখিলে ধনীর এক আলয় মলিন
চারি দিকে মূলে ভেদ করিয়াছে বটে
শূন্য শূন্যময় বাটী, আসন শয়ন মাটী
শিশু খেলে মাটীর শকটে
বড়ই শোচনা হায় ধনী যদি দীন।

দেখিলে হে সভা মাঝে কাল একবটু
রাজ কৃত অপমানে গর্জ্জিয়া উঠিল
কোপে বুক ধিকি ধিকি,
খুলি দোলাইল টীকি,
ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিল।

প্রতি হিংসা গত মন কালকূট কটু

দেখাইল বাণ ভট্ট যার মধু ভাষা
দেবালয়ে বসি এক তাপসী নবীন।
বীণাকে ধরিয়া তান, করিছে বিরহগান
বিরহিণী কোন তপে লীনা ?
বিরহীর তপজপ, আসা আসা আশা।

ভট্ট কবি দেখাইল প্রভাতের বেলা,
মন্দ মন্দ সমীরণে দোলছে নলিনী,
বসিতেন পেয়েঅলি সাধেযেন কতবলি
বোধ হয় যেন সে মানিনী,
মাথানাড়িনিষেধিছে কিবা প্রেমখেলা।

আবার ভারত, প্রিয়া যার বঙ্গভাষা
দেখাইল মালিনীরে কাব্যে অঙ্কপাতি
বাগড়ায় জাগে পাড়া, ঘন ঘন হাতনাড়া
হাটে যায় করিতে বেসাতি,
হে বিদেশী! নেবে নাকি এর বাড়ীরবাসা ?

দেখাইল কোন কবি দ্বিতীয় সীতারে
দ্বিতীয় মহিলা চুরি অদ্ভুত ঘটন
দ্বিতীয় নগর দাহ, বীর রস স্রোতবাহ
দ্বিতীয় বিপক্ষ নির্য্যাতন,
এ দ্বিতীয় অদ্বিতীয় ঘোষিল সংসারে

দেখাইল কত শোভা কোন গুণধর,
কত যে মধুর কথা কহি হাসাইল
জন্মাইল কভু ক্রোধ, কভু বা বিস্ময়বো
কভু দুঃখ স্রোতে ভাসাইল
আহা প্রকৃতির কেলি কিবা মনোহর

কোন কবিবর দেখাইল বুম্ভীপাকে
নীলাভ অনল চিরোজ্জ্বল যেইখানে
পাপিকুল হাহাকার করিতেছে অনিবার
জ্বলে অঙ্গ নাহি মরে প্রাণে,
পরকাল স্মরি নর চিন্তিছে বিপাকে।

শুনিলে হৃদয় ভেদী হাফেজ বিরাগ
অপূর্ব্ব সুনীতি ধারা বর্ষিলেন সাদি
আরো কত কত কবি, দেখাইল কতছবি
কত শুনাইল চিত্ত হ্লাদি
হউক সংসারে কবি তায় অনুরাগ।

কবিবর গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের রচনা।

বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, কাশীরাম দাস প্রভৃতি পূর্ব্বতন কবিগণ, বঙ্গীয় কবিতার একরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়া গেলে গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করেন। ইদানীন্তন শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেই রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত অবগত আছেন, ইনি যে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতির সমুৎসাহে ও প্রযত্নে কয়েক খানি কাব্য প্রণয়ন করিয়া অসাধারণ কবিকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধ করি কাহারই অবিদিত নাই. সত্যপীরের পাঁচালী, অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ রসমঞ্জরী এবং চণ্ডী চরিতের কিয়দংশমাত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, আরো কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারিলে, বঙ্গীয় কবিতার ভাণ্ডারে আরো কতকগুলি রত্ন সঞ্চিত রাখিয়া যাইতে পারিতেন, বঙ্গীয় কবিতার কিঞ্চিন্ন্যূন রূপে হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষাতে কবিতা লিখিতে পারিতেন, চণ্ডী ও নাগাষ্টক প্রভৃতির রচনাই তাহার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কবিবর যদি বঙ্গভাষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত বা হিন্দী অবলম্বন করিয়া কাব্য প্রচার করিতেন, তাহাহইলে কখনই এতদূর আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, বিজাতীয় ভাষাতে কখনই মাতৃ ভাষার সদৃশ রূপে অধিকার জন্মে না, বিশেষতঃ অমাত ভাষাতে কবিতা প্রণয়ন প্রত্যাশা বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভারতচন্দ্র রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় কবিগণ উঁহার ন্যায় বাঙ্গলা রচনা বিষয়ে যশোলাভ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইনি পারশ্য ও সংস্কৃতভাষার মাধুর্য্য আহরণ করিয়া বাঙ্গলাতেসন্নিবেশিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাঁর কাব্যের অনেক স্থল পাঠ করিতে নিদাঘ কালীন অপরাহ্ণ শীতল সমীর সেবার ন্যায় সুখানুভব হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্ব কবিগণ কবিতার মিত্রাক্ষরতা সম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেন, ইনিই তাহার সংশোধন করিয়া প্রথম প্রচার করেন, বাঙ্গলাতে ভুজঙ্গ প্রয়াত প্রভৃতি কতকগুলি

সংস্কৃত ছন্দ ইহাঁর দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাঁর যেরূপ রচনা শক্তি ও সহৃদয়তা ছিল, সেইরূপ কল্পনা শক্তি থাকিলে, বাল্মীকি হোমার কালিদাস. সেকসপীয়র মীলটন প্রভৃতির ন্যায় কবিশ্রেণীর প্রধান সোপানস্থ হইয়া পৃথিবী বিখ্যাত হইতে পারিতেন। ইনি কোন প্রস্তাব কি নূতন ভাবকল্পনা করিতে সমর্থ হইতেন না, পরকীয় ভাব তাৎপর্য্য কিম্বা প্রস্তাব পাইলে স্বভাষাতে অতিমনোহর রূপে সঙ্কলন ও বিকাশ করিতে পারিতেন। কোন কোন স্থলে কল্পনা এবং প্রতিভাশক্তির ও পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। তৎকৃতি সমুদয়ের সমালোচনাতেই বিদিত হইতেছে। প্রথমতঃ ভক্তিপ্রধান কাব্য অন্নদা মঙ্গল অবলম্বিত হইল। এই গ্রন্থ দেবতাগণের বন্দনান্তর রাজপরিচয় ও দক্ষ যজ্ঞ হইতে আরব্ধ হইয়া অন্নপূর্ণার ভবানন্দ ভবনে গমন পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত দ্বারা নিঃশেষিত হইয়াছে, আয়তন বৃহৎ নহে।

এই গ্রন্থ খানি বন্দনা পরিচয়, দক্ষ যজ্ঞ, শিববিবাহ কাশীর রাজত্ব. হরিহোড়ের বৃত্তান্ত এবং ভবানন্দ ভবনে গমন, এই সাত প্রধান অংশে বিভক্ত হইতে পারে।

বন্দনা—গণেশ. শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু কৌষিকী লক্ষ্মী সরস্বতী, অন্নপূর্ণা। এতদষ্ট দেবতার বন্দনা গ্রন্থের পূর্ব্ব ভাগে নিবেশিত হইয়াছে, গণেশ বন্দনাটী বড় সুন্দর হইয়াছে তাহা হইতে একটী কবিতা উদ্ধৃত হইল,—যথা—

“হেলে শুঁও বাড়াইয়া
সংসার সমুদ্র পিয়া
খেলা ছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি
পুনঃ কর বিশ্ব সৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময়।”

এই কবিতাটী দ্বারা কবির ভাব প্রশস্ততা চিত্ত বিস্তারকতা ও কল্পনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে. সামান্য হৃদয় হইতে এরূপ কবিতা নিঃসৃত হইবার নহে, এতদান্দোলনে কালিদাসের একটী কবিতার্দ্ধ স্মৃতি পথে উদিত হইল।

“অমূংযুগান্তোচিত যোগনিদ্রঃ
সংহৃত্য লোকান্পুরুষোধিশেতে।

অনুবাদ।

যে সময়ে ঘটে মহা প্রলয়ের কাল।
সংহার করিয়া চতুর্দ্দশ লোকপাল।
যুগান্ত উচিত যোগনিদ্রার আবেশে।
শুইলেন মহাবিষ্ণু এইসিন্ধুদেশে।

মীলটন কৃত কবিতাংশ সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থ উদ্ধৃত হইল।

“————Thou from the first
Was present, and with mighty wings out spread;
Dove-like sat'st brooding on the vast abyss
And madest it pregnant : ———.”
Par. Lost Book I

অনুবাদ।

অনাদি অনন্ত তুমি চিরবর্ত্তমান,
ঘোর অন্ধকারময় অসীম ভীষণ,
অগাধ অতলস্পর্শ আকাশ সাগরে
বিস্তারি বিশাল পাখা কপোতরূপেতে
সমস্ত করিতেছিলে ব্রহ্মাণ্ড বিপুল,
জীবের জীবন হেতু সৃষ্টির কারণে
তাহে প্রসবিল সৃষ্টি সুন্দর অতুল।

এই বিভিন্ন ভাষাজাত কবিতা ত্রয়ের ভাব অর্থ ও তাৎপর্য্য পরস্পর বিভিন্ন ও বিসদৃশ হইলে ও গুণ ও চিত্তসংস্কারগত অনেকাংশে সাম্য লক্ষিত হইতেছে।

শিববন্দনাটীতে কাব্যোচিত বিশেষ কিছুই বর্ণিত হয় নাই। শিবের বর্ণনা এক এক স্থলে এরূপ চমৎকার রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে পাঠ মাত্রে হৃদয় মোহিতও ওজোগুণে বিস্ফারিত হইতে থাকে। পরে প্রদর্শিত হইবে, সূর্য্য বন্দনাটী কবি যে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে, সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ প্রকাণ্ড, তেজঃপুঞ্জময়, তৎসম্বন্ধীয় সুমেরু ভ্রমণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কল্পনা যেরূপ অদ্ভুত, পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকের বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়দিগের তৎসম্বন্ধে যেরূপ ভাব ও সংস্কার, তদনুযায়িনী বর্ণনা কোন মহা কবির প্রশস্ত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত হইলে যে, সহৃদয় মনোহারিণী ও চিত্তবিস্তারিণী হইবে বলা বাহুল্য।

বিষ্ণু বন্দনাতে কবিবর যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, তাহার একটী কবিতা উদ্ধৃত হইল।

"পরিধান পীতাম্বর,
অধর বান্ধুলীবর,
মুখ সুধাকরে সুধাহাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী,
নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ।"

চন্দ্র ও সুধার সহিত মুখ ও মৃদু হাস্যের সাদৃশ্য কি চমৎকার ও মনোহর রূপে সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

কৌষিকী বন্দনাটী আশানুরূপ হয় নাই তাহা হইতে বেশ রৌদ্ররস প্রকাশ হইতে পারিত, স্থানে স্থানে অনেক রচনা কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

সিন্দূর চন্দন, ভালে সুশোভন
রবি শশী এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা, কি দিব উপমা
ত্রিভুবনে হেন নাই।
শিরে জটাজুট, রতন মুকুট,
অৰ্দ্ধশশী ভালে শোভে।
মালতী মালায়, বিজলী খেলায়,
ভ্রমর ভ্রময় লোভে। ২

সিন্দুর চন্দনের সহিত রবি শশীর সাদৃশ্য উত্তম হইয়াছে, শেষ কবিতার প্রথমার্দ্ধে ওজোগুণ সহকারে রৌদ্র

রসাভাস প্রকাশ হওয়াতে মনোহর হইয়াছে। লক্ষ্মী বন্দনাতে কোন রূপ ভাব ও আলঙ্কারিক চমৎকারিত্ব না থাকিলে ও প্রসাদ গুণ ও পদ যোজনা কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে স্বরসতী বন্দনাটীর আদ্যোপান্ত মনোহর হইয়াছে। কালিদাস যেরূপকোন বিষয়ের বর্ণন কালে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র রায় ও ঠিক সেই রূপ নৈপুণ্যপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

"ষড়জ সম্বাদিনীঃ কেকা
দ্বিধা ভিন্না শিখণ্ডিভিঃ"

ময়ূরগণের কেকা নাদ বর্ণন কালে, তাহাতে যে সপ্ত স্বরের আদি ও মূল ষড়জস্বরপরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে. ইহা দ্বারা কালিদাসকে সঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া অনুভূতি হইতেছে।

"ছত্রিশ রাগিণী মেলে,
ছয় রাগ সদা খেলে।
অনুরাগ যে সব রাগিণী,
স্বপ্তস্বরে তিন গ্রাম,
মুচ্ছর্না একুশ নাম।
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী॥"
(সরস্বতী বন্দনা হইতে)

এই কবিতাটী দ্বারা ভারতচন্দ্র রায়ের ঔপপত্তিক সঙ্গীতাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে কতকগুলি স্বরাবলীর রূপ কল্পিত হইয়াছে, সে সমুদয় "রাগ রাগিণী" নামে কথিত হইয়া থাকে মূলছয়রাগ উপরাগ বা অনুরাগ এবং ছয়ত্রিশ রাগিণী হইতে শত শত রাগিণী উৎপন্না হইয়াছে. তৎসমুদয়ের মনোহারিতা ও কৌশল বড় চমৎকার জনক; ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি সাতস্বর, উদরা, মুদরা, তারা এই তিন গ্রাম, আরোহ বা অবরোহক্রমে এক স্বর হইতে স্বরান্তরে গমন জাত স্বর প্রক্রিয়াকে মুচ্ছর্না বলা যায়। প্রাকৃত বা যাবনিক ভাষায় উহা "মীর" নামে কথিত হইয়া থাকে। মূচ্ছর্না অনেক প্রকার হইতে পারে প্রধানতঃ যে একবিংশতিবিধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রধান স্বরদ্বয়ের মধ্যগত উপ স্বর সমূহকে শ্রুতি (সুরত) বলা যায় তীব্র বা কোমল (তীউর) (কোমাল) প্রক্রিয়া দ্বারা শ্রুতি বিকাশিত হইয়া থাকে, গমক গিটখিরিকে আর্য্যেরা কলা বলিয়া অভিধান করিয়াছেন।

"শিশুপাল বধের" প্রথম সর্গের দশম শ্লোকে মূচ্ছর্নাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আরো অনেক কাব্যে তৎসমুদয় বর্ণিত হইয়াছে, রায় গুণাকর যে কেবল কাব্য মাত্র পাঠ করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। অন্নপূর্ণার বন্দনাটী বিস্তৃতও সুললিত হইয়াছে, কিন্তু অশ্লীলদোষ কলুষে তাহার

সমুদয় প্রশংসা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

"কটি অতি ক্ষীণতর
নাভি সুধা সরোবর
উচ্চ কুচ সুধার কলস,
কণ্ঠকম্বু রাজ রাজে।
নানা অলঙ্কার সাজে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ।"

এই এরূপ বর্ণনা দ্বারা পরিস্ফুটরূপে আদিরস প্রকাশ পাইতেছে। কবিবর কাব্যের প্রধানা নায়িকা অন্নপূর্ণাকে মাতৃরূপে বর্ণন করিয়াছেন, বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয়েরা ভগবতী অন্নপূর্ণাকে মাতৃতুল্য বোধ করিয়া অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। মাতৃ রূপ বর্ণন স্থলে আদিরস অবতরণ করা নিতান্ত অনুচিত। বিদ্যার কুচ, নিতম্ব, কটি, উরু নাভি প্রভৃতির বর্ণনাতে কাহারই আপত্তি নাই। কিন্তু দুর্গার বর্ণনাতে এবিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ছিল আলঙ্কারিকগণ এবিষয়টী অতি দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বস্তুতঃ যে মাতৃবিবরণ ঘটিত আদিরস লইয়া কোন্ ভদ্র ব্যক্তি হাস্য পরিহাস কৌতুক করিতে পারে? এরূপ নির্লজ্জকেআছে যে অকুণ্ঠিত চিত্তে মাতার কুচ, নিতম্বের বর্ণন করিতে পারে, ভারত চন্দ্র রায়েরই বর্ণিত দোষ দৃষ্ট হইয়াছে এরূপ নহে কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসের ও এবিষয়ে বিলক্ষণ ত্রুটি দেখা যায় তাঁহার কুমার সম্ভবের অনেক স্থল বর্ণিত দোষে দূষিত হইয়া রহিয়াছে।

"মধ্যেন সাবেদি বিলগ্নমধ্যা
বলিত্রয়ং চারুবভার বালা.
আরোহণার্থং নবযৌবনেন,
কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্।"

অনুবাদ।

ক্ষীণ মধ্যা মধ্যভাগে ধরেছে ত্রিবলি,
রসিক মদন তাহে যাইবারে চলি।
নবীন যৌবন যেন রচিল সোপান,
আরোহিবে মহাসুখে হয় অনুমান।

ভারতচন্দ্র রায় অনেক স্থলে অনিচ্ছু হইয়া আদিরস বর্ণন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইনি কাব্য রচন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অভিরুচির অধীন হইয়া অনেকাংশে চলিতে হইত কৃষ্ণচন্দ্র রায় অত্যন্ত আদিরস প্রিয় সুরসিকছিলেন, সর্ব্বদাই আদিরস ঘটিত পরিহাস কৌতুক ভাল বাসিতেন, এমনকি অনেক স্থলে সম্পর্ক রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিহাস কৌতুক করিতেন, তাঁহার কতকগুলি তৎসম্বন্ধীয় গল্পের কিম্বদন্তী অদ্যাপি বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ ইদানীন্তন লোক দিগের নিকট প্রকাশ্যতঃ আদিরস ঘটিত বর্ণনা যেরূপ অরুচিত বলিয়া বোধ হয়, সেই সময়ে যদি ইহার শতাংশের একাংশও অনুমিত হইত, তাহা হইলে কখনই ভারতচন্দ্র রায় এরূপ ভাবে অন্নপূর্ণার

কুচাদি বর্ণন করিতেন না। রূপ বর্ণন কালে কুচ প্রভৃতি বর্ণন ব্যতীত বর্ণনা অসম্পন্ন বোধ হইলে অতি গভীরভাবে পবিত্র রূপে আদিরস বিন্দুর অসংস্রবে অনায়াসে বর্ণন করিতে পারা যায়। যথা—

পিপাসিত হেরিয়া সবায়,
তনু মধ্যা জননীর
স্তন দুটী তুঙ্গ শির
যেন ক্ষীর বিন্দু ঝরে তায়।

এস্থলে কিছুমাত্র আদিরস প্রকাশ পায় নাই। বাৎসল্য রসের আভাষ লক্ষিত হইতেছে কোন দেশের কোন কাব্যেই এত বন্দনার আড়ম্বর নাই, সংস্কৃত কবির গ্রন্থ প্রারম্ভেবস্তু নির্দ্দেশের ন্যায় কোন দেবতা বিশেষের বন্দনা করিতেন, কিন্তু এককালে এত দেবতার বন্দনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় কবিগণ অনেক বন্দনার আড়ম্বর করিয়া গিয়াছেন, ভারতচন্দ্র রায়ের পরে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কবিগণ নানা প্রকারে দেবতা নমস্কারের ঘটা প্রচার করিয়াছেন। ইদানীং অনেকাংশে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে, কোন্ মূল হইতে বাঙ্গলা ভাষাতে এতাদৃশ নমস্কারের ঘোরতর আড়ম্বর ঘটা আবির্ভূত হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। বোধ হয় কোন পুরাণ বা তন্ত্রের নমস্কারা। দর্শ অবলম্বন করিয়া এই অদ্ভুত রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবেক। তদ্ধীনতা রাজসেবা, পরানুকরণ প্রিয় বঙ্গদেশে বর্ণিত রীতি যে সহজে প্রচারিত ও সাদরে পরি গৃহীত হইবে বলা বাহুল্য।

গ্রন্থ সুচনাতে লিখিত হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া
স্বপনে কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া
শুন রাজাকৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়,
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়,
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ,
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস.
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়,
করহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়,
সভাসদ্ তোমার ভারতচন্দ্র রায়,
মহা কবি মহা ভক্ত আমার কৃপায়,
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মত বেশে
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে।
সেই আজ্ঞা মত কবি রায়গুণাকর,
অন্নদামঙ্গল কহে নব রস তর।

ভারতবর্ষীয় জনগণের একপ চিরন্তন প্রথা যে বিশেষ দৈবানুগ্রহ ব্যতীত কোন মহৎ ব্যপার সম্পাদিত হইতে পারে না, লৌকিক প্রক্রিয়ার প্রতি ভারতবাসীদিগের তাদৃশ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে না। প্রায় সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থের অবতরণিকাতেই অলৌকিক ঘটনার সংঘটন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্নদামঙ্গলের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস

ও শ্রদ্ধা স্থাপন উদ্দেশ্যে কবি এরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন কালে, কৃষ্ণচন্দ্রের গুণ ব্যাখ্যা অতি মনোহর ও চমৎকার জনক হইয়াছে।"

তাহাতে শ্লিষ্ট পদাবলীর ব্যবহার যার পর নাই সুকৌশলময় চাতুর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে।

"চন্দ্র সবে ষোল কলা" ইত্যাদি——

বংশাবলীর পরিচয় তাদৃশ হৃদয় গ্রাহী হয় নাই, অনেক গুলি সামান্য লোকের বৃথা পরিচয় দেওয়াতে নীরসতার উৎপাদন হইয়াছে, উল্লিখিত স্থল পাঠে পাঠকগণের বিরক্তি ভিন্ন আর কিছুই উৎপাদিত হয় না। বোধ হয় পরাধীন জীবিকার অনুরোধেই কবিবর এরূপ শুষ্ক বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন।

গীতারম্ভে অন্নপূর্ণার স্তবটী বড় হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে, তাহা হইতে একটী কবিতা উদ্ধৃত হইল—

যথা।—"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান,
অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি
কর বিনা বিশ্ব গড়ি,
মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি।"

এই বর্ণন দ্বারা সুন্দর রূপে নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। এই মূল সংস্কার হইতেই বোধ হয় পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক, এই কবিতার মূল ভাব, ভারতচন্দ্রের প্রতিভা হইতে সম্ভূত হয় নাই। "আপাণি পাদৌ জবনোগৃহীতা" এই প্রাচীন কাব্য অবলম্বন করিয়া ভারত চন্দ্র রায় বর্ণিত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক ভাব গ্রহণ করিয়া থাকিলেও সুকৌশল রূপে স্বভাষায় আনায়ন জন্য কবি যে ধন্যবাদার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষালয়ে গমন কালে শিব, অসম্মত হইলে তাহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ গৌরী দশ বিদ্যার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবিষয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ভারত তন্ত্রসারের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া কালী প্রভৃতির রূপ বর্ণন করিয়াছেন, বর্ণনা গুলি এরূপ চমৎকারিণী হইয়াছে যে বঙ্গ ভাষাতে এপর্য্যন্ত এরূপ আর প্রায় দৃষ্ট হয় না, পাঠক বর্গের গোচরার্থ উদ্ধৃত হইতেছে।

যতক্ষন সতী শিব না দেন আদেশ,
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুক্তকেশী মহামেঘ বরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শববর্ণ পুরা॥
গলিত রুধির ধারা মুণ্ড মালা গলে
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে।
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান।
লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে
ত্রিনয়ন অর্দ্ধ চন্দ্র ললাটে বিলাসে।
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ,
তারারূপ ধরী সতী হইলা সম্মুখ॥

নীল বর্ণা লোলজিহ্বা করাল বদনা।
সর্প বান্ধা ঊর্দ্ধ একজটা বিভূষণা ॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল,
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরাবাঘ ছাল।
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর,
চারিহাতে শোভেআরোহণ শিবোপর
দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি,
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী
রক্ত বর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশরুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেত নির্মিত বসিবার মঞ্চ ॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা।
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উজ্জ্বল,
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা ॥
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উপর ॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্ন মস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে।
তিনগুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ॥
বিপরীত রতেরত রতিকামোপরি।
কোকনদ বরণাদ্বিভুজা দিগম্বরী ॥
নাগ যজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থি মালা গলে
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি কর তলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠেছে তিন ধার,
এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার।
দুই দিগে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী
চন্দ্রসূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে সুশোভন ॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজরথা রূঢ়া ধূমের বরণ ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা,
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥
ধুমাবতী হেরি হর সভয় হইল।
হইয়া বগলা মুখী সতী দেখা দিলা ॥
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন মধ্যে স্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা ॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদগর ধরিয়া ঊর্দ্ধকরি।
চন্দ্রসূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাট মণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন ॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি,
চতুর্ভুজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে ॥
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে।
মহাভয়ে মহদেব হৈলা কম্পমান ॥
মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান।
সুসর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥

চতুর্দ্দিগে চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥
ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে।
দশদিগে রক্ষাকর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে।

এই অংশই অন্নদা মঙ্গলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই রূপ বর্ণন গুলি পাঠ করিবার সময় হৃদয় মুহুমুহুঃ রৌদ্ররসে উচ্ছাসিত হইতে থাকে। বোধ হয় যেন বর্ণিত মূর্ত্তি সকল সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে, এই অবস্থায় শিব যে ভীত হইয়া নিজ অনভিপ্রেত বিষয়ে সম্মত হইবেন আশ্চর্য্য নহে। এই দশবিধরূপ যদিও ভারতচন্দ্রের প্রতিভা পরিকল্পিত না হউক, তথাপি বাঙ্গলাতে রসাত্মক রূপে প্রকাশ করাতে যথেষ্ট প্রশংসার কার্য্য হইয়াছে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মত ভেদানুসারে নানা তন্ত্রে এইরূপ গুলি বর্ণিত হইয়াছে গুণাকর তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। প্রশংসার বিষয় এই যে অনেক স্থল মূল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গোচরার্থ একটী মাত্র সংস্কৃত বিরচিত রূপ উদ্ধৃত হইল অনুবাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই অনুমিত হইবে।

বরাংকুশাপাশমভীতি মুদ্রাং
করৈর্বহন্তীং কমলাসনস্থাং
বালার্করূপাং মণিরত্ন বেশাং
ধ্যায়ে ত্রিনেত্রাং ভুবনেশ্বরীং তাং।

দশবিধরূপ কল্পনার মধ্যে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি সমধিক ভয়ঙ্করী, ভারতচন্দ্রের বর্ণনাও তদনুযায়িনীই হইয়াছে।

তন্ত্রমতে এই দশ মহাবিদ্যাই শাক্ত বর্গের প্রধান উপাস্য, এতদ্দশ রূপ কল্পনা দ্বারা ধর্ম্ম প্রয়োজকদিগের ধর্ম্ম প্রচার ও নীতি শাসনের উত্তম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, ভয় প্রদর্শন দ্বারা যেরূপ উদ্ধত স্বভাব অসুর প্রকৃতি মনুষ্যের নীতি শাসন সম্পাদিত হইতে পারে শান্ত ভাবে সেরূপ কখনই হইবার নহে সদাচারভ্রষ্ট কতকগুলি অসুর স্বভাব মনুষ্যের ধর্ম্ম শোধনের নিমিত্ত এরূপ উগ্রমূর্ত্তি সমূহ উপাসনার পদ্ধতি প্রচারিত হইয়া থাকিবে, সুশিল্প রচিত কালী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অনেক বিদেশীয় লোকেরা তচ্চরণাবনত হইয়াছে, ভয় দ্বারা ও পরে ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

দক্ষ, সভাস্থলে যে শিব নিন্দা করেন তাহার দ্ব্যর্থ পদ সমাবেশ বড় চমৎকার জনক হইয়াছে, কিন্তু ভাবের তাদৃশ গাম্ভীর্য্য দৃষ্ট হয় না ইহার বচন দ্বারা যেরূপ কর্ণ বিমোদন হইয়া থাকে সেরূপ চিত্তরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই নিন্দা বর্ণন কালে এরূপ সকল তীব্র ভাব ও বাক্য সমাবেশ করা আবশ্যক যে তৎশ্রবণে তৎপ্রিয় ভক্ত কি পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেরই মৃত্যু তুল্য ক্লেশ জনক বিরক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

কর নির্দ্ধারণ।

ইদানীন্তন অস্মদ্দেশে কর লইয়া যেরূপ নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছে কি রাজ দ্বারে, কি সভায় কি বন্ধু মণ্ডলীতে, কি পরিবার গৃহে, কি কৃষি জীবীদিগের মধ্যে—যখন সকল লোকের মুখেই রাজ করের অত্যাচারের বিষয় শ্রবণ করা যাইতেছে সে সময়ে কর সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ যে সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর হৃদয়গ্রাহী হইবে না এমত নহে। আমরা দুই তনটী প্রস্তাবে কর সম্বন্ধে বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞদিগের মতামত প্রকাশ করিব।

কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আছে।

(১) প্রত্যেক রাজ্যের প্রজাবর্গকে রাজকোষ পূরণার্থ সাহায্য প্রদান করা উচিত। কিন্তু এইটী প্রত্যেক প্রজার আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে রাজ্যের ভূমি সম্পত্তি সম্ভোগ করেন তাঁহার সেই সম্পত্তির আয় অনুসারে কর প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রজার অবস্থা বা আয় অনুসারে কর নির্দ্ধারণকে ন্যায়কর তদ্বিপরীত হইলেই অন্যায় কর বলা যায়।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির যে কর প্রদান করা উচিত তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। কখন অনির্দ্দিষ্ট হওয়া বিধেয় নহে; কোন্ সময়ে কর প্রদান করিতে হইবে; কি পরিমাণে কর দিতে হইবে; কর দাতাকে এ বিষয় গুলি স্পষ্ট রূপে জ্ঞাত করা উচিত।

অপর সাধারণকেও এবিষয়ে অভিজ্ঞ করা কর্ত্তব্য; অন্যথা হইলে প্রত্যেক কর প্রদাতাকে কর গ্রাহীর ক্ষমতাধীন হইতে হয়। কারণ উপরিউক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে কর গ্রাহক অনায়াসে অত্যাচার পূর্ব্বক অধিক কর গ্রহণ বা নিজে উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারে। অনির্দ্দিষ্ট কর গ্রহণ দ্বারা যে সকল ব্যক্তি অন্যত্র সর্ব্বদা ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হন তাঁহারাও কার্য্য গতিকে অত্যাচারী উৎপীড়ক ও অপকারক হইয়া পড়েন। অনির্দ্দিষ্ট কর দ্বারা যে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অনেক অনিষ্ট হয় তাহা সকল দেশে সকল লোক দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

(৩) কর দাতার সময়ানুসারে ইচ্ছা বা সুবিধানুসারে কর গ্রহণ করা বিধেয়। যে সময়ে প্রজারা ক্ষেত্র হইতে ধান্যসংগ্রহ করত গৃহে আনয়ন করে কিম্বা যে সময়ে তাঁহারা জমিদারকে রাজস্ব প্রদান করে সেই সময়ে তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করা অনায়াস সাধ্য কার্য্য। যে সময়ে দাতার কর প্রদানের উপায় আছে সেই সম-

য়েই কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য ব্যতিত অন্যান্য জনার শ্যক সুখ বৰ্দ্ধক দ্রব্যাদির উপর কর যথা সময়ে গৃহীত হইয়া থাকে। ক্রেতার যেরূপ ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্যাদির আবশ্যক হয়, সে সংস্ত দ্রব্যের উপর কর ও তিনি ক্রমে ক্রমে প্রদান করিতে থাকেন। অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন হইলে ক্রয় করিতে অন্যথা ক্রয় না করিতে পারেনা। সুতরাং অনাবশ্যক দ্রব্যাদির উপরে যে কর নির্দ্ধারিত করা হয় তাহা প্রদান জন্য তাঁহার যদি কোন যন্ত্রনা সহ্য করিতে হয় কিম্বা কোন কষ্ট পাইতে হয় সেটী তাঁহার নিজের দোষ বলিতে হইবে।

(৪) এমত পরিমাণে কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যে সংগৃহীত কর দ্বারা কর সংগ্রহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, প্রজার ও অনিষ্টসংঘটন না হয়। এরূপ হইতে পারে যে কর দ্বারা রাজকোষের কিছুমাত্র উপকার হইল না অথচ প্রজার অনর্থক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। যথা:-

১ কর আদায়ের জন্য এত অধিক সংখ্যক লোকের আবশ্যক হয় যে তাহাদের বেতন দিতেই সমস্ত কর নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং সেই সকল কর্ম্মচারীদিগের উদর পূরণার্থ প্রজাদিগের উপরে আর একটা স্বতন্ত্র কর গৃহীত হইয়া থাকে।

২। ইহা দ্বারা সাধারণ পরিশ্রম ও অর্থ এক সামান্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে।

৩। যে সকল হতভাগ্য লোকেরা কর গ্রাহিদিগের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করে, তাঁহারা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রথমে কর গ্রাহকের চক্ষে ধূলি প্রদান করে কিন্তু পরে তাহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইলে তাহারা দ্বিগুণ কর প্রদান, কর না দেওয়ার জন্য অর্থ দণ্ড দ্বারা একেবারে জর্জ্জরীভুত হইয়া পড়ে। এমন কি অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের দ্বারা ও তাঁহাদের অর্থ দ্বারা সাধারণের যে উপকার হইত তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অন্যায় কর নির্দ্ধারণে অনেক জুয়াচুরি ও শঠতা উৎপাদিত করিয়া থাকে।

৪ কর সংগ্রাহকেরা প্রজাদিগের অবস্থানুসন্ধান জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাটীতে গমন করিয়া থাকে সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই কর আদায় কারীদিগের দ্বারা উত্তেজিত ও উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তাহাদের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রজাদিগের মধ্যে মধ্যে অর্থ ব্যয়ও হইয়া থাকে।

এ সমস্তের উপরে আরও একটী ভয়ঙ্কর উৎপাত আছে। বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপরে কর নির্দ্ধারণ বিষয়ক

বিধি গুলি এত কঠিন যে তদনুসারে কার্য্য করা সামান্য ক্লেশজনক ও ব্যয় সাধ্য ব্যাপার নহে। সুতরাং তদ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাকুক বাণিজ্যের বিশেষ অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে।

সাধারণতঃ কর নির্দ্ধারণের বিশেষ নিয়ম। এক্ষণে এ বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

প্রত্যেক রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই একটী নিয়মানুসারে চলা উচিত। প্রত্যেক লোকের প্রতি রাজ্যের অধিকার সমান সুতরাং কর বিষয়ে কোন বিভিন্নতা করা অন্যায়। প্রত্যেক লোকের নিকট সম পরিমাণে কর গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ প্রত্যেককেই কিয়ৎ পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য; এবং এরূপ কর গ্রহণ দ্বারা সকলকে অল্প পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন কোন ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণে অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়া সাধারণ ভারের অল্পাংশ বহন করে তাহা হইলে অন্য এক জন ব্যক্তিকে সেই পরিমাণে অধিক ক্ষতি সহ্য ও অধিক ভার বহন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এবং এই জন্য একের অল্প ক্ষতির সহিত অন্যের অধিক ক্ষতির তুলনা হইতে পারে না। 'সমকর গ্রহণ' শব্দে সমক্ষতি বা সমত্যাগ স্বীকার অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির দান হইতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত করা বিধেয়, কিন্তু সেই আয়টী এরূপ হওয়া উচিত যে প্রত্যেক লোক যেন অন্যের অপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

যদিও এই নিয়মটী সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা কঠিন তথাপি সাধ্যানুসারে এই নিয়মানুযায়ি কার্য্য করা প্রত্যেক রাজ্যের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করা উচিত।

কেহকেহ এই মত সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেন। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পরিমাণে কর প্রদান করিবে তাহাকে তৎপরিবর্ত্তে সেই পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ একজন যত কর দিবে তাহার ততটুকু সুবিধা হওয়া উচিত। শাসন কর্ত্তাদেরও এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। তাঁহারা আরো বলেন যে লোকের আয় অনুসারে কর লওয়া উচিত কারণ যাহার অধিক আয় আছে, তাহার সম্পত্তি রক্ষার্থ রাজ্যের অধিক সহায়তা আবশ্যক সুতরাং তাহার জন্য রাজ্যের অধিক কষ্ট হইলে তাহাকে অধিক কর দেওয়া উচিত। যাঁহারা ইহা স্বীকার করেন যে শুদ্ধ প্রজার সম্পত্তি রক্ষার্থ রাজ্য সংস্থাপিত তাঁহারা বলেন যে শরীর ও সম্পত্তি এই দুইটীরই সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান আবশ্যক, সুতরাং শরীর রক্ষার্থ

প্রত্যেক লোকের নিকট সম কর গ্রহণ করা অন্যায় নহে। সম্পত্তি রক্ষার জন্য সম্পত্তির অবস্থানুসারে স্বতন্ত্র কর গৃহীত হওয়া উচিত। এই মতটী যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে এবং সামান্যতঃ তাহা খণ্ডন করা যাইতেছে, শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা রাজার এক মাত্র কার্য্য ও উদ্দেশ্য নহে। সামাজিক বন্ধনের ন্যায় রাজ্যের উদ্দেশ্য অধিক তরশক্তি বিস্তীর্ণ। সাধারণ হিত সাধন, সমস্ত দোষ সংশোধন, সর্ব্ব-প্রকার বিপদোদ্ধার করাই প্রত্যেক রাজ্যের প্রধান কার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপরে নির্দ্দিষ্ট কর নির্দ্ধারণ প্রথা অতীব অন্যায়। ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না যে অধিক সম্পত্তির জন্য অধিক পরিমাণে কর দিলে অধিক পরিমাণে সেই সম্পত্তি সংরক্ষিত হইবে না। দশ সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি জন্য দুই শত শান্তিরক্ষকের বেতন স্বরূপ কর দিলে কখনই দুইশত শান্তিরক্ষকের সাহায্য পাওয়া যায় না।

যদি এরূপ অনুসন্ধান করা যায় যে রাজ্যের দ্বারা কোন শ্রেণীর লোকে অধিক উপকৃত হয় তবে দেখা উচিত রাজ্য যাইলে কোন ব্যক্তিরা অধিক ক্ষতি গ্রস্থ হয়। ইহা স্পষ্টই প্রকাশ হইবে যে যাহারা স্বভাবতঃ অঙ্গহীন বল ও অর্থ বিহীন তাহারাই অধিক বিপদ গ্রস্থ হইবে. পথের ভিকারিরাই এই শ্রেণীর লোক। তাহারা নিরুপায়, অর্থ বিহীন উপায়হীন, বান্ধবহীন, রাজা ব্যতিরেকে কে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এই মতে যাহাদের জন্য রাজ্যের অধিক ক্লেশ হয়, অধিক অর্থ ব্যয়িত হয় যাহারা আত্ম রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম ও যাহারা এক দণ্ড রাজ্যের সহায়তা ভিন্ন চলিতে পারে না তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক কর লওয়া উচিত। এইমতে ভিকারিরাই তবে অধিক কর দান করিবে। কিন্তু ধর্ম্ম ন্যায়পরতা দয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে "দরিদ্রকে রক্ষা কর দীন হীন জনকে অর্থ দেও, উপায়হীনকে সাহায্য কর. রোগীকে ঔষধ দেও. ও বিধবার চক্ষের জল মোচন কর।"

রাজা সাধারণের বন্ধু—সুতরাং কোন ব্যক্তি ইহাতে অধিক সম্বন্ধ আছে তাহা অনুসন্ধান করা অপ্রয়োজনীয়। যদি কোন শ্রেণীর লোক কিয়ৎ পরিমাণে অল্প উপকার প্রাপ্ত হইয়া এই আপত্তি উপস্থিত করে যে-আমারা যে রূপ কর দিতেছি সে পরিমাণে উপকার পাইতেছি না আমরা তাহাদিগকে বলি, যে অন্য কোন দিগে কোন অযথা ব্যয় আছে সুতরাং কর গৃহীত অর্থের সদ্ব্যয় হয় না

কর কমাইবার চেষ্টা না করিয়া উল্লিখিত দোষ সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। কোন সাধারণ হিতকর বিষয়ে দান ও এরূপ সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া পরিতৃপ্ত থাকে। অর্থাৎ সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য সকলে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিল। এবং এই নিয়মেই করগ্রহণ করা উচিত।

যখন ইটা স্বীকৃত হইল যে, প্রত্যেকেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, তখন আমাদের দেখা উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের উপর শতকরা কিছু কিছু কর লইলে এই মত কার্য্যে পরিণত হইল কি না। অনেকে বলেন যে এরূপ করিলে অত্যাচার হইল। যে ব্যক্তির দশ টাকা আয় তাহার নিকট ১ টাকা ও যাহার ১০০ শত টাকা আয় তাহার নিকট ও ১টাকা লইলে বিচার হইল না ধনীর কিছুই হইল না অথচ দরিদ্র একেবারে মারা গেল। এবং এই জন্যই আয় অনুসারে কর গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী প্রগাঢ় অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, উপরের লিখিত নরমতীর এই কারণ দেওয়া যাইতে পারে। এই করটী দুই প্রকার—অনাবশ্যক দ্রব্যাদির উপরে কর, আর জীবন ধারণোপোযোগী দ্রব্যাদির উপর কর নিদ্ধারণ।

যে ব্যক্তি বৎসরে ০ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করে তাহার নিকট হইতে বৎসরে সহস্র মুদ্রা লইলে তাহার কিছুই ক্ষতি হয় না, ইহাদ্বারা কোন বিষয়ে তাঁহার কোন অসুবিধা ঘটে না, জীবন ধারণ দ্রব্যাদি হইতেও বঞ্চিত করে না। কিন্তু অপর দিগে যে ব্যক্তির আয় বৎসরে ৫ শত মুদ্রা, তাহার নিকট পঞ্চাশত মুদ্রা লইলে তাহার ক্ষতি অধিক ও তাহার ক্ষতির সহিত প্রথম ব্যক্তির ক্ষতি ও ক্লেশের তুলনা হইতে পারে না। কর বিষয়ে এই বৈশ্যমতা নিবারণের একটী প্রকৃষ্ট উপায় আছে। যাহার নিকট কর গ্রহণ করা হয় প্রথমে দেখা উচিত যে করগ্রহণান্তর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহারা তাহার সংসার নির্ব্বাহ হয় কি না।

যদি ৫ শত টাকা এক ব্যক্তির সংসার নির্ব্বাহ জন্য আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই ৫ শত মুদ্রা যদ্দারা অনাবশ্যক দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে তাহার উপর কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে। যদি ৫ শত টাকাই এক জন লোকের নিতান্ত আবশ্যক স্থিরীকৃত হইল তাহা হইলে ৫ শত টাকার অধিক আয়ের উপর কর গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কর এরূপ হওয়া উচিত যে ব্যায় বাদে যে অর্থ জমা হয় তাঁহার উপরেই কর গ্রহণ করা

উচিত। অনন্তর যাহার ৬ শ টাকা আয় হয় তাহা হইলে ৫ শত টাকা বাদে অবশিষ্ট এক শত টাকাই তাহার আয় স্বরূপ বলিতে হইবে, সুতরাং যদি শত করা ১০ টাকা কর ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে সেই ১শত টাকার উপরেই দশ টাকা কর লওয়া উচিত। আর যাহার দশ সহস্র মুদ্রা আয় তাহার ৫ শত টাকা বাদে ৯৫০০ টাকার উপরেই কর লওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে প্রত্যেকে এক নির্দ্দিষ্ট কর দিবে অথচ সেই কর তাহার সংসার খরচের মধ্য হইতে না দিয়া তাহার উদ্বৃত্ত অর্থের উপর গৃহীত হইল। ৫ শত টাকার অনধিক আয়ের উপর কখনই দৃষ্টতঃ কিম্বা প্রকারন্তরে কোন কর লওয়া উচিত নহে। কারণ যখন ইহা স্বীকৃত হইল যে ৫শত টাকা এক জনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যয়িত হয় তখন তাহার উপর কর ধার্য্য করিয়া কোন মতেই সেই পাঁচ শত টাকা ন্যূন করা উচিত নহে। এই কারণে অনাবশ্যক দ্রব্যাদির উপরে কর গৃহীত হওয়া আবশ্যক হয়। কারণ যে ব্যক্তি নিজ সংসার প্রতিপালন উপেক্ষা করিয়া অনাবশ্যক দ্রব্যাদিতে অর্থ ব্যয় করে, তাহাকে সুতরাং অপর সাধারণের ন্যায় অনাবশ্যক দ্রব্যজাত সুখ সম্ভোগ করণ জন্য রাজকোষ পুরাণার্থ যৎকিঞ্চিৎ কর দেওয়া উচিত। অনেকগুলি দ্রব্য আছে যাহা আমরা ক্রয় করিতে পারি নাও পারি। তামাক, সাবান, মদ, চুরট, প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আছে যাহা আমাদের না কিনিলেও চলে সুতরাং যদি এ সমস্ত দ্রব্যের উপর কর লওয়া হয় তাহা হইলে আমাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চাউল, ডাল তৈল ঘৃত লবন প্রভৃতি দ্রব্য যাহা ভিন্ন আমাদের এক দিন চলে না তাহার উপর কর লওয়া অত্যান্ত অন্যায়। অনেকে বলেন যে পুস্তকাদির উপরে কর গ্রহণ করা অন্যায় নহে, কারণ পুস্তক পাঠ না করিলে যে জীবন ধারণ হয় না এরূপ নহে। কিন্তু আমাদের মতে চাউল প্রভৃতি যেরূপ শরীর ধারণোপযোগী দ্রব্য পুস্তকও সেরূপ অন্তর-রক্ষণোপযোগী বস্তু। আহার ব্যতিরেকে যেরূপ পাঞ্চভৌত শরীর ধ্বংস হয় শিক্ষা ব্যতিরেকে সেরূপ অন্তর নষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন যে পারিমাণিক কর দ্বারা অধিক আয়ের লোকাপেক্ষা অল্প আয়ের লোকের অধিক ক্ষতি হয়। কারণ যে ব্যক্তি অধিক কর দেয় সমাজ মধ্যে তাহার কিছুই হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি অল্প কর দেয় সমাজে তাহার অনেক মান হানির সম্ভাবনা আছে। অর্থই যখন মান মর্য্যাদার মূল স্বরূপ হইল, তখন যে ব্যক্তি অল্প কর দেয় সে ব্যক্তি

সমাজে অপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে এরূপ ভ্রম অনেকের আছে। যদি ও এই মতটী সত্য হয় তাহাহইলে ও এবিষয়েরাভ্যার করা দৃষ্টিপাত বিধেয় নহে কারণ ইহা কখনই সম্ভব নহে যে, অর্থ বা ব্যয় অনুসারে লোকের সমাজের পদবী নির্ণয় হইয়া থাকে, ধনীরাই যে সমাজ শ্রেষ্ঠলোক ইহা কখনই কেহ স্বীকার করিবেন না। কারণ প্রধানং নগরে অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন, ধন ব্যতিরেক সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইবার তাঁহাদের অন্য কোন বিশেষ গুণ নাই। কিন্তু এদিকে অনেক নিস্বব্যক্তি আপনাপন বিদ্যা বুদ্ধি, সাধারণ হিত কারিতা ও দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি গুণে সর্ব্ব সাধারণের মান্য ও গণ্য হন। মূল্যানুসারে সমস্ত দ্রব্যের উপরে কর গ্রহণই সকল রাজ্যের কর্ত্তব্য এবং সেই জন্য ধন দ্বারা যে সমস্ত অনাবশ্যক দ্রব্য আহৃত হইতে পারে সেই সমস্ত দ্রব্যের উপরে কর লওয়া উচিত মধ্যবিত্ত লোক মাত্রেই স্বীয় নির্ধনতা গোপন মানসে আয় তালিকাতে কৃত্রিম আয় দেখাইয়া থাকেন কিন্তু গবর্ণমেন্টের তাহা বিশ্বাস না করিয়া সেই সকল ব্যক্তির যথার্থ আয় কি তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। লোকে সুখ সম্ভোগার্থে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে গবর্ণমেন্ট তাহারই কতাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু যাহারা আপন ইচ্ছানুসারে আয় গোপন করিয়া বহু ধন ভোগ করেন তাঁহাদের [illegible] ব্যয়াধিক্যের জন্য অধিক কর হইবে।

অনেক রাজনীতিজ্ঞেরা ধন সম্পত্তির সমান অংশ করিবার মানসে পুরুষ পরম্পরাগত একটি কর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সম্পত্তি বা ভূম্যাদির উপর এই কর লওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের মতে এটি অন্যায় কারণ সমান অংশে সম্পত্তি বন্টন যদি ও কোন কোন অংশে প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া অপরিমিত ব্যয়ীর সুবিধার জন্য মিত ব্যয়ীর ক্ষতি করা অন্যায়। অতি সামান্য আয়ের অপেক্ষা বিপুল আয়ের উপরে অধিক কর নির্দ্ধারণ করা শ্রম ও মিতব্যয়িতার উপরে কর গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহা দ্বারা যে ব্যক্তিরা অন্যাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের সেই পরিশ্রমের জন্য দণ্ড দিতে হইল।

সঞ্চিত ধনের সীমা না করিয়া যে ধন সঞ্চিত হইতেছে তাহারই সীমা বদ্ধ করা প্রজা হিতৈষি রাজ্যের কার্য্য। অপরিমিত ব্যয়ে উৎসাহ না দিয়া ধন সঞ্চয়ের পক্ষে সুবিধা করিয়া দেওয়াই উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমান উপকরণ লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু

অলস ও অপরিমিত ব্যয়ীর অবিমৃশ্য-কারিতা নিবন্ধন ক্ষতি পূরণার্থ কর্ম্মিষ্ঠ মিতাব্যয়ীর ও পরিণামদর্শীকে বিপদ গ্রস্তকরা বিধেয় নহে। যে উপায়েতঃন্যে সামান্য আয়াস স্বীকার করতঃ কত কার্য্য হয় হয়ত অপর এক ব্যক্তি অধিক চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃত কার্য্য হয়। কিন্তু এটী গুণের তার তম্যানুসারে ঘটেনা সুবিধার ন্যূনাধিক্যের জন্যই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যদি রাজা উৎকৃষ্ট রাজবিধি দ্বারা ও রাজ নীতিজ্ঞের। সদুপদেশ দ্বারা এই সুবিধার তারতম্যসমীকৃত করিতে পারেন তাহা হইলে কখনই আয় বিষয়ে আরবৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয় না সাধারণ হিত সাধনার্থ পৈতৃক সম্পত্তি দানের উপরে কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ একজন সম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যুকালে দানপত্র দ্বারা নিজ সম্পত্তি দান করিবার ক্ষমতা থাকিলে তাঁহাকে সেই ক্ষমতার জন্য কর দেওয়া উচিত। বস্তুতঃ সেই করটী দাতার নিকট গৃহীত হয় না যে ব্যক্তি বিনা আয়াসে বিপুল ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল সে ব্যক্তি কি জন্য না সাধারণ উপকারার্থে কিঞ্চিদংশে রাজ্যের উপকার করিবেনা। কিন্তু এ বিষয়েরও একটী নিয়ম বদ্ধ করা উচিত। একজন মধ্যবিত্ত লোক তাঁহার পিতার মৃত্যু কালে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কখনই কর দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি এক কালে এক রাজার সম্পত্তি পাইলেন তাঁহার নিকট অবশ্যই কর গৃহীত হইবে। অনেকে বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন দানপত্র না করিলেন তাহা হইলে সেই সম্পত্তি রাজকোষে সাৎ হইয়া যাওয়া উচিত। আমাদের মতে এটী অন্যায় এরূপ স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া রাজা যদি পূর্ব্বোক্ত রূপে সম্পত্তির উপরে কর গ্রহণ করেন তাহা হইলে যথেষ্ট রাজ্যের অকুলান পূরণ হইতে পারেও প্রজাবর্গের কোন মর্ম্মান্তিকক্লেশ হইতে পারে না। এবং এই জন্য অধিক সম্পত্তির উপরে অধিক করনা লইয়া তাহা প্রাপ্তকালে উত্তরাধিকারির নিকটেই সম্পত্তির মূল্যানুসারে কর গ্রহণ করা উচিত॥

(ক্রমশঃ)

মিতব্যয়িতা।

ধনী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নির্ধন ব্যক্তিদিগকে মিতব্যয়ী হইতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহারা ইহাতে এক প্রকার প্রীতি লাভ করেন। মহাসভায় প্রতি বৎসরের প্রাককালে এ বিষয়ে এক একটী উপদেশ প্রদান করা সমস্ত দেশহিতৈষিগণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করেন নিরুপায় নির্দ্দোষ গ্রাসাচ্ছাদন

বিহীন লোকদিগকে সর্ব্বদাই এই উপদেশ দেওয়া হয় যে তোমরা মিতব্যয়ী হও যথা সাধ্য সঞ্চয় কর তাহা হইলেই তোমরা দরিদ্রতার করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তিদের মিতব্যয়িতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ বা উপদেশ গ্রহণের অত্যল্প আবশ্যক হয় কিম্বা আছে তাহারাই শুদ্ধ এ বিষয়ের উপদেশ শ্রবণ করে। কৃষিজীবি দিগের নিকট মিতব্যয়িতার উপদেশ প্রদান করা বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। যাঁহারা দিন যামিনী অপরিমিত পরিশ্রম স্বীকার করত, গ্রীষ্মকালের তীব্রতর সূর্য্য কিরণ, বর্ষাকালের অবিরত জল ধারা, শিত কালের মর্ম্মভেদ—কারী হিম ও শিত উপেক্ষা করিয়া যথা কথঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে বলা বৃথা ও হাস্যকর।

অনেক কৃতবিদ্য যুবক সদাই সাধারণ লোক সমাজে মিতব্যয়িতার উপরে ভূরি ভূরি বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাহাদিগকে উপদেশ দেন তাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে মিতব্যয়ী ও সহস্রাংশে তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তমর্ণের উত্তেজনায় অল্প উত্তেজিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য নহে আমাদের দেশের বড়লোকেরদের মনে এই একটী বিষম ভ্রম আছে যে মিতব্যয়ী হওয়া অতীব মান হানিকর কার্য্য। ভদ্রলোকেরা কি প্রকারে মিতব্যয়ী হইবেন। মিতব্যয়ী হইতে গেলে তাঁহাদিগকে সামান্য লোকের সহিত সভাস্থ হইতে হইবে। ইহা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই এই নিয়ম প্রতিপালন করেন না। যে আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা অত্যন্ত অন্যায় বিস্তীর্ণ দেশও প্রদেশাধিপতি সম্রাট হইতে পর্ণ শয্যাশায়ী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই এই বিষয়ের যাথার্থতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ের আন্দোলন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যদি আয় অনুসারে ব্যয় করাকেই মিতব্যয়িতা বলা যায় তাহা হইলে দ্বারের ভিকারিদিগের ন্যায় মিতব্যয়ীলোক আর কেহই নাই। কারণ তাহাদের কিছুই আয় নাই সুতরাং কিছু ব্যয় নাই। মিতব্যয়িতা এরূপ নহে। ইহা অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্ত্তী। অনেকে ইহাকে শুদ্ধ একটী সামান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে মিতব্যয়িতা যে আমাদের সমস্ত সুখের আকর ইহা দ্বারা যে আমাদের স্বভাব ও চরিত্র বিশুদ্ধ রূপে পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা অদ্যাবধি কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না। আত্ম বঞ্চনা বা আত্ম শাসনই মিতব্যয়িতার ভিত্তি স্বরূপ অনাবশ্যক বিষয়ে অর্থ ব্যয় না করাই

আত্ম শাসন। কিন্তু এই দুইটী সৎকুণ্ট গুণকে সাধারণ লোকে নকুন্ট বলিয়া গণ্য করে। আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই যেখানে যাই সেখানেই শুনিতে পাই যে অর্থ অকিঞ্চিৎকর, সামান্য পদার্থ, সমস্ত অনিষ্টের মূল, সুখের অন্তরায় সুতরাং আমাদের যে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত আমরা এককালে তাহা বিস্মৃত হইয়া যাই এবং শুদ্ধ শ্রমজীবী দিগের উপরেই মিতব্যয়িতার ভার নিক্ষেপ করি।

অনেকেই যে অর্থ সঞ্চয়কে মিতব্যয়িতা বলেন কিন্তু অনেকে এরূপ আছেন যে তাহারা প্রচুর অর্থাগম সত্ত্বেও এক কপর্দকও সঞ্চয় করিতে পারেননা অথচ তাঁহাদিগকে মিতব্যয়ী বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তির আট দশটী পরিবার অথচ মাসে ৫০ টাকা ব্যতিরেকে অন্য আয় নাই সেই ব্যক্তি যদি সেই সমস্ত টাকাই খরচ করেন আমরা কি তাঁহাকে মিতব্যয়ী বলিব না। অনেকে আবার এরূপ আছেন যে তাঁহাদের পরিবার অল্প, খরচ অল্প, অন্যান্য খরচ কিছু নাই। অথচ তাঁহারা সর্ব্বদাই অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ত এমন কি মধ্যে সামান্য অর্থের জন্য বিষম বিপদে পতিত হন। এ প্রকার লোকই অধিক। মধ্যবিত্ত লোকেরাই এই শ্রেণীভুক্ত শিক্ষক, কেরাণী সরকার প্রভৃতিরাই এই শ্রেণীর মুখোজ্জ্বল করিয়া আছেন। অল্প আয় অধিক ব্যয় তাহনে আনতে বাঁয় কুলায় না পীড়া হইলে বিষম বিপদ গ্রস্ত, উত্তমর্ণের নিকট অধিক শুদ দিয়া অর্থ কর্জ্জ করিতে হয় শুদ দিতে দিতে তাঁহাদের প্রাণান্ত হইয়া সহ্য যদি কোন উপায়ে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন উত্তমর্ণের উদর পূর্ত্তি করিতে করিতে সেই অর্থ বলিয়া যায় অথচ যে দেনা তেই নাই থাকে। ইহাদের কি কোন উপায় নাই অনেকে আমাদিগকে বৃথা আন্দোলন কারী। মনে করিতে পারেন। তাঁহারা করুন আর না তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না মধ্যবিত্ত লোকেরাই সমাজের এমন কি দেষের ভিত্তি সরূপ। যত অধিক পরিমাণে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে যত তাঁহারা সুখে কাল যাপন করিবেন ততই আমাদের দেশের উন্নতি হইবে। এই সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে আমরা মিতব্যয়ী হইতে বলি। কিন্তু এ সকল ব্যক্তিরা কি প্রকারে মিতব্যয়ী হইবেন তাঁহারা কখনই মিতব্যয়ী হইতে পারিবেন না।

আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিদিগকে মিতব্যয়ী হইতে বলা যায় বৃথা। তাঁহারা স্বভাবতঃ এত অপরি মিতব্যয়ী যে মিতব্যয়িতার নাম শুনিলে তাঁহারা চমৎকৃত হন। অনেকে আবার এরূপ আছেন যে মিতব্যয়িতা কাহাকে বলে তাঁহারা তাহা জানেন না। শৈশবকাল হইতে সমৃদ্ধির ক্রোড়ে প্রতি-

পালিত হইয়া তাঁহারা যৌবনকালের প্রাক্‌কালেই অপব্যয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। যৌবন সুলভ অবিমৃশ্যকারিতার সহিত তাঁহারা অপব্যয় শিক্ষা করেন। তাঁহাদের প্রাচীন পিতা মাতারা অন্ধ হইয়া তাঁহাদের অপব্যয়ের সহকারিতা করেন। যাহা ইচ্ছা হইতেছে—যখন যেদিকে মনোবেগ ধাবন করিতেছে ন্যায় কার্য্যেই হউক আর অন্যায় কার্য্যেই হউক তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা পূর্ণ করেন।

এক একটী "বড়লোকের" পুত্রের জন্মাবধি যৌবনকাল প্রাপ্ত পর্য্যন্ত যে সমস্ত অর্থ অপরিমিত রূপে ব্যয়িত হয় তাহা সমষ্টি করিলে সহস্র সহস্র অনাথা উপায় হীন ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয়। আমরা তাঁহাদিগকে শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া অথবা আত্মবঞ্চনা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে বলি না—কেন না তাঁহারা সুখ সৌভাগ্য দোলায় আরূঢ় থাকিয়া কি প্রকারে দরিদ্রের ন্যায় দিন যাপন করিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে অনুরোধ করি, কারণ কোন কবি বলিয়াছেন "অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে কালে সেই অভ্যাসটী প্রকৃতি রূপে পরিণত হইয়া থাকে। কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রথমে কোন দুষ্ক্রিয়ার কল্পনা করিলে নানা প্রকার মনো বেদনা উপস্থিত হয়। হৃদয়াস্থ হিতাহিত জ্ঞান বার বার তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলে। সমাজ. [illegible] ও [illegible] উপস্থিত হয়। তিনি অনেক দুশ্চিন্তা করেন, অনেকবার আন্দোলন করেন। কিন্তু একবার সেই কল্পনাটী কার্য্যে পরিণত হইলে আর সেইরূপ হৃদয়বিদারক বলিয়া প্রতীয়মান হয় হয় না। প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পর্য্যন্তও সে কার্য্য করণে কিঞ্চিৎ মনোকষ্ট হয় কিন্তু বার ২ করিতে গেলে ক্রমে সেই কার্য্যটী অভ্যস্ত হইলে আর সেটী দুষ্ক্রিয়া বলিয়া বোধ হয় না, তখন সমাজের চিৎকারধ্বনি রাজদণ্ডের ভয়ানক বিভীষিকা ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন হিতাহিত জ্ঞানের অনুচ্চ নিষেধ আর কোন কার্য্য কারক হয় না। সেই কার্য্যটী আর পাপ কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। সেই যেন প্রকৃতিস্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। আহার নিদ্রা প্রভৃতি ব্যসন গুলি যেরূপ শরীর রক্ষণার্থে প্রয়োজনীয়, সেই কার্য্যটীও ক্রমে সেইরূপ প্রয়োজনীয় জলাভিষিক্ত হইয়া পড়ে। অপরিমিত ব্যয়ও সেইরূপ। যদি যৌবনকালের প্রারম্ভে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে আর মুক্তির উপায় নাই। আমরা সেই জন্য বলি যে ধনীদিগের সন্তানদিগকে শৈশব বধিই মিতব্যয়িতার উপকারিতার বিষয়ে ভুরি ভুরি উপদেশ

দেওয়া উচিত। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেপারে যে অনেক ধনী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অপূর্ব্ব সহবাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম স্তবক।

মালোরের ও মহারাজউদয়সিংহের প্রধানা মহিষী দেবী বসুমতীর ভ্রাতা, মাড়োয়ার দেশের একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর। আকবরের জায়গীরদার নাসুখাঁ বলপূর্ব্বক উঁহার রাজত্ব অপহরণ করেন। উদয়সিংহ ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নাসুখাঁকে তাঁহার নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন ও তাঁহার প্রিয়তমা মতিবিবীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া মতি বিবীকে নাসুত আপনার দাসী করিয়া আপন রাজ্যে আনয়ন করেন। মতিবিবী ব্রাহ্মণ কন্যা, মাড়োয়ারের অন্তঃপাতী জনমানবহীন কোন ক্ষুদ্র পর্ব্বত শিখরে এক ব্রাহ্মণ যুবা নিজ প্রেয়সীর সহিত নিরন্তর আমোদে কাল যাপন করিতেন; মতিই ঐ যুবক দম্পতির প্রণয় কুসুমের একমাত্র ফল। যখনমতির অনুমান দশ বৎসর বয়ক্রম, সেই সময় নাসুখাঁ এক দিবস মৃগয়া প্রসঙ্গে সেই স্থলে গমনকরেন, ও ব্রাহ্মণ পত্নীর অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া উহাঁর প্রতি গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মণকুমার ঐদুরন্ত যবনের হস্ত হইতে নিজ পত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন, অবশেষে ঐ পামরের হস্তে নিজ প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন দেন; ব্রাহ্মণ পত্নী স্বচক্ষে পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া অধীর চিত্তে আত্ম হত্যায় জীবন পরিত্যাগ করেন। দুরন্ত নাসুখাঁ ঐ পাপ আশায় নিরাশ হইয়া কেবল মাত্র মতিকে লইয়াই স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং মতি বয়স্থা হইলে উহাকেআপনপত্নীত্বেঅঙ্গীকার করেন। যুবতীর বৃদ্ধপতি,রূপবতীর কুরূপ স্বামী ও নবীনার দুর্দান্ত পতি চক্ষের শূলই হইয়া থাকে, বিশেষ মতিবিবী আপন পিতামাতার প্রতি নাসুখাঁর আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বলিয়াই উনি এক দণ্ডের জন্যও নাসুখাঁর সহবাস বাসনা করিতেন না; সর্ব্বদাই বিজনে সময় যাপন করিতেন, মনে মনে মনোগত পুরুষ কল্পনা করিতেন. ও মনে মনে তাহার করেই আত্মসমর্পণ করিয়া চিত্তকে প্রফুল্লিত করিতেন। সখীগণের মুখে উপন্যাস শ্রবণ, চিত্র দর্শন ও মনোমত পুস্তক পাঠেই যার পর আমোদ পাইতেন। স্বামীর নাম শ্রবণেও তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইত ও

প্রফুল্ল নয়ন জলে আবরিয়া আসিত। নাসুর্খা বৃদ্ধ—যুবতীপতি। এইজন্য পত্নীর প্রতি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ চিত্ত থাকিতেন, এবং যবনদিগের অবরোধ গৃহ কারাগার হইতেও ভয়ঙ্কর, মতিবিবীর বয়সও তাদৃশ অধিক হয় নাই। এই সকল কারণেই মতিবিবী অদ্যাপি পর পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে পান নাই। কিন্তু যখন উদয়সিংহ নাসুর্খাঁকে পরাস্ত করিয়া মতিবিবীকে আপনার প্রণয়িনী করিতে চাহেন, তখন উদয় সিংহের পূর্ণযৌবন ও উহাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া সহজেই উহাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন ও পঞ্চদশবর্ষ বয়ক্রম কালে রাজার সহিত চিতোরে আগমন করেন। আসিবার অব্যবহিত পরেই মতিবিবীর গর্ভসঞ্চার হয় ও প্রতাপের এক বৎসর বয়ক্রম কালে মতিবিবীর গর্ভে ওমরায়ের জন্ম হয়। ওমরাও ও প্রতাপ দুই মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আকৃতিতে উভয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল বলিয়াই নগরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি গণ রাজারই ঔরসজাত বোধ করিয়া ওমরায়ের প্রতি তাদৃশ ঘৃণা করিতেন না। প্রতাপও ওমরাও সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন, এবং বিদ্যা ধনুর্ব্বেদে ও অশ্বশিক্ষা উভয়ে একত্রই করিতেন। ওমরাও যবনীর গর্ভজাত বলিয়া প্রতাপ একদিনের জন্যও ভ্রাতার প্রতি তাচ্ছিল্য বা অশ্রদ্ধা করিতেন না বরং ওমরাও রাজার প্রিয়পাত্র ও রাজা উহাঁর মাতাকে ভাল বাসিতেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রতাপকে একদিনের জন্যও মান্য করিতেন না। আভিজাত্য বিষয়ে প্রতাপ উহাঁপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া প্রতাপের প্রতি উহাঁর সাতিশয় বিদ্বেষ ছিল। এবং প্রতাপ বয়োনুরূপ বলবিক্রম ও বুদ্ধি কৌশলে রাজ্যস্থ অপরাপর সমবয়স্ক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াও ওমরায়ের ঈর্ষার আর সীমা ছিল। ওমরাও ভয়ঙ্কর গর্ব্বিত ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। অত অল্প বয়সেও সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান ও কটু কাটব্য বলিতেন। কেহ কোন কথা বলিলে তাহার আর নিস্তার থাকিত না। রাজা সমুদায় শুনিতেন, কিন্তু মতিবিবীর ভয়ে একদিনের জন্যও উহাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। অধিক কি উনি মতিবিবীর অনুরোধে প্রতাপসত্ত্বেও ঐ পুত্রকেই রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সালোররাও নিজ পত্নীর মুখে ঐ কথা শুনিতে পান। সালোররাওর পত্নীর সহিত দেবী বসুমতীর তাদৃশ আন্তরিক প্রণয় ছিল না, সেই জন্য মতিবিবীর সহিতই সালোররাওর পত্নীর অকপট সৌহার্দ্দ সঞ্জাত হয়। তাহাতে বসুমতী আপন এক পরিচারিকা দিয়া সালোররাওর

নিকট বলিয়া এই কথা পাঠান যে, "ভাই ক্ষুব্ধ হইও না অতি ক্ষোভেই আমার মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইতেছে। তুমি ভাই, আমি ভগ্নী, উভয়েই এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভে জন্মিয়াছি, একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছি, জন্মাবধি একত্র বাস একত্র আহার একত্র খেলা করিয়াছি। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার চক্ষে জল আসিয়াছে, আমার কান্না দেখিলে তুমিও কাঁদিয়াছ। কিন্তু ভাই আজ আমাদের সেই চিরদিনের প্রণয় কোথায় রহিল? বয়স হইলে কোথায় বাড়িবে না হইয়া কপাল গুণে কি তাহার বিপরিত ফল ফলিল? ভাই বল দেখি কি জন্য এই হতভাগিনীর অহরহ নয়ন জলে বক্ষ ভাসিতেছে? কেনই বা আজ রাজরাণী হইয়া পথের কাঙালিনী হইলাম? যাক সে দোষ আমি তোমাকে দিতে চাহি না, যখন অভাগীর কপালে বিধাতা বিগুণ হইয়াছেন, তখন তুমি কি করিবে? কিন্তু ভাই তোমার পত্নীর এরূপ আচরণে অনুমোদন করা কি তোমার কর্ত্তব্য? মতিবিবী যবনী, তোমারই শত্রুপত্নী; আমাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহার সহিত তোমার পত্নীর এরূপ আমোদ প্রমোদ করা কি উচিত হয়? অধিক আর কি বলিব, এক্ষণে মরণ হইলেই সমুদাই জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হই।" বালোর ভগ্নীর কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্ষুভিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর ক্ষোভ করিয়া কি করিবেন! মূল ছিন্ন হইয়াছে, মস্তকে জল সিঞ্চন করিলে আর কি সে বৃক্ষ জীবিত হয়! পরে যে এমন ঘটিবে, বালোররাও একবারের জন্য স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করেন নাই, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন, কদাচই ভগ্নীর নিশ্বাসের পাত্র হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ভগ্নীর কথায় ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইয়া অবলম্বিত উপায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত কাপুরুষতার কর্ম্ম স্থির করিয়া নিজ পত্নীকে মতিবিবির সহিত অপ্রণয় করিতে বলেন নাই, কারণ মতিবিবীর আন্তরিক অভিপ্রায় সমস্ত জানিবার এমন সদুপায় আর কিছুই ছিল না। যমুনতী সেজন্য ভ্রাতার প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, একথা উঁহার পত্নীর মুখে মতিবিবী প্রতিনিয়তই শুনিতেন, এবং বিজয়ের সহিত মতির যে গোপনে প্রণয় সঞ্চার হয়, বালোররাও তাহা জানিতে পারিয়াও বিশেষ আমোদ ভিন্ন কথা বা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন নাই। এই সকল কারণে বালোররাওর প্রতি মতিবিবী ও বিজয়ের ভক্তির আর পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু বালোররাওর কৌশল

স্বতন্ত্র ছিল। মতিবিবীকে রাজা হইতে দূরীকরণইঐকৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য. যদি কোন রূপে তাহা করিতে পারেন, তাহা হইলে রাজাও প্রকৃতিস্থ হইবেন এবং এক বস্তুতে দুইজনের অভিলাষ জন্য স্বভাবতইযে একটু আন্তরিক অপ্রণয় ঘটিয়া থাকে. মতিবিবী স্থানান্তরগত হইলে ভ্রাতাদ্বয়ের সেই অপ্রণয়ও যে প্রণয়ে পরিণত হইবে, বালোররাও ইহাও এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া গোপনে গোপনে মতিবিবীকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠের উপভোগ্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা বিজয়ের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু যেরূপে হউক মতিবিবীর উপর রাজার বিরাগ উৎপাদন করা বালোররাওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া উহাতে উনি কথাটীও কহেন নাই, বরং বিজয়ের সহিত মতির প্রণয় বদ্ধ মূল করিবার জন্য বালোর উভয়কেই ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে কেহ২ পরে বালোররাওর উপর এইরূপ দোষারোপ করিয়াছিল, যে, বালোররাও আপন ভাগিনেয় প্রতাপকে নিঃসপত্ন রাজ্য প্রদানের জন্য তখন বিজয়কে ঐ কুৎসিত বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন কিন্তু বালোররাওর বস্তুতঃ সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। কেবল রাজাকে মতিবিবীর কুহক হইতে কোনরূপে নিরস্ত করিবারজন্যই বিজয়কে ঐবিষয়ে উৎসাহিতকরেন। কারণ সেসময় রাজা এক মতিবিবীর কুহকে পড়িয়া এমনি অন্ধ হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার উহার জন্য কিছুতেই অসাধ্য বোধ ছিল না, নিন্দা আচরণ, নীচপথে পদার্পণ, অকার্য্যে কার্য্য জ্ঞান, ও কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদাই তাচ্ছল্য করিতেন, বালোররাও গোপনে নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বিজয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মতিবিবীর সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাব সংস্থাপন করেন, ও কল্পিত প্রশংসাদি দ্বারা মতিবিবীকে যার পর নাই গর্ব্বিত করিয়া তুলেন। বিজয়ের প্রতি মতিবিবীর যে প্রণয় সঞ্চার হয়, রাজা তাহা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন ঐ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে চায় নাই। আত্মীয় স্বজনগণ রাজাকে এই ঘৃণিত ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে সময়ে সময়ে উহাকে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাতে কেবল বন্ধু বিচ্ছেদই ঘটিয়া উঠিল, ফলে আর কিছুই ঘটিল না। বালোররাও উহাকে ঐকুৎসিতবিষয়হইতেক্ষান্ত করিবারজন্য প্রকাশ্যে কোন কথা বলেন নাই বলিয়া উহাঁর সহিতই শুদ্ধ রাজার সদ্ভাব ছিল। নতুবা অন্যান্যসকলের স হতই

উঁহার চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হয় প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঝালোরেরাওর ঐ বিষয়ে ওরূপ নিরপেক্ষ থাকিবারই বা কারণ কি? এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মাত্র অনুভূত হইবে যে যে, উদয়সিংহ ঝালোররাওর অসময়ে সেই সেইউপকার করিয়াছিলেনএক্ষণে শুদ্ধ এক প্রকাশ্যে উপদেশ প্রদান বা এই অসময়ে উহার সহিত বিরোধ উৎপাদন করিয়া উহাকে পরিত্যাগ করা কি তাঁহারকর্ত্তব্য?

দ্বিতীয় স্তবক।

উদয়সিংহ কর্ত্তৃক নাম্ন খাঁ পরাজিত হইবার পর ঝালোররাও পুনরায় আপন সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, কিন্তু নাম্ন খাঁ গোপনে গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় উঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করেন। এইরূপ উভয়ের জয় পরাজয়ে প্রায় চারি বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। পরিশেষে ঝালোররাও নিজরাজ্য প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু উদয়সিংহের আগ্রহেও নিরন্তর যবনদিগের অত্যাচার ভয়ে সপরিবারে চিতোরে আসিয়া বাস করেন। শেষ পরাজয়ের পর নাম্নুখাঁ এককালে হতসর্ব্বস্ব হইয়া আকরের শরণ গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথম পরাজয়ের পর নাম্নুখাঁর আকবরের শরণ গ্রহণ না করিবার বিশেষ কারণ এই যে নাম্নুখাঁ আকবর দত্তজায়গীর ভোগকরিতেন বটে, কিন্তু এখন যবন রাজ্যেও উঁহার ন্যায় অত্যাচারী আর দ্বিতীয় ছিল না; সর্ব্বদাই পরের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন, বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীহরণওনিরীহ নির্ব্বিরোধী প্রজার গৃহ দাহন প্রভৃতিদ্বারা উনি একমাত্র লোকের কষ্ট প্রদ হইয়া উঠেন। আকব লোক পরম্পারায়তাহা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু বিশিষ্টপ্রমাণ না পাওয়াতে ও নাম্নুখাঁর সহিত বিশেষ একটী সম্পর্ক থাকাতে স্পষ্টত উঁাকে কিছু বলিতে পারিতেন না, অথচ মনে মনে উঁহার উপর এতদূর বিরক্ত ছিলেন যে, সর্ব্বপ্রথম উদয়সিংহ কর্ত্তৃক নাম্নুখাঁর জয়াজয় বার্ত্তা শুনিয়াআকবরউদয়সিংহকেখেলোয়াত অবধি প্রদান করেন, নাম্নুখাঁ তাহা জানিতেপারিয়া প্রথমত আকবরের শরণগ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু এককালে অবশেষে নিরুপায় হইয়াসজল নয়নেআকবরেরপদ ধারণ করিয়া উদয়সিংহ কর্ত্তৃক আপন পত্নী হরণ প্রভৃতিঅত্যাচারের বিষয় কীর্ত্তন করেন। তাহা শুনিয়া আকবরের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয় এবং উহাঁর রাজ্য ও পত্নী উহাকে প্রতিপ্রদান করিবার জন্য উদয়সিংহকে পত্র লিখেন। উদয়সিংহ আপন মন্ত্রীবর্গ ও ঝালোর রাওর কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতে

অস্বীকৃত হন। আকবরের দূত দেশে প্রত্যাগমন করিলে আকবর দূতের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এককালে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন এবং যেরূপে হউক উদয় সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার সংকল্প করেন। উদয়সিংহও একজন সামান্য নরপতি ছিলেন না। সহজে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা নিতান্ত কঠিন। অথচ যেরূপে হউক চিতোর হস্তগত করিতে হইবে। আকবর কয় বৎসর ধরিয়া ঐ বিষয়ে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না। পারিলেন না অবশেষে মাড়োয়ার দেশীয় মল্লদেবের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মান্নুখাঁ ও পৃথুরাজকে সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পদে অভিষেকপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। ক্রমে সেনাগণ চিতোরের নিকটে উপস্থিত হইলে বালোরাও রাজার আগ্রহে দূতের বেশে সন্ধির প্রার্থনায় আকবরের নিকট গমন করেন। আকবর বালোরাওর আকার প্রকার এবং কথা বার্ত্তায় উপহাস রসিকতা ও সরলতা দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বকার প্রস্তাবেই সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু বালোরাও রাজার কথানুসারে কেবল মতিবিবী ভিন্ন আর সমুদায়েই স্বীকৃত হয়েন। আকবর তাহাতে অস্বীকৃত হইলে বালোরাও নিজ শত্রু মান্নুখাঁর অনিষ্ট বাসনায় অন্যান্য কথা বার্ত্তায় আকবরের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিয়া মতিবিবীর অলৌকিক রূপলাবণ্য, গুণজ্ঞতা, সহৃদয়তা প্রভৃতির কল্পিত ও প্রকৃত কতকগুলি প্রশংসা করিয়া বলে।

“ধর্ম্মাবতার! অধিক আর কি বলিব, যে, মতিবিবীকে একবারের জন্যও দেখিয়াছে তাহার জাতী ধর্ম্ম ও রাজত্ব পরিত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। না হইলে উদয় সিংহ মহামান্য সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অবরোধ মহিলারও অভাব নাই, এবং স্বয়ং অসীম রাজ্যের অধীশ্বর, নির্ব্বোধও নহেন, তথাপি কি জন্য সমুদায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মতিবিবীকে দেখিলে আপনিও রাজার উদ্দেশ্যে কখনই নিন্দাবাদ করিতে পারিবেন না। যদি তাঁহাকে আপনি দেখিতে চাহেন বরং গোপনে দেখাইতেও চেষ্টা করিতে পারি। আপনি অত্যন্ত সুরসিক শুনিয়া আপনাকে দেখিবার জন্য মতিবিবীরও ইচ্ছা আছে। অতএব আমাদের অনুরোধে মহারাজের এই অবিনয়িতাটী ক্ষমা করুন। ইহা ভিন্ন আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেই তিনি প্রস্তুত আছেন।”

আকবর এই সমস্ত কথা শুনিয়া।

“যাহ, হয় বিবেচনা করা যাইবে।” বলিয়া বালোরাওকে বিদায়

করেন। ও গোপনে গোপনে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। রাজার নিকট প্রথমতঃ আকবরের সহিত সন্ধি বিষয়ক যেরূপ কথা বার্ত্তা হয় তাহা কীর্ত্তন করিলেন পরে বালোরাও রাজে প্রত্যাগত হইয়া আকবরের সেনা বাহুল্য ও যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রকৃত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক করিয়া বলেন, রাজা কিছুতেই মতিবিবীর পরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, ইহাতে দেশস্থ যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিগণ রাজার উপর যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু কেহই উঁহাকে ঐ ঘৃণিত ব্যবসায় হইতে ক্ষান্ত করিতে পারেন নাই।

বিজয়সিংহ এই সুযোগ পাইয়া আপনাকে ও মতিবিবীকে রাজার হস্ত হইতে স্বাধীন করিবার মানসে শেষ রক্ষা বিষয়ে মতিবিবীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজার সহিত একটি কল্পিত বিবাদ উপস্থিত করেন, অবশেষে তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া আকবরের সহিত মিলিত হন।

মতিবিবীকে স্থানান্তর করিতে না পারিলে রাজ্যের যে এইরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিবে, বালোরাও পূর্ব্বেই অস্থির করিয়াছিলেন। ওরাও ও প্রতাপের অন্তরে এইক্ষণ হইতেই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, সময়ে সেটী ও যে ভয়ানক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে তাহাও বালোরাওর অবিদিত ছিল না। আর উপায় কি? বিধি কৃত নির্ব্বন্ধ কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। না হইলে এমন পুণ্যের সংসারে কি জন্য এই কালসর্পিণীর প্রবেশ হইবে! এবিষয়ে বালোরাওই দোষী, রাজা যদি তাঁহারা উপকার করিতে না যাইতেন তাহা হইলে কখনই রাজার স্কন্ধে এই উপদেবতার আবির্ভাব হইত না, ইতর সাধারণ সকলের মুখেই এই কথা। কিন্তু বালোরাও লোকের কথায় দৃক্‌পাতও করিতেন না। কি সে এই ভয়ানক বিপদ হইতে রাজা ও রাজ্য মুক্তি পাইবে, সর্ব্বদা, সেই চিন্তাই করিতেন কিন্তু কোন দিকে কোন উপায় নাই। যদি কোন রূপে মতিবিবীকে আকবরের হস্তে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় তাহা হইলেই কিয়ৎ পরিমাণে মঙ্গল নতুবা আর কিছুতেই উপায় নাই। মতিবিবীর উপর আকবরের লালসা উৎপাদন করিবার জন্যই বালোরাও দৌত্য কার্য্যস্বীকার ও আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হন।

আজ রাজার শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়াতে রাজার আজ্ঞায় নগরের সর্ব্বত্রই আনন্দপূরক নানা প্রকার কার্য্যকলাপ সংসাধিত হইতেছিল; বালোরাও ও বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ জন্য বাটীতে একটী ভোজের আয়োজন করিয়া রাজবাটীর সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করেন, আহারাদি

সম্পন্ন হইবার পর সকলে গান করিলে বালোরাওর আপনা হইতে ভাগিনেয় ও প্রতাপ ও ওরাওকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন অনুচর আসিয়া গোপনে তাঁহাকে কি কথা বলিল; বালোরাওর অনুচর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

জাতীয় নাট্যশালা

দ্বিবিধ অভিপ্রায়ে সমস্ত নাটক রচিত হয়।

১। সমাজের কোন জাজ্বল্যমান দোষ সংশোধন জন্য।

২। সাধারণ তুষ্টি বর্দ্ধন জন্য।

সমাজেতে কোন দোষ—যদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় সুললিত রচনাদ্বারে সেই সমস্ত বিষয় দেদীপ্য মান করণ জন্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়, তাহাতে কোন কোন লেখক করুণ রসের আধিক্য—কেহ কেহ বা হাস্য-রসের আধিক্য বর্ণনা করিয়া নাটক রচনা করেন।

করুণ রস বর্ণনের দুইটী প্রথা আছে। করুণ রসদ্বারা নাটকের অবসান করা, অথবা নাটক মধ্যে করুণ রস বিবৃত করিয়া শেষে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখের অবসান বর্ণন করা। দেশকাল ভেদে নাটক রচনার অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশের লোকেরা স্বভাবত সবল কর্ম্মঠ সাহসী ও দুঃখ সহিষ্ণু হইয়া থাকে, সামান্য বিষয়ে তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারে না। সামান্য দুঃখেও তাহাদের নয়নবারি বিগলিত হয় না। দুঃখ সহিষ্ণুতা যাহাদের প্রকৃতি, বীররস যাহাদের প্রত্যেক শিরায় বহমান, তাহারা কি সামান্য স্ত্রী বিয়োগ, শিশু সন্তানের প্রাণ হত্যা, বিষয় অভিনীত দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়া থাকে? কখনই না। যাহারা দুর্ব্বল, অলস, ভীরু, শ্রম, বিমুখ-তাহারাই কেবল সামান্য বিষয়ের আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইতে পারে। তাহারাই শুদ্ধ সামান্য দুঃখ ব্যাপার অভিনীত দেখিয়া অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারে না। এই কারণেই ইউরোপের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশীয় হিম-প্রধান দেশ সমূহে করুণ ও বীররস পরিপূরিত নাটকের অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড ভয়ানক হিম প্রধান দেশ, প্রকৃতি সতী সেই স্থানে নিজ স্বভাব ত্যাগ করিয়া ভীষণ বন, অনুর্ব্বরা ভূমি, উচ্চ অথচ মরু পর্ব্বত, শ্রেণী দ্বারা তথাকার লোকদিগের প্রতি ক্রোধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যেখানে লোকেরা অধিক পরিশ্রমে, ঐকান্তিক যত্নব্যতিরেকে একখণ্ড ভূমি হইতে এক কণামাত্র শস্যোৎপাদন করিতে পারে না, সে স্থানের লোকেরা যে আমোদ বিমুখ

হইবে তাহা বলা বাহুল্য। সেই কারণেই বোধ হয় অদ্বিতীয় নাটক প্রণেতা সেক্স্‌পিয়ার তাঁহার অধিকাংশ নাটক গুলি করুণ রস দ্বারা অবসান করিয়াছেন। ম্যাকবেথ হ্যামলেট রোমিও জুলিয়েট, ওথেলো এনটনি এবং ক্লিওপেট্রা জুলিয়াসসিজার, প্রভৃতি উত্তমোত্তম নাটক গুলিই করুণরসদ্বারা অবসান করিয়াছেন। কোন পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি অভিনেতা যুবরাজ হ্যামলেটের কাতোক্তি শ্রবণে, মৃত শয্যায় অভিনেত্রী ডেসডিমোনার প্রাণ ভয়ে ব্যাকুলতার অভিনয় দর্শনে, অশ্রু নিবারণ করিতে পারে। ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্‌স দেশের জলবায়ু তত হিম প্রধান নহে সুতরাং ফ্রান্‌স দেশের কবিগণ অধিক করুণ রসপ্রিয় নন। ইটালির জলবায়ু ভারতবর্ষের ন্যায় সুতরাং সে দেশের নাটকাদিতে করুণ রসের আবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কবিদিগের নাটক রচন প্রথা ইউরোপীয় কবিদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন,কালিদাস,ভারবি ভবভূতি,শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি কবি চূড়ামনিরা দেশের অবস্থা ও দেশীয়দিগের প্রকৃতি অনুসারে নিজনিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল রত্নাবলী উত্তরচরিত প্রভৃতি নাটকে করুণরসের বিলক্ষণ আভাষ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু এ সমস্তই সুখে অবসান করা হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয়গণ নম্র প্রকৃতির লোক, তাঁহারা সুতরাং কোন নায়ক কি নায়িকাকে বিপদ গ্রস্থ রাখিয়া নাটকের অবসান দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কবিরা বোধ হয় অনুরোধে নিজ নিজ নাট্যোল্লিখিত নায়ক নায়িকাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া নাটকের অবসান করিয়াছেন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষদেব যে সেক্স্‌পিয়ার ডান্টের ন্যায় করুণ রস দ্বারা তাঁহাদের নাটকের অবসান করিতে পারেন নাই এরূপ কখনই সম্ভব নহে।

এক্ষণে দেখা উচিত যে উপরি উক্ত দুই প্রকার নাটক মধ্যে কোন প্রকৃতির নাটক অধিক চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে। প্রাসদ্ধ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সুখ দ্বারায় নাটকের অবসান না করিয়া দুঃখ দ্বারা নাটকাদির শেষ করিলে শ্রোতা ও পাঠকদিগের মনে এক প্রকার স্থায়ী ভাব জন্মিতে পারে। এক জন নায়ককে নাটক মধ্যে নানা বিপদে পতিত করিয়া শেষে তাহাকে সুখের ভাগী করতঃ নাটকের শেষ করিলে অভিনয় দর্শকদিগের মনে কিঞ্চিন্মাত্র স্থায়ী ভাবের আর্ভিাব হয় না। রামকে বনে প্রেরণ করতঃ দশরথের মৃত্যু পর্য্যন্ত লিখিয়া, বাল্মীকি যদি রামায়ণের শেষ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থের অধিক চমৎ-

কারিত্ব হইত। শকুন্তলা প্রথমে,অবলা সরলা বালা রূপে বর্ণিত হইয়াছে, পরে দুষ্মন্তের সহিত মিলন বর্ণন করিয়া তাঁহার সুখের আতিশয্য বর্ণিত হইয়াছে ক্রমে অদৃষ্টের ফল সন্দর্শনার্থ দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক তাহার পরিত্যজন বর্ণিত হইয়াছে। দুষ্মন্ত যখন সভাস্থলে শকুন্তলাকে নিজ পরিণীতা ভার্য্যা বলিয়া অস্বিকার করিলেন সেই সময়ে শকুন্তলার আক্ষেপ ও কাতোরোক্তি শ্রবণ ও তাহার অভিনয় দর্শন করিয়া কোন পাষাণ হৃদয় না. দুঃখে দ্রবীভূত হইয়াযায়। সেই স্থানেই যদি কালি দাস তাঁহার নাটকের শেষ অঙ্ক পরি সমাপ্ত করিতেন, তাহা হইলে অদ্যা-বধি সমস্ত রমণীই শকুন্তলার দুঃখে অশ্রুপাত ও দুষ্মন্তকে বার বার তির-স্কার ও তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পুনর্মিলন বর্ণন দ্বারা সে রস ভঙ্গ হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি এখন আর শকুন্তলার জন্য নয়নবারি নিক্ষেপ করে? ভবভূতি সীতা বর্জ্জন ব্যাপরটি বিলক্ষণ পটুতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সকলেই দশ মাস গর্ভবতী, অকলঙ্কিত অসহায় সীতার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন শ্রবন করিয়া অশ্রুপাত করিয়া থাকেন.কিন্তু আবার যখন রামেরসহিত সীতার মিলন বর্ণন বিষয়পাঠ করা যায় তখন মনে কিঞ্চিন্মাত্র ও স্থায়ী ভাবের দয় হয় না। যাহাতে মনে কোন স্থায়ী ভাবের উদয় হয়এরূপ গ্রন্থাদি প্রণয়ন করাই মূলেখকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; যদি কোন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মমন্দির ত্যাগ করণ মাত্র সে সমস্ত উপদেশ স্মৃতিপথে উদয় হইল না তাহা হইলে ধর্ম্ম মন্দিরের যাওয়া না যাওয়া উভয়ই সমান।

অস্মদ্দেশে সমাজ সম্বন্ধীয় কোন দোষ সংসোধনার্থে প্রায় কোন নাটকই রচিত দেখাযায়না। কালি-দাস প্রভৃতিকবিরা সাধারণ তুষ্টি সাধন মানসেই নিজ২ নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেকালে সমাজে যে কোন জাজ্জ্বল্য মান দোষ ছিলনা তাহা বলিতে পারা যায় না. কিন্তু, সংস্কৃত কবিরা কি জন্য সে বিষয়ে কোন নাটক রচিতকরেন নাই তাহাও স্থিরসিদ্ধান্ত করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সত্য,সে কাল সভ্যতার আসনে অধিশ্রুত ছিল, সত্য সে সময়ের লোকেরা সকলে ধর্ম্মনিষ্ট ন্যায়পরায়ণ ও সত্য প্রিয় ছিলেন। কিন্তু সেই সময় সভ্যতার প্রাক্কাল, লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে কোন কার্য্যের দোষ গুণ বিচারে সক্ষম হয় না, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারায় আমাদের সমাজ এত কলুষিত হয় নাই, হিন্দুরাই সেই সময়ের রাজা ছিলেন, তাঁহাদের প্রজাবর্গের কোন বিশেষ অনিষ্ট

হইলেও তাহারা কখনকোন মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হয় নাই। রাজাও প্রজার মধ্যে কোন বিশেষ বিদ্বেষ-ভাব লক্ষিত হইত না, সুরা পান বেশ্যাগমন প্রভৃতি দোষ থাকিলেই তখন এসমস্ত দোষ এত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমাজ ছিন্ন ভিন্ন করে নাই। সুতরাং সেকালে "নীল-দর্পনের" ন্যায় নাটকের প্রয়োজন ছিল না। বিধবার বিবাহ তখন নীতি বিরুদ্ধও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অভি-হিত হইত, কাযেই তখন কেহ বিধবা দিগের দুঃখ বর্ণন করিয়া কোন নাটক রচনা করিলে তাহা জনসমাজে আদরণীয় হইত না।

কালে দেশের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর হইয়াছে। সুরাপান, বেশ্যা-গমন বিধবাদের চিরবৈধব্য, কদাচার কুলীনদিগের অত্যাচারে দেশ কম্পিত হইতেছে। যেদিগে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিগেই এই কয়েকটী সামা-জিক দোষের বিষময় ফল দেখিতে পা-ওয়া যায়। পুস্তক পাঠাপেক্ষা-পুস্তক পাঠ শ্রবণ করিলে অধিক উপকার হয়। শ্রবণ অপেক্ষা কোন বিষয়ের অভিনয় দেখিলে আরও অধিক উপ-কার হয়। এই অভিপ্রায়েই নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাধারণ তুষ্টি-বর্দ্ধন জন্য প্রায় সমুদয় নাটক লিখিত হইয়াছে। আমা-দের আর আমোদের সময় নাই,-সে কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ এক্ষণে যাহাতে সমাজ সংস্করণে কৃতকার্য্য হইতে পারি এরূপ চেষ্টা করা দেশহিতৈষি মাত্রেরি কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করা উচিত। আমো-দের সময় অতীত হইয়াছে বলিয়াই আমরা এরূপ বলি না যেআমোদ দিবা যামিনি সমাজ লইয়া অশ্রুপাত করিব এরূপ নহে মধ্যে ২ নির্দ্দোষ আমোদ করিলে বিশেষ ক্ষতি লক্ষিত হয় না।

সঙ্গীত যেরূপ আশু-লোকের চিত্ত হরণ করিতে পারে এরূপ কিছুই নহে। বিশুদ্ধ তানলয়-মিশ্রিত সুমধুর গীত শ্রবণ করিলে কার মন না আর্দ্র হইয়া যায়?

কথিত আছে যে পশুত পশ্বাদি পর্য্যন্ত গীত শ্রবণে বিমোহিত হইয়া যায়। এক্ষণে "তুবড়িওলারাও" বংশী দ্বারায় সর্পদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখে। সঙ্গীতের এরূপ চিত্ত হারিণী শক্তি থাকিতেও দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশে সঙ্গীতের তাদৃশ আদর নাই। যাত্রাওয়ালারাই যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গী-তের মান রাখিয়াছে। উৎসাহ অভাবে সে সমুদয়ও ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিতেছে। তবে আমাদের উপায় কি? নাটক অভিনীত হইলে কথঞ্চিৎ রূপে সে অভাব মোচিত হইতে পারে। কয়েক বৎসর গত হইল, কলিকাতায় নাটকাভিনয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রত্যেক গলিতেই

নাটকাভিনয়ের মত, সকলেই নাটককে লইয়া ব্যস্ত, যে স্থানে যাওয়া যায় সেই স্থানেই নাটকের কথা।

আমরা পদ্মাবতী, নলদময়ন্তী, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, শ্রীবৎসচিন্তা, প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি, সমুদয় গুলিরই অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নাটকাভিনয়ে কাহার ও কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। উক্ত নাটক সমূহের অভিনয় প্রায়ই কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে হইয়াছিল, সাধারণে যে তাহা দেখিতে পায় নাই তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা পাইয়াছিল তাহারা অনেক কষ্টে অনেক যত্নে দুই এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে।

আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে।— আমাদের কোন আত্মীয় এক ভদ্রলোকের বাটীতে কোন নাটকের অভিনয় দেখিতে যান। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু বিলম্বে যাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট এক খানি টিকিট ছিল, তিনি অনেক দূর হইতে যাইয়া ছিলেন কিন্তু তিনি যখন যাইয়া দেখিলেন যে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না সুতরাং বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি সার্জ্জন আসিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিল তিনি পৃষ্ঠের যাতনায় অস্থির হইয়া বাটী প্রত্যাগত হইলেন। তিনি সে অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কখন আর দেশীয় নাটকাভিনয় দেখিতে যাইবেন না। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নাটকাভিনয়ের আর অধিক প্রাদুর্ভাব নাই। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরই দেশীয় নাটকের মান রাখিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজ ব্যয়ে নাটক রচিত করাইয়া নিজ বাটীতে তৎসমুদয়ের অভিনয় করান কিন্তু তাঁহার বাটীর স্থান সংকীর্ণতার জন্য অনেকেই তাঁহার নাটকাভিনয় দর্শন করিতে পারে না। আমরা এক বার তথায় যাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। সকল বিষয়ই শৃঙ্খলা বদ্ধ ছিল, কোনদিগে কোন গোল যোগ হয় নাই। উক্ত মহোদয়ের বাটীতে নাটকাভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা হইয়া ছিল যে, যদি একটী দেশীয় নাট্যশালা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেকেই তথায় যাইয়া, অল্প ব্যয়ে অভিনয় দর্শন করিতে পারে না। কলিকাতার নিকটস্থ অনেক পল্লী-গ্রামের সে স্থানের অনেকে অদ্যাবধি নাটকাভিনয় দর্শন করা দূরে থাকুক কখন কোন রঙ্গভূমি পর্য্যন্ত দর্শন করেন নাই। আমরা অনেকবার "লুইথিয়েটার" দর্শন করিয়া মনে করিতাম আমাদের যদি একটী নাট্যশালা থাকিত, তাহা হইলে আমরা

তথায় দেশীয় নাটকাদির অভিনয় দর্শন করিয়া গর্ব্ব করিতে পারিতাম। নাটক অভিনয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অর্থবল ও লোকবল বিলক্ষণ আবশ্যক। যাহা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ব্যতিরেকে অপর কোন ধনবান্ ব্যক্তিরই নাটকাদির প্রতি বিশেষ যত্ন নাই। এক জনের যত্নে কি হইতে পারে? আমরা পূর্ব্বোক্ত কারণে যখন সমস্ত সাময়িক পত্রে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখিলাম, তখন আনন্দে আমাদের মন নৃত্য করিতে লাগিল। এতদিনে যে আমাদের দেশে একটী সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ, হইয়াছে ইহা ভাবিয়া আন্তরিক আহ্লাদিত হইলাম। জাতীয় নাট্যশালা দ্বারা যে সাধারণের অনেক উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা সমুৎসুক চিত্তে প্রথমেই যাইয়া "নীলদর্পনের" অভিনয় রাত্রে নাট্যশালা বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সে রাত্রের কথা মনে পড়িলে এখন হৃৎকম্প হয়। আমরা বাঙ্গালী, আমরা যে কখন কোন কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব এরূপ কখনই বোধ হয় না। যাহা হউক অনেক কষ্ট অনেক বার তাড়িত হইয়া আমরা এক খানি টিকিট লইয়া অভিনয়ের স্থলে প্রবেশ করিলাম। একজন ভদ্র ব্যক্তি আমাদের হস্তে 'প্রোগ্রেম' দিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আলোকের অভাবে চসমা দ্বারাও তাহার এক বর্ণ পড়িতে পারিলাম না। সুতরাং অন্ধের ন্যায় বসিয়া রহিলাম রঙ্গভূমি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রঙ্গ ভূমির সম্মুখেই একখানি বিজাতীয় যবনিকা দোদুল্যমান রহীয়াছে। জাতীয় নাট্যশালায় বিজাতীয়কে নবস্তু দেখিলেই মনে দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি উপস্থিত হইতে পারে? তৎপরে যখন দেখিলাম যে কতক গুলি ফৈরঙ্গ আসিয়া একতান বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল তখন আমাদের দুঃখ দ্বিগুণিত হইল। মনের দুঃখ মনে রাখিয়া আমরা একাগ্র চিত্তে অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলাম। "নীলদর্পণ" নাটকাভিনয় অসাময়িক ও অপ্রয়োজনীয়। যৎকালে রেভেরেণ্ড লংসাহেব নীলদর্পণ অনুবাদ করণাপরাধে কারাবদ্ধ হন সেই সময়েই নীলদর্পনের অভিনয় উপযুক্ত হইত সেই সময়ে নীলদর্পণের অভিনয় করিলে নীলকরদিগের অত্যাচার জাজ্জ্বল্যমান রূপে দর্শকদিগের মনে প্রতীত হইত। নীলদর্পণে এমন কোন চমৎকারিত্ব নাই, যে পুরাতন হইলেও তাহার অভিনয় হৃদয় গ্রাহী হইবে। নীলদর্পন পুস্তকের সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যবনিক উত্তোলিত হইল। নট আসিয়া উপস্থিত, নটকে অভিনেতৃ গণের

রূপ গুণ দুইই আবশ্যক. একের অভাব হইলে চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় নটের দুইয়েরই অভাব ছিল রূপও ছিল না গুণও অধিক দৃষ্ট হইল না। উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিলেই যদি গান গাওয়া হইত, তাহা হইলে রজকবাহন অপেক্ষা গীত বিষয়ে নিপুণ কেহই নাহ। নট একটী বক্তৃতা করিয়া চলিয়া গেলেন, বক্তৃতার ভাবটী মন্দ হয় নাই। প্রথম অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলোক বসুর অভিনয় উত্তম হইয়াছিল. কিন্তু তাহার স্বরটী অত্যন্ত কর্কশ না হইলে ভাল হইত। সাধুচরণের অভিনয় মন্দ হয় নাই। কিন্তু সাধুচরণ অতি অপ্রস্তুত ভাবে বাক্যাদি না কহিলে আরও উত্তম হইত।

দ্বিতীয় অঙ্ক। সৈরিন্ধ্রী সরলা ও আদুরীর প্রবেশ।

সরলা যুবতী, সুন্দরী রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু অভিনেত্রী সরলার কোন সৌন্দর্য্যই দৃষ্ট হইলনা। সরলা নবযুবতী, পতি সোহাগিনী, বুদ্ধিমতি, রসিক, চতুরা, কিন্তু অভিনেত্রী সরলা দেখিতে যেন-মেছোবাজারের রারেণ্ডা শোভিনী, বিগত কান্তী, গত যৌবনা, অকাল বৃদ্ধা, রাত্র জাগরণে কোটরাক্ষী, অন্তরে দুঃখ অথচ বাহ্যে হাব ভাব বিলাসিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। সৈরিন্ধ্রী "পাড়াগেঁয়ে মেয়ে" কিন্তু পল্লীগ্রামে কি কেহ সুন্দরী নাই ?—তবে কি কারণে অভিনেত্রী সৈরিন্ধ্রীকে এক জন "হাড় ভার" ন্যায় সাজান হইয়াছিল। আদুরি নির্ব্বোধ, "হাবাগোবা" কাজেই তাহাকে সেরূপ সজ্জীত করা উচিত, কিন্তু অভিনেত্রী আদুরী এরূপ কদর্য্য হইয়াছিল যে তাহাতে দর্শক গণের মনে এক প্রকার ঘৃণা উৎপাদিত হইয়াছিল। কিন্তু সৈরিন্ধ্রী সরলা ও আদুরির অভিনয় উত্তম হইয়াছিল বিশেষতঃ সরলা চমৎকার অভিনয় করিয়াছিল।

তৎপরে রাইচরণ, সাধুচরণ, নায়েব, চাপরাসিপ্রভৃতির প্রবেশ।

রাইচরণ মন্দ হয় নাই নায়েব আরো কিছু বেয়াড়া গোছের হইলে ভাল হইত, নায়েবকে ঠিক যেন কোন পল্লীগ্রামের পণ্ডিতের ন্যায় বোধ হইল। রাইচরণের অভিনয় অস্বাভাবিক হইয়াছিল। রাইচরণ যাত্রা ওয়ালাদের ভগ্ন দূতের ন্যায় হইয়াছিল।

আমরা ভাবিয়াছিলাম প্রত্যেক অঙ্কের অভিনয়ের সমালোচন করিব। কিন্তু তাহা হইলে প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিষয় বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

উড সাহেব ও রোগ সাহেব ভাল হয় নাই। নীলকর সাহেবেরা কৃষ্ণবর্ণ নহে সুতরাং তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ রূপে সজ্জীত করা ভাল হয় নাই। সরলার

স্বামীর পত্রপাঠ ও স্বগত বিলাপ মনোহর হইয়া ছিল। সরলার বিলাপ শ্রবণে সকলের নয়নেই জল আসিয়া ছিল। এস্থলটী ভিন্ন সরলা কোন স্থলেই এরূপ চমৎকার অভিনয় করে নাই। কিন্তু নবীনমাধবের অভিনয় মধ্যে২উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্ষেত্রমনির সহিত রোগ সাহেবের কথোপোথন উত্তম হইয়াছিল কিন্তু ক্ষেত্রমনি কিঞ্চিৎ সুস্থির ভাবে অভিনয় করিলেই ভাল হইত। পদীময়রাণী মন্দ হয় নাই, চারিটি বালকের নৃত্য অভিনয়টী উত্তম হইয়াছিল। রাই-চরণকে যখন কুঠীতে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে সময়ে রাইচরনের কম্পান নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ক্ষেত্রমনির কাতোরোক্তি ও বিলাপ নিতান্ত জঘন্য হইয়াছিল। তোরাপ প্রভৃতির কারাগারের অভিনয়টী উত্তম হইয়াছিল, তোরা-পের বেশ ভাল হয় নাই,তোরাপ যেন এক জন চাটগেঁয়ে মাজির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

পিতার মৃত্ত দেহ বক্ষে করিয়া বিন্দুমাধবের রোদনও বিলাপ উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু অভিনেতার স্বর কিঞ্চিৎ গভীর ও স্পষ্ট হইলে ভাল হইত।

উডসাহেবের বাঙ্গালা হইতে ক্ষেত্র-মনীর উদ্ধার অভিনয়টীউত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাহেবের একেবারে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত অপ্রাকৃতিক হইয়াছিল। গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত থাকিলেও অভি-নেতাদিগকে সে দোষ সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত ছিল। অগ্রে যাইয়া সাহেবর হস্ত বন্ধন করা উচিত ছিল।

যখন নবীন মাধবকে সভায় আনয়ন করিল, তাহার আহত ক্ষত বিক্ষত মস্তক হইতে অজস্র রুধিরপাত দেখি-য়া দর্শক দিগের অন্তকরণে বিস্ময় ও অদ্ভূত ভাবের আবির্ভাবও শরীরে মূহুর্মুহু রোমাঞ্চ হইয়াছিল। এঅব-স্থাতে নীলকর দিগের প্রতি যে স্বভাব সিদ্ধ ঘৃণা উৎপাদিত হইবে তাহা বলা বাহল্য, কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ প্রকৃতি বহির্ভূত হইয়া ছিল।

ক্ষেত্রমনীর মৃত্যুশয্যা উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাধুচরণের স্ত্রীর ক্রন্দনে সব মাটী করিয়াছিল। সাধু চরণ এক জন সামান্য অথচ ভদ্র কৃষীজীবী লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এঅবস্থায় আপন পুত্র কন্যা কি সহোদর ভ্রাতার মৃত্যু কালে কখনই বীরজনোচিত ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বক্তৃতা প্রদান সাধুচরণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রাকৃতিক বোধ হয়। যদি এক জন রজপুত কি কোন ইউরোপীয়ান রাজ বংশীয় বীর পুরুষের প্রকৃতি বর্ণিত হইত। তাহা হইলে এঅবস্থায় এরূপ

বক্তৃতা শোভাপাইত সন্দেহ নাই। সাধুচরণের পক্ষে বক্তৃতা প্রদান দূরে থাকুক ধৈর্য্যাবলম্বনই সুসঙ্গত প্রতীয়মান হয় না। এ বিষয়ে অভিনেতাদিগের কিছুই অপরাধ নাই। গ্রন্থকারই এ বিষয়ের ত্রুটি অনুভব করিতে পারেন নাই।

মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে বিচারটীর অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু কাছারি গৃহটী উত্তম রূপে সজ্জীত হয় নাই। আরও কতকগুলি ইংরাজোচিত উপকরণ থাকিলে ভাল হইত। গোলকবসুর জবানবন্দি ভাল হয় নাই কিন্তু নিলকর সাহেবের মোক্তারের বক্তৃতা উত্তম হইয়াছিল। সে সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবর মুখ ভঙ্গী দেখিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। গোলক বসুর উদ্বন্ধন অভিনয়টী উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, অভিনেতা কি কৌশলে অতক্ষণ লম্ববান হইয়াছিলেন তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি নাই।

কৃত্রিম উম্মাদভাব প্রকাশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। অন্তকরণ বিকল অবসন্ন আচ্ছন্ন না হইলে সে সমস্ত ভাব আরোপিত করিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত সুক্ষ্ম স্বভাব দর্শনের আবশ্যক। নবীন মাধবের মাতা সাবিত্রী উন্মত্ত হইয় যেরূপ অভিনয় করিল তাহাতে অনেকাংশে ত্রুটি হইলেও মার্জ্জনীয়। গ্রন্থকার অত্যন্ত করুণ রসের স্রোত উদ্দামরূপে প্রবল ভাবে প্রবহন জন্যই সাবিত্রীর দ্বারা তৎপুত্র বধু সরলার মৃত্যু সংঘটন করিয়াছেন। কিন্তু শোকোম্মাদের প্রকৃতি এরূপ নহে, সহসা আপন পুত্র বধূকে গ্রীবাতে পদাঘাত করিয়া বিনাশ করিতে পারে না বিশেষতঃ সাবিত্রী বৃদ্ধাস্ত্রী, সরলা অপেক্ষা অনেক অংশে দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহা দ্বারা নিরস্ত্র ভাবে হঠাৎ সরলার প্রাণ হনন কোন রূপেই প্রকৃতি সঙ্গত অনুমিত হয় না। পরিশেষে বিন্দুমাধবের পদ্য ছন্দে বিলাপোক্তি নিতান্ত অস্বাভিক শ্রুতি গোচর হইয়াছিল। দুঃখের সময়ে স্বভাবতঃ বাক স্ফুর্ত্তিই হয়না তখন কবিতা পাঠের সময় নয় দুঃখে অত্যন্ত বিমুগ্ধা হয় কখন কখন সঙ্গত বিশৃঙ্খল রূপে বিনির্গত হইয়া থাকে পদ্যের পরিবর্ত্তে যথোচিত সঙ্গীত প্রযোজিত করিলে কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইত।

অভিনয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ সমালোচন করিয়া প্রকাশ করিলে অনেক লিখিতে হয় সংক্ষেপে কতিপয় অংশ বর্ণিত হইল।

সাধারণ রূপে নাট্য সমালোচনা সংক্ষেপে প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

নাট্যে এই কয়েকটী দর্শন (scine) প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রথম গোলক বসুর বাহির বাটী।

নদিয়া জিলাস্থ মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক দিগের বহির্ব্বাটী যেরূপ হওয়া উচিত। তদনুকৃতি সেরূপ হইয়াছিল কি না তদ্বিষয় আলোচনীয়, তথাবিধ লোকের বাহির বাটীতে এক পার্শ্বে গোশালা, অন্য দিগে-হয়ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, হয়ত কখন কখন সামান্য ভাবে কোন দেবদেবীর পূজার আয়োজন, চণ্ডিমণ্ডপ কাঁচা ঘর, এক পার্শ্বে জবা প্রভৃতি সামান্য ফুলের বাগান থাকিবার অনেক সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অভিনয় দর্শনে ইহার কোন একটী উপকরণই দৃষ্ট হইল না।

দ্বিতীয় রাইচরণের মাঠে হইতে গৃহে আগমন ইহাতে অনেকগুলি উপকরণের অভাব দৃষ্ট হইল যথাঃ

সঙ্গে সঙ্গে কি পার্শ্বে দুইচারিটী গরু রাইচরণের হস্তে হুঁকা কলিকা ও একটী পল ধরণ কিম্বা অগ্নি রাখিবার অন্য কোন আধার প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল।

তৃতীয় গোলক বসুর অন্তঃপুর।

পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকেরা কখন সন্ধ্যার প্রাককালে অলস ভাবে অবস্থিতি করে না, হয়ত কেহ প্রদীপ সাজাইতে,কেহ ঘরঝাঁট দিতে, কেহবা শয্যাপ্রস্তুত করিতে ব্যাপৃতা থাকে। গৃহ গুলিও একেবারে সহরের গৃহের ন্যায় হয় না। প্রাচীরে "আলিপনা" দেওয়া থাকে, কিন্তু অভিনয়ে তাহার কিছুই দৃষ্ট হইল না।

চতুর্থ নীলকুটীর কাছারিবাটী

কোন নীলকুটীর কাছারি যদিও এক কালে নীলকুটীর ক্রোড়স্থিত নাহউক, তথাপি এত দূর ব্যবহিত থাকিতে পারে না যে সেই নীলকুটীর কোন রূপ কলরব ও 'হাঙ্গাম' কাছারিবাটি হইতে শ্রবণগোচর না হয়। বর্ণিত কাছারি হইতে নীলকুটির অস্তিত্বের কোন রূপ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দূর হইতে পর্ব্বত দর্শনের কৌশলের ন্যায় দূর হইতে নীলকুটির একদিগের কোন এক অংশ প্রদর্শন করান উচিত ছিল। এ বিষয়ে অভিনে তাদিগের তাদৃশ দোষ নাই, কারণ এদেশের শিল্প চাতুর্য্য এত উন্নত হয় নাই যে তদ্দ্বারায় প্রস্তাবিত বিষয় সুসম্পন্ন রূপে সম্পাদিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্ক বেগুন বেড়ের কুটীর গুদাম ঘর।

নিষ্ঠুর নীল করদের গুদাম ঘর যে কি রূপ ভয়ঙ্কর স্থান তাহা নগরের পাঠক মণ্ডলী কখনই অনুভব করিতে পারিবেন না। যাঁহারা চক্ষুস সমক্ষে নীল কুটীর গুদাম ঘর দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার ভয়ঙ্করিতা অনুভব করিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রাদির বর্ণনানুসারে 'নরক' যে রূপ ভয়ানক ও কদর্য্য স্থান নীল কুটীর গুদাম ঘর কি জমিদার দিগের চুনের ঘর তাহা অপেক্ষা সহস্রাংশে নিকৃষ্ট ও কদর্য্য, সুতরাং তাহা সেই রূপ

ভয়ানক ও কদর্য্য রূপেই প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। চারিদিগে আব র্জ্জনা কোনদিগে গোটাকত বিচা, কোনদিগে কতকগুলা কেবুই, প্রাচীর সমুদায় ধূম্রবর্ণও অপরিষ্কার. ভিত্তি অপরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল। গুদাম ঘর দেখিয়া পাঠক মণ্ডলীর মনে এক প্রকার বিভৎস রসের উদ্রেক হওয়া উচিৎ। কিন্তু অভিনিত গুদাম ঘর দেখিয়া কাহার মনে সে ভাবের উদয় হইয়াছিলা। যদি কোন কদর্য্য স্থান দর্শনে তৎপ্রতি ঘৃণা উৎপাদিত না হইল. তাহা হইলে সে স্থানের কদর্য্যতা প্রতিপন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়ন ঘর ; এ দর্শনে অভিনেতার অনেক অভাব দূর করিয়াছিলেন। ইহাতে আলোক মালা নির্ব্বানোন্মুখ করিয়া দর্শনের (Scene) চমৎকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু শয়ন গৃহের সজ্জাটী তত ভাল হয় নাই, অনেক গুলি উপকরণের অভাব ছিল. অর্থাৎ একটী পরিষ্কার শয্যা, গৃহ পার্শ্বে একটী কাষ্ঠের কি কড়ির আন্‌লা দুই চারিটা সিংন্ধুক একদিগে একটী তৈজসাধার তাহাতে কতক গুলি ঘটি বাটী ইত্যাদি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক শরপুরের তেমাথা পথ। শরপুর পল্লীগ্রাম সুতরাং পল্লিগ্রামের তেমাথা পথ যে রূপ হওয়া আবশ্যক প্রদর্শিত তেমাথা পথ সে রূপ হয়নাই।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক বেগুণ বেড়ের কুটীর দপ্তর খানা—

নীল কুটীর কাছারি বাটির বিষয়ে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তাহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক নবিনমাধবের শয়ন ঘর প্রদর্শনটী মন্দ হয় নাই। সরলার শয়ন ঘরের ন্যায় এ শয়ন ঘরটিতেও অনেক গুলি উপকরণের অভাব ছিল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক রোগ সাহেবের কামরা দুঃখের বিষয় এই যে, প্রতিদিবস সাহেবদিগের সঙ্গে একত্রে থাকিয়া আমারা সুন্দর রূপে তাহাদের গৃহের প্রতিরূপ চিত্রিত করিতে পারিনা। সাহেব দিগের কামরা ঘর বিশেষতঃ মফসলের হর্ত্তাকর্ত্ত নীলকর সাহেব দিগের কামরা যে চুনাগলির কোন মহাত্মার ঘরের ন্যায় সামান্য উপকরণ বিহীন এ রূপ নহে। সাহেবেরা এ দেশে আসিয়া আমাদের অপেক্ষা দশগুণ বাবু ও সৌখিন হন। সুতরাং আমাদের গৃহাদির আসবাব অপেক্ষা তাহাদের কামরা আসবাব অনেক অধিক হইবে। কামরার মেজে কারপেট কি অন্য কোন বস্ত্রে আবৃত থাকা উচিৎ। চারিদিগে "চেয়ার" মধ্যে মধ্যে প্রাচীরে ভাল ভাল আয়না, একদিগে পুস্তকাধারে পুস্তক একটি টেবিলে দুই একখানি সংবাদ পত্র,

হওত একটি ক্ষুদ্রকায় কুকুর রাখা কর্ত্তব্য

চতুর্থ অঙ্ক ফৌজদারি কাছারি। কাছারি না হইয়া প্রদর্শিত কাছারি কোনরেইলওয়েকোম্পানির পারসেল ওজন করিবার স্থানের ন্যায় হইয়াছিল। হাকিমদিগের আসন অনেক উচ্চ হওয়া আবশ্যক টেবিল চেয়ার প্রভৃতি উপকরণ গলি ও রীতিমত হওয়া উচিৎ, নীলদর্পণের বর্ণিত ঘটনাবলীর ঘটনাকালে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা কি রূপ বাবু ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন, তাহাদের সম্মুখে একটা ভাঙ্গা বাক্স ছুতার মিস্ত্রিদের একটা ভাঙ্গা টেবিল ও দুইখানা সামান্য চেয়ার রাখিয়া ঐ দর্শনটি (Scene) টি করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক জেলখানা।

জেলখানা দর্শন (Scene) ভাল হয়নাই প্রদর্শিত দর্শনে জেলের কদর্য্যতা কোথায়? জেল ঘর ও যাদের দুই স্থান কদর্য্য ও অপরিষ্কার ও ভয়ঙ্কর। প্রদর্শিত জেলখানা সামান্য গৃহ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। জেলখানা চিত্রিত করিতে গেলে অনেক গুলি উপকরণের আবশ্যক। সমস্ত মেযে সেঁৎসেঁতে অপরিস্কার ও ধুলি পরিপূর্ণ হওয়া উচিৎ। একদিগে একটা ভাঙ্গা কলসী, তার কাছে একটা মল মুত্রাদি ত্যাগ করিবার আধার রাখা কর্ত্তব্য। জেল গৃহটি নিতান্ত কদর্য্য ও ভয়ঙ্কর রূপে প্রদর্শিত হওয়া উচিৎ ছিল। সে সময়ে রঙ্গ ভূমির অনেক গুলি আলোক নির্ব্বাণ করা উচিৎ ছিল। তাহা হইলে কথঞ্চিত রূপে কার্য্যসিদ্ধ হইত। জেলে গোলক বসুর মৃত দেহ দর্শনটী অতীব লোমহর্ষকর ব্যাপার, একজনের মৃত দেহ দেখিলে দর্শক দিগের মনে যেরূপ দুঃখ ও ভয়োৎপাদিত হয় অভিনীত মৃত দেহ দর্শনে দর্শক দিগের মনে কি সে ভাব হইয়াছিল?।

পঞ্চম অঙ্ক। নবীনমাধবের শয়ন ঘর এই দর্শনটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু প্রদর্শনে গম্ভীরতার অভাব ছিল। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। সাধুচরণের ঘর।

সাধুচরণ একজন সামান্য গৃহস্থ। তাহার গৃহটি উত্তম রূপে চিত্রিত হয় নাই। সাধুচরণের গৃহ ও বসুদের গৃহ এক রূপ হওয়া উচিৎ নহে। সাধুচরণের গৃহ চালাঘরই হওয়া উচিৎ সাধুচরণের কন্যার মৃত্যু উপস্থিত সে সময়ে সমস্ত দ্রব্যাদি শৃঙ্খলা বদ্ধ হওয়া উচিৎ নহে। একদিগে একটা শয্যা পতিত, একদিগে একটা খোলা বাক্স অন্যদিগে একটি ঘটি কি বাটী গড়াগড়ি যাইতেছে, সমস্ত বিশৃঙ্খল সমস্ত অসম্পূর্ণ রূপে চিত্রিত করা উচিৎ ছিল। গৃহে একটি পেতেন, একটী চালিতে কতকগুলি বালি ?, দেওয়ালে আলিপনা, একটী শিকা প্রভৃতি সামান্য গৃহের উপযোগী উপকরণগুলি রাখা কর্ত্তব্য ছিল

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক গোলোক বসুর বাটীর দরদালান। এদর্শনটি উত্তম হইয়াছিল। কিন্তু দরদালানে অনেকগুলি উপকরণের অভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। নবীনমাধব এক প্রকার বাটির কর্ত্তা "বৃকোদর সদৃশ নবীনমাধবের" তদানিন্তন অবস্থা দর্শনটী প্রদর্শিত করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে. যাহা হউক অভিনেতাগণ এটিতে অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমরা সংক্ষেপে সমস্ত বিষয়ের সমালোচনা করিলাম। অভিনয়ের দোষ গুণ বলিলাম। এক্ষণে নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের দুই একটি উপদেশ দিয়া এ প্রস্তাবটি শেষ করিব।

জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ যে একটি মহৎ অভাব পূরণের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তাঁহারা এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ধন্যবাদের পাত্র। একটি চিরস্থায়ী নাট্যশালা সংস্থাপন করা সামান্য ব্যাপার নহে। অন্যে যাহা বলুক আমরা কখনই ইহাকে সামান্য ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবনা। বিদ্যার চর্চ্চা আরব্ধ হওয়াতে অনেকে অনেক, নাটকাদি রচনা করিতেছেন, অনেকে আবার অর্থাভাবে নিজ নিজ গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারেননা। জাতীয় নাট্যশালা যদি ক্রমে সমস্ত নাটকের অভিনয় করেন, তাহা হইলে। অনেক গ্রন্থকারগণ উৎসাহ বর্দ্ধিত হন ও আর আর নূতন নাটক রচনা করিতে উৎসাহিত হন।

অনধিকার চর্চ্চা হইলেও আমরা নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম। "টিকিট বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে সমস্ত খরচ দিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই টাকা কি রূপে ব্যয়িত হয়?। যদি নাট্যশালার উন্নতি সাধন মানসে সে অর্থ জমা রাখা হয় তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যয় করা উচিৎ। যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ অভিনয় করা হয় তাঁহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত গ্রন্থকার অর্থাভাবে নিজ নাটক মুদ্রিত করিতে পারেননা তাঁহাদিগকে উক্ত পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের জন্য সাহায্য করা উচিৎ।

আমাদের সকলের উৎসাহ কখন সমভাবে থাকেনা। সুতরাং এক্ষণকার অভিনেতারা যে বহুকাল সমানে সমউৎসাহে উৎসাহিত হইয়া জাতীয় নাট্যশালার উন্নতি ব্রতে ব্রতী থাকিবেন এরূপ বোধ হয়না। এইজন্য যাহাতে কতকগুলি লোকে ইহাতে অনন্য কর্ম্মা হইয়া নিযুক্ত থাকেন এরূপ করা কর্ত্তব্য।

কতক গুলি বেতন ভোগি অভিনেতা নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সেই ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই অভিনয়ের উন্নতি সাধনে তৎপর থাকিবেন। একটি কার্য্যাধ্যক্ষ

নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা অবৈতনিক কার্য্য কারক দিগের বিষয় বিলক্ষণ জানি এই জন্য বলি যে প্রত্যেক অভিনেতার স্বীয় পরিশ্রমের জন্য কিছু কিছু উপকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত যখন একব্যক্তি দেখিলেন এটি তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম তিনি ইহারজন্য কিঞ্চিৎঅর্থ পাইতেছেন তখন তিনি অনায়াসেই সে কার্য্যের সম্পূর্ণতা বিষয়ে দায়ী হইতে পারেন। তাহা না হইলে চিরকাল "ঘরের বেগার" খাটিলে চলে না। আমরা অনেক লোককে জানি যাঁহারা কিঞ্চিৎ অর্থপাইলেই অনায়াসে জাতীয় নাট্যশালায় যোগদিতে ইচ্ছুক আছেন। অনেক কৃতবিদ্য লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে যে নাট্যশালার উন্নতি হইবে তাহা কেনা স্বীকার করিবেন। নাট্যশালার অধ্যক্ষ গণ যদি একটি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া লোক দিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি অনেকে তাহাদের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবেন জাতীয় নাট্যশালায় উপযুক্ত রূপবান ব্যক্তির অভাব আছে. নাটকে, অভিনেতা দিগের যে রূপ গুনই দুই চাই তাহা কেনা স্বীকার করিবেন॥ কার্য্যাধক্ষ দিগের এঅভাব মোচন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের অবস্থা এরূপ উন্নত হয় নাই যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা বাইরা অভিনয় করিবে কিন্তু স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকের পাট আদর্শলেওয়াউচিত, তাহা হইলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না বলিয় আমরা এরূপ বলিনা যে কতক গুলি বাশা আনিয়া নাট্যশালায় অভিনেতৃসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, কিন্তু যাহাতে কোন উপায়ে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দিগকে জাতীয় নাট্যশালার মধ্যে নিযুক্ত করা যায় এরূপ চেষ্টা করা উচিত। পরিশেষে অভিনেতা দিগকে এই বক্তব্য যে তাঁহারা তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন জন্য আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। আমরা সহৃদয়তার সহিত পূর্ব্বোক্ত সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হই। তাঁহাদের নিন্দা করা কি তাঁহাদের পথে কণ্টকনিক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহাদিগকে আর একটি কথা বলিতে বিস্মিত হইয়াছি নাটক নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের রাজপুরুষ দিগের অনুগ্রহের উপর আমাদের সমস্ত বিষয়ই নির্ভর করে। যাহাতে দর্শক শ্রেণী মধ্যে অধিকাংশ সাহেবরা আসেন এরূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য। ইহার একটি উপায় আছে। অনেক গুলি দেশীয় নাটক ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুই এক খানি নাটকের অভিনয় করা আবশ্যক। অভিজ্ঞানশকুন্তল তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বিবিধ।

মনিয়ার অদ্ভুত গল্প।

সাহারাণপুরের প্রসিদ্ধ ধনী ফিরোজ খাঁর বাটীতে অদ্য রাত্রে অত্যন্ত সমারোহ। নগরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আগত হইয়াছেন। যত রূপবতী, গুণবতী, যুবতি নর্ত্তকিরা হাব ভাব সহকারে সভাগৃহ আলো করিয়া রহিয়াছে। ফিরোজখাঁ এক জন ভারি সৌখিন লোক। গৃহের সমস্ত উপকরণ গুলি যথাবিধ মনোজ্ঞ শত শত বর্ত্তিকার নীল, শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের আলোকে গৃহটী দিবসের ন্যায় আলোকিত, প্রাচীর সমুদয় বৃহদকার দর্পণ ও চিত্রপট দ্বারা আবৃত, গৃহ কুট্টিমে একখানা চমৎকার কারপেটে বিস্তৃত, মধ্যস্থলে এক খানি কিংখাবের চাদর, চারিধারে অপূর্ব্ব ঝালর, এক প্রান্তে দশ বারটী উত্তম তাকিয়ে " নানা বর্ণের স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত সটকা আলবোলা ও মস্তকোপরে রজতের কলিকা রজতের " আগ্রেপোষ " হইতে অপূর্ব্ব " জিনজির" দদুল্যমান হইতেছে স্বর্ণপাত্রে মিষ্ট তাম্বুল, আতর দান প্রভৃতিতে স্টাম্বুল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ইচ্ছানুসারে কেহ ধূম্রপান করিতেছে, কেহ তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছে, কেহ আতর গ্রহণ করিতেছে। রসিক আহুত ব্যক্তিরা নর্ত্তকিদিগের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। কেহ বা তানপুরা কেহ বা পাখওয়াজ কেহ বা সেতার লইয়া বাদন করিতেছে।

ফিরোজখাঁ অতি বাৎসল্য সহকারে বয়োজ্যেষ্ঠ দিগকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা, সমবয়স্ক দিগকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রীতি সম্ভাষণ ও বয়োকনিষ্ঠ দিগকে শির সঞ্চালন দ্বারা অভিবাদন করিতেছেন।

ক্রমে আহারের আয়োজন হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সকলেই আহার সমাপন করিয়া বসিলেন। সুরা— নানাবিধ সুমিষ্ট, তিক্ত কষায় অম্ল অবারিত ভাবে চলিতে লাগিল নর্ত্তকিরা নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ কোকিল বিনিন্দিত স্বরে গীত আরম্ভ করিল। সকলেই সেই সময়ে দুঃখ বিস্মরণ করিয়া আনন্দ স্রোতে ভাসমান হইতে লাগিল। আনন্দে, সুরাপানে, নর্ত্তকিদিগের প্রস্ফুটিত লাবন্য, ভাবভঙ্গি, দেখিয়া সকলের অন্তঃকরণে মত্ততা-বিকার উপস্থিত হইতে লাগিল চারিদিগে আনন্দ চারিদিগে আমোদ। সকলেরই মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এমৎ সময়ে হঠাৎ দ্বারের দিগে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলের মন সেই দিগে আকৃষ্ঠ হইল। একজন বৃদ্ধ ভৃত্য দিগের বারণ অবজ্ঞা করিয়া গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইল।

আগন্তুকের অঙ্গে কৃষক-ব্যবহারোচিত পরিচ্ছদ। মস্তকে একটী সামান্য টুপি। কেশ গুলি সমস্তই পক্ক। গভীর চক্ষুদ্বয়. উন্নত ও বিস্তৃত ললাট. মুর্ত্তি সবল ও ভয়ঙ্কর। আগন্তুক নির্ভয় চিত্তে নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া গভীর স্বরে বলিল।

"আমি ফিরোজখাঁর সহিত কথা কহিতে চাই'।

ফিরোজখাঁর গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইল. হৃদয় কম্পিত হইল এক দৃষ্টে আগন্তুকের দিগে চাহিয়া রহিলেন. কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতার সহিত বলিলেন।

"আমার নাম ফিরোজ খাঁ আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন ?'

"সদ্বিচার"

আগন্তুক কঠোর স্বরে এই কথা বলিল।

"কাহার নিকট ?"

"তোমার নিকট"

আগন্তুক দ্বিগুণিত কর্কশ স্বরে এই কথা বলিয়া বলিতে লাগিল।

"তুমি জান আমি কেন এখানে এসেছি? আমাকে চেনন এ কথা বলিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল।

"মহাশয়েরা এই যুবা ব্যক্তি আমার ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে। মনুষ্য অপর একজন ব্যক্তির যত অনিষ্ট করিতে পারে ইনি আমার তত দূর অনিষ্ট করিয়াছেন। আমি একজন সামান্য কৃষিজীবী লোক, এই বাটীর অদূরে ঐ যে বৃহৎ বন আছে সেই বনের নিকট আমার কুটীর। আমার নাম মুস্তা জাতিতে মুসলমান এই জগতে আমার একমাত্র অমূল্য নিধি ছিল একটী মাতৃহীনা— কন্যা একটী যুবতী ও সরলা বালিকা বয়ক্রম ১৭ বৎসর অসামান্য রূপবতী" একজন বলিল।

"মেয়েটী তবে রোজকারের উপায়" মুস্তা এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল।

"ফিরোজ খাঁ একদিন শিকারে যাইবার সময় আমার কন্যাটিকে দেখিয়াছিলেন। দেখিবা মাত্র অমনি প্রলোভন জাল বিস্তার করিলেন ক্রমে নিজ ঐশ্চর্য্যের চাকচিক্য প্রদর্শন করাইয়া সেই অবলাসরলার মন হরণ করিল. পরিশেষে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল"।

বৃদ্ধ নিস্তব্ধ হইল. দুঃখে তাহার কণ্ঠাবরোধ হইল.হৃদয়ভেদকারি অশ্রু জলে নয়ন উচ্ছ্বসিত হইল। শ্রোতাদের নিকট একটী সামান্য বালিকার সতিত্ব নাশ সামান্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। একজন বলিল।

"তোমার কন্যাকে কেন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ নাই? তুমি কি

জাননা যে আমরা যেমন বন্য শুকরাদি শিকার করিয়া থাকি তাহার সঙ্গে২ অসহায়া হরিণীও শিকার করিয়া থাকি ?"

সকলেই এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

ফিরোজ বলিলেন।

"তুমি এখন চাওকি? কতটাকা দিলে তোমার মর্ম্ম বেদনা দূর হয় ?"

"কি বলিলে! "টাকা" টাকাতে কি আমার অন্তরের বেদনা যাইবে? তুমি কি মনে কর যে আমরা সামান্য পশুর ন্যায় অর্থের দ্বারা বিক্রীত ও ক্রীত হইতে পারি?"

"কেননা? তুমি কি সামান্য পশু অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট তুমি আমার প্রজা এ কথা যেন স্মরন থাকে"।

"আপনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন আমি স্বাধীন আমি আপনার ভূমি রাখি আপনি আমার নিকট তাহারই খাজনা চাহিতে পারেন আপনার সহিত এই সম্পর্ক আর কি?" একজন বলিল।

"মুজা সত্য কথা বলিয়াছেন। কালে সব হবে, আর দুদিন বাদে অশ্বের অনুমতি লইয়া তাহার পৃষ্ঠে উঠিতে হইবে'।

ফিরোজ খাঁ বলিলেন।

"আমি স্বীকার করিলাম যে আমি তোমার অনিষ্ট করিয়াছি, এখন বল তুমি কি লইয়া সন্তুষ্ট হইবে?"

"একটী উপায় আছে।"

"সে উপায়টী কি ?"

"তুমি মনিয়াকে বিবাহ কর, ফিরোজ খাঁর বদন উজ্জ্বল হইল হাস্য করিয়া বলিলেন।

"কি বলিলে আমি তোমার কন্যাকে, একজন সামান্য চাসার মেয়েকে, একজন পরিত্যাক্ত প্রণয়িনীকে বিবাহ করিব ?"

"তুমিই তার সর্ব্বনাশের কারণ যতদিন তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হইয়াছিল ততদিন তাহার সমস্তই ছিল, তুমি তার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, এক্ষণে নয় তাহাকে বিবাহ কর না হয় আপনার প্রাণ দিয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

ফিরোজ খাঁ এক লম্ফে আসন পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধ বিকম্পিত বদনে বলিলেন।

"পাজি তুই আমাকে ভয় দেখাইতেছিস ?"

নিজ অনুচর দিগকে বলিলেন।

"তোমরা এই দুরাত্মাকে এই দণ্ডে গৃহ হইতে দূর করিয়া দেও এ যেন আর এখানে আসিতে না পায়"।

অনুচর বর্গ মুজাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল, মুজা যাইবার কালে বলিয়া গেল।

"ফিরোজ খাঁ। মনে করিও না যে তোমার পদ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে তুমি জানিবে এক সর্ব্বসাধারণ বিচারালয় আছে, সেখানে ধনী ও নির্ধন সকলেই অনায়াসে যাইতে পারে, আমি সেই গুপ্ত বিচা-রালয়ের বিচারপতির নিকট যাইয়া নালিশ করিব, সেখানে সামান্য ব্যক্তি হইতে রাজা পর্য্যন্ত কেহই দুষ্ক্রিয়া করিয়া নিষ্কৃতি পান না"।

সমারোহ ভঙ্গ হইয়া গেল ফিরোজ খাঁ শয়ন করিলেন। সুরার উন্মত্ততা গুণে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু একটী আ-শ্চর্য্য সপ্ন দেখিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন একজন আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত লোক আসিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল ও গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে বলিল।

"ফিরোজ খাঁ! আমি তোমাকে গুপ্ত বিচারালয়ে যাইতে আহ্বান করিতেছি, শীঘ্র ঐ বনে যাইবে —

না যাইলে তোমার প্রাণ সংশয় সপ্ন শেষ হইবা মাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে, ফিরোজ গাত্রোত্থান করিলেন।

হঠাৎ একটী আশ্চর্য্য বস্তুর উপরে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল, গৃহ মধ্যস্থিত কাষ্ঠাসনের উপর বৃহৎ রজ্জু সংলগ্ন একখানি সুতিক্ষ্ন ছুরিকা রহিয়াছে, ছুরিকার নিকটে একখানি ছিন্ন কাগজে এই কয়েকটী কথা লি-খিত রহিয়াছে।

'ফিরোজ খাঁ! আমি তোমাকে গুপ্ত বিচারালয়ে যাইতে আহ্বান করিতেছি শীঘ্র ঐ বনে যাইবে না যাইলে তোমার প্রাণ সংশয়।

ফিরোজ সপ্নে যা দেখিয়াছিলেন জাগ্রত অবস্থায় তাহাই দেখিলেন। সেই সমস্ত কথা সেই গুপ্ত বিচারালয় সেই বন। ফিরজ পাপী, পাপাত্মারা নানা সুখ ভোগি হইলেও হৃদয়স্থিত শাসন কর্ত্তার তাড়নায় সর্ব্বদা উত্তেজিত হইয়া থাকে। এই ঘটনাটীতে ফিরোজের আন্তরিক ভয় হইল, কিছুতেই উদ্বেগ ও ত্রাস দূর হইলনা বার বার সুরাপান নর্ত্তকি দিগের প্রেমালাপ, বন্ধুদিগের প্রবোধবাক্য কিছুতেই তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারিলনা। ফিরোজ সেই দিন হইতে মূলোৎপা-টিত লতিকার ন্যায় দিন দিন ম্রিয়-মাণ ও শুষ্ক হইতে লাগিলেন; সমস্ত নিরানন্দ, আনন্দদিপ নির্ব্বাপিত হইলে আর প্রায় পুনর্জ্জীবিত হয়না! ফিরোজ কিছুতেই আর সন্তুষ্ট হন না যখন নয়ন মুদ্রিত করিতেন অমনি সেই ছুরিকা ও রজ্জু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দোদুল্যমান হইত।

কিয়দ্দিবস পরে ফিরোজ আত্মীয় বর্গসহিত সাহারাণপুরের নিকটস্থ বনে শিকারকরিতে গেলেন। সকলেই এক

এক পশু লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। ফিরোজ ও একটী মেকড়ে বাঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন. কিয়দ্দূর যাইয়া বাঘ অদৃশ্য হইল ফিরোজ অশ্ব পৃষ্ট হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণ কাল সজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন। যেমন চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন অমনি সপ দৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল. হস্তে সেই রজ্জু সংলগ্ন ছুরিকা ফিরোজ সাহসে ভর করিয়া বলিলেন।

"তুমি কে?"

"তোমার হন্তা তুমি গুপ্ত বিচারালয়ের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ। কিন্তু তুমি উহার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবেনা তোমার বিচার হইয়াছে তোমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। দুই প্রকারে তোমার মৃত্যু হইতে পারে এই লম্বমান রজ্জু দ্বারা, কিম্বা শাণিত ছুরিকা দ্বারা, তুমি ভদ্রকুলোদ্ভব সুতরাং ছুরিকাই তোমার উপযুক্ত. তুমি অদৃষ্টের লিখনে আমার হস্তে প্রাণ হারাইবে, আমি ও তোমার প্রাণ লইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি পরমেশ্বরকে স্মরণ কর তোমার সময় উপস্থিত হইয়াছে'।

"তুমি এই দণ্ডে অসহায় রূপে আমার প্রাণ নাশ করিবে?"।

"অবশ্য—তুমি যে রূপে আমার মান নাশ করিয়াছ আমিও সেই রূপে তোমার প্রাণ নাশ করিব"।

"তোমার মান নাশ?"।

"তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ বলিয়া আগন্তুক মুখাবরণ মোচন করল ফিরোজ দেখিলেন মুক্তা তিনি অমনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "হা! পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা কর আমার প্রাণ যায়"।

"সত্য"।

এইবলিয়া মুক্তা সজোরে ফিরোজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, ছুরিকা মর্ম্ম ভেদকরিয়া ফেলিল ঊর্দ্ধমুখে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হৃদয় কম্পনের সহিত ছুরিকা ও তৎসংলগ্ন রজ্জু কাঁপিয়া উঠিল. রজ্জু যেন সর্পের ন্যায় বক্ষস্থলে দোদুল্যমান হইয়া রহিল। মুক্তা ফিরোজের রক্ত দ্বারা এক খণ্ড কাগজে এই কয়টী কথা লিখিয়া চলিয়া গেল।

"মনিয়া এত দিনে তোমার অপমানের প্রতিশোধ হইল. ঘটনা ক্রমে মনিয়া সেইবনে কাষ্ঠআহরণ করিতে আসিয়াছিল দূরহইতে একটা মৃত দেহ দেখিয়া দ্রুত পদে ফিরোজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল শব দেখিবা মাত্র মনিয়ার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল অস্ফুটস্বরে বলিল।

"ইকি! এযে আমার প্রাণোপম ফিরোজের মৃতদেহকে এ সর্ব্বনাশ করিল?

মনিয়া আস্তে আস্তে ফিরোজের

বক্ষ হইতে ছুরিকা উত্তোলন করিল এবং নিজ পরিধেয় বস্ত্রের একটি অংশ ছিন্ন করিয়া আঘাতের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। রক্ত প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল মনিয়া নিকটস্থ একটী কূপ হইতে কিঞ্চিৎ জল আনিয়া বিন্দু প্রমাণ ফিরোজের মুখে দিতে লাগিল ও বস্ত্র দ্বারা মুখে বিজন করিতে লাগিল। অনেক শুশ্রূষার পর ফিরোজের নয়নের পলক পড়িল সরলা পতি প্রাণগতা মনিয়ার মন নৃত্য করিয়া উঠিল।

"প্রাণ নাথ এক্ষণ জীবিত আছেন এই বলিয়া ফিরোজের মুখে মুখ দিয়া বার বার ডাকিতে লাগিল মনিয়ার কপাল ফিরিল তাহার ডাকে ফিরোজের চেতনা হইল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন।

"তুমি কে?"

"মনিয়া"

'তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিবে"

"করিব?"

ফিরোজের নয়ন বারি বিগলিত হইল. কাতর স্বরে বলিলেন "মনিয়া আমি তোমার নিকট যে গুরুতর অপরাধে অপরাধি আছি তাহাতে এরূপ বিশ্বাস হয় না তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিবে" "আমি আপনার পাপদ্ম করিয়া বলিতেছি আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিব দয়া করিলে চিরকাল আপনার পদ সেবা করিব" "তুমি আমার মস্তকের মণি হইয়া হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবে

এই কথা বলিয়া ফিরোজ হস্ত বিস্তার করিলেন মনিয়া ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল এক্ষণ উঠিবার চেষ্টা করিবেন না কি জানি পাছে রক্ত পড়ে ফিরোজ নিরস্ত হইলেন একদৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়ন মনিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন মনিয়াও অনিমিষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল উভয়ে অনেকক্ষণ এই অবস্থায় রহিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরোজের সহচরেরা আসিয়া উপস্থিত হইল সকলে সেই রাত্রে তথায় রহিল পরদিবস প্রাতঃকালে ফিরোজ শিবিকা রোহণে বাটী যাইলেন মনিয়াও শিবিকার সহিত চলিল যত দিন ফিরোজ পীড়িত ছিলেন মনিয়া দাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা করিল; ফিরোজ আরোগ্য হইলেন। মনিয়া বাটি যাইবার অনুমতি চাহিলে তিনি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন।

মনিয়া তোমাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না কল্য তোমাকে বিবাহ করিব।

"আমার কপালে এত সুখ আছে" ফিরোজ অতি সমারোহ পূর্ব্বক মনিয়ার পানিগ্রহণ করিলেন।

মুস্তাকে আপন বাটির তত্ত্বাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করিলেন

সমালোচন

ভর্তৃহরি কাব্য।

শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত।

এই গ্রন্থের তৃতীয় সর্গ পর্য্যন্ত এক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে. মহাকাব্যে কি খণ্ড কাব্যে পরিণত হয়. তাহা গ্রন্থকারের আশাগর্ভে নিহিত।

পুস্তকের ভূমিকা খানি সুশৃঙ্খল, ও মনোহর হইয়াছে।

গ্রন্থকার যে এক সুনিপুণ পদ্য লেখক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ সংস্কৃত পদ্য পদ যোজনাতে উহার অধিকার অনুমিত হইতেছে।

গ্রন্থকার এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিতে অদ্ভুত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সংস্কৃতঃ ছন্দে বাঙ্গলা ভাষায় এত বড় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

ভারতচন্দ্র রায় অতি অল্প পরিমাণ সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অনেকে এই প্রণালীতে দুই চারি পংক্তির অধিক সংযোজন করিতে সাহসী হয়না। পালিত মহাশয় যে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত ছন্দঃ প্রণালী বাঙ্গলা ভাষার কতদূর উপযোগি তাহাই এখন আলোচ্য হ্রস্ব দীর্ঘানুযায়ি উচ্চারণই সংস্কৃত আবৃত্তির জীবন. সংস্কৃত ভাষায় কি গদ্য কি পদ্য সমুদয় আবৃত্তিই হ্রস্ব দীর্ঘানুযায়িনী. সংস্কৃত অন্যথা রূপে উচ্চারিত হইলে অতি বিরস শ্রুত হইয়া থাকে।

সংস্কৃতের বিভক্তি প্রত্যয়াদি ও ছন্দঃ সংযোজনানুসারী, সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ছন্দঃসংঘটন অতি সহজ, বিশেষতঃ দূরান্বয়বর্ত্তিতা অবলম্বিত হওয়াতে রচকের কোন আয়াসই অনুমিত হয় না।

বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণ প্রকৃতি সংস্কৃতের অনেক বিভিন্ন। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রথম যখন বাঙ্গলায় পদ্য রচনা করেন তখন তাঁহারা সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গলায় হ্রস্ব দীর্ঘানুযায়িনী আবৃত্তির রীতী প্রবর্ত্তন করেন। সেই সব পদ্ধতি সাধারণের নিকট ক্রমশঃ কালে শ্রুতিকটু বোধ হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে বর্ত্তমান পদ্য প্রণালী, অনুপযোগি বলিতে হইবে।

সংস্কৃত পদ্য প্রণালী কোন রূপেই ও বঙ্গভাষার উপযোগি নহে, সাহেবী আহার ও সাহেবী পোষাক যেরূপ বাঙ্গালীদের শোভা পায় না বাঙ্গলা ভাষাতে ও সেরূপ, সংস্কৃত পদ্য পদ্ধতি সুশোভিত হয় না। উক্ত উদাহরণ দ্বারাই

পাঠকবর্গ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

উপজাতি।

পবন আছে ভ্রমরের কাছে.
ঢাকা কি থাকে কুসুমের গন্ধ?
কতক্ষণ গোপি সুধাংশু বিম্ব
প্রবঞ্চনা রাহু করে চকোর।

(ভর্ত্তিহরিকাব্য)।

পয়ার।

অলিবৃন্দ যারে সদা খুঁজিয়া বেড়ায়,
সে কুসুম গন্ধ কভু পর্ণে কি লুকায়?
চন্দ্রমুখ ঢাকি রাখি রাহু কতক্ষণ
সুধা লোভী চকোরেরে করিবে বঞ্চন।

অমিত্রাক্ষর।

পয়ার।

কুসুম সৌরভ লোভী মধুপের কাছে,
কুসুম সৌরভ কভু পর্ণ পুঞ্জজালে
ঢাকি হয় আবরিত। হায় শশধরে
গ্রাসি রাহু, কত ক্ষণ করিবে বঞ্চনা
অমৃত পিপাসু সেই প্রেমিকচকোরে।

সংস্কৃত

পর্ণেন ভৃঙ্গাভিগবেষণীয়ঃ
প্রচ্ছাদ্য কেকিং কুসুমস্য গন্ধঃ
চকোর দুঃখার্থমবাপ্য চন্দ্রং
তিরস্করোতি ক্ষণমেব রাহুঃ।

এক ভাব লইয়া চারিটী কবিতা চারিপ্রকার রীতিতে প্রণীত হইয়াছে. সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা অপেক্ষা সংস্কৃত কবিতাটী যে উত্তম হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ যাহার যাহা প্রকৃতি তাহাকেই তাহা শোভা পায়।

পয়ার ছন্দে যাহা সংযোধিত হইয়াছে তাহাও অপেক্ষাকৃত মনোহর হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর প্রণালীতেও একরূপ মন্দ হয় নাই, কিন্তু গ্রন্থের উদ্ধৃত কবিতাটী যে নিতান্ত শ্রুতি বিরস নহে বোধ করি সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন. গ্রন্থকারের আয়াস ও যত্ন প্রকারান্তরে ব্যয়িত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ফল প্রদ হইত সন্দেহ নাই, গ্রন্থকর্ত্তা এত মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিলেন. কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিলনা ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয়? না সামান্য ক্ষোভের বিষয়? গ্রন্থের অধিকাংশ স্থল প্রায় সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে. অনেক স্থল সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। "নিম্নোন্নত প্রচুর নির্ঝর বারি পূর্ণ গোনা গুহা গহন সঙ্কুল শৈল শিখি" এই বাক্যটির শেষ ভাগে মাত্র বিসর্গ যোজিত হইলে উত্তম সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

ভারত চন্দ্র রায় এ বিষয়ে প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার যত্ন সমুহ বিফল হইয়া যায়. ভারত চন্দ্র রায়ের রচনার মধ্যে তোটকাদি কতিপয় সংস্কৃত ছন্দের রচনাই সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট।

বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ প্রযোজিত করিবার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকিলে জয় দেবীয় রীত্যনুসারে মাত্রা প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়. আলোচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গস্থ বন্দি-কৃত. বন্দনাটিতে অনেকাংশে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি রক্ষা পাইয়াছে।

"তিমির বিনাশন, অম্বর ভূষণ,
যেমন দীধিতি মালী।
হৃদয় তমোহর, সকল গুণাকর,
তুমি নৃপ বিক্রম শালী।"

হালিসহর পত্রিকা।

পাক্ষিক পত্রিকা।
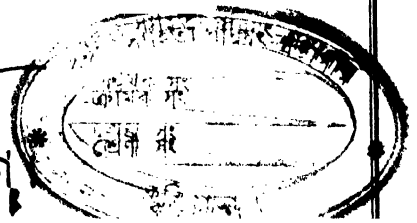
২য় খণ্ড] কার্ত্তিক সন ১২৭৯ সাল [১৩, ১৪শ সংখ্যা

সময়ে কি নাহয়।

তুমি কে?

দারোগামহাশয় প্রভৃতি সকলে কাছারি বাটীতেই স্নানাহার সমাপন করিলেন। হরনাথকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসা হইয়াছে।৮ ডিঢুপাঁড়েকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়েছে। রমানাথ বাবু তাহার চিকিৎসা করিতেছেন কিন্তু তাহার জীবন সংশয়। নায়েব মহাশয় আহারাদি করিয়া বসিয়া আছেন। নানাপ্রকার ভাবনায় তাঁহার মন নিতান্ত অস্থির। ঢিঢুপাঁড়ে তাঁহার একজন অনুগত ভৃত্য তাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার অনেক ক্ষতি। দারোগামহাশয়ও বড় সহজ লোক নন, হয়ত এই সামান্য ব্যাপার লইয়া একটা বিষম গোল উপস্থিত করিবেন। আগন্তুক স্ত্রী পুরুষই বা কে?—স্ত্রীলোকটী দেখিতে মন্দ নয় কোন জোগাড় করিয়া পুরুষটাকে কয়েদ করাতে পারিলেই-স্ত্রীলোকটাকে হাত করতে পারাযায় ইত্যাকার ভাবনায় তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত। দারোগা মহাশয় তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। কাছারি বাটী পুলিসের লোকে গিস্ গিস্ করতে লাগিল। দারোগা মহাশয় নায়েব মহাশয়কে বলিলেন।

"নায়েবমহাশয় এ ডাকাতিটী বড় সহজে মেটে এমন বোধহয় না"

"এতে আবার গোল কি?" আজ্ঞে ডাকাতি খুন ঘর জ্বালান এসব কি সোজা ব্যাপার আমরা মনে করলে তিলকে তাল করতে পারি এত একটা ভয়ানক কাণ্ড"

"মহাশয় এ ব্যাপারটা অমনি অমনি

চোকে এমত করতে পারেন না?"

"মনে কর্‌লেই পারি, তবে কি জান্‌লেন মহাশয় আমরা পুলিসের লোক আমাদের উদর মস্ত, অল্পে পোরেনা— সহজেও ভরেনা, মকদ্দমা "সঙ্গীন, করা না করা আমার একক্তার আপনার ক্ষমতাধীন বলিলেও বলা যাইতে পারে। আপনি মনে কর্‌লেই এটা অমনি অমনি চুকে যেতে পারে অর্থাৎ আপনার উপরে কোন ঝোঁক না পড়ে, পরে পরে চুকে যেতে পারে"

"যাতে আমার উপর কোন ঝোঁক না আসে আপনার এমন কর্‌তে হচ্চে, আর আপনাকে অধিক বল্‌ব কি, আপনিত আমার আওছাল সব জানেন"

"আপনি বড় লোক, নিলকুটীর দাওয়ান আপনি ইচ্ছা করলেই এটা চুকে যেতে পারে। যাহোক আমি এখন চল্লাম যা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন। দারোগা মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন, নায়েব মহাশয় ভয়ানক অস্থির হইয়া স্ত্রীলোকটীর বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া দারোগা মহাশয়কে বসিতে বলিয়া বলিলেম।

"দারোগা মহাশয় আপনার সহিত একটা গোপনে কথা আছে"

"কি কথা বলুন"

"বল্‌ছি কি ও মেয়ে মানুষটা বেশ যে, ওকে কর্‌বেন কি?"

"আমিও তাই ভাবছিলেম"

"একটা কায করলে হয়না"

"কি কায?"

"কোন রকমে পুরুষটাকে কয়েদ করে মাগীকে বাড়ী ফিরিয়ে দিলে হয় না? মাগী তাহা হলেই একা পড়্‌বে"

"ক্ষতি কি, কিন্তু আমি নিজে ওদের বিষয়ে কিছু করতে পারিনে, যাহোক যাহাতে স্ত্রীলোকটা খালাস পায় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করবো, আর শর্ম্মা চেষ্টা কর্‌লে যে সফল হয়না এমনতো বোধ হয়না, আমি এখন চল্লাম, আপনি কাল সকালে একবার থানায় যাবেন"

"আমার আবার থানায় যেতে হবে?"

"হবেনা"

"কেন?"

"আপনি এ বিষয়ের প্রধান ব্যক্তি আপনি না গেলে কি কোন কায হয়"

দারোগা মহাশয়, পুলিসের কর্ম্মচারীরা, স্ত্রী পুরুষ, হলধর চৌকিদার, প্রভৃতি সকলে থানার অভিমুখে চলিলেন। নায়েব মহাশয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া হরনাথকে বলিলেন।

"হরনাথ বাপু বেটার আক্কেলটা দেখলে এত প্রণয় এত ভাব সব মৌখিক অনায়াসে আমার নিকট ঘুস চেয়ে গেল"

"আপনি সব জেনে শুনে এমন কথা বলেন এ ভারি আশ্চর্য্য, ওরা হলো পুলিসের লোক, বাপের কুপুত্র, কারে পেলে আপনার বাপকে পর্য্যন্ত ছেড়ে কথা কয় না, আপনার সঙ্গে দুদিনের আলাপ। ওদের কি চক্ষুলজ্জা আছে তাই আপনার নিকট ঘুস নিতে লজ্জা করবে। আপনি যেমন ভাল লোক অপর সকলকেই সেইরূপ ভাল ভাবেন। যাহোক এখন

ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় করুন”

“আমিত তাই ভাবছি, যখন আপন মুখে ঘুসের কথা বলে গেছে তখন যে অল্প টাকায় সন্তুষ্ট হয় এমন বোধ হয় না। বেটারা আমার সর্ব্বনাশ করে গেছে, সব নষ্ট করে গেছে, আবার সমুদয় না কিন্‌লে চলবেনা এত টাকাই বা কোথা থেকে পাই। এদিকেত চার পাঁচ মাস মাইনে পায় নি, বাবুকে চার পাঁচ বার চিঠি লিখলাম ত রত একখানারও জবাব দিলেন না কোনদিকেত একপয়সাও আদায় হয় না, ঢিটু পাঁড়ে এখন থাকলে প্রজা বেটাদের কাছে থেকে দু পাঁচ টাকা আন্‌তে পারতো, আচ্ছা তোমার আঁচটা কি, দারোগা মহাশয় কত টাকা আঁচ করেন।”

“আমার বোধ হয় তিনি দুই একশ টাকায় ঘাড় পাতবেন না।”

“কি বল্‌লে তিনি দুই একশ টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হবেন না?”

“আমারত এমনি বোধ হয় চারপাঁচশ টাকার কম তিনি যে রাজি হন এমন বোধ হয় না।”

“বাপু এবারেই আমি ধনে প্রাণে গেলেম, কোথা থেকে এত টাকা দেব তাই ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে গেল”

“মহাশয় আর ভাব্‌লে কি হবে, এখন যাতে এবিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারেন তারি চেষ্টা দেখুন। আচ্ছা মহাশয় ঐ যে ব্রাহ্মণঠাকুরটী আপনার কাছে প্রত্যহ আনাগোনা করেন তাঁরে বল্লে কোন উপায় হয় না?”

“বাপু বামণঠাকুরেরত আমার উপর বেশ বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেদিনকের রাত্রের ব্যাপারটার পর যদুপতি আমার উপর ভারি রাগ করেছে, বেটা যেন কেউটে সাপের মত গজরাতে লাগল?”

“মহাশয় আপনার নিজের দোষেই আপনি আপনার সর্ব্বনাশ ডেকে আনেন, কোথায় প্রতিবাসী সকলের সঙ্গে সদ্ভাবে চলবেন, না সকলের সঙ্গে বিবাদ”

“বাপু আর কাটা ঘায়ে লুনের ছিটে দিওনা, যাহোক এখন সন্ধ্যা হল যাই সন্ধ্যা আহ্নিক করা যাক্‌গে”

ক্রমে সন্ধ্যাগত হইল। গগণ মণ্ডল ও ভূতল অন্ধকার আবরণে আবৃত হইল। রাত্রে দুষ্ট লোকে তাঁহার সম্মুখে দুষ্ক্রিয়া করিবে ভাবিয়া সূর্য্যদেব দ্রুতগমনে লুক্কায়িত হইলেন। ক্রমে নভোমণ্ডলে দুই একটী তারা প্রকাশ পাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন গগণ প্রাঙ্গণের অন্ধকার দূর করিবার মানসে জগৎপাতা দুইএকটী দীপ জ্বালিয়া দিলেন। পদ্মা গঙ্গার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। হিমালয় পরিত্যাগ করণাবধি নিজ স্বামী—শিরভূষণ—চন্দ্রকে বস্ত্রে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনে২ এই আশা ছিল যে, চন্দ্রশেখর, শিরভূষণ প্রাপ্তির আশয়ে তাঁহার নিকট আসিবেন কিন্তু এক্ষণে সে আশায় বঞ্চিতা হইয়া ক্রোধভরে নিশানাথকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চন্দ্র বহুকাল অবমানিতের ন্যায় পদ্মার ক্রোড়ে থাকিয়া

জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় মুক্ত হইয়া দিগুণ শোভাধারণ করিয়া মৃদুগতিতে আকাশে উদিত হইলেন ও আরক্তিম নয়নে পদ্মার উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কাঞ্চন কখন নিভৃত স্থলে থাকিলে শোভনীয় হয় না, সুন্দরী রমণীর বস্ত্রাবৃত থাকিলেও রমণীর শোভা বর্দ্ধন করেনা, চন্দ্র এতকাল পদ্মার বস্ত্রাবৃত থাকিয়া নিজে ম্রিয়মান ছিলেন, পদ্মারও কোন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন নাই, এক্ষণে পদ্মার মলিন বদনে চন্দ্ররশ্মি পতিত হওয়াতে তাহা একরূপ নিরূপম সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হইল। পদ্মা ভাবিলেন যখন শশী ভবানীপতিরই শিরভূষণ তখন বোধ হয় তিনি অলক্ষিত ভাবে আসিয়া শিরভূষণ বিকাশ দ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছেন এই ভাবিয়া তিনি মলিন বদনেও হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রোড় মধ্য দিয়া নাবিকেরা নৌকা বহন করিয়া যাইতেছে, বোধ হইল যেন তাঁহার হাস্য লহরি খেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ভিন্নভাব ধারণ করিল। কি ভাবিয়া চন্দ্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, গগণ মণ্ডল পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। হঠাৎ জোর বায়ু বহিতে লাগিল,ক্রমে বিষম ঝটিকা উপস্থিত হইল। পদ্মার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইল। সহস্র হিল্লোলে পদ্মার জল বিলোড়িত হইতে লাগিল, নাবিকেরা সামাল সামাল করিয়া নৌকা সব তীরে আনয়ন করিতে লাগিল। চারিদিকে অন্ধকার, টস্ টস করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ক্রমে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। চারিদিকে অন্ধকার মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত ক্রীড়া করিতে লাগিল। গগণ যেন মেঘ গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। এই বিপদ সময়ে পাঠক ! দেখ এক খানি নৌকায় একটী আলো জ্বলিতেছে। নৌকা দ্রুত বেগে, অসহায় ভাবে, যদৃচ্ছা রূপে তীরাভিমুখে আসিতে লাগিল, তাহার গতির সহিত বাষ্পীয় শকটের গতির তুলনা হয় না। নৌকা হইতে একটী অল্প বয়স্ক ব্যক্তির ক্রন্দন ধ্বনি তীর পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল। নৌকায় আর কেহই নাই—বোধ হইতেছে ওটী বালক চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল, অমনি জল মগ্ন হইয়া গেল। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা গেল সেটী বালক—নৌকার সঙ্গে জলমগ্ন হইল। বালক কি এত অল্পবয়সে মানব লীলা সম্বরণ জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ? সেই দুস্তার মধ্যে কেহই কি ছিলনা যে তাহার প্রাণ রক্ষা করে। বালকটী যথার্থই মাতৃ ক্রোড় শূন্য করিয়া, পিতার হৃদয়ে নিদারুণ ছুরিকাঘাত করিয়া, নবীন বয়সে, দুস্তর জলগর্ভে, বিদেশে, বন্ধুবিহীন, আত্মীয় সজনের মুখ না দেখিয়া মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইল ? কালের কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া নাই ? নৌকা জলমগ্ন হইবার অব্যবহিত পরেই এক ব্যক্তি আসিয়া জলে লম্ফ প্রদান করিল। যে স্থানে বালকের অনুচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শেষ হইয়াছিল আগন্তুক সেইখানেই জল প্রবেশ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই বালকটীর মধ্যদেশ

ধারণ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল, বালক মৃত প্রায়। আগন্তুক দ্রুত বেগে কুটীরদিগে ধাবমান হইলেন, কিঞ্চিৎদূর যাইয়া তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। একে রাত্র কাল, তাহাতে রজনী ঘোর অন্ধকার, দিগ্‌নির্ণয় করা কঠিন, জলমগ্ন দ্বারায় বালটীর উদরে জল প্রবেশ করাতে তাহার দেহ অধিক ভারি হইয়াছিল, সুতরাং সেই বন্ধুর পথ দিয়া এই ভার বহন করিয়া দৌড়ান বড় সহজ ব্যাপার নহে। আগন্তুক কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া পুনর্ব্বার দৌড়িতে লাগিলেন, এবারে কৃতকার্য্য হইলেন, একেবারে কুটীর দ্বারে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দুই তিনবার দ্বার খুলিবার জন্য কুটীস্থ লোকদিগকে ডাকিলেন উত্তর না পাইয়া এক পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিলেন ও নায়েব মহাশয়ের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, নায়েব মহাশয়ও সচকিত ভাবে দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিলেন। আগন্তুক কহিলেন।

"আমি পদ্মার ধারে গিয়াছিলাম গিয়া দেখি এই বালকটী এক খানি নৌকার সহিত জলমগ্ন হইল আমি তখনি জলে পড়িয়া ইহাকে উদ্ধার করিয়া এখানে আনিয়াছি—ভাল করে সেবা কর বোধ হয় এখনও জীবিত আছে"

এই বলিয়া বালকটীকে আস্তে আস্তে রাখিয়া একলম্ফে চলিয়া গেলেন। পাঠক! আগন্তুক আর কেহই নহে তোমাদের চিরপরিচিত সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর।

রাত্র প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব পুনরায় পূর্ব্বদিগে উত্থিত হইয়াছেন। বালক চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল। নায়েব মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর বালকটীর নিকটে যাইলেন। বালকের চক্ষুদিয়া অবিরত জলধারা পড়িতেছে। নায়েব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বাপু তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে আমার নাম বিনোদ"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"জানিনা"

"তোমার পিতার নাম কি?"

"জানিনা"

"তোমার পিতা মাতা আছেন?"

"জানিনা"

"তুমি এখন কোথা থেকে আস্‌ছ"

"আমি ঢাকায় একজন ভদ্র লোকের নিকট ছিলাম, তাঁহার বাড়ী কলিকাতার নিকট কোন গ্রামে, তিনি ছুটী লইয়া বাড়ি আস্‌ছিলেন সঙ্গে একজন চাকর আমি ও একজন দাসী ছিল। বাবুর ব্যায়রাম হওয়াতে তিনি বাড়ি যাচ্ছিলেন, পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, দাসীও উলাউঠা রোগে মরিয়া গেছে, আমি চাকরের সঙ্গে বাবুর বাড়ি আস্‌ছিলাম। কালরাত্রে পদ্মায় ঝড় হওয়াতে মাঝিরা ও সেই চাকর নৌকা ডোব ডোব হয় দেখিয়া জলে ঝাঁপদিয়া পড়িল আমি একা রহিলাম,—তারপর আর জানিনে এখানে আছি"

"আচ্ছা বাপু তোমার বাবুর মুখে তোমার বিষয় কিছু শোনোনি?"

"আজ্ঞে না—তিনি এই মাত্র বল্‌তেন যে তোমার বাপ মা ভ রি নিষ্ঠুর তোমাকে আমার নিকট রাখিয়া যাবার সময় বলে গেলেন যে শীঘ্র তোমাকে লইয়া যাবেন কিন্তু আট বছর হলো তোমার কোন খোঁজ নিলেন না"

"বাপু তুমি আমার কাছে থাক আমারত আর ছেলে পুলে কেউ নেয় যাআছে সবই তোমার থাকৃবে।"

"আমাকে দয়া করে এমন লোকত কেউ দেখতে পাইনে—তা আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে রাখেন আপনার নিকটেই থাকৃব আমার কিন্তু একটী ইচ্ছে আছে"

"কি"

"আমি কার ছেলে? আমার বাড়ি কোথায়? আমার বাপ মা আছে কি না? এসব জানতে ইচ্ছা আছে। আপনি আমার বাপ হইলেন যদি অনুগ্রহ করে এসব অনুসন্ধান করেন তা হলে বড় ভাল হয়"

"আচ্ছা তুমি এখানে থাক আমি ক্রমে ক্রমে সব অনুসন্ধান করবো।"

নায়েব মহাশয় কাছারি গৃহে যাইয়া বসিলেন হরনাথও আসিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বস্ত্রের ভিতর হইতে এক খানি পুরাতন "জামিয়ার' বাহির করিয়া নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া বলিল।

"দারোগা মহাশয় আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁর ছয় শত টাকার আবশ্যক হইয়াছে, এই জামিয়ার খানি রাখিয়া ছয়শত টাকা দিতে বলিলেন"

নায়েব মহাশয় ও হরনাথ মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। নায়েব মহাশয় অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন।

"আমি এত টাকা কোথায় পাব? তুমি শাল খানা রেখে যাও আমি আহারাদি করিরা থানায় যাইতেছি"

"যে আজ্ঞে"

বলিয়া দারোগা মহাশয়ের লোকটী চলিয়া গেল। নায়েব মহাশর বলিলেন।

"হরনাথ! বেটার হারামজাদ্‌কি দেখলে একখানা ছেঁড়া শাল রেখে ছশ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।"

"মশায় ওকি আর শাল বাঁধা দেওয়া—তিনি সেই ঘুসের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন আপনি এটা আর বুঝতে পাল্লেননা"

"না বাপু আমি অতশত বুঝতে পারি নে যাহোক এখন উপায়?"

"তাইত"

"টাকা দিতেই হবে?"

"তা আর একবার বলছেন"

"তা এখন এত টাকা কোথায় পাই"

"আপনিই বুঝুন"

"বুঝবো আর আমার মাথামুণ্ডু—বেটা যে পাজি সেকি একপয়সা কম হলে নেবে। যাহোক এইবারেই আমার দফা রফা হলো—ভেবে ছিলাম একটী দালান করবো আর আসছে বছর "মা" কে নিয়ে আসৃব আমার এমনি কপাল—যে কোথাথেকে একটা বিপদ উপস্থিত। এখন সব মাথায়

রইল এ বিপদ হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি। বেটা এখন এই ছুশ টাকা নিয়ে ক্ষান্ত হলে বাঁচি আবার না কোন একটা ফন্দি বার করে আর কিছু নেয়।"

"আবার কি ফন্দি বার কর্‌বে"

"নাহে বাপু ও বেটাদের অসাধ্য কায নেয়"

নায়েব মহাশয় আহারাদি করিয়া হরনাথকে সঙ্গে করিয়া থানায় গমনোদ্যত হইলে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল

"আপনারা কোথায় যাবেন?"

"আমরা থানায় যাব"

"আমিও যাব"

"তুমি ছেলে মানুষ কোথা যাবে?"

"একা থাকতে মনটা কেমন করে তাই বলি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে বেড়িয়ে আসি"

"আচ্ছা এস। তুমি হেঁটে যেতে পার বেতো"

"তা পারবো"

তিনজনে থানায় গেলেন। দারোগা মহাশয় তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক বসাইলেন। নায়েব মহাশয় দারোগা মহাশয়ের হস্তে চারিশত টাকার নোটের তাড়াটি দিয়ে আস্তে আস্তে বলিলেন

"মহাশয় আমার কাছে আর অধিক ছিলনা এতেই সন্তুষ্ট হতে হবে"

"আবার দুশ কম"

"তা মহাশয় কি করবো সর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে এই টাকা নিয়ে এসিছি"

"আচ্ছা তবে দিন, শাল খানা রেখেছেন কি?"

"না হরনাথ শালখানা নিয়ে এসেচেন"

হরনাথ শালখানি বাহির করিয়া দিলেন। দারোগা থানার একজন চাকরের হস্তে দিয়া তাকাম দিতে বলিলেন।

দারোগা মহাশয় তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মহাশয় এ বালকটী কে?"

"কাল রাত্রে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর ইহাকে কুটীতে লইয়া আসেন। পদ্মায় এবালকটীর নৌকা ডুবি হয় সন্ন্যাসী ইহার প্রাণ রক্ষা করেন"

সন্ন্যাসী ঠাকুর যে সর্ব্বঘটেই আছেন"।

"সত্য কথা—যেখানে কোন কায হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই খানেই উপস্থিত থাকেন। আপনার এখানে তাঁর পদার্পণ হয়ে থাকে কি"?

"হয় বয় কি! কোন কোন দিন রাত্র দুপ্রহরের কোন দিন সন্ধ্যার সময় কোন দিন রাত্র শেষে তাঁহাকে দেখতে পাই। যাহোক তিনি এক জন আশ্চর্য্য লোক। কোথায় থাকেন কোথায় খান কিছুই ঠিকানা নাই, সাহস বল বিক্রম বড় সামান্য নয়, দয়া আছে, ধর্ম্ম জ্ঞান আছে। এত অল্প বয়সে ইনি কি কারণে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিলেন বলিতে পারি না"

"আমিত তাই ভাবি। সন্ন্যাসীকে যেন কোথায় দেখেছি এমন বোধ হয় এক এক বার মনে করি তাঁহার নিকটে তাঁহার জীবনোপাখ্যান জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তিনি চকিতের ন্যায় আসেন আর চকিতের ন্যায় যান কাযেই তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় না"

"এ বালকটীকে কি করিবেন"

"আমার নিকটেই রাখবো"

"একে কি পালিত পুত্ররূপে রাখবেন"

"এম্‌নিত ইচ্ছে, তা জগদীশ্বরের যেমন মর্জ্জি।"

"এ উত্তম পরামর্শ হয়েছে, আপনারত আর সন্তানাদি হলোনা তা এবালকটীকে সন্তান স্বরূপ রাখুন"

দারোগা মহাশয় সকল লোকের এজেহার লিখিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে নায়েব মহাশয়ের, পরে হরনাথের, তৎপরে হলধরের শেষে গৃহস্থ ও গৃহিণীর এজাহার লওয়া হইল। গৃহিণী বালটীকে দেখিয়া কিছু অস্থিরা হইলেন, বদন ম্লান হইল, চক্ষু দিয়া দুই একবিন্দু বারি নিস্থত হইল। বালক ব্যতিরেকে অপর কেহই তাহা দেখিতে পাইলনা। দারোগা মহাশয় হলধর ও গৃহস্থ গৃহিণীকে কুমার-খালি চালানের হুকুম দিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত কুঠিরদিগে চলিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে, দারোগা মহাশয়, হলধর চৌকিদার, গৃহস্থ গৃহিণী ও নায়েব মহাশয় সকলে কুমারখালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। থানা হইতে কুমারখালি প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে উত্তর পূর্ব্বদিগে। বেলা ১০ টার সময় যাইয়া তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইল। কুমারখালি গড়ুইনদীর তীরে। গড়ুই পদ্মার শাখা। "ইষ্টবেঙ্গল রেইলওয়ের" ষ্টেসন কুষ্টিয়া হইতে কয়েক ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তর দিগে। কুমারখালির পশ্চিম উত্তর দিগে পদ্মানদী। আখ্যায়িকার কালে ইহা পাবনার অধিন ছিল, এক্ষণে নদিয়ার অন্তর্গত হইয়াছে। কুমারখালি একটী সামান্য নগর। এই নগরে অধিকাংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও তেলির বসতি আছে। অনেক গুলি তেলি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী, অনেকের কলিকাতায় আড়ত আছে। নিজ কুমারখালির পথ গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কতকগুলি পথ পাকা। গ্রামের ভিতরের পথগুলি কাঁচা। এখানে চাউল তামাক ঘৃত সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। এখানে একজন আসিষ্টাণ্ট. মাজিষ্ট্রেট একজন মুনসেফ আছেন। একটী ডাক ঘর একটী ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটী বঙ্গ বিদ্যালয় আছে। ইংরাজি বিদ্যালয়টী উচ্চশ্রেণীর। প্রবেশিকা পরিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। খাদ্যদ্রব্য সমস্ত সুলভ ও সকল সময়েই পাওয়া যাইয়া থাকে।

দারোগা মহাশয় আহারাদি করিয়া কাছারিতে যাইলেন, হলধরের ও গৃহস্থের তিন মাস মেয়াদ হুকুম হইল, গৃহিণী বেকসুর খালাস পাইলেন। দারোগা মহাশয়ের প্রতি অন্যান্য চোর ধরিবার হুকুম হইল। গৃহিণী মৃতপ্রায় বাটী ফিরিয়া আসিলেন। নায়েব মহাশয়ও থানায় প্রত্যাগত হইলেন। দারোগা মহাশয়ের সে রাত্রে কুটীতে নিমন্ত্রণ হইল।

ভয়ানক অত্যাচার।

কাছারিতে অদ্যরাত্রে ভারিধুম। নায়েব মহাশয় বেকসুর খালাস পাইয়াছেন, গৃহস্থ কয়েদ হইয়াছে অথচ গৃহিণী বাটী প্রত্যাগত হইয়াছেন। নায়েব মহাশয়ের মহা আনন্দ। আহারাদির আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্র হইলে গোপনে "রকমওয়ারি" চলিতে লাগিল। দারোগা মহাশয় কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"নায়েব মহাশয় মেয়ে মানুষটাকে আপনার কি রকম বোধ হয় ?"

"ওর যে লজ্জা আমিত কিছুই বুঝতে পারলেম না। যাহোক একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে কোন সুবিধা করতে পারি কি না"

"আমার বোধ হয় একটু চেষ্টা কল্লেই হতে পারে। টাকার লোভ দেখালে কত সতী সাবিত্রী পর্য্যন্ত ভুলে যায়, তা ও একজন গরিব লোক"

"আমার সেরূপ বোধ হয় না, ওর যে প্রকার রকম সকম তাতে শুষ্ক টাকার লোভ দেখালেই যে ভুলবে এরূপ সম্ভব নয়—কোন কৌশল না করলে হঠাৎ কৃতকার্য্য হইতে পারা যাবে না'

"কৌশল আবার কি ?"

"এমন একটা উপায় করতে হবে-যাতে ওকে আপনাদের কায়দায় নিয়ে এসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারা যায়"

"এখানে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে'

"আমিত তাই ভাবছি"

"আচ্ছা মাগিকে ধরে আন্‌লে হয় না ?

"কোন গোল হবে না ?"

"সে ভার আমার"

"আচ্ছা তবে তাই করুন, কিন্তু দেখবেন যেন অন্য কেউ এর বিন্দুবিসর্গ টের না পায়।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি সব এমনি ঠিক করবো যে কেহই এর কিছুই জানতে পারবে না"

"দেখবেন"

"ভাল"

দুরাত্মা দারোগা নিরীহ রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কি উপায়ে গৃহিণীকে কাছারিতে আনিবে তাহারই চিন্তায় মগ্ন হইল। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া শেষ এই স্থিরীকৃত হইল যে, এক জন চৌকিদারকে গৃহস্থের বাটীতে পাঠান যাক্ চৌকিদার কোন কৌশল করিয়া গৃহিণীকে আনিতে চেষ্টা করে তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিবে।

চৌকিদার আজ্ঞামত কার্য্য করিল। "দারোগা মহাশয় তোমার স্বামীর বিষয় কোন সৎ পরামর্শ দিবেন" এই ছলনা দ্বারা গৃহিণীকে কুঠিতে আনিবার জন্য চৌকিদার তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল। গৃহিণী প্রথমে তাহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু পরিশেষে ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততায় বিমোহিতা হইয়া, পতি প্রাণগতা সরলা কামিনী সেই নিশীথ কালে একাকিনী চৌকিদারের সহিত কুঠিতে আসিলেন। তিনি যদি একবারও জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশের

জন্য নায়েব ও দারোগা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহাহইলে তিনি কখনই সেই দুঃখ রজনীতে কুঠিতে আসিতেন না। রমণী চির দুঃখিনী, এককালে সকলের আদরের সামগ্রী থাকিয়া এক্ষণে দুর্দ্দশার করাল গ্রাসে পতিতা হইয়াছেন, যাহার আশ্রয়ে, যাহার জন্য, যাহার উপরে সমস্ত নির্ভর করিয়া তিনি সেই জনহীন প্রান্তর মধ্যে বাস করিয়াও সহস্র দাস দাসী পরিবেষ্টিত, সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি পরিস্থিতা, সৌভাগ্যদোলায় দোলায়মানা মনে করিতেন, অদ্য সেই প্রাণোপম প্রিয়তম ব্যক্তি তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন। যখন তাঁহার স্বামীর প্রতি এই কঠোর রাজাজ্ঞা প্রদত্ত হয় গৃহিণী সেই সময় কাছারিতে ছিলেন। সেই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণমাত্র তিনি চেতনা বিহীন হইয়া পড়েন। অনেক শুশ্রুষা দ্বারায় তাঁহার চেতনা হয়। সেই অবধি তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিরূপে সংসার নির্ব্বাহ হবে, স্বামী কারাগারে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, আমার অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইবে, আমি কিরূপে একাকিনী ঘরে থাকিব ইত্যাকার ভাবনায় গৃহিণীর মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছিল। যখন দুরাত্মা দারোগা প্রেরিত প্রেম-দূত তাঁহার বাটীতে গেল তখন রাত্র প্রায় দশ ঘটিকা। গৃহিণী সন্ধ্যাকালে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ভীত মনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতেছিলেন। নয়নবারি নয়নে, গণ্ডে, পরিশেষে হৃদয়ে স্থান না পাইয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আগমন করিতেছিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার সেই অনুপম চক্ষুদুটী স্ফীত হইয়াছিল। নানা প্রকার ভাবনায় তিনি এরূপ অস্থিরা হইয়াছিলেন যে, তিনি কোথায় আছেন কিছুই জ্ঞান ছিল না। দিবসের ঘটনাবলী যেন সপ্নের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিপথে আসিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন মাজিষ্ট্রেট সাহেব হয়ত তাঁহার স্বামীকে কারামোচন করিয়া দিবেন, অদ্য অধিক রাত্র হইল বলিয়া আসিতে পারেন নাই কাল নিশ্চয়ই আসিবেন। আহা! অবলা সরলা যদি জানিতেন যে রাজদ্বারে কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার হইয়া থাকে, বিচারকেরা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কিরূপ সর্ব্বদা প্রতারিত হন, তাহা হইলে কখনই এরূপ বৃথা আশায় মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেন না। চৌকিদার যাইয়া তাঁহাকে ডাকিল, দুইবার, তিনবার ডাকিল তথাপি গৃহিণীর উত্তর নাই। নির্ব্বোধ চৌকিদার! তুমি যদি একবার জানিতে কাহাকে ডাকিতেছ, কি জন্য ডাকিতেছ, তাহা হইলে তুমি বার বার এরূপ চিৎকার করিতে না। গৃহিণী চৌকিদারের আহ্বানে কর্ণপাত করিলেন না। চৌকিদার যমদূত স্বরূপ, যমদূত অপেক্ষাও নির্দ্দয়। গৃহিণী তোমার কর্ণ বধির হইয়া যাক্ তুমি যেন পাপাত্মার পাপ বাক্য শ্রবণ করিতে না পাও। তোমার চক্ষু যেন কিছু দেখিতে না পায়। বার বার চিৎকারের

পর গৃহিণীর সংজ্ঞা হইল সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। একমনে চৌকিদারের চিৎকার শুনিতে লাগিলেন, ভাবিলেন বুঝি তাঁহার স্বামী বাটী আসিয়াছেন, গদ গদ চিত্তে যাইয়া দ্বার মোচন করিলেন। মরীচিকা ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চৌকিদারকে সম্মুখে দেখিয়া একেবারে বিসাদে মগ্না হইলেন। চৌকিদার পুলিসের লোক, সহসা তাহার সহিত কোন কথা না কহিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পাছে আবার কোন বিপদ ঘটে—এই ভাবনায় তিনি দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যখন চৌকিদার বলিল দারোগা মহাশয় তোমার স্বামীর জন্য কোন সদুপায় করিবেন, তখন তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, পাগলিনীর ন্যায় হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেননা গৃহের দ্বার রুদ্ধও করিলেন না। যাইতে যাইতে মনে মনে কত আশা করিতে লাগিলেন, কতবার দারোগা মহাশয়কে ধন্যবাদ করিলেন, কত দেবতার কাছে "পূজা" মানিলেন, ক্রমে তাহারা কাছারি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিণী জালে বদ্ধ হইল--এক্ষণে নিষ্ঠুর ব্যাধ আসিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেই হয়। গৃহিণীকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে রাখিয়া চৌকিদার চলিয়া গেল। গৃহটী কাছারিবাড়ীর প্রান্তভাগে, সেখানে প্রায় লোকজনের সমাগম ছিলনা। হরনাথ ডাকাতির রাত্রে এই গৃহে বদ্ধ ছিলেন। নায়েব মহাশয়ের আজ্ঞায় গৃহটীর অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল "পোয়ালের" পরিবর্ত্তে একখানি চিক্কণ গালিচা আনিয়া বিস্তার করা হইয়াছিল। একটী সেজে একটী বাতি জ্বলিতেছিল। ঘরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র দুই তিনটি লোক ভিন্ন অপর কেহই বসিতে পারে না। গৃহিণী অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, প্রায় এক ঘণ্টার পরে দারোগা মহাশয় ও নায়েব মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। উভয়েই উম্মত্ত সুরাপানে উভয়ের নয়ন আরক্তিম--একে সুরা, তাহাতে সুন্দরী রমণীর সহিত সহবাস-আশা, দুরাত্মারা উন্মত্ত হইবে আশ্চর্য্য কি। দুইজনে গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বার রুদ্ধ করিল। রমণীর শিরে বজ্রাঘাত হইল। রমণী তটস্থ হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, অনর্গল ভাবে অশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর নায়েব যাইয়া গৃহিণীর হস্ত ধারণ করিল, গৃহিণীর বক্ষে শেল বিদীর্ণ হইল। অবলা সরলা কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায়, যাদু বিমোহিতের ন্যায় আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলেন, গৃহিণীর মুখে কথা নাই, কেবল চক্ষুদিয়া বারি ধারা পড়িতেছে ও সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। দারোগা যাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, দুরাত্মা নায়েব তাঁহার অবগুণ্ঠন মোচন করিল। তখনও গৃহিণীর সংজ্ঞা নাই গৃহিণী কি ভাবিতেছিলেন? দুরাত্মারা মত্ত হইয়াযেমন

তাঁহার হৃদয় স্থিত অমূল্য ধন অপহরণ করিতে যাইবে, অমনি তাঁহার জ্ঞান হইল, চিৎকার করিয়া উঠিলেন, দূরে পদধ্বনি হইল, কে আসিয়া

"পাপাত্মারা দোর খোল"

বলিয়া দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল। সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। দুরাত্মারা রমণীর হস্ত ত্যাগ করিয়া উভয়ে স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিল, রমণী পরিত্রাণ পাইল কিন্তু চেতনা বিহীন হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী গভীর স্বরে বলিল।

"পাপাত্মা নায়েব তুই কতশত সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া শেষে আপন রক্ত পান করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, নরাধম তোর দিগবিদিক্ জ্ঞান নাই, চাহিয়া দেখ এ রমণী কে? চিনিতে পারিয়াছিস, এ অবলা, কে? আমি না আসিলে তুই কি দুষ্ক্রিয়াই করিয়া বসিতিস্"।

সন্ন্যাসী রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া পলায়ন করিল দারোগা মহাশয় ও নায়েব মহাশয় অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আস্তেং কাছারি গৃহে গমন করিলেন।

সমর শায়িনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম গর্ভ পরিচ্ছেদ।

"মানস মুপৈতি কেয়ং চিত্রগতারাজহংসীব।"

আহা কি মনোহর চিত্রপট! এরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি কখন কাহারও নয়নাদর্শে বিম্বিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, এ প্রতিরূপ, কল্পিত, না প্রকৃত, তাহা স্থির করা সহজ নহে, আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচন দ্বয়; অলৌকিক সুগঠিত ভুজ; চরণ; অঙ্গুলি নিকর; অসাধারণ মনোহর আননশোভা; হেম-চম্পক-বিজয়ী বর্ণ; লোভনীয় যৌবনশ্রী সন্দর্শন করিলে সহসা কোন সুরসিক শিল্পীর পরিকল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু রসজ্ঞ চিত্র বিজ্ঞানবিদ্গণের এরূপ ভ্রম সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যের কল্পনা এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুসম্পন্ন হইতে পারে না। শারদীয়-চন্দ্র-শোভা, বাসন্তি-কুসুম-বিলাস, মন্দ মলয়ানিল-হিল্লোল, নৈদাঘ-দিবস-পরিণাম, মকরন্দ-মধুরিমা, যাঁহার কল্পনা সম্ভূত, এই অপূর্ব্ব রূপও তাঁহারই সঙ্কল্পরচিত। বস্তুতঃ ইহা বিধাতার মানস সরোবরের স্বর্ণ-কমল বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন, নম্রতা, উদারতা, মধুরালাপ, পবিত্রপ্রেম—ভাব, ও বিদ্যা প্রভৃতি নানা গুণই মনোহারিতার কারণ, আকৃতি, চিত্ত-দ্রাবিতার তাদৃশ উপকরণ নহে।

কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, আকৃতি যেরূপ প্রেমিকের সুকুমার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, এরূপ কখনই অন্যান্য গুণের ক্ষমতা নাই। ইতর সাধারণের কথা যাহাই হউক-পৃথিবীর প্রভাবশালী প্রধান প্রধান উন্নত লোকেরা প্রায়ই রূপের পক্ষপাতী। প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার শতশত

দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ভারতবর্ষীয় কবিগণ পুরাকাল হইতে বর্ণন করিয়া আসিতেছেন, রবির সহিত নলিনীর চির-প্রণয় যোজিত আছে। রবি কি কখন পদ্মিনীর মধু-রসাস্বাদন বা শরীরের কোমলতা ও বিলাস কোনরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন? পদ্মিনীই কি রবির উত্তাপ ভিন্ন আর কোন গুণের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? কখনই নহে। তবে তাহাদের প্রেম সংঘটিত হইল কেন? যাঁহাদের প্রকৃত হৃদয় আছে, তাঁহারা আকৃতিতেই সমুদয় মনের ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কথা বলিবার প্রয়োজন কি? লোচনের ভাবভঙ্গি কি মন জানিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে? যে চিত্রপট দ্বারা আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মনের সমুদয় ভাব, প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া যে হৃদয়ান্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হইবে আশ্চর্য্য নহে। এই চিত্রপটখানি কাহার কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য কোনব্যক্তির কৌতূহল জন্মাক আর নাই জন্মাক, কোন্ কামিনীর রূপ চিত্রিত, তাহার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বোধ করি অনেকেরই ব্যগ্রতা হইতে পারে, এ বিষয় পরে প্রকাশ্য। এই চিত্রগতা কামিনীর রূপ লইয়া চারিজন রসিক পুরুষ যে আন্দোলন ও কথোপকথন করিতেছেন তাহাই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে।

এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ের একতম সম্রাট আরঙ্গজীব, আর তিন জন তাঁহার প্রিয়-বয়স্য, এক জনের নাম মীর হুসেন, অন্য জনের নাম, রোশন আলী, অপর ব্যক্তি দেবদাসব্রহ্মা। সম্রাট আরঙ্গজীব ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের পরিচিত। তাঁহার চরিত্র, প্রকৃতি, প্রভাব ও সমৃদ্ধি ইতিহাস পাঠকদিগের অন্তঃকরণে স্পষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট অতিকষ্টে চিত্রপট হইতে নেত্র আকর্ষণ করিয়া একবার চারি দিক্ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।

"এ উদ্যান কি মনোহর! একবার অবলোকনমাত্র নয়ন ও মন শীতল হয়। তরু গুল্ম লতারাজির হরিতিমা, নিবিড় পত্রাবলীর সুস্নিগ্ধচ্ছায়া স্থলে, স্থলে হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্র; কুসম সমূহের, সৌরভ ওরূপ-শোভা; বিহঙ্গমগণের সুললিত গান, প্রভৃতির দ্বারা কাহার অন্তঃকরণ না বিমোহিত হয়? আমার পিতা পিতামহগণ অনেক যত্নে ও আয়াসে অনেক রত্ন সংগ্রহ করিয়া এ উদ্যানটী সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই এতকাল ইহার প্রকৃত শোভা ও বিন্যাল সম্পাদিত হয়নাই, অদ্য বিধাতা তাহার সজ্জোপযোগী রত্ন মিলাইয়াছেন,"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

'যদি এ প্রতিরূপ কল্পিত না হয়, যদি যাঁহার প্রতিরূপ-সে গুণবতী জীবিত থাকে, যদি বিধাতা একান্ত প্রতিকূল না হন, যদি অচিরকাল মধ্যে কাল কবলে প্রবিষ্ট না হই—তাহাহইলে একদিন সে বিলাসিনী অবশ্যই এ উদ্যান শোভিনী এবং এ দগ্ধ হৃদয়ানন্দদায়িনী হইবে সন্দেহ নাই।"

আবার চিত্রের দিকে গাঢ় মনোনিবেশ

পূর্ব্বক বন্ধু ত্রয়ের সহিত বিশ্রব্ধভাবে মধুরালাপ করিতে লাগিলেন।

"হুসেন! রোশন! দেবদাস! বলদেখি এ প্রতিরূপখানি তোমাদের নিকট কেমন বোধহয়? সত্য কথা স্পষ্ট বলিতেগেলে কি, তোমরা এরূপ বলিবেনা? যে— "আমাদের মন এ চিত্রগতরূপ দ্বারা হৃত হইয়াছে।"

হুসেন। "মনত সকলের সমান নয়, কেহ সঙ্গীত প্রিয়, কেহবা কাব্যানুরাগী, কাহারওবা চিত্র দর্শনে সমধিক স্পৃহা, আলেখ্য সকলের নিকট তাদৃশ মনোজ্ঞ নহে, বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যায়, চিত্রে এমন কি চিত্ত রঞ্জন হইতে পারে। এচিত্র খানি কোন রূপবতীর অনুকম্পামাত্র, সেই রূপবতী সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে মনোযোগের বিষয় ছিল, সামান্য পটের প্রতি আর কি অধিক মনোনিবেশ করিব। মনে করুন্-কোন আলেখ্য পটে কতকগুলি আহার্য্য পদার্থ চিত্রিত আছে, তাহা দেখিয়া কি আস্বাদনে স্পৃহা জন্মে? যাঁহার ওরূপ বাঞ্ছা হয়, তাঁহার মানসিক বিকৃতি ভিন্ন কিছুইনয়। কোন ব্যক্তি, চিত্রিত কুসুম জানিয়া শুনিয়া তৎ সৌরভ গ্রহণে ব্যাকুল হয়? ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুলোভে মত্ত হইয়া কমল অন্বেষণ পূর্ব্বক ভ্রমণকরে— কিন্তু কখনই ভ্রমবশতঃ চিত্রিত পদ্মে পতিত হয় না—কদাচিৎ পতিত হইলেও— তিলার্দ্ধকাল অবস্থিতি করে না। প্রভু! জানিনা এ আলেখ্য পট কোনগুণে আপনার উদার অন্তঃকরণ গ্রহণ করিয়াছে, যখন এ প্রতিরূপ আপনার অন্তঃপুরিকা গণের কাহারও নয়, তখন এমন কি অসাধারণ রূপবতী হইতে পারে? জগতের সদময় রূপবতী রমণীরত্ন সংগৃহীত হইয়া দিল্লীর অবরোধে রক্ষিত হইয়াছে—এরূপ বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয়না।"

আরঙ্গজীব। "হুসেন! তুমি অত্যন্ত অরসিক, তোমার মত শুষ্ক হৃদয় আর কাহারও নাই, এরূপ রূপলাবণ্য তোমার নয়নে ও মনে স্থান প্রাপ্ত হইলনা? হা মুক্তামালা! তুমি বানরের গলে পতিত হইলে, তোমার কি এই পরিনাম? তোমার হৃদয় এ পর্য্যন্ত তাদৃশ পরিমার্জ্জিত ও কোমল হয় নাই, ইহার সৌন্দর্য্য বিষয় আমি মানবীয় বুদ্ধি ও রসনা দ্বারা কত দূর বর্ণন করিব, তুমি আমার নিকট এত কাল থাকিয়াও এবিষয়ে সামাজিকতা লাভ করিতে পারিলে না।"

দেবদাস। "চিত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা চিত্তবিনোদন করা সহজ ব্যাপার নহে, এ চিত্রখানি বড় অদ্ভুত। চম্পক গৌর বর্ণ কেমন সুন্দর উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহাতে আলোক ও ছায়ার * কেমন নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত অবয়ব সমধরাতলপটে যথা নিবেশিত নিম্নোন্নত প্রতীয় মান হইতেছে। আহা! আরক্তিম অঙ্গুলিনিকরনবনীত সদৃশ কোমল বোধ হয়, পরিচ্ছদ অলঙ্কার ও কেশ বিলাস দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, লোচনে ও আননে মনোগত ভাব, পরিস্ফুটরূপে অনির্ব্বচনীয় রূপে প্রকৃত রূপে মুদ্রন করিয়া চিত্রকর কি অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ

করিয়াছে, আননশ্রী ঈষৎ লজ্জা, সঙ্কোচ, কোন বিষয়ের চিন্তা, ও মনের কিঞ্চিৎ মদন বিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছে কামিনী যে পরম সুন্দরী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু রমণীর রূপ অপেক্ষা চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা অধিক।

"আরঙ্গজীব। কি! অপূর্ব্ব রূপ অপেক্ষা চিত্রকরের প্রশংসা অধিক? তোমার রূপ-রসজ্ঞতা অতি অল্প। এরূপ চিত্রকর দুর্লভ নহে-কিন্তু এরূপ রূপবতী কামিনী অসাধারণ, পৃথিবীর সমস্ত লোকে মুক্তকণ্ঠে বোধ হয় স্বীকার করে যে আমার অন্তঃপুরে এই জঁগতের সমগ্র রূপলাবণ্য সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ রূপবতীর সমাগম কোথায়? চিত্র নৈপুণ্য দ্বারা কি মন প্রফুল্ল হইতে পারে? কোন ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধি বা বিদ্যা কৌশল লক্ষিত হইলে শত শত সাধু বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের শান্তি হইবার নহে, তোমায় স্পষ্ট বলিতেছি উপভোগই শান্তি ও সুখের নিদান। দেবদাস তুমি হিন্দু— নানা গুণে অলঙ্কত হইলেও জাতীয় দোষ হইতে এক কালে বিমুক্ত থাকিতে পার না, হিন্দুরা অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও অসভ্য, ভোগ বিলাসের বিষয় কিছুই অবগত নয়, কেবল কতকগুলি শুষ্কশাস্ত্র শিক্ষা ও আন্দোলন করিয়া সময় যাপন করে। তোমাদের হিন্দুজাতির যে কত দূর সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা তাহা সমুদয় দেব দেবীর রূপ কল্পনাতে প্রকাশ পাইয়াছে- কোনটার চারিহাত, কোনটার দশ হাত; কোনটার পাঁচমুখ, কোনটার বা চারিমুখ, দশমুখ।

সম্রাটের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই রোশন সহাস্য মুখে বলিতে লাগিল;

"রাজেন্দ্র! চিত্রপটস্থ কামিনী দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে বিমোহিত হইয়াছে, এরূপরূপ এজন্মে এ নয়ন গোচর হয় নাই, আপনার অন্তঃপুরে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রধান সুন্দরী দিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে মনোহারিণী, জগদীশ্বরের নিকট আমার শত শত বার এই প্রার্থনা, যে এই কামিনী আপনার প্রণয়িনী হউক।"

আরঙ্গজীব। দীর্ঘনিঃশ্বাস, সহকারে বলিলেন রোশন! এরূপ দিন কি আর হবে?

দেবদাস। স্বগত। "কি আশ্চর্য্য, একটা কাল্পনিক স্ত্রীরূপ দেখিয়া ইঁহাদের অন্তঃকরণ একবারে বিমোহিত হইয়া গেল, অচেতন পদার্থের প্রতি কামপ্রবৃত্তি কি বিস্ময়ের বিষয়, কি লজ্জার বিষয়, বিশেষতঃ একজন ভারতবর্ষাধিপতির এরূপ কাল্পনিক বিষয়ে, এরূপ সামান্য বিষয়ে, এরূপ অনুচিত বিষয়ে, হঠাৎ চিত্ত বিকার কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? কি জঘন্য জাতি! কি জঘন্য জাতি! এ পাপ জাতির সংশ্রব হইতে কবে পরিত্রাণ পাইব? তবে কি না সম্রাট আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তাহাতেই স্থানান্তর গমন করিনা।"

আরঙ্গজীব। "রোশন! তোমার সুরসিকতার পরিচয় পাইলাম, তোমার হৃদয়ে যে প্রেম প্রবল তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। তোমাদের সকলকেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি প্রকৃত উত্তর দিবে, লজ্জা বশতঃ ভাব গোপন করিবে না প্রথম তুমি বল, স্ত্রীলোকের আকৃতি সম্বন্ধে তোমার অভিরুচি কি রূপ?"

রোশন। "প্রভু! আপনার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না—বিশেষ রূপে বলুন।

আরঙ্গজীব। "কামিনীর কিরূপ আকৃতি তোমার মনোজ্ঞ, কেহবা কৃশাঙ্গী ভাল বাসে, কেহ বা স্থূলাঙ্গীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, কাহারও চক্ষেবা—গৌর অপেক্ষা-কৃষ্ণবর্ণ প্রিয় : এইরূপে এতদ্বিষয়ে অনেক অভিরুচি ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, আমি তোমাদের অভিরুচি জানিতে চাই।"

রোশন। "রাজেন্দ্র! যুবতী সুন্দরী হইলে সকল পুরুষেরই নিকট সমান রূপে প্রিয়দর্শন প্রতীয়মান হইয়া থাকে, গোলাপের সুগন্ধ, বীণার সুস্বর, কাহার নিকট অপ্রিয় বোধ হয়? আমার বিষয় এপর্য্যন্ত বলিতে পারি, আপনি যে প্রকার রূপে মুগ্ধ হয়েন, আমার হৃদয়ও তাহাতেই নিশ্চয় বিমোহিত হইবে, এ অন্তঃকরণ আপনকার প্রেম ও অনুগ্রহের সম্পূর্ণ অধীন। ভালবাসার অভিরুচি যে, আপনার অনুকারী ও অনুযায়ী হইবে বলবাহুল্য।"

আরঙ্গজীব। স্বগত। "এব্যক্তি নিজেই নিজ হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ নহে, তোষামোদ ও স্বার্থ সাধন ভিন্ন আর কিছুই অবগত নয়। ফলতঃ সেবাজীবীদিগের স্বাধীন ভাবে আত্মানুসন্ধানের অবকাশ কোথায়?

হুসনের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র হুসেন সহাস্য বদনে বলিতে লাগিল, "রাজেন্দ্র! আপনি আগে আপনার অভিরুচি ব্যক্ত করুন শুনি।"

আরঙ্গজীব। "শুন, আমার অন্তঃকরণে কামিনী সৌন্দর্য্যের যেরূপ সংস্কার ধারণা ছিল, তাহা সম্প্রতি এ আলেখ্য দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এই আলেখ্য-গতা কামিনীর রূপই আমার নিকট স্বভাবের পূর্ণমাত্রা বলিয়া বোধ হইতেছে, আর কিরূপ হইলে ইহা অপেক্ষা প্রিয় দর্শন হয়, তাহা এইক্ষণে আমার কল্পনাও চিন্তার অতীত।"

হুসেন। "মহাত্মন্! আমার অভিরুচি স্বতন্ত্র, যে কামিনীর প্রণয়ে যখন এ হৃদয় মুগ্ধ হয়, তখন তাহারই রূপ আমার পক্ষে যরাপর নাই মনোহর হইয়া দাঁড়ায়,আমার মতে রূপ, প্রেমের অধীন, বস্তুতঃ যাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর রূপ প্রকৃতি সমুদয়ই রমণীয়, আমার মন যে কি দেখিয়া, কোন ব্যক্তির প্রতি প্রথম বিমুগ্ধ হয়, তাহা আমি স্থির করিতে সমর্থ নই। বিমুগ্ধ হইলে-আর কোন ত্রুটি দৃষ্ট হয় না, সমুদয় দোষ গুণে পরিণত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আমার চঞ্চল চক্ষু কখন স্থূলাঙ্গীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে কখন বা কৃশাঙ্গীর উপর পতিত হইয়াছে, অভিলাষ কখন বা প্রৌঢ় বয়সের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এইক্ষণে আমার অভিরুচির যেরূপ অবস্থা তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইবেন এই চিত্রগত-রূপের সহিত সেই রূপ অনেক বিভিন্ন।"

আরঙ্গজীব দেব দাসের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিবামাত্র. দেবদাস কিঞ্চিৎ সলজ্জ-মুখে বলিতে লাগিল :

"রাজেন্দ্র ! আমি এবিষয়ে কখনও চিন্তা করি নাই, এপর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে স্ত্রীর সহিত যথা বিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার প্রেমেই মন নিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। কখন অন্তঃকরণ বিপথগামী হইলে, নানারূপ শাসন প্রয়োগ দ্বারা তাহা প্রকৃত পথে আনয়ন করা উচিত.আমি তদনুসারে মন সর্ব্বদা সহধর্ম্মিণীর প্রতি সংযত রাখিয়াছি, কোন দিন যে কোন পর নারীর রূপে মন বিচলিত হইয়াছে এরূপ স্মরণ হয় না,কাল গুণে পরে কিরূপ ঘটে বলিতে পারিনা.আলাপ নাই, সম্ভাষণ নাই, কোন সম্পর্ক নাই, একবার দৃষ্টিমাত্র কিরূপ প্রেম সঞ্চার হইয়া অনুরাগ পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা আমি অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ আলেখ্য দেখিয়া লোকের অন্তঃকরণ কি রূপে মোহিত ও অনুরাগরত হয় তাহা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর"।

সহসা একটী পরিচারিকা আসিয়া সম্রাটের হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মানা রহিল, সম্রাট পত্র বরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ঈষদ্ধাস্য বিকাশ করিলেন, ক্ষণ কাল পরে বলিলেন" অদ্য নব রাজ্ঞীর আলয়ে নিশাবস্থিতির নিমন্ত্রণ, তৎস্মরণার্থ পত্র আসিয়াছে বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে আমাকে শীঘ্রই সেই প্রনয়িণীর হুজুরে হাজির হইতে হইবে।

এ প্রতিকৃতি কোন্ গুণ বতীর, তাহা জানিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ বড় ব্যাকুল রহিল, তোমরা অতি সত্বর গমন করিয়া সবিশেষ বিবরণ জানাইবে, আমি যথোচিত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি, এই বলিয়া সম্রাট চিত্রপট হস্তে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গমন করিলেন পরিচারিকাও দেবদাস প্রভৃতিরা যথাভিরুচি স্থানে প্রস্থান করিল।

থম পরিচ্ছেদে প্রথম গর্ভ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় গর্ভ পরিচ্ছেদ।

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ংমনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ"

সম্রাট বেশভূষা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরক্ষণে নবরাজ্ঞীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী প্রাণ নাথের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অবলোকন মাত্র স্বকীয় নয়ন, মন, শরীর, ও আলয়, এককালে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। সখীগণের সহিত ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া প্রাণ বল্লভের কর গ্রহণ পূর্ব্বক, অতি মনোহর এক পুষ্প ময় আসনে বসাইলেন, এবং স্বয়ং এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সখীগণকে—সঙ্গে উপবেশন করিতে, পরিচারিকাদিগকে সেবানুষ্ঠান করিতে ইঙ্গিত দ্বারা আদেশ

করিলেন। সখীগণ ইঙ্গিত মাত্র অতি কোমল ভাবে চক্রাকারে উপবেশন করিল। পরিচারিকাগণ গ্রীষ্মকালোচিত উপভোগোপযোগী উপকরণ সকল যোগাইতে লাগিল। কেহ কেহ পুষ্পখচিত তালবৃন্ত, গোলাপজলে আর্দ্র করিয়া বীজন করিতে লাগিল, কেহ কেহবা নানা রূপ সুরভি-সলিল, সূক্ষ্ম পরিচ্ছদে অল্প অল্প প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। নানারূপ পেয় দ্রব্য পরিপূর্ণ পাত্র, অশেষ বিধ ভোজ্য বস্তু পরিপূর্ণ পাত্র, বিবিধ তাম্বুল পূর্ণপাত্র হস্তে করিয়া সেবিকাগণ সম্রাটের অভিলাষ প্রতীক্ষায় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। পুরোভাগে এক অপূর্ব্ব মণিময় প্রদীপ, তৎপার্শ্বে এক নানা রত্ন-মরকত-খচিত-বিশুদ্ধ-হীরকের ধূম্র-পানাধার অবস্থিত আছে।

সম্রাট একবার চারিদিক অবলোকন করিয়া সস্মিত বদনে বলিতে লাগিলেন: "প্রিয়ে—এই বিহার বাটিকার সাজ-সজ্জা, আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমি অনেক বিহার বাটিকাতে গমন করিয়াছি কিন্তু, তুমি যেমন অচ্ছ বিহার বাটিকা সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছ, এরূপ আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই, আহা! সমুদয়ই কুসুম ময়, নানা বর্ণ কুসুম নির্ম্মিত "ঝাড়' সমূহে কেমন সুন্দর-সুস্নিগ্ধ-হরিদ্বর্ণ আলো শোভা পাইতেছে, গৃহের অভ্যন্তর ভাগে আশীর্ব পাদপীঠ এক কালে কুসুম জালে আবৃত রহিয়াছে, কুসুম মালা সকল থরে থরে দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে, মান রূপ হরিদ্রূপা-বনলতা সকল বঙ্কিম ভাবে গৃহাভ্যন্তর প্রাচীর বেষ্টন করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, সৌরভে প্রমত্ত হইয়া ভ্রমরগণ চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছে, কুসুমের সুসৌরভে আতর প্রভৃতির সুগন্ধ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জ সকল সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ বোধ হইতেছে, চারিদিকে অনেকগুলি গন্ধ সলিলপ্রস্রবণ সজ্জিত রহিয়াছে, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রণয়ানুরাগে প্রীত হইলাম।"

নবরাজ্ঞীর একসহচরী বলিতে লাগিল, "প্রভু! প্রণয় ও মমতার নিকট সমুদয় সুন্দর ও নির্দ্দোষ বোধ হয়, আপনার ন্যায় লোকের নিকট এ সকল আদর ও অভ্যর্থনা অতি সামান্য। বিশেষতঃ আপনি যে অতি সামান্য আদরে এক কালে এতদূর পরিতুষ্ট হইলেন—তাহাতেই আমরা চিরক্রীত হইলাম, প্রার্থনা—যেন চিরকাল অনুগ্রহ ও প্রেম, অপ্রতিহত থাকে"।

আর এক সহচরী। "রাজেন্দ্র! আমরা ও চরণের দাসী, আমাদের এমন কি গুণ আছে যে, তাহাতে আপনকার উদার প্রশস্ত চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। আপনার যাহা কিছু অনুগ্রহ ও দয়া সমুদয় নিজ গুণে, এপর্য্যন্ত বলিতে পারি—আপনকার চিরানুগ্রহ ও স্থির প্রণয় থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের অন্তঃকরণ, ও পাদ-পদ্মে চির ক্রীত হইয়াছে"।

আর এক সখী। "রাজেন্দ্র! সমুদায় ক্রীড়ার উপাদানই প্রস্তুত আছে, নিজ

অভিরুচি অনুসারে আদেশ করুন, আমরা তৎপ্রতিপালনে প্রস্তুত হই"।

নবরাজ্ঞী। "প্রাণনাথ! পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মাসান্তে একরাত্রি এ অভাগিণীর নয়ন ও মন রঞ্জন করা হয়, এই সময় যে আমাদের নিকট কত মূল্যবান্ তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না, আমরা আপনার সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ অধীন, আপনার বদন মলিন দেখিতে পাইলে সমুদয় জগত অন্ধকার ময় প্রতীয়মান হয়। অদ্য আপনাকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও অন্য মনস্ক দেখিতে পাই কেন?"

কিছু কাল সকলে নির্ব্বাক গৃহ নিস্তব্ধ। পুনর্ব্বার রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন,

"প্রাণনাথ! আমার নিকট একটী কথা সত্য বলিতে হইবে, মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিতে পারিবেন না,"

ইহা বলিয়া রাজ্ঞী উত্তরের অপেক্ষায় সম্রাটের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কতক্ষণ অপেক্ষা করা হইল, কিন্তু কোন উত্তরই প্রদত্ত হইল না। রাজ্ঞী পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন

"রাত্রি কি দ্বিপ্রহরের অধিক হইয়াছে?"

এক সখী উত্তর করিল

"বোধ হয় এক প্রহরের অধিক হয় নাই,"

সম্রাট নিরুত্তর। রাজ্ঞী আবার বলিলেন,

"দুরাত্মা শিবজি সম্বন্ধে কি কোন দুর্ঘটনার সম্বাদ আসিয়াছে?"

সম্রাট সহসা এক পরিচারিকার দিকে কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন,

"ওগো। আমার একটী কার্য্য সাধনে প্রস্তুত হও, আমার সায়ংকালীন ভজনালয়ের এক পার্শ্বে এক খানি আলেখ্য পট আছে তাহা অতি সত্বর লইয়া আইস"।

পরিচারিকা সম্রাটের আদেশ শ্রবণ মাত্র অভিবাদন পূর্ব্বক দ্রুত পদে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ক্ষণকাল পরেই ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া এক কালে কতক গুলি চিত্র পটের উপর দৃষ্টি পাত করিল, সারি সারি চিত্র পট অবস্থিত আছে, কোন খানি সম্রাটের অভিপ্রেত তাহা স্থির করা বড়ই দুস্কর।

এই যে এক বীর পুরুষের প্রতিকৃতি চিত্রিত রহিয়াছে, হীরক খচিত সুবর্ণময় পরিচ্ছদে শরীর আবৃত, শিরোদেশে অপূর্ব্ব কিরীট সুশোভিত, বাম কক্ষভাগে স্বর্ণকোষাবৃত অসি দোদুল্যমান, বাহন অশ্বের, গতি সংযমার্থ দুই হস্তে বল সহকারে বল্গা আকর্ষণ করিতেছে, ঘোটকবর গ্রীবা বক্র করিয়া তির্য্যকৃতার লোচনে উল্লম্ফন করিতেছে। কোন মহাপুরুষের এই প্রতিরূপ? আমাদের প্রভুর আকৃতির অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, আঃ এইযে পটের নিম্নভাগে "সাহজহান" এই নাম অঙ্কিত আছে, এই পট খানি কি প্রভুর অভিপ্রেত? কখনই নহে, কারণ আমাদের প্রভুর পিতৃ ভক্তির একান্ত অভাব।

পটান্তর অনুসন্ধান করি, আহা এ প্রতিকৃতি কোন্ মহাপুরুষের? আননে ও লোচনে-সাহস, বীর্য্য, ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য

দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তিভাব, স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। রাজ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অসি ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন, এই আকৃতি দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, "আকবর" এই নামাঙ্ক দ্বারা পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, ইনিই মোগল বংশ চূড়ামণি, ভারতবর্ষীয় রাজ কুলতিলক, ইঁহার প্রতি প্রভুর তাদৃশ ভক্তিভাব নাই, ইনি হিন্দু ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন বলিয়া প্রভু কিঞ্চিৎ আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এ, চিত্রগত মহাত্মা কে? এক হস্তে গ্রন্থ অপর হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক অসংখ্য সেবক পরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, এই যে আলেখ্যের নিম্নভাগে "মহম্মদ ঈশ্বর প্রেরিত" এইরূপ লিখিত রহিয়াছে, আহা! ইনিইত আমাদের পরিত্রাণের হেতু স্বরূপ ধর্ম্ম প্রয়োজক, এই বলিয়া ভক্তিভাব সহকারে অভিবাদন করিল, এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

এই পট খানিই প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারে, যেহেতু প্রভু ইঁহার অত্যন্ত ভক্ত, পট গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সম্রাট এসময়ে বিহার মন্দিরে গমন করিয়াছেন, ভক্তি ভাবের সময় নয়, এখন যে সহসা প্রভুর ভক্তিভাব উদিত হইবে সম্ভাবিত নহে, বিশেষতঃ প্রভু কখনই বিহার বিলাসের সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চা করেন না, সেই পট খানি ত্যাগ করিয়া আর এক দিকে দৃষ্টি পাত করিল, মুখ কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া বলিতে লাগিল, উঃ কি বিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি—চক্ষুর্দ্বয় সূর্য্য যুগল সদৃশ, মুখ প্রকাণ্ড বিকট, নাসা হইতে শ্বাস সহকারে প্রবল অগ্নিশিখা যেন অজস্র নির্গত হইতেছে, বিকট দন্ত গুলি দেখিলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, পৃষ্ঠ দেশে ঢাল, হস্তে এক প্রকাণ্ড লৌহ দণ্ড, এইভৈরব মূর্ত্তিকে চারিজন বীর পুরুষ এক শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিয়া যেন কোন স্থানে লইয়া যাইতেছে, বোধ হয় সয়তান আর দিব্য দূতগণ কল্পিত হইয়া থাকিবে। বিহার ও বিলাসের সময়ে এসকল প্রতিকৃতি নিষ্প্রয়োজন, দেখা যাক তদনুযায়িনী মূর্ত্তি অনুসন্ধান করি,——একখানিও বিলাসোপযোগী পট দেখিতেছিনা, এ ভজনালয়, এখানে বিলাস বস্তু থাকিবার তাদৃশ সম্ভাবনা কোথায়? আঃ এই যে একখানি সুন্দর আলেখ্য, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহার নিমিত্তই প্রভু আদেশ করিয়াছেন, আহা কি মনোহর রূপ চিত্রিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই প্রভুর অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, এই প্রতিকৃতি তাঁহার অভিলষিত না হইলেও, বিহারের সময়ে কখনই এককালে উপেক্ষিত হইবার নহে, যাহা হউক এই আলেখ্য খানি লইয়াই গমন করি, এই রূপ স্থির করিয়া পট গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইল।

সম্রাট সমীপস্থ পরিচারিকার হস্ত হইতে পট গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যভাগে সকলের দর্শন-সুবিধানরূপে অব-

স্থিতি করিলেন, এবং সমুদয় সখী ও পরিচারিকা দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"এরূপ রূপ লাবণ্যবতী কামিনী কখন নয়ন গোচর করিয়াছ ?" নবরাজ্ঞী ও তাঁহার সহচরীগণ অবহিত চিত্তে চিত্রগত রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ বলিতে লাগিল

"ইহার হস্তও গ্রীবার সহিত আমাদের ভর্ত্রীর অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে"

কেহ বলিতে লাগিল—

"বোধ হয় যেন ইহাকে কোথায় একবার দেখিয়াছি। সম্রাট আবার বলিলেন 'তোমরা এরূপ রূপ কখন দেখিয়াছ ? দেখদেখি কেমন মনোহর ভ্রূযুগল, কেমন রক্তিম অধর, কেমন বঙ্কিম কটাক্ষপাত কেমন রক্তিম গণ্ডদেশ"।

নবরাজ্ঞী। "প্রাণনাথ ! আপনি যে চিত্রপটের রূপসাগরে নিমগ্ন হইলেন, চিত্র দেখিয়াই এরূপ মনের ভাবও গতি, জীবিত মূর্ত্তি দেখিলে নাজানি মনের কিরূপ অবস্থা হইত"

সম্রাট। "কোন পদার্থের কোন গুণ সন্দর্শন করিলে স্বভাবতই প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, এরূপ প্রশংসাতে কি কিছু হানি আছে ?"

নবরাজ্ঞী। "হানি কি ? আপনি যাহা ভাল দেখিবেন তাহার প্রশংসা করিবেন, যাহা মন্দ বোধ হইবে নিন্দা করিবেন"

সম্রাট। "রাজ্ঞি দেখ কেমন লাবণ্য, বোধ হয় যেন হাস্য করিতেছে, কেমন সলজ্জভাব। বোধ হয় যেন আমায় দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছে।"

রাজ্ঞী। "আপনি এক মুখে আর কত প্রশংসা করিবেন," সম্রাট দেখ ! কেমন বিশাল লোচন দ্বয় কেমন ধনুকাকার ভ্রূযুগল,"

রাজ্ঞী। "মণিদুটী কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ।"

সম্রাট। "কেমন রক্তিম অধর। তাহাতে ঈষৎ হাস্য, বোধ হয় যেন চন্দ্রে সুধা বিরাজিত হইয়াছে"

রাজ্ঞী। "কিঞ্চিৎ প্রমাণাধিক স্থূল বোধহয়।"

সম্রাট। "রক্তিম গণ্ড যুগলের তুলনা দিবার স্থান নাই"

রাজ্ঞী। "অত্যন্ত স্ফীত বোধ হয়।"

সম্রাট। "গ্রীবা দেশ কেমন মনোহর"

রাজ্ঞী কিছু বলিতে উদ্যত হইয়া নিরুত্তর :

সম্রাট। "প্রিয়ে ! বক্ষঃস্থলের ভাব ভঙ্গির প্রতি একবার নেত্র পাত কর।"

রাজ্ঞী, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া

"আঃ কি বিপদ ! একটা সামান্য চিত্রপট লইয়া এত গোলযোগ কেন ? অন্য বিষয় আলাপে মনোযোগ করুন্"

এই বলিয়া সম্রাটের হস্ত হইতে পট আকর্ষণকরিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন, সম্রাট তৎক্ষনাৎ ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া পটখানি আনয়ন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,

"প্রিয়ে ! তুমি ওরূপ উদ্ধত ভাবপ্রকাশ করিলে কেন ?"

"প্রতিমূর্ত্তির উপর সপত্নী ভাব প্রকাশ করা, একটী নূতনবিধ কাণ্ড, ইহা কেহ কোন দিন দেখেও নাই শুনেও নাই, আজ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলাম,"

রাজ্ঞী। "আমারমত লোকের আর সপত্নীর ভয় কি? কথায় কথায় সপত্নীর খেলা, পদে পদে সপত্নীর জ্বালা, যাদের নূতন সপত্নী ঘটে তাহাদিগের ও বিষয় চিন্তার বিষয়, আমার সপত্নীর সংখ্যা করা ভার, এরূপ অবস্থায় আমার মন বিরক্ত হইবে কেন?"

দ্বারে আঘাত—পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত। সম্রাট ইঙ্গিত করিবামাত্র এক পরিচারিকা কর্ত্তৃক দ্বার মুক্ত হইল। অমনি একটী প্রৌঢ়া স্ত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটী যুবতী সমাগমন করিয়া সম্রাটের নিকটে দণ্ডায় মান হইল, বেশ ভূষা ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রৌঢ়াকে স্বামিনী ও অপর দুইটীকে পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। প্রৌঢ়া সম্রাটের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল, দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন রূপ হৃদয় গত কোমল সম্বন্ধ না থাকিলে সম্রাটের নিকট এরূপ সাহস ও ধৃষ্টতা জন্মিবার নহে। কেশ আলুলায়িত, ভূষণ পরিচ্ছদ অযত্ন বিন্যস্ত, লোচনদ্বয় লোহিত অশ্রু পূর্ণ, নিশ্বাস কিঞ্চিৎ প্রমাণাধিক দীর্ঘ, বাষ্প বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল—

"প্রাণ নাথ! এ অভাগিনীকে জন্মের মত এককালে ত্যাগ করিয়াছ, তুমি রাজাধিরাজ যাহা কর, তাঁহাই শোভা পায়, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জানি না বৎসরাবধি তোমায় অন্বেষণ করিতেছি, কোন্ নিশিতে যে কোথায় বিহার কর, নিশ্চয় জানিতে পারি নাই, আমার সৌভাগ্য ক্রমে এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি তুমি এখানে শুভ রাত্রি যাপন করিতেছ। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম, মাসে দুই দিবস আমার আলয়ে যাইবার নিয়ম ছিল, এই হিসাবে তোমার নিকট বিংশতি রাত্রির অধিক প্রায় প্রাপ্য হইয়াছে, তোমায় একতিল এখানে অবস্থিতি করিতে দিব না, তুমি দিগ্বিজয়ী হও আর যাই হও, আমার নিকট সেই সব বিক্রম কিছুই কার্য্যে লাগিবেক না। আমি বাদিনী, তুমি প্রতিবাদী, তোমার নামে বিচারপতি কামদেবের নিকট মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছি। বসন্তকালে প্রথম কোকিল, পরে ভ্রমরগণ শমন জারি করিয়া গিয়াছে, তুমি শমন অমান্য করিয়াছ, সেই কারণ তোমায় ধরিয়া নেওযার জন্য পঞ্চবাণ প্রেরিত হইয়াছে, আমি তোমার পরিচয় করিবার নিমিত্ত সঙ্গে আসিয়াছি। আমার আলয়ে বিচার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চল, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এযাত্রা আবার আজ্ঞা অমান্য হইলে যারপর নাই শাস্তি ঘটিবে"।

সম্রাট। "প্রিয়ে! শান্ত হও, এত ব্যস্ত কেন? আমি যাইতে স্বীকার করিলাম, এই প্রস্তুত হইতেছি। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।"

রাজ্ঞী। "না আর অপেক্ষা করিবার

সময় নাই।"

নবরাজ্ঞী। কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন :

"অনেক দিন পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কি মনে করিয়া অসময়ে অদ্য এখানে আসিয়াছেন"?

বৃদ্ধ রাজ্ঞী। 'তোমার নিকট আসিনি, তোমার এবিষয় তত্ত্ব করিবার প্রয়োজন কি? তুমি একদিকে অপসৃত হও"।

নবরাজ্ঞী। 'আপনার স্বভাব এরূপ উগ্র কেন? মনে যাই থাক্ মৌখিক ভদ্রতা ত্যাগ করা ভদ্র কন্যার উচিত নয়"।

প্রৌঢ়রাজ্ঞী। আমরা ওরূপ স্বভাবের লোক নই যে মুখে ভদ্রতা, মনে অভদ্রতা।

মন অসুখী থাকিলে স্বভাবতঃ স্বভাব উগ্র থাকে, মন যাঁর শান্ত আছে কিছুতেই কখন বিরক্তি জন্মে না। তুমি আমার অবস্থা কি জানিবে, তোমার সহিত আলাপ করিতে চাই না।"

নবরাজ্ঞী। 'আপনি আমার দিকে চোক রাঙ্গাইবেন না, আপন মান আপনার নিকট।' প্রৌঢ়রাজ্ঞী। 'তোমার ঘরে আসিয়াছি বলিয়া আত্মায় ধরিয়া মারিবে? মনে করিয়াছ। এই আমি দাঁড়াইলাম, তোমার যদি নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে আমায় পদাঘাত কর, আমার আর মানের ভয় কি? জগদীশ্বর যাঁহার মান হরণ করিয়াছেন, তাঁহার মান বজায় রাখিবার আশা করাই বৃথা।"

নবরাজ্ঞী। "আপনি কি আমার সহিত কলহ করিবার মানস করিয়া আসিয়াছেন?"

প্রৌঢ়রাজ্ঞী। "ইচ্ছা করিয়া কলহ করি না, প্রকৃতিই তোমার সহিত আমার কলহ ঘটাইয়াছে"

নবরাজ্ঞীর এক সহচরী। "নবরাজ্ঞীর সহিত আপনার কি কলহ শোভা পায়? আপনি কি সম্পত্তির প্রভাবে নবরাজ্ঞীর সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনার কি সেদিন আছে? না সে সময় আছে? না সম্রাটের সে আদর আছে? ——————

যৌবন ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন অপহৃত হইয়াছে, কৃত্রিম করিয়া আর কতকাল কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ রাখিবেন, শরীরের চর্ম্ম যে ঈষৎ লোলিত হইতে চলিয়াছে, তাহার কি ঔষধ আছে? অন্যান্য বিষয় যাহাই হউক একটী বিষয়ের নিতান্ত অপ্রতুল"

এই বলিয়া সখী ঈষৎ হাস্য মুখে নীরব হইল।

নবরাজ্ঞীর আর এক সখী। "আপনি কতকগুলি বেশ ভূষা দ্বারা নিজ বৃদ্ধত্ব গুপ্ত রাখিতে বৃথা অভিলাষ করিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে সরোবর শুষ্ক হইয়াছে আর কি রাজহংস, কেলির অভিলাষে আগত হইবে? লতা ও গুল্মগণ, বীতকুসুম হইলে ভ্রমরগণ কখনই আর আগমন করে না, আপনার আর বিহার রসভাবের সময় নাই। লোকের চির দিন সমান থাকে না, আপনাকে এক সৎপরামর্শ দিতেছি, আপনি এই অসার সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে রত হউন, এপাপ ময়

দিল্লী সাধুর উপযুক্ত স্থান নয়, মক্কা গমন করিয়া নয়ন ও আত্মা চরিতার্থ করুন। বেশভূষা আর বৃথা, হাবভাব পরিহার করিয়া করে জপ মালা ধারণ করুন্। সম্রাটের প্রেম, বাঞ্ছা না করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করুন্. সম্রাটের মন রক্ষার জন্য এত প্রাণপণে প্রয়াস করিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের মন রক্ষার প্রতি মনোযোগিনী হউন। নায়কের প্রতি আপানার যেরূপ ভাব শ্রদ্ধা তাহার শতাংশের একাংশও যদি ঈশ্বরের প্রতি থাকিত তাহা হইলে আপনার পরকালের পরমোপকার হইত সন্দেহ নাই"।

প্রৌঢ়রাজ্ঞীর এক সঙ্গিনী বলিতে লাগিল,

"তোমাদের কথায় উত্তর করিবার কোন প্রয়োজন ছিলনা তথাপি কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, তোমারা কি আমাদের কর্ত্রীকে বৃদ্ধা জ্ঞান করিয়াছ। সে দিন ইঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহাতেই শরীর কিছু বিরূপ দেখা যায়, তোমাদের ঈর্ষ্যার চক্ষে তাঁহার সহস্র গুণ অপকৃষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহার বয়স কখনই যৌবন সীমা অতিক্রম করে নাই, যৌবন শ্রী যে কেবল বয়সের অনুগত তাহা নহে। কাহারও অতি অল্প বয়সে যৌবন গত হয় কাহারওবা অধিক বয়সেও যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে, আমিই ইঁহার রূপের ব্যাখ্যা করিতে চাইনা দিল্লীর সমুদয় লোক এক বাক্য হইয়া ইহার লাবণ্যের প্রশংসা করিয়া থাকে"।

সম্রাট স্বগত। একি বিপদ্ উপস্থিত আজ নাজানি কি একটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়. ক্রমেই বিবাদ, ঝড়ের ন্যায় বেগবান হইয়া উঠিতেছে। এখন প্রৌঢ়রাজ্ঞীর মন রক্ষা না করিলে নিস্তার নাই। নব রাজ্ঞীকে সহজে শান্ত করা যাইবে, আজ প্রৌঢ়রাজ্ঞীর মন রক্ষা করাই কর্ত্তব্য আমার দোষেই প্রৌঢ়রাজ্ঞীর এরূপ হৃদয় ভঙ্গভাব ঘটিয়াছে, আমার এবিষয় বিবেচনা করা উচিত, প্রকাশে রাজ্ঞীর প্রতি

"প্রিয়ে! বিনীতভাবে তোমার পদানত হইয়া বলিতেছি, আজ আমায় একটী ভিক্ষা দেও।"

"ভিক্ষা" এই—এইমাত্র বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। লজ্জায় অবনত হইয়া রহিলেন, নবরাজ্ঞী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

'আপনার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। আপনি প্রভু, যাহা ইচ্ছা করুন্ আমার নিকট শুষ্ক অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন কি"?

"সম্রাট। এ যে বিষম বিপদ্, দুদিক রক্ষা করা বড় কঠিন, যাহউক প্রৌঢ়ের গৃহে যাওয়াই এখন কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া সম্রাট, সখীদ্বয় সমভিব্যাহারিণী রাজ্ঞীর সহিত সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে-দ্বিতীয়গর্ভ পরিচ্ছেদ

সম্পূর্ণ।

বঙ্গদেশের অবস্থা

সামান্যতঃ দেখিতে গেলে--বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা যথোচিত চাক-চিক্যশালী রূপে প্রতীয়মান হইবে। স্থূল দর্শক-দিগের মনে এ ভাবের উদয় হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য হইয়াছি, উন্নত হইয়াছি, সাহসী হইয়াছি, যথোচিত বিদ্যোপার্জনও করিতেছি। বৎসর বৎসর বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে শত শত যুবা কৃত বিদ্য হইয়া শীরে বিদ্যার জয়-পতাকা বন্ধন করিয়া গর্ব্বের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। শত২ যুবা কৃতবিদ্য হইয়া রাজদ্বারে উত্তমোত্তম কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। চারিদিগে-নগরে, উপনগরে, গ্রামে, পল্লীগ্রামে, বিদ্যার জ্যোতি বিকাশিত—চারিদিগে বিদ্যার প্রত্যক্ষ ফল সকল লক্ষিত হই-তেছে। আপামরসাধারণে বিদ্যার বিমল রসপানে বিমুগ্ধ। সকলেই বিদ্যানু-শীলনে যত্নবান।

পূর্ব্বের ন্যায় আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মনেরা আর শিত কালের কুজ্বাটিকাময় প্রত্যূষে সামান্য বস্ত্রাবরণে শরীর আবৃত করিয়া জাহ্নবী নীরে নিমগ্ন হন না-দিবসের শেষ ভাগে আহার সমাপন করেন না। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন জন্য তাঁহারা আর দ্বারে২ ভিক্ষা করেন না। কায়স্থেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় মসীজীবী হন না বৈদ্যেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় বনে২ মাঠে২ উদ্ভিজ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন না। কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া একটী মুদ্রা কি কোন তৈজস পাত্র লইয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয় না। তাঁহারা এক্ষণে অনায়াসে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছেন। শূদ্রেরা এখন কি আর পূর্ব্বের ন্যায় সামান্য গ্রাসাচ্ছা দনের জন্য ব্রাহ্মণ দিগের সেবায় নিযুক্ত থাকেন?—কখনই না। তাঁহারাও এক্ষণে চাকরী করিয়া অপরাপর উর্দ্ধতম শ্রেণীর লোকদিগের ন্যায় সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। স্বর্ণবণিক দিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় "রোকড়ের দোকান" খুলিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না। সূত্রধারেরা আর প্রাতঃ কালে রেঁদা প্রভৃতি স্কন্ধে লইয়া ধনী ব্যক্তির ভবনে গমন করেনা। কর্ম্মকারেরা আর অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম স্বীকার করে জীবনোপায় সংগ্রহ করে না। তাম্বলি, গন্ধবণিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রলোকের ন্যায় কালযাপন করিতেছে। রজক দিগকে আর মস্তকে বস্ত্র লইয়া কোন জলাশয়ে যাইতে হয় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে সকল দিগেই সুবিধা সকল বিষয়েই সুখসচ্ছন্দতা।

এক্ষণে অনেককেই প্রায় সুখ ভোগী দৃষ্ট হয়।

ইংরাজদিগের অভ্যুদয় কাল হইতেই আমাদের সমস্ত সুখের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে২ বিদ্যালয়, পল্লীতে২ বিদ্যালয়, বালকেরা এক্ষণে অনায়াসে

অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া কৃত বিদ্য হইতেছে। চারিদিগে উন্নতি। উন্নতি স্রোত ধনীদিগের প্রাসাদ হইতে কৃষিজীবীদিগের পর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। যে দিগে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিগেই উন্নতির লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। নগর সমূহের উত্তম রূপ সংস্করণ হইয়াছে, চারিদিগে উত্তমোত্তম প্রাসাদ রাজ্য, বিস্তীর্ণ প্রসস্থ পরিষ্কার দুর্গন্ধ বিহীন রাজপথ সমূহ, দুই পার্শ্বে আলোক মালা, পণ্যবীথি, মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত জলাশয়, স্থানে স্থানে বিদ্যামন্দির, চিকিৎসালয়, পান্থ নিকেতন, অনাথ দিগের জন্য হাঁসপাতাল, বিবিধযান, অল্প ব্যয়ে সমস্ত দ্রব্যই বিক্রীত হইতেছে, লোকের কোন বিষয়েই অসুবিধা নাই। উপনগর ও পল্লীগ্রাম সমূহের অবস্থাও অল্প উন্নত নহে। যে উপনগরে ও পল্লিতে দশ বৎসর পূর্ব্বে একটী প্রকাশ্য রাজ পথ দৃষ্টগোচর হইত না, সে সকল স্থান এক্ষণে শতং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শতধা হইয়াছে। যে পল্লীগ্রামে পূর্ব্বে সকল বিষয়ের অসুবিধা ছিল, এক্ষণে সে সমস্ত গ্রামের লোকেরা ইচ্ছানুসারে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে। লৌহবর্ত্ম, তাড়িত-বার্ত্তাবহ দ্বারা আরও অনেক উপকার সংসাধিত হইয়াছে। বারাণসী প্রয়াগ বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থান সকল আর পূর্ব্বের ন্যায় অগম্য স্থান নাই। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি জীবনের শেষাবস্থাতে— অর্থাৎ যৌবন কাল গত হইলে কোন তীর্থ স্থানে যাইতে মানস করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে একেবারে সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া দান পত্র দ্বারা নিজ বিষয় ও সম্পত্তির কোন একটা বিশেষ বন্দবস্ত করিয়া তত্তত স্থানে গমন করিতে হইত। এক্ষণে আর সেরূপ নাই। কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন গয়া মথুরা এক্ষণে অনায়াস লব্ধ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা আমরা এক মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতবর্ষের এক প্রান্তে বসিয়া অপর প্রান্তের কোন আত্মীয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি।

বিদ্যালয় সংস্থাপন ব্যতিরেকে, বিদ্যোপার্জ্জনের আরও কতক গুলি প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। দিনং মাসং বৎসরং মুদ্রাযন্ত্র হইতে এত সংখ্যক কাব্য নাটক ইতিহাস দৈনিক, দ্বিসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে যে, এক ব্যক্তির পক্ষে সে সমস্ত পাঠ করা সামান্য ব্যাপার নহে।

সামাজিকতা বিষয়েও অনেক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। অন্য কথা দূরে থাক— যখন বিলাত গমন পর্য্যন্ত শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন আর উন্নতি পক্ষে কোন অন্তরায় দৃষ্ট হয় না। স্থানেং ব্রাহ্মমন্দির, গ্রামেং প্রার্থনা সমাজ, সকলেই ধর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত সকলেই ধর্ম্মার্জ্জন জন্য ব্যাকুল। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। "বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়" আর পূর্ব্বের ন্যায় কোন শূদ্রের সহিত একত্রে

মধ্যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের উৎসাহ শীতল হইয়া পড়িল, বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমে ক্ষুন্ন হইতে লাগিল। শিক্ষকেরা রীতি মত বেতন পান না, ছাত্রেরা রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, যথা সময়ে বিদ্যালয়েও আসে না। গভর্ণমেণ্ট এ অবস্থা দেখিয়া সাহায্য দানে বিরত হইলেন বিদ্যালয়টী পরিশেষে অতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইল। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থা এই রূপ। অর্থাভাব যে ইহার মূলীভূত কারণ তাহা বলা বাহুল্য। অনেক গ্রামে দেখা গিয়াছে অর্থাভাব জন্য একটী বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু লোকদিগের তাহার প্রতি যত্ন নাই, ইহার কারণ কি? হিংসা, বা দ্বেষ ভাব ইহার প্রকৃত কারণ। আমাদের স্বভাব এই যে নিজে কোন সৎকার্য্য করিব না, অথচ অপর কেহ কোন সদনুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতার পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিব। সাধারণতা নাই বলিয়াই আমাদের এরূপ হইতেছে। যে গ্রামের লোকেরা মনে করিলে একটা উচ্চতর বিদ্যালয় কি একটী কালেজ সংস্থাপিত করিতে পারেন তথায় অর্থাভাবে একটীসামান্য বিদ্যালয় মরণোম্মুখ হইতেছে। অনেকে বলেন যে রাজ পুরুষদিগের দেশীয় লোক দিগের প্রতি আর তাদৃশ যত্ন নাই। এ বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করা আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন না বলিয়াই কি আমরা কোন সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না? মনে করুণ রাজ পুরুষেরা এক কালে সমস্ত বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেন, তাহাহইলে আমরা কি জড়ের ন্যায় অবস্থান করিব? রাজপুরুষেরা কখনই আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইতেছেন না যে, আমরা তাহাদের দ্বারে ভিক্ষা না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না। আমরা যদি সকলে একত্রে হইয়া, একমন হইয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কোন সদনুষ্ঠান করি তাহা হইলে কি আমরা কৃতকার্য্য হইব না? অবশ্যই হইব।

আমাদের দেশে পুস্তক লেখকদিগের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যেক দিনই এক একখানি নূতন গ্রন্থের জন্ম দিতেছে। প্রতি সপ্তাতেই একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সে সমস্ত পুস্তক বা পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেশে বাক্যের কাল অতীত হইয়াছে পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা আর কোন বিশেষ উপকার সাধিত হয় না। যে পুস্তক পাঠে লোকের কোন বিশেষ উপকার হইল না সে পুস্তক মুদ্রিত না হওয়াই ভাল। যদি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া লোকের মন একেবারে সমাজগত দোষ সংশোধনের প্রতি প্রধাবিত না হইল, যদি সংবাদপত্র দ্বারা দেশীয় দিগকে প্রকৃত পক্ষে দেশহিতৈষি না করিল, যদি সংবাদপত্র লিখিত প্রত্যেক পংক্তি পাঠ করিয়া দেশের দুর্দ্দশা অবলোকন করত পাঠক বর্গেরনয়নবারি বিগলিত না হইল, যদি সংবাদপত্র

দ্বারা দেশীয়দিগকে সাহসী উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বাধিনতা প্রিয় না করিল তাহাহইলে কি সংবাদপত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল? কখনই না প্রসিদ্ধ নামা-ভলট্যায়ারের পুস্তক পাঠে ফ্রান্স রাজ্য একেবারে কম্পমান হইয়াছিল, রাজ্যবাসীরা এক মনে এক উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাজার অত্যাচার নিবারণ মানসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অনেক বিষয়ে আমাদের উপরে অত্যাচার করিতেছেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা কি মুকের ন্যায় কোন বিষয়েই বাংনিষ্পত্তি করিবেন না তাঁহারা কি চিরকালই আলস্য শয্যায় শায়িত থাকিবেন। ক্রন্দন কর মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কখনই আমাদের ক্রন্দনে বধির হইবেন না। দুই একখানি সংবাদ পত্র ব্যতিরেকে অপরসমস্ত গুলিই ইংরেজদিগের তোষামোদ করিয়া থাকেন। আমরা এরূপ বলিনা যে ইংরেজেরা কোন অত্যাচার করিলে প্রকাশ্য পত্রে তাহাদিগকে অযথা গালাগালি দিব। প্রকাশ্য রূপে, বিশেষ রূপে, তাঁহাদের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধনের উপায় দর্শাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা কোন বিষয়েই বাক্‌নিষ্পত্তি করি না বলিয়াই অনেক রাজপুরুষেরা মনে করেন যে আমরা সকল বিষয়েই সুখি, তাঁহাদের এরূপ অনুমান করা সম্ভব। কারণ যদি চিকিৎসককে রোগের সমস্ত বিবরণ না বলিলাম তাহা হইলে চিকিৎসক কি কখন রোগ নির্ণয় করিতে পারগ হন? আন্দোলন কর, আবেদন কর, দ্বারে আঘাত কর দশ বার শত বার সহস্র বার লক্ষ বার অবশ্যই দ্বার মোচিত হইবে। নিরাশ হইওনা একদিন না একদিন ভারতেশ্বরী অবশ্যই এ হতভাগ্য দিগের দুর্দ্দশার দিগে করুনা কটাক্ষপাত করিবেন। যত দিন সংবাদ পত্র একটী প্রকৃত বল বলিয়া পরিগণিত হয় ততদিন দেশের কোন ইষ্টের সম্ভাবনা কোথায়?

মানসিক উন্নতি। নিরবচ্ছিন্ন পুস্তকের কীট হইলেই মানসিক উন্নতি হয় না। যার মন আছে তাহার সমস্তই আছে, যার মন নাই তাহার কিছুই নাই। যার মন আছে তাহার সাহস, বল, বিক্রম, ধর্ম্ম, জ্ঞান দয়া দেশ হিতৈবিতা সকলই আছে। মন আছে বলিয়াই মনুষ্য বৃহদ্ধকায় ভয়ঙ্কর হিংস্রক মাংসাশী পশ্বাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। মন আছে বলিয়াই ইংরেজেরা, সকল দেশের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, মন আছে বলিয়া রাজপুত্রগণ, ক্ষত্রীয়গণ মুসলমান গণ, মহারাষ্ট্রীয়গণ পারসীরা আরোবিয়ারা এমনকি উড়িশ্যা দেশ বাসীরা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা অধিক সাহসী, দুঃখ সহিষ্ণু, স্থির প্রতিজ্ঞ, কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ ও পরিশ্রমী, মন নাই বলিয়াই আমাদের বল নাই সাহস নাই, তেজ নাই ক্রোধ নাই, দয়া নাই। আমরা বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছি, বৎসর ২ শত ২ পুস্তক প্রণয়ন করিতেছি বিদ্যালাভ জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিলাত যাইতেছি জাতিভেদে,

দেশাচার, বংশ মর্য্যাদার শীরে পদাঘাত করিয়া অনায়াসে সাহেব দিগের সহিত একত্রে আহার করিতেছি, সমাজকে তুচ্ছ করিয়া পরিবার দিগকে প্রকাশ্য সভায় লইয়া যাইতেছি। আমরা এ সমস্তই করিতেছি, আরও করিতেছি, সংবাদপত্রে দীর্ঘ প্রস্তাব দ্বারা, সমাজে বর্ত্তৃতা দ্বারা, প্রকাশ্য রূপে বর্ত্তৃতা দ্বারা, দেশের রীতি নীতি সংশোধন জন্য দেশীয়দিগকে উত্তেজনা করিতেছি, কিন্তু এ সমুদয়ের চরম ফল কি? আমরা বিলাত যাইতেছি, তথায় যাইয়া কি করিতেছি? দুই তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া আপন কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতেছি। সামান্য অর্থের জন্য কি এ সমুদায় ত্যাগ করা হইল? যাহারা সামান্য অর্থের জন্য—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, স্বজন, পরিত্যাগ করে তাহাদের ন্যায় অপকৃষ্ট লোক আর জগতে নাই। দস্যুরা যেরূপ সামান্য অর্থলোভে প্রাণী হত্যা করে, আমরাও সেইরূপ সামান্য অর্থের জন্য "সমাজ" হত্যা করিয়া থাকি। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সমাজহত্যা করিয়া থাকেন তাঁহারা কখনই এ শ্রেণীভুক্ত নহেন তাহা বলা বাহুল্য। যদি 'বিলাত" যাইয়া দেশের কোন হিতকার্য্যে ব্রতী না হইলাম, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে বঙ্গের দুঃখ-বারতা গোচর করাইয়া তাঁহাকে আমাদের দুঃখে দুঃখি না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে বিলাত যাইয়া কি বিশেষ উপকার সংশাধিত হইল? সত্য বটে—বিলাতে এমন লোক অতি অল্পই আছেন যাঁহারা আমাদের দুঃখে কাতর, কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে "প্রফেশর ফসেট" মহমান্য "জন ব্রাইট" প্রভৃতি মহোদয়েরা ভারত বাসীদিগের জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছেন, তখন যে আমাদের অবস্থার বিষয় আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাত হইয়া কোন মহাত্মা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন এরূপ সম্ভব নহে। বিলাত বৃহৎ বিস্তীর্ণ দেশ তথাকার লোক সংখ্যা এত অধিক যে, কোন বিশেষ কার্য্য না করিলে কেহই প্রায় সাধারণের লক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা। কোন সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গেলে—মহা সভাই তাহার উপযুক্ত স্থান, সুতরাং মহা সভার সভ্যেরাই কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতে পারেন, কিন্তু মহা সভার সভ্য ব্যতিরেকে অনেক লোক আছেন যাহারা আমাদের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। যখন প্রসিদ্ধ সংস্কারকর্ত্তা **শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন** মহাশয় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, আমরা মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম, আকাশে কত দুর্গই নির্ম্মান করিয়াছিলাম, কত বার ভাবিয়াছিলাম, কেশব বাবু এক জন দেশহিতৈষি লোক ইনি অবশ্যই তথায় যাইয়া আমাদের জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিবেন। ধর্ম্মোন্নতি যদিও তাঁহার বিলাত যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য থাকুক, সমাজ সংস্করণ, দেশীয় দিগের সামাজিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা যে, তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল তাহা বলা বাহুল্য,

তিনি যদি একবার কোন সভায় আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতেন, একবার যদি বিলাত বাসীদিগকে বলিতেন, যে আমরা কত ক্লেশে, কত দুঃখে, কি রূপে কালযাপন করিতেছি তাহা হইলে যথেষ্ট হইত। তাহা হইলেই তিনি সকলের ধন্য বাদার্হ হইতে পারিতেন। ইংলণ্ডবাসীরা যে সকলেই এক কালে সমস্ত বিষয়ে উদাসীন তাহা বলা যায় না, তাঁহারা সকলেই যে স্বার্থ পর এরূপ ও বলা যায় না, যখন সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশ অথবা ভারতবর্ষ বিলাতবাসীদিগের নিকট "কাম ধেনু" স্বরূপ, তখন যে তাঁহারা এক কালে ইহার বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন বোধ হয় না। তাঁহারা আমাদের অবস্থার পুরোভাগ দেখিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহারা সংবাদ পত্র পাঠে, মহোদয় ডিউক অফ আরগাইল, তাঁহার সুযোগ্য সহকারী গ্র্যাণ্টডফ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের মুখে শ্রবন করিতেছেন যে, ভারতবাসীরা সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহাদের কিছুরি অভাব নাই, তাহাদের মানসিক উন্নতির জন্য—স্থানে স্থানে বিদ্যালয়, বিবিধ সংবাদ পত্র, দৈহিক উন্নতির জন্য চিকিৎসালয়, ঔষধালয়, সম্পত্তি রক্ষার্থ কার্য্যক্ষম সান্তিরক্ষক গণ নিযুক্ত, কোন বিবাদ ভঞ্জন জন্য শত শত ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপিত, গমনাগমনের জন্য লৌহ বর্ত্ম, সংবাদ প্রাপ্তির জন্য তাড়িত বার্ত্তাবহ, ডাকঘর, শত শত কৃত বিদ্য যুবক রাজ কার্য্যে নিযোজিত, এমন কি প্রধানতম বিচারালয়ে পর্য্যন্ত তাঁহারা আসন প্রাপ্ত হইতেছেন—এরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কি কখন মনে করিতে পারেন যে, আমরা কোন বিষয়ে অসুখি? আমাদের কোন বিষয়ের অভাব আছে? কখনই না। কিন্তু তাঁহারা যদি এক বার এই আলেখ্যের পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন করেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয়স্থিত 'সেকসন' শোণিত উত্তেজিত হইবে।

তাঁহারা যখন শুনিবেন যে, ইংরাজেরা এদেশীয় দিগের উপরে কিরূপ অত্যাচার করেন, তাঁহাদিগকে কিরূপ ঘৃণা করেন, বিদ্যালয় সমূহ কি রূপে বিদ্যাদান করিতেছে, চিকিৎসালয়ে-চিকিৎসা সম্বন্ধে দেশীয় দিগের সহিত ইংরাজদিগের কি প্রকার বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, রাজদ্বারে ইংরাজ ও ভারত বাসীদিগের মধ্যে কি রূপ অবিচার হইয়া থাকে, উপর্য্যুপরি কর সংস্থাপন দ্বারা দেশীয়েরা কি রূপে জর্জ্জরীভূত প্রপীড়িত ও বিপদ গ্রস্থ হইতেছে, আমাদের ছোট কর্ত্তা কি রূপ যথেচ্ছাচারিতার সহিত সমস্ত উন্নতির মুলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, ভয়ানক দণ্ডবিধি আইন প্রচলন দ্বারা দেশীয় দিগের কি রূপ ভয়ানক অনিষ্ঠ হইল, তাঁহারা যদি এক বার এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্য এ সমস্ত অত্যাচার নিবারণের অনেক প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন।—

তাঁহারা কথনই আমাদের এই দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া জড়ের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। যেসকল বাঙ্গালী বিলাত গিয়া ছিলেন তাঁহারা যদি তথায় এক বার আমাদের বিষয়ে একটী কথা বলিতেন—তাহা হইলে আমাদের অনেক উপকার হইত সন্দেহ নাই। যদি তাঁহাদের মধ্যে এক জন ব্যক্তি ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট যাইয়া আমাদের অবস্থা বর্ণন করিতেন, যদি সহস্রের মধ্যে একজনও আমাদের জন্য মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করেন তাহা-হইলে আমাদের অনেক আশা হইতে পারিত।

বিলাত যাইয়া বাঙ্গালীরা দেশের কি উপকার করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলা হইল। এক্ষণে দেখা উচিত তাঁহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়াই বা কি করিলেন? তাঁহারা 'সাহেব' হইয়া দেশীয় দিগ হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের সহিত আমাদের যে রূপ সম্বন্ধ, তাঁহাদের সহিতও আমাদের সেইরূপসম্বন্ধ। তাঁহারা কালে একদল' বিলাতি বাঙ্গালী" রূপে পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই। যদি সমাজে থাকিয়া সমাজের কোন উপকার না করিলাম তাহা হইলে সমাজ ত্যাগ করা আর না করা উভয়ই সমান। বাঙ্গালী 'সিভিলায়ন' ও 'বারিষ্ট্যারেরা' বর্ণ ব্যতিরেকে অপর সমস্ত বিষয়েই ইংরাজদিগের অনুকৃতি মাত্র, তাঁহাদের মানসিক বল এরূপ ক্ষীণ যে, সাহেবদিগের নিকট পাছে অনাদরণীয় হন এই ভয়ে 'বাঙ্গালী" হইতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু, তাঁহাদের দেখা উচিত যে সাহেবেরা কি কখন তাঁহাদিগকে প্রকৃত কল্পে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া জ্ঞান করেন? আমরা 'সিবিলিয়ান' হই আর 'ব্যারিষ্টার' হই যত দিন না মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারি তত দিন আমাদের কোন দিগেই উপায় নাই।

এক্ষণে দেশীয় দিগের মানসিক উন্নতি কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য হইতেছে।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল এবারে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

ভগ্ন মনোরথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এস অয়ি তমোময়ী এস বিভাবরি,
সখিরে সমান দুখী আমরা দুজন,
এস তবে, কাঁদি দোঁহে গলাগলি ধরি,
তুষারে নয়নাসারে ভাসুক ভুবন।—

না-না-সখি, সমদুখী কহিব কেমনে?
বড়ই অভাগা আমি, তুমি ভাগ্যবতী—
নহে দূর যবে তুমি হেরিবে রমণে,
মোর শশী অস্তমিত জনমের প্রতি।

প্রকৃতি তোমার দুখে বিষাদিত মন,
আঁধার তোমার শোকে কাঁদেন ধরণী,
মুছেন তোমার অশ্রু আপনি তাপন,
তোমার বিরহে ম্লান তব হৃদমণি।

কেবল আমার দুখে কাঁদে মোর মন,
প্রশ্রুত আমার অশ্রু শোষেণ ধরণী ;
হয়ত আমারে (হায় অভাগা এমনি)
যার জন্য কাঁদি সেই ভাবেনা কখন—

'ভাবেনা কখন' আহা 'ভাবেনা কখন'
কেমনে কহিবি তুই রে পাষাণ মন ?
চুম্বক লৌহের মত দুজনার মতি
উভয়েই ধাবমান উভয়ের প্রতি।

বিশেষ প্রণয় অগ্নি বড় ভয়ানক
দুমন মিলনে উঠে যাহার চমক,
নিরাশার শুষ্ক লতা মুখে যদি পায়,
খেয়ে উঠি ; দুজনার মন পুড়ে যায় !

কে জানিত অভাগার এছিল লিখন—
অন্তরের আগুণেতে জীবন সংশয় !
প্রচ্ছন্ন ভিতরে যথা জ্বলে হুতাশন,
দহি ক্রমে শমীবর সবল হৃদয় ;

শেষে সেই অগ্নি মধ্যে হইতে পতন
চিন্তাহোমে নিত্য তাহা করিনু বর্দ্ধন ;
ক্ষেপিলাম যে কুঠার বিচ্ছেদের মূলে
লাগিল কি নিজ পায়ে প্রহারের ভুলে ?

কে জানিত প্রণয়ের হেন পরিণাম ?
তা হলে আপন গলে কে দিতরে ফাঁস ?
কে করিত আহ্বান নিজ সর্ব্বনাশ
নিরাশ প্রণয় তুষে দহি অবিরাম ?

'লুকেতিয়া' ভীম শৈল, 'স্যাফো *মহামতি
যাহোতে দিলেন ঝাঁপ জলধীর জলে
মিছে দোষ দেয় তব মনুর সন্ততি
বুঝেনা বলিয়া হায় ; বুঝে কি সকলে ?

* Sappho.

'রোমিও,' চিনিনু তোমা ওহে প্রেমময়,
আত্মহত্যা দোষে তোমা দেখিব না আর ;
কভুকি ভাবিয়াছিলে সুখের প্রণয়
চরমে করিবে হেন বিষের উদ্গার ?

'ইফিস্' তোমার মত ফাঁস দিয়ে গলে
কেননা ত্যজিনু প্রাণ তাঁহার দুয়ারে
যাঁহারে দেখিতে মন আকুল সতত ;
শেষ বেলা একবার জনমের মত
নয়ন ভরিয়া দেখে লইতাম তারে,
হতো কি জ্বলিতে আর চির শোকানলে ;

কিন্তু যারে ভালবাসি প্রাণের সমান
নিয়ে যায় অন্যে তারে থাকিতে পরাণ !
কেমনে চাহিয়া থাকি হইয়া পাষাণ ?
সহেরে যাঁহার প্রাণে হেন অপমান ?
দুজনার মৃত্যু হতে থাকিতে জীবন
শতগুণে শ্রেয়স্কর একের মরণ।

কার্য্য অনুসারে ভোগে মানব নিচয় ;
কেন এ অভাগা তবে দূষিছে প্রণয়,
অনন্ত সুখের সেই এক প্রস্রবণ
মৃত্যুও যাহাতে হয় সুখের সদন !

কাহার সাহসে একা পার্থ-মহারথী
নির্ভয়ে পশিলা যদু সৈন্যের সাগরে,
পূরাইলা মনআশা ? কাহার শকতি
বিনা প্রণয়ের বল হেন কার্য্য করে ?

মরিরে প্রেমের কত অদ্ভুত ব্যাপার !
মনে কি পড়ে লো "হিরো"* তব প্রিয়বর
কি সাহসে প্রতিরাত্র, কিসে করি ভর,
সাঁতারিত 'হেলেসপন্থ' ভীম পারাবার ?

এসব বিপদ লঙ্ঘি প্রণয়ের গতি !
এ হেন প্রেমের বলে যদি বলীয়ান

*Hero.

আসি কেন কাঁদি তবে দুর্ব্বল যেমতি
কেন না বিপদ ঠেলি হই আগুয়ান ?

কেমনে রে মূঢ় মন হবে আগুয়ান ?
কি গুণ আছেরে তোর, কোথা বা সহায় ?
পার্থের সহায় ছিল যাদব প্রধান,
অন্যজন মহাদক্ষ সাঁতার বিদ্যায়।

হায়রে অভাগা কিহে হেন নিরুপায়,
জগতে তাহার বন্ধু নাহি কোন জন ?
লেখনী তাহার মাত্র দুর্ব্বল সহায় :
তাতে কি কিছু কাজ না হইবে সাধন ?

দুর্ব্বল লেখনী কিন্তু কি করিতে পারে—
হয়ত নিজের দুঃখ করি প্রকটন
গাইবে অশ্রুতে ভাসি দুয়ারে দুয়ারে,
সত্যের দোহাই দিয়ে ডাকিবে কখন।

একটী হৃদয় যদি থাকে কোন ঘরে
গলিবে ; পাষাণ গুলি থাকিবে অটল
শুষ্ক চক্ষু তাকাইবে বিরক্ত অন্তরে ;
যাঁর চক্ষে আসে জল, হইবে সজল।

পাগল লেখনী কিহে দেখিছ স্বপন ?
এই কি সে সত্যযুগ ত্রেতা বা দ্বাপর
গাবে যে প্রেমের কথা যখন তখন ?
জান এই মহা কুলি অতি ভয়ঙ্কর।

যেমন দেখিছ কাল মানুষও তেমন,
সমান শরীর মন দুদিগে দুর্ব্বল ;
ভাবে প্রণয়ের কথা বড় অমঙ্গল,
অন্তরে মরিবে, তবু কহেনা কখন !

এ পাপ লজ্জায় তুমি করি পরিহার,
কও যদি কারো কাছে দুখ আপনার

কোথায় তাপিত হবে শুনি পরদুখ
হাসিবে পাগল বলি, করিবে কৌতুক !

অভাগার শত্রুপক্ষ অতি বলবান্,
ব্যস্ত সবে আশালতা উন্মূলনে তার ;
তাদের সহায় থাকি যক্ষ ধন বান্
কবন্ধ কুসংস্কার রক্ষ লোকাচার !

বিশেষতঃ তব কথা করিয়া শ্রবণ
শত্রু পক্ষ উড়াইয়া ফেলিবে হাসিয়া ,
খল খল হাসি যক্ষ কহিবে ডাকিয়া
নির্ধন হইয়া তার আশাটী কেমন ?

যদি কিছু দোষ বল বিবাহ প্রথার
কবন্ধ কুসংস্কার দিবে গালা গালি
মস্তক মস্তিষ্ক বুদ্ধি কিছু নাই যার
বলিবে" খৃষ্টান দিলি পিতৃ কুলে কালি"

লোকাচার রক্ষ গর্জ্জি উঠিবে অমনি
বিস্তারি জঘন্য দেহ বিন্ধ্যাচল প্রায়
কহিবে"যদিও তেজে হয় দিন মণি
'মনসাপি' লঙ্ঘিবারে কে পারে আমায় ?

ভীষণ কবন্ধ ওরে রক্ষ দুরাচার
তোদিগের দেখা পায় আঁধারে যে জন ;
আঁধারের কীট তোরা নিজেই আঁধার !
সত্যের আলোকে আমি ডরি কি কখন ?

রে যক্ষ কি গুণে তব এত অহঙ্কার !
সংগৃহীত ছিল ধন ; জনমের বলে
পাইয়াছ তেঁই ভব অধিক কি আর
পেলে ধন ধনী হওয়া বড় কথা নয় ?

অথবা ভ্রাতার ধন হরি বলে ছলে
পূরেছ উপাস্য তব লোভের উদর
পাপের উচিত শাস্তি থাকিলে ভূতলে
এ দিন তোমার ভাই হইত অপার ?

নহে অন্য হতে প্রাপ্ত স্বীয় ধন জাল
বলিবে অবনী তলে হেন কোন জন ?
কত শত জন ভোগে ছিল কত কাল
কি বিশ্বাস তাহাতে যে যাবেনা কখন ?

তবে কেন ধন গর্ব্বে কহিছ আমায়
ভাবনা নিধন কিম্বা নিধন সময় ?
সুপথে আগত ধন সুপথেই যায়
কুজনের ঘরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের নয় !

হে যক্ষ অধিক তোমা কি কহিব আর ?
খুলিয়াছ ভব ভূমে ভাল রঙ্গ স্থল
মজিয়া যথেচ্ছ ভোগে ভাবিছ কেবল
তোমাদের সুখ তরে এ ভব সংসার !

আবরিয়া কাল চর্ম্ম সোণার পাতায়
ভুলাও স্বভাব মুগ্ধা সরলা কামিনী
ভোগ লিপ্সা শিকল লাগায়ে কারোপায়
অধীনতা কূপমধ্যে ফেলিতেছে টানি !

হে যক্ষ অভাগা কেন দোষিছে তোমায় ?
সত্যই প্রেমিক জন নিতান্ত পাগল
নিজেই আপন হৃদে দিয়াছে অনল
এবেরে উঠিল জ্বলি কি হবে উপায় ?

ঢাল হে যতেক জল সপ্ত পারাবারে
কিছুতে দুরন্ত অগ্নি হবেনা নির্ব্বাণ
বায়ুর বিহনে কিন্তু বাঁচিতে নাপারে
প্রাণ বায়ুরোধে তার যায় যদি প্রাণ।

ধৃত রাষ্ট্র বিলাপ

(মহাভারত হইতে)

প্রাপ্ত।

১

যবে শুনিলাম ময়, করিয়া নির্ম্মাণ
সুধর্ম্মা নিন্দিত সভা গদা বিভীষণ
যুধিষ্ঠিরে বৃকোদরে করেছে প্রদান
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

২

যবে শুনিলাম পার্থ দ্বারকা পুরেতে
বলে কৃষ্ণ-স্বসা ভদ্রা করিলে হরণ।
মিত্র ভাবে রাম কৃষ্ণ মিলিল সঙ্গেতে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৩

যবে শুনিলাম ইন্দ্রে করিয়া দমন
অর্জ্জুন খাণ্ডব বন করিলে দহন।
তাঁহারে গাণ্ডিব ধনু দিল হুতাশন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৪

যবে শুনিলাম আমি জৌগৃহ দহনে
রক্ষা লভিয়াছে কুন্তী সহ পার্থগণ।
বিদুর মিলিত আছে তাহাতে গোপনে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৫

যবে শুনিলাম সভা সমক্ষে কৃষ্ণারে
লক্ষ্য ভেদি লভিলেক বীর ধনঞ্জয়।
মিলিল পাঞ্চাল রাজ্য পাণ্ডব সবারে
তখন জয়শা আর করিনা সঞ্জয়।

৬

যবে শুনিলাম আমি মগধ ঈশ্বর
ক্ষত্রিয় সমাজে যেন জ্বলন্ত জ্বলন
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বধিলেক তারে বৃকোদর
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

যবে শুনিলাম আমি, পাণ্ডুপুত্রগণ
রাজা গণে হারাইল করিল দিগ্‌জয়।
মহা ক্রতু রাজ সূয় কৈল সমাপন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন।

৮

যবে শুনিলাম রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে
আনিলেক সভামাঝে পাপদুঃশাসন।
অনাথার ন্যায় (আহা ! সনাথা সতীরে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৯

যবে শুনিলাম বস্ত্র করিতে হরণ
দ্রৌপদীর, রাশি রাশি হরিয়া বসন।
অক্ষম করিতে নগ্না পাপদুঃশাসন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

১০

যবে শুনিলাম আমি, কপটে হরিল
শকুনি পাণ্ডবরাজ্য খেলাইয়া পাশা।
তথাপিও ভ্রাতৃগণ সঙ্গেতে রহিল
তখন সঞ্জয় আর করিনা জয়াশা ॥

১১

যবে শুনিলাম ভিক্ষা ভোজী দশশত
মহাতেজা ধর্ম্ম সম স্নাতক ব্রাহ্মণ।
বনবাসী ধর্ম্মরাজে আছে অনুগত
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

১২

যবে শুনিলাম শিব সহ করি রণ
ব্যাধরূপী ত্র্যম্বকেরে তুষি ধনঞ্জয়।
পাশুপত মহা অস্ত্র করিল গ্রহণ
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

১৩

যবে শুনিলাম সত্য সন্ধ মহাবীর
শিখিতেছে যথা শাস্ত্র দিব্যাস্ত্র নিচয়।
সাক্ষাৎ বাসব হাতে, অর্জ্জুন সুধীর
তখন জয়াশা আর করিনা সঞ্জয় ॥

১৪

যবে শুনিলাম পার্থ বৈরি বিমর্দ্দন
প্রবল দানব দলে করিয়া দমন,
কৃতার্থ হইয়া মর্ত্ত্যে কৈল আগমন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন॥

১৫

যবে শুনিলাম, শুনি কর্ণের বচন
ঘোষ-যাত্রাকালে কৈলে গন্ধর্ব্বে বন্ধন।
কৌরব সকলে, পার্থ করিল মোচন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

১৬

যবে শুনিলাম যক্ষ রূপেতে শমন
ধর্ম্মরাজে প্রশ্নাবলী কৈলে জিজ্ঞাসন।
সম্যক রূপেতে তাহা করিল পূরণ
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন॥

১৭

যবে শুনিলাম আমি, বিরাট ভবনে
বাসকৈলে কৃষ্ণাসহ পার্থ পঞ্চজন।
জানিতে নারিল, অস্মদীয় চর গণে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

১৮

যবে শুনিলাম আমি গোগৃহের রণে
পরাজিল, একরথী ইন্দ্রের নন্দন।
দ্রোণ ভীষ্মআদি অস্মদীয় যোধ গণে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

১৯

যবে শুনিলাম আমি নির্জ্জিত নির্ধন
যুধিষ্ঠির আনাইয়া বান্ধব স্বজন।
সংগ্রহিল সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনাগণ
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

২০

যবে শুনিলাম কৃষ্ণ (স্বয়ং নারায়ণ
যিনি করেছেন পদে, পৃথ্বী আবরণ)

ইচ্ছেন পাণ্ডব হিত করিতে সাধন
করিনা সঞ্জয় আর জয়াশা তখন ॥
২১
যবে শুনিলাম সন্ধি করিতে স্থাপন
কৌরব সভায় কৃষ্ণ করি আগমন।
ফিরিয়া গেছেন হয়ে বিষণ্ণ বদন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২২
যবে শুনিলাম আমি বিপক্ষীয় গণে
গাণ্ডিব, অর্জ্জুন কৃষ্ণ লভেছে মিলন
একত্রে এ তিন মহা উগ্রবীর্য্য রণে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৩
যবে শুনিলাম কৃষ্ণে বরি মন্ত্রীপদে
চলিতেছে তার পরামর্শে পার্থগণ।
(তবে আর তাহাদের কি ভয় বিপদে)
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৪
যবে শুনিলাম, ভীষ্মে বলিলা অঙ্গেশ
'তুমি যুদ্ধ কৈলে আমি করিব না রণ"।
ইহা বলি ত্যজি গেলা সেনা সন্নিবেশ
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৫
যবে শুনিলাম, মোহ কৈলে আক্রমণ
রথোপরি ধনঞ্জয় কৈলা প্রদর্শন।
দেবকি-নন্দন স্বীয় দেহে ত্রিভুবন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৬
যবে শুনিলাম, রণে গঙ্গার নন্দন
প্রত্যহ অযুত রথী করিছে নিধন।
কিন্তু তাহে না মরিছে খ্যাত কোন জন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৭
যবে শুনিলাম, পার্থ বীর বিকর্ত্তন
শিখণ্ডীরে অগ্রভাগে করিয়া স্থাপন।
মহাপরাক্রমী ভীষ্মে করিল হনন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৮
যবে শুনিলাম ভীষ্ম তৃষান্বিত হয়ে
চাহিলে পানীয়, ক্ষিতি করি বিদারণ
পার্থ, মিটাইল তৃষা ভোগবতী পয়ে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
২৯
যবে শুনিলাম, দ্রোণ শক্রপ্রশসন
করিছেন রণে নানা অস্ত্র প্রদর্শন।
কিন্তু নামরিছে রিপু-শ্রেষ্ঠ কোন জন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
৩০
যবে শুনিলাম যারা গিয়াছিল রণে
অর্জ্জুন নিধন তরে করি প্রাণ পন।
পার্থ হস্তে গেছে তারা শমন ভবনে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
৩১
যবে শুনিলাম আমি অর্জ্জুন তনয়
দ্রোণ-কৃত-চক্র-ব্যূহ করি আক্রমণ
ভেদি প্রবেশিল তায়, নির্ভয় হৃদয়
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥
৩২
যবে শুনিলাম মিলি রথী সপ্তজন
অভিমন্যু বালকেরে করিয়া নিধন।
নাপারি বধিতে পার্থে হৈল হৃষ্ট মন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিন তখন ॥
৩৩
যবে শুনিলাম করি আর্জ্জুনি নিধন।
হর্ষে নিনাদিছে মূঢ় ধার্ত্ত রাষ্ট গণ।
জয়দ্রথ বধে পার্থ করিতেছে পণ
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৩৪

যবে শুনিলাম করি সৈন্ধবে নিধন
ধনঞ্জয় স্বীয় পণ করিল পুরণ।
নারিলেক নিবারিতে তারে কোন জন
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৩৫

যবে শুনিলাম আমি দ্রোণ সেণাগণে
সুহৃঃ সহ নাশ কৈল করিয়া সন্ধান।
সাত্যকি মিলিল গিয়া দ্রোণ পার্থ সনে
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৩৬

যবে শুনিলাম রণ ধর্ম্ম পরিহরি
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণশির করিল ছেদন।
রণে বসেছিল যেই অনশন করি
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৩৭

যবে শুনিলাম, ভীম রক্ত করি পান
দুঃশাসনে একা পেয়ে করিল নিধন।
নাপারিল কেহ তারে করিবারে ত্রাণ
সঞ্জয় জয়াশা আর করিনা তখন ॥

৩৮

যবে শুনিলাম কর্ণ অমিত্র কর্ষণে,
বধিল বীর কেশরী মারুতি কেতন
ভ্রাতাদের এই মহা ভয়ঙ্কর রণে
সঞ্জয় জয়াশা আর করি না তখন

৩৯

যবে শুনির্লাম ধর্ম্মরাজ সহ রণে
মরিয়াছে মদ্ররাজ সমর ভীষণ
স্পর্দ্ধিতেন যিনি সদা রণে নারায়ণে
সঞ্জয় জয়াশা আর করি না তখন।

৪০

যবে শুনিলাম আমি, সুবল নন্দনে
সহদেব যমালয়ে করিল প্রেরণ।
কলহের মূল যেই কুরুপাণ্ডু গণে
সঞ্জয় জয়াশা আর করি না তখন ॥

৪১

যবে শুনিলাম, শান্ত একা দুর্যোধন,
শুস্তিয়া হ্রদের বারি করিছে শয়ন
বিকল হয়েছে শক্তি বিকল মনন
সঞ্জয় জয়াশা আর না করি তখন।

৪২

যবে শুনিলাম আমি, পাণ্ডুপুত্র গণ
কৃষ্ণসহ দৈপায়নে করিয়া গমন
ভৎ‍সিতেছে পুত্রে মোর বলি কুবচন
সঞ্জয় জয়াশা আর নাকরি তখন

৪৩

যবে শুনিলাম আমি কৃষ্ণের ছলনে
বিগত জীবন মোর বাছা দুর্যোধন,
ভীমের সহিত হায় মিথ্যা গদারণে!
সঞ্জয় জয়াশা আর করি না তখন।

৪৪

যবে শুনিলাম আমি দ্রোণের নন্দন
ঘৃণাকর শিশু হত্যা করিল সাধন
শিবিরে আছিল যারা নিদ্রায় মগন
সঞ্জয় জয়াশা আর না করি তখন।

৪৫

শোকাকুলা এবে হায়! হয়েছে গান্ধারী
পুত্র পৌত্র পিতা ভ্রাতা গিয়াছে সকলি
দুর্জ্জয় করিয়া কার্য্য লভিল শূন্ন্যারি
রাজ্যবস্তু পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ বলে বলী ॥

৪৬

শুনিলাম অবশিষ্ট মাত্র দশজনে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনাগণ মাঝে,
অস্মদীয় তিন, সপ্ত বিপক্ষীয় গণে,
কিভীষণ রণ উহু! ক্ষত্রিয় সমাজে ॥

৪৭

বলিতে বলিতে এইরূপে সকাতরে।
পড়িল মুর্চ্ছিত হয়ে সিংহাসনোপরে ॥

ভারতচন্দ্র রায়ের রচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রসূতির বিলাপ, স্তব ও দক্ষের জীবন বর্ণনাতে বিশেষ চমৎকারিত্ব নাই, কেবল স্থানে স্থানে কবির মনোহর রচনা-কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রস্তাব যদিও কাল্পনিক হউক, ভারত বাসীদিগের কিম্বদন্তির সংস্কারানুসারে এই ঘটনা গুজরাট দেশে হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ভারতবর্ষীয় লোকেরা যে সকল প্রস্তাব কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সমুদয়েই প্রকৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। রাবণ ও রামের রাজধানী, সিংহল ও অযোধ্যা, জনকরাজার আবাস নগরী মিথিলা, বিরাটনগর, বিরার— এইরূপ প্রায় সমুদয় কাল্পনিক প্রস্তাবের বিস্তারিত রূপে স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। যাহাহউক দক্ষযজ্ঞকে গুজরাট দেশীয় ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অধিকাংশ গ্রন্থকারগণ, ভিন্নদেশীয় আচার ব্যবহার বর্ণনে স্বদেশীয় রীতি নীতি আরোপিত করিয়া থাকেন।

"শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ"

শাশুড়ী মাতৃতুল্য হইয়া জামাতার নিকট অত্যন্ত লজ্জিতা, জামাতা পুত্র সদৃশ হইয়া, শাশুড়ী সমীপে লজ্জায় নম্রচিত্ত, এই রীতি গুজরাট দেশীয় নহে, গ্রন্থকারের মাতৃভূমি বঙ্গদেশের পদ্ধতি রচনা কালে প্রকাশিত হইয়াছে—পৃথিবীর প্রায় সমুদয় কবিদিগের এই দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপিয়ার প্রভৃতির এবিষয়ে অনেকাংশে সাবধানতা দেখা গিয়াছে। আমাদের **ভারতচন্দ্র** রায় এবিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে অসাবধান হইয়া চলিয়াছেন। এস্থলে আর একটী গুরুতর বিষয় উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

কবিকঙ্কন মকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর বিষয় বোধকরি অনেকে অবগত আছেন, তাঁহার রচনা সমুদয় অবলম্বন করিয়া যে **ভারতচন্দ্র** রায় কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, প্রথম কতকগুলি দেবতার বন্দনা করিয়া দক্ষ যজ্ঞবর্ণন আরম্ভ করিয়াছেন।ইঁহার দক্ষ যজ্ঞ দেখিয়াই ভারতচন্দ্র রায় দক্ষ যজ্ঞ প্রণয়ন করিয়াছেন, দশ বিদ্যা রূপ ও একান্ন পীঠ ভিন্ন **অন্নদামঙ্গলে** আর কিছুই অধিক বর্ণিত হয় নাই।

ভারতচন্দ্র রায়ের একান্ন পীঠের বর্ণনা গত স্থান নির্দ্দেশ কাল্পনিক নহে, প্রায় অধিকাংশ স্থানের অদ্যাপি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিব বিবাহ—এই প্রস্তাবটী, কুমার সম্ভব, শিবপুরাণ, কবিকঙ্কন চণ্ডী অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। **কুমার সম্ভব** হইতে দুই একটী উপমাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

"পতঙ্গবদ্বহ্নি মুখং বিবিক্ষুঃ"

(কুমার সং)

"দিলা বাণ ছাড়ি, অনলে পতঙ্গ হয়ে"

(অন্নদামঙ্গল)

কুমার সম্ভব, কবিকঙ্কন চণ্ডী, ও অন্নদা

মঙ্গল, এই পুস্তক দ্বয়ের **রতির বিলাপ** সমালোচনা করিয়া দেখিলে, দেখাযায় ভারত, কবিকঙ্কনীয় রতি-বিলাপেরই সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কালিদাসের ভাব গ্রহণ করিলে অপেক্ষা কৃত মনোহর হইত, পাঠক বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করণ মানসে বর্ণিত বিলাপ দ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে—

রতির খেদ।

(কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে)

"কাম কান্তা কান্দেরতি,
কোলে করি মৃত পতি
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায় কুন্তল ভার,
ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর ।।
পড়িয়া চরণ তলে,
রতি সকরুণে বলে,
প্রাণ নাথ কর অবধান,
তিলেক বিস্মৃত হইয়া
পাসরিলা প্রাণ প্রিয়া,
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান ।।
জাগিয়া উত্তর দেহ,
রতিরে সঙ্গতি লহ,
পাসরিলা পূর্ব্বের পীরিত।
তুমি নাথ যাবে যথা,
আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন হইলা বিপরীত ।।
মোর পরমায়ু লয়ে
চিরকাল থাকজীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যেগতি পাইবে তুমি
সেগতি পাইব আমি
রহিব তোমার পদতলে ।।
শঙ্করে মারিতে বাণ
ইন্দ্রের লইয়া পান
রতিরে করিতে অনাথিনী।
দিয়া এ পরম শোক,
গেলা প্রভু পর লোক,
মোর তরে পোহাল রজনী ।।
ভুবন সুন্দর তনু,
তোমার কুসুম ধনু,
সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
লোটায়ে ধরণী তলে,
মম পাপ কর্ম্ম ফলে,
সুকঠিন বিধাতার প্রাণ ।।
এই হর কোপানলে,
তোমারে দহিল বলে,
নাবধিলে রতির জীবন।
তোমাবিনা প্রাণ পতি,
তিলেক নাজীয়ে, রতি,
এই বড় রহিল গঞ্জন ।।
দেহ যোগ নহে সত্য
কেবল মরণ নিত্য
স[illegible] লোকে এই কথা জানে।
যৌবন মরণ কাল,
হৃদয়ে রহিল শাল,
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ।।
কুল শীল রূপ গুণ,
জীবন যৌবন ধন,
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত প্রভুর সখা,
মোরে আসি দেহ দেখা,

কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল ॥”

অন্নদা মঙ্গল হইতে নিম্ন লিখিত রতি বিলাপ উদ্ধৃত হইল।

রতি বিলাপ।

“পতি শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কন মারে রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পুরিল হাহা কার।
কোথা গেল প্রাণ নাথ, আমারে করহ সাথ
তোমা বিনা সকল আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা নারহিল
পিরীতির এনহে বিধান ॥
যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছে প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥
না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥
আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায়! হায়! গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান,
এখন দেখিতে আর নাই ॥
শিব শিব শিবনাম, সবে বলে শিবধাম,
বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তার দৃষ্টে প্রভু মরে,
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
নাজানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুণের কপালে আগুণ ॥
অনলে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল গালি,
মদন মরিল রৈল রতি।
এদুঃখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর
মরিলে নাহি অব্যাহতি ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি সহরে বহিয়া ॥
অরে রে মলয়া বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত
মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হয়ে বন্ধু নও,
প্রভুবধি যবে পলাইলা ॥
কোথা গেলা স্মররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি-আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্ত কালে কর এই ধর্ম্ম ॥
বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় কাঁদিলে কি আর হয়,
এই ফল বিরহির শাপে ॥”

ভারতচন্দ্র রায় গৌরীর তপস্যা বর্ণন করেন নাই, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী **কুমার সম্ভবের** গৌরীর তপস্যা অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, দুই এক স্থলে অবিকল কুমারের কবিতা অনুবাদ করিয়া নিবেশিত করিয়াছেন,

যথা—তদপ্যপাকীর্ণ মতঃ প্রিয়ংবদাং

ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।

(কুমার সং)

ত্যজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নপান,
এই হেতু পর্ণা হইল অভিধান।

(কবিকঙ্কন চণ্ডী)

"পুনর্ব্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।"
"চচাল বালাস্তন ভিন্ন বল্কলা,
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ
সমাললম্বে বৃষরাজ কেতনঃ।"

(কুং সং)

তপস্বিরে দেখি কিছু চঞ্চল অধর,
সে স্থান ছাড়িয়া গৌরী গেলা স্থানান্তর।
গমন সময়ে হর নিজ বেশ ধরি,
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারি।"

(কং চং)

শিবের মোহন বেশ ধারণ, মুকন্দ ও ভারত উভয়েই বর্ণন করিয়াছেন, ভারত যে কিরূপ কৌশলক্রমে মুকন্দ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা গোচরার্থ বিবৃত হইল।

আছিল বাঘের ছাল হইল বসন,
অঙ্গদ বলয় হৈল ভুজঙ্গম গণ,
বাসুকি মাথায় হৈল কীরিট ভূষণ,
অঙ্গের বিভুতি হৈল সুগন্ধি চন্দন।
অস্থিমালা ছিল যত হৈল রত্ন মাল,
হরিতাল তিলকে শোভিত হৈল ভাল।
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর কলা
ধরিল মদন রিপু মদনের লীলা।
যোগ বলে ধরিলেন মনোহর বেশ,
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারুকেশ।
হইল হেরিয়া বর সবার আহ্লাদ,
আহ্লাদে মেনকা রাণী ত্যজিল বিবাদ।

(কবিকঙ্কন চণ্ডী)

জটাজূট মুকুট দেখিলা ফনি মণি,
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি।
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ,
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।

হরপার্ব্বতীর বিবাদ ও (অন্নদামঙ্গল) চণ্ডী হইতে অন্নদামঙ্গলে গৃহীত হইয়াছে।

তৎপরে কাশীখণ্ডের মত ও বর্ণনানুসারে অন্নপূর্ণা ও ব্যাসাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কাশীর বর্ণনাতে অনেক স্থানে কবির বর্ণনা চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত বর্ণনাতে, কবি তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই, তথাপি অনেক স্থানে অসামান্য ললিত পদ-যোজনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর।

ভারতচন্দ্র রায়ের প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসুন্দরের রচনা যে রূপ ললিত ও যথা রীতিক, প্রস্তাব কল্পনা তাদৃশ চমৎকারিণী বা মনোহারিণী নহে। অনেকে এরূপ বিশ্বাস করেন, যে বিদ্যাসুন্দরের প্রস্তাবটী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বয়ং কল্পনা, করিয়া ভারত ও রামপ্রসাদ এই কবি দ্বয় দ্বারা দুই খানি বিদ্যাসুন্দর প্রস্তুত করান, কাব্য প্রচারের আনুসঙ্গিক বর্দ্ধমান রাজবংশের কলঙ্কপ্রচার করাও নৃপতির একতম লক্ষ্য ছিল।

বিদ্যাসুন্দরের প্রস্তাব যে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কপোল কল্পিত এরূপ নহে ভারতবর্ষে অনেক প্রদেশে অনেক প্রকার বিদ্যাসুরের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, বর্দ্ধমানের ন্যায় বিহারেও এক অদ্ভুত সুড়ঙ্গ বর্ত্ম আছে, তাহাকে বিদ্যা সুড়ঙ্গ বলে।

"চৌর পঞ্চাশত" নামে এক খানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহা বিক্রমাদিত্য নৃপতির সভাসত্তম বররুচি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দরের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিদ্যাসুন্দরের অন্য কোন প্রাচীন মূল গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না।

বিদ্যাসুন্দরে—রচনা ও বর্ণনা বিষয়ে কবি অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রস্তাব, তাদৃশ মনোজ্ঞ হইলে পৃথিবীতে বিদ্যাসুন্দর এক প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইত সন্দেহ নাই।

ভাটমুখে বিদ্যার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া কাঞ্চীদেশীয় রাজ কুমার সুন্দর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান গমন করেন, বর্দ্ধমানে মালিনীর বাড়ী অবস্থান পূর্ব্বক সুড়ঙ্গ পথে বিদ্যার আলয়ে যাতায়াত করেন, বিদ্যাগর্ভবতী হয়, সুন্দর চৌর রূপে ধৃত হইয়া মসানে নীত হন, ভগবতীর কৃপায় মুক্তি ও বিদ্যা লাভ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। এই প্রস্তাবটীতে কাব্যোচিত স্থানে স্থানে বীর, করুণ হাস্য, প্রভৃতি রস, যথা ক্রমে বর্ণন বিষয়ে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। বিদ্যাসুন্দরের এরূপ স্থল নাই যাহা পাঠ করিলে দুই এক বিন্দু অশ্রু পাত হইতে পারে, এরূপ স্থল নাই যাহা-তে বীর রসে হৃদয় উত্তেজিত হইতে পারে, আদিরস বর্ণনে অনেক চাতুর্য্য প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু অশ্লীল ও অনাবৃত রূপে বর্ণিত হওয়াতে একবারে জঘন্য হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ভারতচন্দ্র রায় আদিরসকে একবারে উলঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই লজ্জার উদয় হইয়া থাকে।

বোধ হয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অভিরুচির অনুরোধেই এরূপ পথে পদার্পণ ককিয়া থাকিবেন।

বিদ্যাসুন্দরে ও অনেক গুলি স্থল, কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে গৃহীত হইয়াছে, ক্রমে প্রদর্শিত হইবেক। ভাট মুখে বিদ্যার বিষয় শুনিতে পাইয়া সুন্দর যেরূপ উৎসাহ সহকারে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পুস্তকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ মালিনীর আকৃতি প্রকৃতি বর্ণন বিষয়ে কবি বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, স্থল দ্বয়ের উদাহর উদ্ধৃত হইল।

"ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ পারা বার॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ,
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ জপ।
হায় বিদ্যা কোথাবিদ্যা কবে বিদ্যা পাব,
কিবিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব।
কিবারূপ কিবাগুণ কহিলেক ভাট,
খুলিল মনের দ্বার নালাগে কপাট।
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে,
খেয়াব তনুর তরি প্রবাস সাগরে।

"দি কালী কূল দেন কূলে আগমন,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"
"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।
গাল ভরা গুয়াপানপাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে।
চূড়া বাঁধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী,
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।
আছিল বিস্তর ঠাঠ প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে,
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোঁদল ভেজায়,
পড়শী না থাকে কাছে কোঁদলের দায়।
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া
তুলিতে বৈকালি ফুল আইল সে পাড়া।
হেরিয়ে হরিল চিত আহা মরি মরি,
কাহার বাছনিরে নিছনি লিয়ে মরি"।

বৰ্দ্ধমান ও পুর বর্ণন সমালোচনা করিয়া দেখিলে, কোন সামান্য ধনীর নগর ও আলয় সদৃশ কল্পিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতচন্দ্ররায়ের সময়ে কোন ঋদ্ধিমান প্রভাব শালী নৃপতি ভারত বর্ষে বিদ্যমান ছিলেন না, দিল্লীর ও ভগ্নদশা, রাজপুতনা, পুনা প্রভৃতির ও সমৃদ্ধি লক্ষ্মী তিরোহিত হইয়া ছিল: সুতরাং কবি মুরশিদাবাদের নবাবের বাড়ী দেখিয়াই বৰ্দ্ধমানের কল্পনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বৰ্দ্ধমানস্থ বর্ত্তমান গোলাপ উদ্যান সদৃশ কোন উদ্যান ছিল না, সেই নিমিত্তেই বিদ্যাসুন্দরের বৰ্দ্ধমানস্থ উদ্যান বর্ণন এত নিকৃষ্ট হইয়াছে, গুণাকর ইংরাজ রাজত্বের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে আশানুরূপ বৰ্দ্ধমানের বর্ণন করিতে পারিতেন।

"সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর,
নৌবত বাজিছে বালা খানার উপর।
চকের মাঝেতে কোতয়ালী চবুতরা,
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা"

এইরূপ কল্পনা নওয়াবের বাড়ী দেখিয়া যে উদিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ"

ভারতচন্দ্র রায়, কলিকাতার বর্ত্তমান "মেডিকেল হসপিটলের" ব্যাপার আড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, কখনই এরূপ গুরুতর বর্ণনীয় বিষয়ে ঈদৃশ লঘু বর্ণন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। সুন্দরের রূপ দর্শনে নাগরীগণের খেদ বর্ণন—আদি রসাত্মক হওয়াতে, সহৃদয় লোকের নিতান্ত শ্রুতি কটু হইয়াছে, নূতন অপরিচিত কোন যুবক দর্শন করিয়া কুলকামিনী সমূহের এরূপ প্রকাশ্য রূপে সহসা কামাতুরতা প্রকাশ, নিতান্ত লজ্জাকর ও একান্ত অপ্রাকৃতিক, দুই এক জন স্ত্রীর সহসা অনুরাগ সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু কেবল সুশ্রীক যুবা পুরুষ দূর হইতে দর্শন করিয়া, কতকগুলি স্ত্রী লোকের এককালে অনুরাগ ও মদন-বিকার উপস্থিত হওয়া প্রাকৃতিক নহে। অন্তঃকরণে কোনরূপ বিকার সঞ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ এরূপ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ

আন্দোলন যারপরনাই স্বভাব বিরুদ্ধ।

"মদন জ্বালায়, মরম গলায়,
বকুল তলায় বসিয়া অই।"

এরূপ প্রকৃতি বর্ণন দ্বারা যে কবি স্বয়ং কেবল অপরাধী হইয়াছেন এরূপ নহে, বঙ্গসমাজকেও একরূপ কলুষিত করিয়াছেন. অনেক বিজ্ঞান বিৎপণ্ডিত, কাব্য, আখ্যায়িকার বর্ণন সমালোচন-দ্বারা জাতির রীতি নীতি স্থির করিয়া থাকেন. ভারত চন্দ্রের বর্ণিত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিতে গেলে, বাঙ্গালী জাতিকে পশুবৎ জঘন্য প্রতীয় মান হইবে।

এই রূপ দোষ কোন কোন সংস্কৃত কবি দিগেরও কিয়দংশে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা অনেক দূর সাবধান হইয়া চলিয়াছেন, রঘু বা শিব দর্শনে, অঙ্গনা দিগের ব্যগ্রতা কালিদাস যেরূপ বর্ণন করিয়া ছেন, ভারত চন্দ্র সেরূপ ভাবে, কি তৎপ্রকৃতির সদৃশ রূপে বর্ণন করিলে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

পিঞ্জরের বিহঙ্গ

১

কি কারণে বল হে বিহঙ্গবর,
নীরবে বসিয়া পিঞ্জর ভিতর।
কেনবা তোমার রূপ মনোহর,
দেখিতেছি আজি মলিন প্রায়।

২

কিহেতু বা সেই শ্রুতি সুখকর,
গাইতে বিরত—সঙ্গীত সুন্দর,
জুড়ায় যাহাতে তাপিত অন্তর,
আনন্দ সলিলে ভাসে হৃদয়।

৩

কেন বা হে অই শ্যামল উজ্জ্বল,
মানস-রঞ্জন নয়ন যুগল,
হতে, বারি ধারা বহে অবিরল,
ত্বরায় বলহে প্রকাশ করি।

৪

সেইত প্রত্যহ তোষে হে যতনে,
নানা বিধ খাদ্যে তোমা, ভৃত্য গণে,
তবে কেন আজি এ বিভাব মনে,
নাহিত কিছুই বুঝিতে পারি।

৫

কি ভাবে ভাবিত কি তাপে তাপিত,
কি চিন্তা তোমার মানসে উদিত,
কি কারণে তব হৃদি আকুলিত,
কেমনে হে তাহা জানিবে নর।

৬

স্বাধীনতা তব হরণ করিয়া,
রেখেছে মানব পিঞ্জরে ধরিয়া,
তাই কিহে তুমি নীরবে বসিয়া,
কাঁদিতেছ এবে বিহগ বর।

৭

বুঝেছি হে পাখী বুঝেছি এখন,
যাহাতে তোমার মন উচাটন,
যে কারণে তুমি করিছ রোদন,
নীরবে বসিয়া পিঞ্জর মাঝে।

৮

পড়িছে তোমার মনেতে এখন,
নয়ন রঞ্জন রসাল কানন,
সুচারু দর্শন মঞ্জু কুঞ্জ বন,
শোভে যাহা সদা বিবিধ সাজে।